শ্রীবাদিরাজ তীর্থস্বামি-কৃতা

যুক্তিমল্লিকা

সানুবাদ

গুণসৌরভ



শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র-প্রতিবাদিবিমর্দ্দনকুশলসিংহ-মায়াবাদিমিথ্যা-
প্রশমনপটুপুঙ্গব-শ্রীমধ্বান্বয়কুলভূষণ পূর্ণপ্রজ্ঞ
শ্রীপুঞ্জালঙ্কার-পরিব্রাজকাচার্য্য-
শ্রীমদ্বাদিরাজ-স্বামিপাদ-কৃতায়া

যুক্তিমল্লিকায়াঃ প্রথমো

গুণসৌরভঃ

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-
পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-

প্রভুপাদ-সম্পাদিতঃ

প্রভুপাদাশ্রিতেন কেনচিৎ সুধিয়া গৌড়ীয়ভাষায়ামনূদিতশ্চ

কলিকাতা-নগর্য্যাং ১ উল্টাডিঙ্গি-জংসন্-রোডস্থিত **শ্রীগৌড়ীয় মঠতঃ**
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সম্পাদকেন ভাগবত-রত্নোপাহ্বয়েন
শ্রীমৎকুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণেন প্রকাশিতঃ

তত্রৈব ২৪৩।২ অপার সার্কিউলার রোড্স্থিত-
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্স্ ইত্যাখ্য-মুদ্রা-যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব-বিদ্যাভূষণেন মুদ্রিতশ্চ

গৌরাব্দাঃ ৪৩৩

উপোদ্ঘাত

জগতে দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে চিৎ ও অচিৎ দুইটী শব্দদ্বারা দৃশ্য-বস্তু-সমূহের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। বিশ্বকে কার্য্যজ্ঞানে যেখানে কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মের ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহা যাহাকে আশ্রয় করিয়া সাধিত হয়, তাহাকেই 'নিমিত্ত-কারণ' এবং কর্ম্মাধারকে 'উপাদান-কারণ' বলা হয়। চেতনের ধর্ম্মে কর্ত্তৃত্বের বিশেষ যে-স্থলে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেখানে যে-সকল উক্তি দ্বারা প্রতিবন্ধকগুলি নিরস্ত হইয়া থাকে, তাহাই যুক্তি। চিদ্ধর্ম্মের অবাধ-গতির সহচরীরূপে যুক্তি কুসুম-সদৃশ সুরভি-সম্পন্না। তজ্জন্য বিচার-রাজ্যে পথ-প্রদর্শিকা-রূপে যুক্তি সর্ব্বদা অগ্রগামিনী। ঘ্রাণ-লুব্ধ ভ্রমর সেই সৌরভের জন্য তাহার অনুগমন করে। এই প্রকার অভিযান জড়প্রবৃত্তির প্রতিষেধক হইয়া চিন্ময়ী ভূমিকায় সুষমা বিতরণ করে। এই গ্রন্থের নামকরণে গ্রন্থকার সেবা-পরা যুক্তিকে মল্লিকা-পুষ্পরূপে বর্ণন-পূর্ব্বক তাহাব পাঁচটী সৌরভভেদ-বিস্তার-বাসনায় পাঁচটী মল্লিকা-মালিকা গুম্ফন করিয়াছেন।

মায়াবাদিগণ ভগবদ্‌বস্তুকে নির্গুণ বলিতে গিয়া চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যের প্রতি অবিচার করেন। জড়জগতের ত্রিগুণাতিরিক্ত বৈচিত্র্য তাঁহাদের আধ্যক্ষিকতার আদরের বস্তু নহে। তজ্জন্য তাঁহারা ভগবদধিষ্ঠানকে বিচিত্রতা-শূন্য প্রতিপাদন করিতে ব্যগ্র। নিখিল-সদ্‌গুণ-সুরভির বিস্তার যে বিচারকে নৈর্গুণ্যময়ী ঐকদেশিক-সঙ্কীর্ণতা হইতে প্রসারিত করায়, তাদৃশী যুক্তি উদ্‌ঘাটিত হইলে ভগবানের গুণ-সৌরভ-রাশি নির্ব্বিশিষ্ট ক্লীবব্রহ্মবাদীর কুধারণা-নাসায় প্রবিষ্ট হইবে, তখন তাঁহার রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া বাস্তব সত্যের প্রতি আদর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। ভাগবত-কথিত কিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসী-মকরন্দবায়ুর দ্বারা সনকাদি-ঋষিগণের কেবলাদ্বৈতবীথি-পরিত্যাগ শ্রুত হয় এবং তাঁহাদের অধস্তন-সূত্রে

বিল্বমঙ্গলেরও তদবস্থা-প্রাপ্তি। তদীয় তুলসী-সেবন নির্ব্বিশেষ জাড্য-অপনোদনে সমর্থ।

যুক্তিমল্লিকা-গ্রন্থে 'শুদ্ধিসৌরভ'-বিভাগে চিদ্বিচিত্রতা-বিলোপকামনার অপকর্ষতা-শোধন-মানসে কতিপয় যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। নির্ভেদ-বাদের অবিমৃষ্যকারিতা ও অযৌক্তিকতা-নিরাস-কল্পে 'ভেদসৌরভে'র আবাহন। জগন্মিথ্যাত্ব-বাদের পল্লবিত কুযুক্তিপ্রসার-বিধ্বংসন-মানসে যুক্তিমল্লিকার 'বিশ্বসৌরভ' প্রকটিত। অচিদ্‌বিলাস-গর্হণমুখে চিদ্বিলাস-বিনাশ-কামনার ধৃষ্টতাময় যে বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে শক্তিপরিণামবাদ বিমর্দ্দিত হয়, সেরূপ অপকর্ম্মের দুর্গন্ধ-নাশার্থ সুরভি বিস্তার করাও একটী প্রয়োজনীয় বিষয়। পঞ্চম 'ফলসৌরভে' জাগতিক পূতিগন্ধ-নিরাসকল্পে গন্ধহীনতার নির্ব্বিশিষ্ট প্রস্তাব এবং ফল্গু জাগতিক কুযুক্তিসমূহের অকর্ম্মণ্যতা-প্রদর্শনান্তে ফলসৌরভে মায়াবাদীর বিচারপদ্ধতির অভাব ও সত্যের অপলাপ-সমূহ যুক্তিমল্লার সৌরভ-বিকাশে বিদূরিত হওয়ায় বিদ্বজ্জগতের আনন্দ উৎপাদন করিয়াছে। পাঠকগণ যুক্তি-মল্লিকার উপাদেয় সৌগন্ধে সনকাদি মুক্তপুরুষের ন্যায় মুক্ত-সমীরণের সুরভি লাভ করিয়া আত্মবিলাসবৈচিত্র্যে বৈকুণ্ঠ-সেবা-নিরত থাকিবার সুযোগ পাইবেন।

শ্রীচতুর্ম্মুখের অধস্তন বায়ুর অবতার শ্রীআনন্দতীর্থের বৃত্তিকুশলতায় বর্দ্ধমান-জ্ঞাতপুত্রের প্রচারিত নিরীশ্বর-নায়ক-পূজাবাদ ও সিদ্ধার্থের আবিষ্কৃত নিরীশ্বর সেবা-রহিত তপোবাদের কুযুক্তিসমূহ নিরস্ত হইয়াছে।

যিনি আনন্দতীর্থের প্রচণ্ডশক্তিশালী দ্বিতীয়স্বরূপ বলিয়া পরপক্ষীয় বাদ-সমূহ ধূলির ন্যায় উড়াইয়া দিয়াছেন, শ্রীমধ্বের সেই ষোড়শাধস্তন পরিচয়ে পরিচিত, অষ্টমঠের অন্যতম সোদে-মঠস্বামী শ্রীবাদিরাজতীর্থ। ইনি রজতপীঠপুরের ১৩ ক্রোশ উত্তরে হুবিনকের-নামক গ্রামে কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হন। তিনি সোদে-মঠীয় বাগীশতীর্থের নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীমধ্বমতের অদ্বিতীয় প্রচারক হইয়াছিলেন। সার্দ্ধ ত্রিশত-

বর্ষপূর্ব্বে তাঁহার অভ্যুদয়-কাল। কেহ কেহ বলেন, তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সমসাময়িক। সেরূপ বিচার কতদূর সঙ্গত, তাহা কাল-বিচারকগণের বিবেচ্য। গুণসৌরভের পাঠকগণ গ্রন্থপাঠকালে তাঁহার বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-প্রচার ও বাদনিগ্রহে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইবেন। বাদিরাজ আনন্দতীর্থের সেবকসূত্রে হয়গ্রীব-বিষ্ণুর যে প্রচুর সেবা করিয়াছেন, তদনুকূলে একটী বর্ণনে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি হয়গ্রীবকে স্বীয় স্কন্ধে অধিরোহণ করাইয়া তাঁহার মস্তকস্থিত ভর্জ্জিত-চণক-ভাণ্ডের দ্বারা নৈবেদ্য-সেবা বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভুজদ্বয় হয়গ্রীবের পাদ-পীঠরূপে পরিণত হইয়াছিল। হয়গ্রীব-কথিত বেদশাস্ত্র যাঁহার চিন্তনীয় বিষয় হইয়া সমুর্ব্বর মস্তিষ্কে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তিনি "ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে" শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সেবোন্মুখতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রৌতপন্থী বাদিরাজ বেদানুকূলা যুক্তিপ্রতিভার উপচারসমূহকে উৎকৃষ্ট সম্ভারজ্ঞানে উপাসনা-বিরোধী বহু অবৈষ্ণবকে সৎপথে আনয়ন করেন। তিনি শৈবসিদ্ধান্ত ও জৈনমতের খণ্ডনবিষয়ে যে-সকল যুক্তি গুণসৌরভে আবাহন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বৌদ্ধ-বাদাদি মতসমূহকে নিরস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসার ভাষ্যকার শবরস্বামীও তাঁহার বিচার অনুধাবন করিলে উত্তরমীমাংসার শোভা-নিরীক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ পাইবেন। নির্গুণবাদী সগুণব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দে যে-সকল অনুপাদেয়তা, হেয়তা, গুণাপকর্ষতার ছিদ্র লইয়া নিখিল সদ্‌গুণাকর অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত, উপমা-রহিত বিচিত্র-বিলাসপর বিষ্ণুর নিন্দনে অদৈব তাণ্ডবনৃত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা মধ্ব-বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়াছে কিনা, তাহা তারতম্য-বিচারক সুধীগণের আলোচ্য বিষয়।

শ্রীউড়ুপীস্থ সোদে-মঠীয় গুরুপরম্পরা

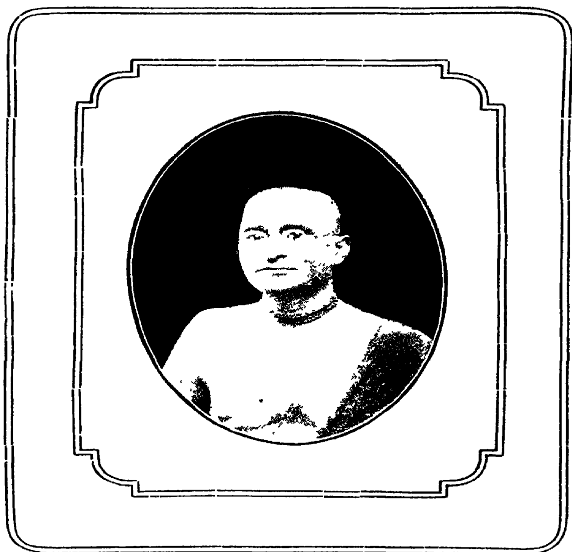
(১) মধ্বাচার্য্য, (২) শ্রীবিষ্ণুতীর্থ (মধ্বশিষ্য ও মধ্বানুগ), (৩) বেদব্যাসতীর্থ, (৪) বেদবেদ্যতীর্থ, (৫) পরেশতীর্থ (৬) বামনতীর্থ, (৭) বাসুদেবতীর্থ, (৮) বেদব্যাস তীর্থ, (৯) বরাহতীর্থ, (১০) বেদাঙ্গতীর্থ, (১১) বিশ্ববন্দ্যতীর্থ, (১২) বিশ্বতীর্থ, (১৩) বিঠ্ঠলতীর্থ (১৪) বরদরাজতীর্থ, (১৫) বাগীশতীর্থ, (১৬) বাদিরাজতীর্থ, (১৭) বেদবেদ্যতীর্থ, (১৮) বিদ্যানিধিতীর্থ, (১৯) বেদনিধিতীর্থ, (২০) বরদরাজতীর্থ, (২০) বিশ্বাধিরাজতীর্থ, (২১) বেদবন্দ্যতীর্থ, (২২) বিশ্ববেদ্যতীর্থ, (২৩) বিশ্বনিধিতীর্থ, (২৪) বিশ্বাধীশতীর্থ, (২৫) বিশ্বেশতীর্থ, (২৬) বিশ্বপ্রিয় বৃন্দাবনাচার্য্য, (২৭) বিশ্বাধীশতীর্থ, (২৮) বিশ্বেন্দ্রতীর্থ (সোদে-মঠের বর্ত্তমান মঠাধীশ)।

যুক্তিমল্লিকার

গুণসৌরভের

বিষয়ানুক্রমিকা

—:*:—



পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর

কলিকাতা ১, উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ
শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

যুক্তিমল্লিকা

গুণসৌরভ

শ্রীমদ্ধনুমদ্ভীম-মধ্বান্তর্গত-রামকৃষ্ণ-বেদব্যাসাত্মক-লক্ষ্মীহয়গ্রীবায় নমঃ।

ভক্ত্যা স্তুত্যা বিরক্ত্যা ভজদমলজনৌন্নত্যভূত্যর্পকায়
ক্ষিত্যামত্যল্পভৃত্যেঽপি কুজনকৃতৌদ্ধত্যভূত্যাজকায়।
কর্ত্রে ধর্ত্রে'থ হর্ত্রে হয়মুখহরয়েঽমুত্র পাত্রে নমস্তে
তস্মৈ কস্মৈচিদস্মন্মনসি ধৃতকথা বিস্মৃতৌ স্মারকায় ॥ ১ ॥

যিনি ভক্তি, স্তুতি ও বৈরাগ্যসহকারে ভজনশীল-বিশুদ্ধ স্বভাব ভক্তগণের উন্নতি ও ঐশ্বর্য্য সম্পাদন করেন এবং ক্ষিতিতলে অতি ক্ষুদ্র সেবকের প্রতিও উৎপীড়নকারী দুর্জ্জনগণের ঔদ্ধত্যের হেতুভূত সম্পদাদি বিনষ্ট করিয়া থাকেন, এবং যিনি আমার হৃদয় হইতে তদীয় কথা বিস্মরণ হইয়া গেলে পুনরায় (স্বপ্নযোগে) স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, সেই সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকর্ত্তা এবং পরলোকেরও পালনকর্ত্তা হয়গ্রীব, শ্রীহরিকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ১ ॥

পারং ভবাখ্যজলধের্ভুবনৈকসারং
স্বৈরং কৃতোরুবিধবেদপথপ্রচারম্ ।
আরঞ্জিতামরজনং সুখচিচ্ছরীরং
ধীরং স্মরামি হৃদি সত্যবতী-কুমারম্ ॥ ২ ॥

যৎ পূর্ব্বং ত্বমপূর্ব্বসিন্ধুমতরঃ সদ্বন্দ্যমধ্বাচলা-
দুদ্‌যাতঃ শতযোজনং পরমদঃ শংসন্তি সন্তঃ ক্ষিতৌ ।
চিত্রং জৈত্রভবচ্চরিত্রমধুনা যদ্বেদবার্ধিংতর-
ন্নিত্যং কোটিসহস্রযোজনমপি ত্বং রাজবদ্রাজসে ॥ ৩ ॥

ব্যাসায় ভবনাশায় শ্রীশায় গুণরাশয়ে ।
হৃদ্যায় শুদ্ধবিদ্যায় মধ্বায় চ নমো নমঃ ॥ ৪ ॥

যিনি ভবসাগরের পারদাতা, ভুবনে একমাত্র প্রধান পুরুষ, স্বেচ্ছাক্রমে বিবিধ বেদমার্গের প্রচারক, দেবগণেরও আনন্দদায়ক এবং চিদানন্দ-বিগ্রহ সেই সত্যবতী-নন্দন ধীরবর ব্যাসদেবকে আমি হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি ॥ ২ ॥

হে সজ্জনবন্দনীয় ! মধ্বদেব ! আপনি যে ত্রেতাযুগে (হনুমদবতারে) মহেন্দ্র পর্ব্বতের অগ্রভাগ হইতে উৎপতিত হইয়া শতযোজন বিস্তৃত দক্ষিণ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাই ক্ষিতিতলে সজ্জনগণ অদ্যাবধি আশ্চর্য্য বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন—পরন্তু হে জয়শীল ! বর্ত্তমানে (মধ্বাবতারে) আপনি যে প্রত্যহ কোটিসহস্র যোজন অর্থাৎ অনন্ত বেদ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া রাজার ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন, আপনার এতাদৃশ চরিত্র পরম আশ্চর্য্যজনক ॥ ৩ ॥

আমি জীবের সংসারদশানিবর্ত্তক, সর্ব্বসদ্‌গুণবিভূষিত শ্রীপতি ব্যাসদেবকে এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান-সম্পন্ন, হৃদয়ের অভীষ্ট-দেবতা শ্রীমধ্বপাদকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৪ ॥

শ্রীশস্তে সুশ্রিয়ং দত্বাদায়ুর্ব্বায়ুসুতপ্রিয়ঃ।
ভূমিং তে বামনো দত্বাদরীন্ হন্তু নৃকেসরী ॥ ৫ ॥
ন বিত্তৈরুন্মত্তা ন চ কুহক দুর্ম্মন্ত্রবলিনো-
ন বা মিশ্রৈর্মিশ্রা ন চ কুজনসাচিব্যসহিতাঃ।
নদুঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং বিরসমুপজীব্যোদ্ধতধিয়ো
হয়গ্রীবং দেবং বয়মিমমুপাস্যেব কৃতিনঃ ॥ ৬ ॥
হয়গ্রীবস্য মধ্বস্য বাণ্যাবিদ্যা গুরোগুরোঃ।
কৃপয়া বাদিরাজোঽহং রচয়ে যুক্তিমল্লিকাম্ ॥ ৭ ॥
বৌদ্ধ-জৈনাগমৌ পূর্ব্বপক্ষৌ সর্ব্বাগমস্য হি।
ততঃ পরস্তাজ্জাতেষু মতেষু চ যথা ক্রমম্।
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ পূর্ব্বপক্ষো যাবন্ মধ্বমতোদয়ঃ ॥ ৮ ॥

হে গ্রন্থ-পাঠক! ভগবান্ শ্রীপতি তোমাদিগকে সম্পৎ প্রদান করুন, শ্রীরামচন্দ্র আয়ুঃ প্রদান করুন, শ্রীবামনদেব ভূসম্পৎ প্রদান করুন এবং শ্রীনৃসিংহদেব তোমাদের শত্রুগণের সংহার করুন ॥ ৫ ॥

আমরা অর্থবলে মত্ত হইয়া কিম্বা কোনরূপ দুষ্টমায়ামন্ত্রবলে বলবান্ হইয়া অথবা মিশ্র (লৌকিক ও বৈদিক উভয়মার্গাবলম্বী) ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া কিম্বা দুর্জ্জনের সাহায্য গ্রহণ করিয়া অথবা নীরস দুঃশাস্ত্ররূপ শস্ত্র অবলম্বনে উদ্ধত হইয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছি না পরন্তু এই হয়গ্রীব-দেবের উপাসনাতেই পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছি ॥ ৬ ॥

হয়গ্রীবদেব, মধ্বাচার্য্য, বিদ্যাগুরু এবং সন্ন্যাসগুরু ইঁহাদের কৃপাবলে আমি বাদিরাজ নামক সরস্বতী, যুক্তি-মল্লিকা রচনা করিতেছি ॥ ৭ ॥

বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্র সমস্ত শাস্ত্রের পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ, তদনন্তর সমুদিত মত-সমূহের মধ্যেও যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মত পর পর মতের অপেক্ষায় পূর্ব্বপক্ষ-

অন্তে সিদ্ধস্তু সিদ্ধান্তো মধ্বস্যাগম এব হি।
নির্ণেতুং শক্যতে যুক্তাযুক্তপক্ষবিমর্শিভিঃ ॥ ৯ ॥
অস্মাদুত্তরপক্ষোঽন্যো যস্মান্নাদ্যাপি দৃশ্যতে।
তস্মাৎ স এব সিদ্ধান্ত ইতি নিশ্চিত্য চেতসা ॥ ১০ ॥
অবলম্ব্য মতং সর্ব্বোন্নতং শ্রুতিপুরস্কৃতম্।
ময়েত্থং যুক্তিরুচিনা ক্রিয়তে যুক্তিমল্লিকা ॥ ১১ ॥
ত্বং চণ্ডালঃ পশুর্ম্লেচ্ছশ্চোরো জারঃ খরঃ কপিঃ।
কুণ্ডো গোলক ইত্যাদ্যা যা নিন্দা লোকসম্মতাঃ।
তাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বজীবৈক্যবাদেষ্স্যুর্হি পরাত্মনি ॥ ১২ ॥
ব্রহ্মৈব হীন-যোনীস্তাঃ প্রাপ্য স্বেনৈব পাপ্মনা।
সংসরেচ্চেদিয়ং সর্ব্বা গালীকস্য গলে বদ ॥ ১৩ ॥

স্বরূপ, মধ্বশাস্ত্র ইহাদের সকলের অন্তে সমুদিত বলিয়া ইহাই যে সমস্ত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-স্বরূপ তাহা যুক্তাযুক্তবিচারনিপুণ পণ্ডিতগণ অবশ্যই বুঝিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৮-৯ ॥

এই মধ্বমতের পর এ পর্য্যন্ত অন্য কোন মতের উদয় না হওয়ায় ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া বেদের প্রামাণ্য-প্রবর্ত্তক এই সর্ব্বোত্তম মতাবলম্বনে যুক্তিপ্রিয়তামুখে এই যুক্তিমল্লিকা গ্রন্থ রচিত হইতেছে ॥ ১০-১১ ॥

পরমাত্মা ও সর্ব্ব জীবের ঐক্যমত স্বীকার করিলে লোকে বিবাদস্থলে পরস্পরের প্রতি—"তুমি চণ্ডাল, পশু, ম্লেচ্ছ, চোর, জার, গর্দ্দভ, বানর, কুণ্ড (জারজ), গোলক (স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কর্ত্তৃক পত্নীতে উৎপাদিত পুত্র)" প্রভৃতি যে সকল তুচ্ছ উক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে তৎসমুদয় বস্তুতঃ পরমাত্মাতেই প্রযুক্ত হইয়া পড়ে ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মাই যদি স্বকীয় পাপকর্ম্ম-ফলে হীনযোনি প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপে

অন্ধশ্চ বধিরো মূকঃ পঙ্গুঃ পণ্ডো বিনাসিকঃ ।
ইত্যাদ্যা ব্যঙ্গতা-হেতোর্যা নিন্দা লোকসম্মতাঃ ।
তাঃ সর্ব্বাশ্চ নিরাকারবাদে কিং ন স্যুরীশ্বরে ॥ ১৪ ॥
বিদ্যা-বিনয়হীনস্ত্বং নির্দয়ো নির্ব্রতোঽশুচিঃ ।
ঔদার্য্য-ধৈর্য্য-শৌর্য্যাদ্যৈর্হীন ইত্যাদিকাশ্চ যাঃ ॥ ১৫ ॥
সদ্‌গুণাভাবতো নিন্দাস্তাস্তু নৈর্গুণ্যবাদিনাং ।
মতেস্যুর্ব্রহ্মণি পরে সর্ব্বাঃ সর্ব্বস্য সম্মতাঃ ॥ ১৬ ॥
যা চ গ্রামতটাকাদেরারামাদেঃ কৃতস্য হি ।
মিথ্যাত্বকথনান্নিন্দা মৎসরগ্রস্তচেতসাম্ ।
সা সর্ব্বা সর্ব্বমিথ্যাত্ববাদে স্যাদেব মাধবে ॥ ১৭ ॥

সংসারদশা গ্রস্ত হ'ন তাহা হইলে জীবের ঐ সংসারদশারূপ গলবন্ধন বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই নহে কি ? ॥ ১৩ ॥

ইহলোকে জীবের অঙ্গবিশেষের হীনতাবশতঃ অন্ধ, বধির, মূক, পঙ্গু, নপুংসক, বিনাসিক প্রভৃতি নিন্দা হইয়া থাকে, ব্রহ্মকে নিরাকার বলিলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ-হীনতাবশতঃ উক্ত নিন্দাসমষ্টি তাঁহাতেই প্রযুক্ত হইল ॥১৪॥

লোকের যৎকিঞ্চিৎ সদ্‌গুণের অভাব হইলে তাহাকে বিদ্যাহীন, বিনয়হীন, নির্দ্দয়, আচারহীন, অশুচি, অনুদার, ধৈর্য্যহীন, শৌর্য্যহীন প্রভৃতি নিন্দা করা হয়, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মকেও ঐ সমস্ত নিন্দাভাজন হইতে হয় ॥ ১৫-১৬ ॥

কোন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি অর্থব্যয় ও প্রয়াসপূর্ব্বক গ্রাম, তড়াগ, উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিলে ঈর্ষাপরায়ণ অপর ব্যক্তিগণ যদি ঐ সমস্তকে মিথ্যা বলে তাহা হইলে যেরূপ কর্ত্তার নিন্দা হয় সেইরূপ এই জগৎকে মিথ্যা বলিলে জগৎকর্ত্তা শ্রীহরিরই নিন্দা হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অজ্ঞোসীতি তু যা নিন্দা সা মায়াশ্রয়তোক্তিতঃ।
ভগবত্যুচ্যতে কর্ম্ম বন্ধত্বোক্ত্যা চ পাপিতা ॥ ১৮ ॥
ইত্থং বিচার্য্যমাণেভূদ্ যস্মান্মায়াবিনাং মতম্।
সর্ব্বঞ্চ লোকসম্মত্যা ভগবন্নিন্দনাত্মকম্ ॥ ১৯ ॥
অতো মায়াবাদমতান্নাম্নৈবাতিজুগুপ্সিতাৎ।
ভীতোঽহমভজং তত্ত্ববাদিনামেব পদ্ধতিম্ ॥ ২০ ॥
পরস্মাৎ পূর্ব্ব-দৌর্ব্বল্যে নিষেধাদ্বিধিবাধনে।
যতো মহাগ্রহস্তেষাং সর্ব্বেষাং বিদুষামপি ॥ ২১ ॥
তৎপূর্ব্ব-সর্ব্বরাদ্ধান্তসিদ্ধার্থানাং নিষেদ্ধরিম্।
পরে চ তত্ত্ববাদেঽস্মিন্ গরীয়সি ভরো মম ॥ ২২ ॥

মায়াবাদিগণের মতে ব্রহ্মকে মায়ার আশ্রয় বলা হইয়া থাকে, তাহাদের মতে মায়া শব্দের অর্থ অজ্ঞান, অতএব ইহলোকে যেরূপ অজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করা হয় সেইরূপ ব্রহ্মকে মায়া বা অজ্ঞানের আশ্রয় বলিলে তাঁহাকে অজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করা হয় না কি? পরন্তু ব্রহ্মই অনাদি কর্ম্মবন্ধনবশতঃ সংসার দশাগ্রস্ত হ'ন ইহা বলিলে তাঁহাকে পাপী ও বলা হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

এইরূপে বিচার করিয়া দেখিলে মায়াবাদিগণের যাবতীয় মতই ভগবানের নিন্দাজনক হইয়া থাকে অতএব মায়াবাদটী নামমাত্রেই অতিশয় নিন্দিত বলিয়া আমি তাহা হইতে ভীত হইয়া তত্ত্ববাদিগণের পদ্ধতি আশ্রয় করিয়াছি ॥ ১৯-২০ ॥

"পরবর্ত্তী মত অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী মত দুর্ব্বল হইয়া থাকে, বিধি অপেক্ষা নিষেধ বলবান্ হইয়া থাকে" এ বিষয়ে মায়াবাদিগণের এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রকারেরই সম্পূর্ণরূপ সম্মতি দেখা যায় অতএব এই তত্ত্ববাদ সমস্তের

তৎপরত্বান্নিষেদ্ধৃত্বাদন্তে সিদ্ধেঃ প্রভুস্তুতেঃ।
নাম্না চাত্যুল্লসন্ত্যাসীদ্বল্লী তে যুক্তিমল্লিকে ॥ ২৩ ॥
ন স্নেহান্ন চ বিস্নেহাদ্ যুক্ত্যাকৃষ্টেন কেবলং।
যতঃ কৃতাসি তত্তর্করসিকানাং মুদে ভব ॥ ২৪ ॥
হৃদ্যপদ্যরসস্নিগ্ধাং সদ্যো হৃদ্রোচনোদ্যতাম্।
বিদ্যামদ্যানবদ্যাং মে কো দ্বেষ্ট্যুদ্ধতপদ্ধতিঃ ॥ ২৫ ॥
অধুনা বিধুনা রুদ্ধং মধু নাসীন্মধুব্রত।
উদিতে মুদিতেঽজ্জে স্বাদদিতের্বিদিতে সুতে ॥ ২৬ ॥

পরবর্ত্তী এবং সমস্ত মতের নিষেধক বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিধায় আমি ইহাকেই আশ্রয় করিয়াছি ॥ ২১-২২ ॥

অয়ি যুক্তিমল্লিকে! তোমার মূল লতা (অর্থাৎ তোমার মূলীভূত আশ্রয় তত্ত্ববাদ) সমস্ত মতের পরবর্ত্তী, সমস্ত মতের নিষেধক, সমস্ত মতের সিদ্ধান্ত-স্বরূপ এবং প্রভু শ্রীহরির স্তুতিবর্ণনপর বলিয়া বিশেষতঃ "তত্ত্ববাদ" —এইরূপ নামবশতঃ পূর্ব্ব হইতেই অতিশয় শোভমানা রহিয়াছে ॥ ২৩ ॥

অয়ি যুক্তিমল্লিকে! আমি স্বমতে (তত্ত্ববাদে) অনুরাগী হইয়া অথবা পরমতে বিদ্বেষী হইয়া তোমাকে প্রণয়ন করিতে উদ্যত হই নাই, পরন্তু স্বমতের যুক্তিসমূহের আকর্ষণেই তোমাকে প্রণয়ন করিতেছি, অতএব তুমি তর্করসিকগণের আনন্দ প্রদান করিও ॥ ২৪ ॥

হৃদয়গ্রাহী কাব্যরসপ্রবণ সস্নিগ্ধ এবং সদ্যঃই পাঠকগণের হৃদয়ানন্দ বিস্তারে সমুদ্যত বলিয়া মদীয় এই অনিন্দ্যনীয় গ্রন্থদর্শনে কোন উদ্ধত-স্বভাব ব্যক্তিও দোষারোপ করিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

হে ভ্রমর! বর্ত্তমানে চন্দ্রোদয়বশতঃ কমল মুদ্রিত হওয়ায় তন্মধ্যে মধু আবদ্ধ রহিয়াছে, অতএব তোমাদের মধুলাভের সম্ভাবনা নাই, পরন্তু ভবিষ্যতে অদিতি-নন্দন সূর্য্যদেবের উদয় অবগত হইয়া কমল বিকশিত

তার্ণে বৌকসি পার্ণে বা তাপসো ভূপ সোঽবসৎ ।
তিথৌ তেঽতিথিরেতদ্বদ্বিদ্বান্ ক্বাগণ্যপুণ্যদঃ ॥ ২৭ ॥
তুলয়া মলয়াদ্র্যশ্বচন্দনে নেন্ধনং খলঃ ।
সমং সমন্তাৎ কুরুতাৎ গ্রন্থৌ গন্ধং করোতি কঃ ॥ ২৮ ॥
সূক্তিরত্নস্বভাবাভা পূজ্যা ত্যাজ্যা ন কোবিদৈঃ ।
গুণে মণেৰ্হি মাৎসর্য্যং কার্য্যং নার্য্যৈঃ কদাচন ॥ ২৯ ॥

হইলে তোমাদের মধুলাভ হইবে অর্থাৎ হে গ্রন্থ শ্রবণার্থিজনগণ বর্ত্তমানে এই গ্রন্থের বিদ্বেষিব্যক্তিগণের প্রাবল্যবশতঃ গ্রন্থপ্রচারাভাবে তোমরা ইহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত আছ, যদি ভবিষ্যতে ইহার অনুকূল প্রচারকের আবির্ভাব হয় তখন তোমরা ইহার রসাস্বাদন করিবে ॥ ২৬ ॥

জৈনাদিমতাবলম্বী তদানীন্তন রাজার উৎপীড়নে গ্রন্থকার এবং শ্রোতৃগণ উৎপীড়িত হইলে উক্ত রাজার প্রতি গ্রন্থকার বলেন, হে রাজন্! এই তাপসগণ তোমার রাজ্যমধ্যে বাস না করিয়াও জীবন-ধারণ করিতে পারিবে, যেহেতু পূর্ব্বহইতেই ইহারা বনমধ্যে তৃণ বা পর্ণ-নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতে অভ্যস্ত, পরন্তু পুণ্য-তিথিতে এতাদৃশ বিদ্বান্ অতিথিলাভ তোমার পক্ষেই সম্ভব হইবে ॥ ২৭ ॥

দুর্জ্জনগণ তুলাযন্ত্রের একদিকে চন্দনকাষ্ঠ এবং অপর দিকে সাধারণ কাষ্ঠ আরোপণ পূর্ব্বক সমভাবে পরিমাণ করিলেও উহাদিগকে বিদারণ করিলে চন্দনকাষ্ঠই সুগন্ধ প্রদান করে, সাধারণ-কাষ্ঠ সুগন্ধ বিতরণ করে না ॥ ২৮ ॥

এই যুক্তিমল্লিকা গ্রন্থে সুবচনরূপ রত্নসকলের স্বাভাবিক কান্তি বর্ত্তমান আছে, অতএব পণ্ডিতগণের ইহা আদরণীয়ই হইবে, পরন্তু কখনও উপেক্ষণীয় হইবে না। যেহেতু সজ্জনগণের কখনও মহামূল্যমণির গুণের প্রতি বিদ্বেষশীল হওয়া উচিত নহে ॥ ২৯ ॥

বিদুষোঽবিদুষোপীষ্টা কং জনং রঞ্জয়েন্ন গীঃ।
ভ্রমরৈরমরৈশ্চার্থ্যং কুসুমং কোঽসুমাংস্ত্যজেৎ ॥ ৩০ ॥
বিদ্যাঽবিদ্যা-বিভাগজ্ঞঃ কিমজ্ঞঃ প্রাজ্ঞবদ্ভবেৎ।
অন্ধস্যেন্দূদয়েঽপ্যান্ধ্যমন্ধকারোদয়েপি হি ॥ ৩১ ॥
গৃহীতমর্থং যঃ পশ্চান্ন জহাতি স বৈ মহান্।
তৃণগ্রাহী মণির্মান্যঃ পৌর্ণমাসীবিধুঃ শশী ॥ ৩২ ॥
গৃহ্ণীয়াত্তিন্তিড়ীশাখাং শিগ্রুশাখাগ্রহেণ কিং।
জগৃহুস্তদ্বিদো বেদং বাদিবাক্যান্য-কোবিদাঃ ॥ ৩৩ ॥

সুরম্যবচন বিদ্বান্ এবং অবিদ্বান্ সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়। সুরম্য পুষ্প ভ্রমর এবং অমর এই উভয়েরই প্রার্থনীয় বস্তু, কোন প্রাণীই ইহাকে পরিত্যাগ করে না ॥ ৩০ ॥

অজ্ঞব্যক্তি কখন ও প্রাজ্ঞব্যক্তির ন্যায় বিদ্যার সদসদ্বিচারে সমর্থ নহে, অন্ধব্যক্তির চন্দ্রোদয়ে এবং অন্ধকারে উভয়কালেই অন্ধভাব সমানই থাকে ।৩১

যিনি একবার কোন বিষয় গ্রহণ করিলে পরে কখনও তাহা পরিত্যাগ করেন না; জগতে তিনিই উত্তম বলিয়া কথিত হ'ন। তৃণগ্রাহী মণি এবং শশধর পূর্ণচন্দ্র ইহারা উভয়েই লোকের মান্য হইয়া থাকেন। মণিপরীক্ষারপ্রণালী এই যে—যে মণি নিকটস্থ তৃণকে আকর্ষণ করিয়া স্বগাত্রে সংলগ্ন করিয়া রাখে পরন্তু পরিত্যাগ করেনা উহাই শ্রেষ্ঠমণি। চন্দ্রদেবও সেইরূপ নিজের সম্পূর্ণ অভ্যুদয়কালে পূর্ণিমাতিথিতেও আশ্রিত শশককে পরিত্যাগ করেন না ॥ ৩২ ॥

উর্দ্ধদেশ হইতে পতনশীল ব্যক্তি সারবান্ তিন্তিড়ী শাখাকেই অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিবে, অসার শিগ্রু (সজিনা) শাখা অবলম্বনে কোন ফল হয় না, অতএব অজ্ঞগণ দুষ্ট মত সকল গ্রহণ করিলেও বিজ্ঞজন বেদকেই আশ্রয় করিবেন ॥ ৩৩ ॥

একস্য বাদিনো বাক্যাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মব্যবস্থিতৌ।
তদ্ব্যত্যাসঃ কুতো ন স্যাদ্বাক্যৈস্তৎ প্রতিবাদিনাম্।
বহুত্বেন বলীয়াংসি বচনানীতি মে মতিঃ ॥ ৩৪ ॥
শুষ্কতর্কশতোদর্কাংস্তৈস্তৈরাপ্ততয়াদৃতান্।
অনেকদর্শনাচার্য্যান্ কথমেকো নিবারয়েৎ ॥ ৩৫ ॥
অসর্ব্বজ্ঞবচাংস্যেবং বিরুদ্ধানি পরস্পরং।
ন ধর্ম্মনির্ণয়ায়ালং তত্ত্বজ্ঞানস্য শঙ্কয়া।
তেষেকস্য ন সার্ব্বজ্ঞ্যমন্যস্যেব প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ৩৬ ॥

বেদবাক্য ব্যতীত-অন্য বাদিগণের বচনদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা হইতে পারে না, যেহেতু অন্য বাদিগণের বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ এবং প্রত্যেকেই সমবলবিশিষ্ট অতএব একজনের বাক্যকে ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থাপক বলিয়া স্বীকার করিলে অন্য প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধবচন অনুসারে তাহা পুনরায় অসঙ্গত হইয়া পড়ে। প্রত্যেক মতেরই প্রতিবাদীব সংখ্যা অবিক অতএব সংখ্যাধিক্য বশতঃ প্রতিবাদিগণের মতকেই সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ॥ ৩৪ ॥

একজনের পক্ষে অনেক দার্শনিককে নিবারণ করা সম্ভবপরও হয় না, যে হেতু প্রত্যেকেই প্রচুর তর্কবলসম্পন্ন এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুগত ব্যক্তিগণের নিকট আপ্ত বলিয়া আদৃত হইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

অসর্ব্বজ্ঞ-বাদিগণের বাক্য এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞান জনক কিনা, এই সন্দেহ বশতঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থাপনে সমর্থ হইতে পারে না। যদি বল, তন্মধ্যে বুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তাহার বচন তত্ত্ব জ্ঞানজনক হইয়া থাকে, তাহার উত্তর এই যে অন্যান্য বাদিগণ যেহেতু অসর্ব্বজ্ঞ, এ অবস্থায় কেবল মাত্র বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধির প্রমাণ কি? ॥ ৩৬ ॥

ক্ষিত্যাদিকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞো ন সর্ব্বস্যাপি সম্মতঃ।
যস্যাসৌ সম্মতস্তঞ্চ বুদ্ধো যুদ্ধে জিগীষতি ॥ ৩৭ ॥
দৈত্যান্ স বিপ্রলিপ্সুশ্চেদ্দেবাংশ্চানুজিঘৃক্ষতি।
অধর্ম্মমপি তত্তৃপ্ত্যৈ ধর্ম্মং বক্তীতি সংশয়াৎ ॥ ৩৮ ॥
কথং তদুক্তিমাত্রাচ্চ ক্রত্বাদেঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তনম্।
অতঃ পুংবাক্যতো ধর্ম্মঃ কথং নির্ণীয়তে বদ ॥ ৩৯ ॥
যস্তু যুক্ত্যৈব ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং বর্ণয়েদ্বুধঃ।
লাঘবাৎ স স কৃচ্ছ্রুদ্ধ্যৈ পিবেদাচমনোদকম্ ॥ ৪০ ॥

যদি বল, ক্ষিতি প্রভৃতির কর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ব্যতীত সম্ভবপর নহে বলিয়া ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং বেদ সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বচন বলিয়া বেদদ্বারাই ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা হইবে—তাহা হইলে এরূপ অনুমান ও সঙ্গত হয় না, কারণ এ বিষয়েও সমস্তের সম্মতি নাই। কেবলমাত্র নৈয়ায়িকই এইরূপ অঙ্গীকার করেন পরন্তু বুদ্ধ তাহার প্রতিকূল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ॥৩৭॥

যদি বল, বুদ্ধদেবের বাক্য প্রমাণ নহে কারণ তিনি অসুরগণকে বঞ্চিত করিবার জন্য অধর্ম্মই বর্ণন করিয়াছেন তাহা হইলে তর্কস্থলে বুদ্ধগণও বলিয়া থাকে যে তিনি যেরূপ অসুরগণকে বঞ্চিত করিবার জন্য অধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন সেইরূপ দেবগণকে অনুগৃহীত করিবার জন্য ধর্ম্ম বর্ণন ও করিয়াছেন, অতএব তাঁহার বচন প্রমাণ স্বরূপ। কাযেই এরূপ তর্ক দ্বারা নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না ॥ ৩৮ ॥

বিশেষতঃ প্রতিবাদিগণ এরূপ ও বলিতে পারে যে ঈশ্বর অন্যান্য পুরুষের তুল্য একজন পুরুষবিশেষ, অতএব কেবল তাঁহার বচন হইতেই কিরূপে যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তন হইতে পারে? কাজেই পুরুষবচনস্বরূপ বেদ হইতেও ধর্ম্মনির্ণয় অসম্ভব ॥ ৩৯ ॥

যাঁহারা কেবল মাত্র যুক্তিবলেই ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা

পুনরুক্তত্বযুক্ত্যা চ মন্ত্রাবৃত্তিং পরিত্যজেৎ।
পরোপকারযুক্ত্যা চ গচ্ছেৎ কামাতুরাঙ্গনাম্॥ ৪১ ॥
দেহবন্ধাদ্বহির্জীবান্ কুর্য্যাৎ কারাগৃহাদিব।
অনাদি নিত্যা বাগ্‌বাচ্যা ধর্ম্মসিদ্ধ্যৈ ততোঽখিলৈঃ ॥৪২॥
অস্মদাদিকৃতং কার্য্যং ব্যর্থং সার্থমনর্থকৃৎ।
দৃশ্যতে গেহকুড্যাদি কেনাপি ন কৃতা তু যা ॥ ৪৩ ॥
অনাদিতঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসম্প্রদায়বলাগতা।
সা তু নার্থং ব্যভিচরেৎ কর্ত্তৃদোষবিবর্জ্জিতা।
কিং ক্বচিন্নাবকাশোঽস্তি নিত্যাকাশে শরীরিণাম্॥ ৪৪ ॥

লাঘব-যুক্তি-প্রদর্শনে শুদ্ধির জন্য একবার মাত্রই আচমন জল পান করিতে পারেন ॥ ৪০ ॥

মন্ত্রের বারম্বার জপ করিলে উহাতে পুনরাবৃত্তি দোষ হয় এই যুক্তি দেখাইয়া তাঁহারা মন্ত্র জপ পরিত্যাগ করিতে পারেন। পরোপকার হইবে, এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া কামপীড়িতা স্ত্রীলোকের নিকট গমন করিতে পারেন, কারাগৃহ হইতে লোককে মুক্ত করিলে তাহার যেরূপ শান্তি হয়, সেইরূপ দেহবন্ধন হইতে জীবকে বহির্গত করিলে শান্তি হইবে এরূপ যুক্তিবলে তাঁহারা জীবহত্যা করিতে পারেন, অতএব এরূপ যুক্তিবলে ধর্ম্মনির্ণয় অসম্ভব বলিয়া ধর্ম্মসিদ্ধির জন্য অনাদিসিদ্ধ নিত্য-বেদবচনকেই সকলের অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য ॥ ৪১-৪২ ॥

ইহলোকে আমরা গৃহ, প্রাচীর প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য নির্ম্মাণ করি, ঐ সমস্ত কার্য্য পদার্থ কখন সার্থক, কখনও নিরর্থক, কখনও বা অনর্থ-জনক হইয়া থাকে, পরন্তু অনাদিকাল হইতে প্রবর্ত্তমান এই বেদাশস্ত্র ভ্রমপ্রমাদাদি কর্ত্তৃদোষশূন্য বলিয়া কদাচিৎও নিরর্থক অথবা অনর্থ-

সা চ শ্রুতির্ভবেদেষা শ্রৌতবাদিপ্রবাদতঃ।
শ্রুতিনাম্না চ সর্ব্বৈশ্চ শ্রুতা যা সৈব হি শ্রুতিঃ ॥ ৪৫ ॥
ন ষড়্‌ভির্দর্শনাচার্য্যৈঃ কৃতো বেদো বিচারণে।
দ্বয়োরসংমতত্বেন চতুর্ণামপি সম্মতেঃ ॥ ৪৬ ॥
নাপীশ্বরকৃতো বেদো ভাট্টাদ্যৈস্ত্রিভিরুচ্যতে।
যেনৈকেনোচ্যতে তেন মুচ্যতে যুক্তিমার্গতঃ ॥
অশরীরস্তদীশস্তাং নৈব বক্তি কদাচন ॥ ৪৭ ॥

কারক হয় না, যেমন আকাশপদার্থ সর্ব্বদাই অবকাশদায়ক বলিয়া কথনও তাহার উক্ত ধর্ম্মের ব্যভিচার দেখা যায় না ॥ ৪৩-৪৪ ॥

শ্রৌতবাদিগণের প্রবাদ এই যে, শ্রুতি অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত এবং কর্ত্তৃশূন্য, যেহেতু ইহা অনাদিকাল হইতে সকলের শ্রুত সেই জন্যই ইহা শ্রুতি নামে কথিত। পরন্তু কাহারও কৃত এইরূপ প্রবাদ নাই, তাহা হইলে শ্রুতিনামের পরিবর্ত্তে পুরুষকৃত বলিয়া কৃতি এইরূপ নামই হইত।৪৫

বেদ ষড়্‌-দার্শনিক কর্ত্তৃক কৃত নহে, কারণ—ঐ ছয় জনের মধ্যে চার্ব্বাক্ ও বৌদ্ধের বেদে সম্মতিই নাই। অবশিষ্ট তার্কিক, মীমাংসক, সাংখ্যকার ও বৈদান্তিক এই চারিজনও পরস্পর বিরুদ্ধবাদী, বেদ যদি ইহাদের কোন একজনের রচিত হইত, তাহা হইলে অপর ত্রয়ের ইহাতে শ্রদ্ধা থাকিত না, পরন্তু বেদ এই চারিজনেরই সম্মত, অতএব তাহাদের মধ্যে কাহারও সৃষ্ট নহে ॥ ৪৬ ॥

বেদ ঈশ্বরকৃতও নহে, কারণ মীমাংসক, সাংখ্যকার ও বৈদান্তিক এই তিন জনে তাহা স্বীকার করেন না, এক মাত্র যিনি স্বীকার করেন সেই নৈয়ায়িককেও প্রতিপক্ষের তর্কবলে পরাজিত হইয়া নিজ মত পরিত্যাগই করিতে হয়, যেহেতু, তাহার মতে ঈশ্বর অশরীরী, অতএব শরীরশূন্য পুরুষের পক্ষে বেদোচ্চারণ সম্ভবপর নহে ॥ ৪৭ ॥

তৎকর্তৃতা কথং তস্য ন হ্যণোশ্চোদনাদিনা।
নভোগুণস্যাস্য জন্ম কিন্তুচ্চারণতস্তব ॥ ৪৮ ॥
উৎপত্তয়ে ব্যক্তয়ে বা শব্দানাং সর্ব্ববাদিভিঃ।
বাচ্যৈব কিল তাল্বোষ্ঠপুটব্যাপারমূলতা ॥ ৪৯ ॥
সৃষ্ট্যাদৌ নিগমস্রষ্টুর্ন হি দেহোঽস্তি ভৌতিকঃ।
কিঞ্চেশমূলতামাদৌ শ্রুতীনাং ন দদর্শ সঃ ॥ ৫০ ॥
সন্দিগ্ধা কার্য্যতানাদৌ ততোঽপীশকৃতা ন সা।
গুণত্বমিব বাক্যত্বং নানিত্যত্বপ্রযোজকম্ ॥ ৫১ ॥

শব্দ অণু পরিমাণ বলিয়া ঘটাদি মহৎপদার্থের উৎপাদনে যেরূপ দণ্ড পরিচালনাদি কর্তৃ-প্রযত্ন সম্ভব, সেইরূপ এই শব্দের উৎপাদনে কর্তৃপ্রযত্ন সম্ভব হয় না, পরন্তু নৈয়ায়িক শব্দকে আকাশের গুণ এবং উচ্চারণ-জাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

শব্দের উৎপত্তি এবং অভিব্যক্তিবিষয়ে তালু ও ওষ্ঠপুটের ব্যাপারকেই কারণ বলিয়া সকলকে স্বীকার করিতে হয় ॥ ৪৯ ॥

পরন্তু সৃষ্টির আদিতে নৈয়ায়িকমতে ঈশ্বরের ভৌতিক দেহ থাকাও সম্ভবপর নহে, অতএব শরীর না থাকিলে তালু ও ওষ্ঠপুটাদির ব্যাপারাভাবে শব্দাত্মক বেদের উচ্চারণ সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ সেই সৃষ্টির আদিকালে ঈশ্বর যে বেদোচ্চারণ করিয়াছেন, ইহা নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষও করেন নাই, অতএব সন্দিগ্ধবিষয় প্রমাণ হইতে পারে না ॥৫০॥

যদি বল, বাক্যমাত্রেরই একজন কর্ত্তা দেখা যায়, অতএব বেদবাক্যেরও একজন কর্ত্তা আছেন তিনিই ঈশ্বর, এরূপ কথাও সঙ্গত নহে—কারণ গুণত্ব পদার্থ যেরূপ নিত্য ও অনিত্য উভয়বিধগুণেই বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়, সেইরূপ বাক্যত্ব ধর্ম্ম ও নিত্য এবং অনিত্য উভয়বিধবাক্যেই থাকিতে পারে, অতএব বেদবাক্য নিত্য, পরন্তু কার্য্য নহে ॥ ৫১ ॥

স্রষ্টুস্তিং নিত্যয়া বাচা চোদস্বেতৃগ্যতোব্রবীৎ।
প্রাদুর্ভাবজনেষ্টস্মাদৃচঃ সামানি জজ্ঞিরে ॥ ৫২ ॥
ঋক্‌সামাদেব ভাবে প্রাগ্ যজ্ঞঃ সোজ্ঞ কুতোভবৎ।
দেবাস্তেনাযজন্তেতি পূর্ব্বাং শ্রুতিমনুস্মর ॥ ৫৩ ॥
আদিসর্গেপ্যুপাধ্যায়ঃ পুত্রেঽধ্যেতরি কেশবঃ।
ন কর্ত্তোক্তপ্রকারেণ যজ্ঞ-ভোক্তৃত্ব বিঘ্নবিৎ ॥ ৫৪ ॥
নিদ্রা-বিদ্রাবণে যস্য ছন্দাংসি কিল বন্দিনঃ।
তং বেদং স কথং কুর্য্যাদ্দুর্গা স্যাৎ প্রাগ্‌বিনির্গতং ॥ ৫৫ ॥

"হে বিরূপ! (কোনও মুনিবিশেষের সম্বোধন) তুমি নিত্য বেদ বাক্যদ্বারা ভগবানের সুরম্যস্তব কর" ইত্যাদি বেদমন্ত্রে ও বেদের নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে অতএব" দেবগণের কৃতযজ্ঞ হইতে ঋক্ এবং সাম সকল জাত হইয়াছিল" ইত্যাদি মন্ত্রে যে জন্মের উল্লেখ দেখা যায় উহা প্রাদুর্ভাব মাত্র পরন্তু উৎপত্তি নহে ॥ ৫২ ॥

হে অজ্ঞ! বেদসকল সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে, ঐ যজ্ঞের পূর্ব্বে ঋক্ ও সামসমূহ না থাকিলে তাহাদের অভাবে "দেবগণ যাগ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি পূর্ব্বপ্রশ্রুতিতে যে যজ্ঞের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইয়াছিল ॥ ৫৩ ॥

যদি যজ্ঞের পূর্ব্বে বেদসকল বর্ত্তমান না থাকে তাহাহইলে বেদের অভাবে যজ্ঞই সম্ভবপর হয় না, যজ্ঞের অভাব হইলে নিজেও যজ্ঞভোক্তা হইতে পারেন না, এইরূপে নিজের যজ্ঞভোক্তৃত্বের বিঘ্ন জানিয়াই ভগবান সৃষ্টির প্রথমে পুত্র ব্রহ্মাকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন পরন্তু বেদের সৃষ্টি করেন নাই ॥ ৫৪ ॥

সৃষ্টির প্রথমে ভগবান্ যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, দুর্গাদেবী (লক্ষ্মীদেবী) বেদবচনসকলদ্বারা তাঁহার স্তুতি করিলে পর সেই যোগনিদ্রা দূরীভূত

যস্যাস্তি পুস্তকং হস্তে হয়াস্যস্য বিধেগুরোঃ ।
স চ বক্তাঽনাদিনিত্যসিদ্ধবুদ্ধিক্রমাৎ ক্রমং ॥
বর্ণানাং ক্রমশূন্যানামপি পশ্যেদ্ধি সর্ব্বদা ॥ ৫৬ ॥
নিত্যেশবুদ্ধ্যুপাধেস্তদ্বর্ণেষ্বৌপাধিকঃ ক্রমঃ ।
মঠাকাশ-ঘটাকাশক্রমবৎ স্যাদনাদিতঃ ॥ ৫৭ ॥
উপাধিনিত্যতায়াস্তু নিত্যতাপ্যস্য শোভতে ।
অনাদ্যজ্ঞানতোনাদি যথা সংসারবন্ধনম্ ।
যথা বা প্রতিবিম্বাত্মা জীবোনাদি শ্রুতৌ শ্রুতঃ ॥ ৫৮ ॥

হইয়াছিল, যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে অনাদিকাল হইতে বেদ বর্ত্তমান না থাকিত তাহা হইলে উহা দুর্গাদেবীর বদন হইতে কিরূপে বহির্গত হইয়াছিল। অতএব ইহা দ্বারা ও প্রমাণিত হয় যে ভগবান্ সৃষ্টিকালে বেদরচনা করেন নাই ॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্মার গুরু শ্রীহয়গ্রীব-দেবের হস্তে সর্ব্বদা বেদগ্রন্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা তদীয় ধ্যানমন্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়, বর্ণসকল স্বভাবতঃ ক্রমশূন্য হইলেও সেই বেদবক্তা শ্রীহয়গ্রীবদেব অনাদি নিত্যসিদ্ধবুদ্ধি অনুসারে সর্ব্বদা বেদমধ্যে সেই বর্ণসকলের ক্রম দর্শন করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

এক আকাশই যেরূপ মঠ ঘট প্রভৃতি উপাধি অনুসারে মঠাকাশ ঘটাকাশ প্রভৃতি ক্রম অনুসারে কথিত হয়, সেইরূপ ভগবানের নিত্য-বুদ্ধিরূপ উপাধিঅনুসারেই ক্রমশূন্যবর্ণ সকলের মধ্যেও অনাদিকাল হইতে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম বিহিত হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

অজ্ঞানরূপ উপাধি অনাদি বলিয়া জীবের সংসার বন্ধনও যেরূপ অনাদিরূপে স্বীকৃত হয়, অথবা বিম্বরূপী ভগবান্ অনাদি বলিয়া প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবও অনাদি ইহা যেরূপ শ্রুতি হইতে অবগত

পূর্ব্বং বুদ্ধ্যা গ্রহণতঃ পূর্ব্বত্বং বর্ণগং হি তৎ।
পশ্চাদ্‌বুদ্ধ্যা গ্রহণতঃ পরত্বং তচ্চ বর্ণগম্ ॥ ৫৯ ॥
পূর্ব্বং বুদ্ধ্যা পূর্ব্বতৈব কাচিদ্বর্ণেঽস্ত্যপাহিতা।
পশ্চাদ্‌বুদ্ধ্যা পরত্বং চ বর্ণেঽস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥
ন চেন্নদী-দীন-শব্দৌ ভিন্নভিন্নার্থকৌ কথং।
কথঞ্চ স্যাৎ পূর্ব্ববর্ণাৎ পূর্ব্ব ইত্যাদিকং বচঃ ॥ ৬১ ॥

হওয়া যায় তদ্রূপ ভগবানের বুদ্ধিরূপ উপাধি নিত্য বলিয়া বর্ণসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমও যে নিত্য ইহা সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ॥ ৫৮ ॥

যে বর্ণ ভগবানের বুদ্ধিদ্বারা প্রথম গৃহীত হইয়াছে, উহাই পূর্ব্ব এবং যে বর্ণ পরে গৃহীত হইয়াছে উহাই পরবর্ণ এইরূপে বর্ণের পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম নির্ণীত হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্ববুদ্ধি অনুসারেই যে কোন বর্ণে পূর্ব্বত্ব এবং পশ্চাদ্ বুদ্ধি অনুসারেই যে অন্যান্য বর্ণে পরত্ব ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৬০ ॥

বুদ্ধিদ্বারা বর্ণসকলের পূর্ব্বপশ্চাদ্‌গ্রহণেই পৌর্ব্বাপর্য্য ঘটিয়া থাকে এবং তদনুসারেই শব্দার্থেরও পার্থক্য হইয়া থাকে যেমন নদী এবং দীন শব্দে অক্ষরের সমানত্ব থাকিলেও কেবলমাত্র পূর্ব্বাপর বিন্যাস-ভেদেই অর্থের ভেদ হইয়াছে। যদি এরূপ কোন স্বাভাবিক নিয়ম থাকিত যে "দ"কার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং "ন"কার পরবর্ত্তী তাহা হইলে "নদী" এই শব্দে "ন"কার পূর্ব্বে এবং "দ"কার পরে বিন্যস্ত হইতে পারিত না। বিন্যাসভেদেই পৌর্ব্বাপর্য্যের আর একটী দৃষ্টান্ত দেখুন যেমন—"জলজ" এই শব্দে—প্রথমে "জ"কার, তাহার পর "ল"কার এবং তাহার পর পুনরায় "জ"কার রহিয়াছে, এস্থলে আমরা প্রথম "জ"কারকে শেষ "জ"কারের পূর্ব্ববর্ণের পূর্ব্ববর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি। যদি

যথৈকস্যামীশবুদ্ধৌ পৌর্ব্বাপর্য্যং বিশেষতঃ।
বর্ণেষু তদ্বৎ স্বীকার্য্যং পৌর্ব্বাপর্য্যং সদোপধেঃ ॥ ৬২ ॥
ত্বয়াপি কালে মহতি যামাদীনামুপাধিজম্।
পৌর্ব্বাপর্য্যং কথং বার্য্যং কার্য্যং কুর্য্যৈর্যতোঽখিলং ॥ ৬৩ ॥
তবাপি তাল্বোষ্ঠপুট-মধ্যস্থাকাশ এব হি।
বর্ণোৎপত্তিস্ততঃ কো বা পূর্ব্বঃ কশ্চাপরো বদ ॥ ৬৪ ॥
ন হি তত্রাধরো বর্ণ এক ঊর্দ্ধশ্চ দেশতঃ।
পূর্ব্বকালোৎপন্নতৈব পূর্ব্বতা পরতা তথা ॥
পরকালোৎপন্নতৈব বর্ণে বাচ্যা ন চাপরা ॥ ৬৫ ॥

"ল"কার "জ"কারের পরবর্ত্তী এইরূপ স্বাভাবিক নিয়ম থাকিত, তাহা হইলে আমরা এস্থলে—"ল"কারকে "জ"কারের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিতাম না ॥ ৬১ ॥

যেরূপ ঈশ্বরের বুদ্ধি নিত্য এবং এক হইলেও সৃষ্টিবুদ্ধি, পালন-বুদ্ধি এবং সংহারবুদ্ধি ইত্যাদি রূপে পৌর্ব্বাপর্য্য কথিত হইয়া থাকে সেইরূপ বর্ণের মধ্যে ও বুদ্ধিরূপ উপাধিবশতঃই পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিতে হয় ॥ ৬২ ॥

কাল যদিও এক অখণ্ড পদার্থ তথাপি তন্মধ্যে তোমাকেও সূর্য্যো-দয়াদিরূপ উপাধিভেদে যাম প্রভৃতি কালের বিভাগ পূর্ব্বক তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিতে হয়। অন্যথা যামভেদে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসকল সম্ভবপর হয় না ॥ ৬৩ ॥

তুমিও বর্ণ সকলের উৎপত্তিস্থানভেদে পৌর্ব্বাপর্য্য বলিতে পার না, যেহেতু সমস্ত বর্ণই তোমার মতে তালু ও ওষ্ঠপুট মধ্যবর্ত্তী এক আকাশেই উৎপন্ন হয়, অতএব উৎপত্তির কালভেদেই তোমাকে পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে, আমরাও সেইরূপ অভিব্যক্তির কালভেদকেই পৌর্ব্বাপর্য্যের

এবঞ্চ পূর্ব্বব্যক্তত্বং পূর্ব্বত্বং মে ভবিষ্যতি।
পরকালব্যক্ততায়াং পরো বর্ণো ভবিষ্যতি।
অতঃ সমং সমাধানং নিত্যা নিত্যত্ববাদিনোঃ ॥ ৬৬ ॥
যথেশো নিত্যয়া বুদ্ধ্যা সকৃৎ সৃষ্টশ্রুতে ক্রমং।
আকল্পান্তং তবেক্ষেত তথেক্ষেত সদা মম ॥ ৬৭ ॥
প্রমাণদৃষ্টঘটনা কার্য্যা সৈব যথামতি।
ন শক্যতে চেৎ সর্ব্বেশাচিন্ত্যশক্ত্যৈব সেৎস্যতি ॥ ৬৮ ॥
নেদংপূর্ব্বা যদা বুদ্ধিরাদ্যানাদিরধীশিতুঃ।
তত এব দ্বিতীয়াপি নেদং পূর্ব্বা বলাদ্ভবেৎ ॥ ৬৯ ॥

কারণ বলিয়া থাকি, অর্থাৎ তোমার মতে যেমন যে বর্ণ পূর্ব্বকালে উৎপন্ন, উহা পূর্ব্ববর্ণ এবং যে বর্ণ পরবর্ত্তিকালে উচ্চারিত তাহা পরবর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হয় সেইরূপ আমরাও যে বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে অভিব্যক্তি, উহাই পূর্ব্ববর্ণ এবং যে বর্ণের পরবর্ত্তিকালে অভিব্যক্তি, উহাই পরবর্ণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি, অতএব বর্ণের নিত্যত্ববাদী এবং অনিত্যত্ববাদী উভয়েরই সমাধান একরূপই হইয়া থাকে ॥ ৬৪-৬৬ ॥

ঈশ্বর সৃষ্টির প্রথমে বেদ সৃষ্টি করিয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত উহা স্মরণ রাখিতেছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত যদি তোমার মতে সঙ্গত হইতে পারে, তাহা হইলে ঈশ্বর অনাদিকাল হইতে বেদ স্মরণ রাখিতেছেন এইরূপ মদীয় সিদ্ধান্তই বা কিরূপে অসঙ্গত হইতে পারে ॥ ৬৭ ॥

যদিও উভয়পক্ষেই তর্ক সমান তথাপি যাহা প্রমাণদ্বারা অবগত হওয়া যায় তাহাই স্বীকার্য্য, পরন্তু শ্রুতিপ্রমাণে বেদের নিত্যত্বই জানা যায়। সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির অচিন্ত্যশক্তিবলেই সমস্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে, অতএব এ স্থলে কোনরূপ অসম্ভাবনা নাই ॥ ৬৮ ॥

এ স্থলে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে—ঈশ্বরের প্রথম বুদ্ধি দ্বারা

অনাদেঃ পৃষ্ঠলগ্নস্যাপ্যনাদিত্বং হি যুক্তিমৎ।
যাবদ্ যাবদ্ গজো গচ্ছেত্তাবৎ পুচ্ছঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭০ ॥
পূর্ব্বেবদং পূর্ব্বতাঽভাবে তদব্যবহিতোত্তরে।
ক্ষণ এব পরং যৎ স্যাত্তস্যেদং পূর্ব্বতা কথং ॥
মৎস্যস্যানাদিতায়াং ন কিং কূর্ম্মস্যাপ্যনাদিতা ॥ ৭১ ॥
অধোবধিবিহীনেন বিষ্ণোঃ পাদেন সংগতা।
জঙ্ঘাপ্যধো বধের্ভঙ্গং কিং ন কুর্য্যাদ্বৃহত্তনোঃ ॥
আদ্য দ্বিতীয়ভাবোঽপি তদ্বৎ স্যাদপ্যনাদিষু ॥ ৭২ ॥

যে বর্ণ গৃহীত হইয়াছিল উহা অনাদি হইতে পারে কিন্তু দ্বিতীয়াদি বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত বর্ণসকলের অনাদিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ঈশ্বরের প্রথম বর্ণবিষয়িণীবুদ্ধি যেরূপ সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্ত বলিয়া অনাদি, সেইরূপ যুক্তিবশতঃ দ্বিতীয়াদি-বর্ণবিষয়িণী বুদ্ধিও অনাদিই হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঈশ্বর-বুদ্ধি নিত্যকাল বর্ত্তমান বলিয়াই অনাদি, পরন্তু প্রথমদ্বিতীয়াদি গুণভেদে তাহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র—এই জন্যই ইহার অনাদিত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না। হস্তীর গমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুচ্ছও যেরূপ নিয়তভাবে অনুগত হয় সেইরূপ অনাদি প্রথম বর্ণবিষয়ণীবুদ্ধির পৃষ্ঠলগ্ন অর্থাৎ পশ্চাৎ-সংলগ্ন দ্বিতীয়াদি বর্ণ-বিষয়ণীর বুদ্ধিরও অনাদিত্ব যুক্তিবলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬৯-৭০ ॥

প্রথমবুদ্ধিপরিগৃহীত বর্ণ যদি অনাদি হয় তাহা হইতে তাহার ক্ষণ-কাল পরেই দ্বিতীয়বুদ্ধি দ্বারা যে বর্ণ পরিগৃহীত হয় তাহাও অনাদিই হইবে—যেহেতু ঈশ্বরবুদ্ধি অনাদি, বর্ণসকল তদ্দ্বারা অর্থাৎ সেই অনাদি-বুদ্ধি দ্বারা ক্ষণভেদে পরিগৃহীত হইলেও তাহাদের অনাদিত্বের হানি হয় না। ঈশ্বরের মৎস্যাবতার যেরূপ অনাদি সেইরূপ পশ্চাৎ অভিব্যক্ত কূর্ম্ম অবতারও অনাদি নহে কি? ॥ ৭১ ॥

অনাদির্বীজসন্তানস্তথৈবাঙ্কুরসন্ততিঃ।
অতঃ ক্রমিকয়োশ্চানাদিত্বং তত্ত্বং রুণদ্ধি কঃ ॥ ৭৩ ॥
অনাদি-বেদ বাদস্তন্মনো মোদায় ধীমতাম্‌।
অচিন্ত্যশক্তিং যো বক্তি প্রভোঃ স্বার্থপরায়ণঃ ॥ ৭৪ ॥
তদ্বেদ পদরাশিস্থবর্ণমালাস্বনাদিতঃ।
পৌর্ব্বাপর্য্যং কেন বার্য্যমনাদীশধিয়ার্পিতং ॥ ৭৫ ॥

বিশ্বরূপধারী ভগবানের পাদদেশ যেরূপ অধোভাগে অবধি-রহিত, সেইরূপ, তদীয় জঙ্ঘা যদিও সেই পাদদেশের উপরিভাগে বর্ত্তমান, তথাপি উহাও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া অধোদেশে অবধিশূন্য হইয়া থাকে। উক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারে অর্থাৎ ভগবানের অঙ্গসকল সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাহাদের মধ্যেও যেরূপ প্রথমদ্বিতীয়ভাব এবং ঊর্দ্ধ নিম্নভাগ বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ বর্ণসকল অনাদি হইলেও তন্মধ্যে প্রথম দ্বিতীয়াদি ভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

বীজপ্রবাহ যেরূপ অনাদি, অঙ্কুরপ্রবাহও সেইরূপ অনাদিকাল বর্ত্তমান আছে। যদিও ইহাদের অভিব্যক্তি ক্রমিক তথাপি কেহই তাহাদের অনাদিত্বের নিষেধ করিতে পারে না ॥ ৭৩ ॥

অনাদি বেদবাক্য স্বার্থপরায়ণ হইয়াই ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন অর্থাৎ যদিও বৈদিকবর্ণসকল কালভেদে অভিব্যক্ত, তথাপি ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি প্রভাবেই তাহাদের অনাদিত্বরূপ স্বার্থসিদ্ধি হইয়াছে। ভগবানের এইরূপ অচিন্ত্য-শক্তি কীর্ত্তনহেতুই বেদবচন বিদ্বানগণের আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

তাদৃশ অনাদিসিদ্ধ বৈদিক-পদরাশিস্থিত বর্ণসমূহের মধ্যে অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বুদ্ধি-অনুসারে যে পৌর্ব্বাপর্য্যভাব নিহিত হইয়াছে তাহা কেহই বারণ করিতে পারেন না ॥ ৭৫ ॥

বর্ণানামপ্যনাদিত্বং বুদ্ধেশ্চানাদিতা যদা ।
কথং তদা বুদ্ধিসিদ্ধ-পৌর্ব্বাপর্য্যস্য সাদিতা ।
নদীদং পূর্ব্ববতাং বুদ্ধেরনাদের্বুদ্ধিমান্ বদেৎ ॥ ৭৬ ॥
জ্ঞানসাধ্যা হরেরিচ্ছা যদানাদির্নিগদ্যতে ।
জ্ঞানজ্ঞেয়ত্বরূপস্য সাদিতাস্য কথং বদ ॥ ৭৭ ॥
অগত্যা পঞ্চরাত্রাদৌ প্রমাণাভাবতো হরিঃ ।
ন ব্যক্তীকুরুতে বুদ্ধিং শক্তামপি স্বকার্য্যবিৎ ॥ ৭৮ ॥

ভগবদ্‌বুদ্ধি যদি অনাদি বলিয়া সিদ্ধ হয় তাহা হইলে উক্ত বুদ্ধি পরিগৃহীত বর্ণসকলও অনাদিই হইয়া থাকে, অতএব তাদৃশ বুদ্ধি-দ্বারা-নিষ্পন্ন বর্ণের পৌর্ব্বাপর্য্যভাবও অনাদিই বলিতে হইবে, পরন্তু কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই সেই অনাদিবুদ্ধিকে সাদি বলিতে পারেন না ॥ ৭৬ ॥

ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণসকল সমস্তই অনাদি, তন্মধ্যে ইচ্ছা যদিও জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি নৈয়ায়িকগণ উহাকেও অনাদি বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব যদি উক্ত জ্ঞানজন্য ইচ্ছাকেও অনাদি বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে উক্ত জ্ঞানের বিষয়ীভূত (অর্থাৎ জ্ঞেয়) বর্ণসকলের অনাদিত্ববিষয়ে কি আপত্তি হইতে পারে ?৭৭॥

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে—বেদবাক্য যেরূপ অনাদি ঈশ্বর-বুদ্ধি-পরিগৃহীত বলিয়া অনাদিরূপে নির্ণীত, সেইরূপ পঞ্চরাত্রাদিও অনাদি ঈশ্বর-বুদ্ধি-পরিগৃহীত বলিয়া অনাদিরূপে গণ্য হয় না কেন ? তাহার উত্তর এই যে—বেদবচনদ্বারাই লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মব্যবস্থা নির্ণীত হইবে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজ কার্য্যাভিজ্ঞ ভগবান্ তাহাতেই অনাদি-বুদ্ধি অভিব্যক্ত করিয়া তাহার অনাদিত্ব সাধন করিয়াছেন, যদিও উক্ত বুদ্ধি পঞ্চরাত্রাদিরও অনাদিত্বসাধনে সমর্থ, তথাপি পঞ্চরাত্রাদির অনাদিত্ববিষয়ে কোনরূপ প্রমাণ নাই বলিয়া তৎসম্বন্ধে তাদৃশ বুদ্ধির প্রকাশ করেন নাই ॥৭৮

অতস্তৎকৃতশাস্ত্রস্য সাদিত্বেস্ত্যতিসঙ্কটং।
অনাদিত্বে ত্বনায়াস ইতি মন্যামহে বয়ম্ ॥ ৭৯ ॥
ঈশেনোচ্চারিতং তচ্চ ব্রহ্মাদীনাং পরম্পরা।
অনুভূতং স্মরেন্নিত্যং ন করোতি স্বয়ং পুনঃ ॥ ৮০ ॥
উচ্চারয়ন্ত্যপাধ্যায়াঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা তদেব হি।
তদেবং প্রচরেদ্বেদঃ কর্ত্তারোস্য ন কুত্রচিৎ ॥ ৮১ ॥
নিমিত্তবুদ্ধেরজ্ঞানেঽপ্যস্য জ্ঞানঞ্চ শোভতে।
তিরোহিতজবাপুষ্পসন্নিধানোত্থরক্তিমা ॥
স্ফটিকাদৌ ন কিং সর্ব্বৈঃ স্ফুটসেবানুভূয়তে ॥ ৮২ ॥

যদিও পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রবিষয়ে তাদৃশ অনাদি-বুদ্ধি প্রকটীকৃত হয় নাই, তথাপি উহার ক্রম অনাদিসিদ্ধই বলিতে হইবে, অন্যথা, পঞ্চরাত্রাদিকে সাদি বলিলে ভগবদ্‌বুদ্ধিও সাদি হইয়া পড়ে, অতএব উহাকে অনাদি বলাই সহজসাধ্য ॥ ৭৯ ॥

ব্রহ্মাদি-পরম্পরা অধ্যয়নকালে তাদৃশ ঈশ্বরোচ্চারিত বেদবাক্যসকল অনুভব করিয়া নিত্যকাল স্মরণ করিয়া থাকেন, পরন্তু তাঁহারাও উহার সৃষ্টি করেন না ॥ ৮০ ॥

উপাধ্যায়গণ গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রুত বেদবাক্যসকল স্মরণ করিয়া কেবলমাত্র শিষ্যসমীপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, পরন্তু ইঁহারা কখনও বেদকর্ত্তা হন না ॥ ৮১ ॥

যদিও ঈশ্বরবুদ্ধি আমাদের অপ্রত্যক্ষ তথাপি তাদৃশ বুদ্ধিনিমিত্তক-বর্ণ-পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হইতে কোন আপত্তি নাই—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে,—যদিও জবাপুষ্প কদাচিৎ আমাদের অপ্রত্যক্ষ থাকে তথাপি স্ফটিকাদিতে তাহার সন্নিধানজনিত রক্তিমবর্ণ স্পষ্টই অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ৮২ ॥

ন চেৎ কাব্যস্য কর্ত্তারঃ সর্ব্বেঽপি স্যুর্গৃহে গৃহে ॥ ৮৩ ॥
দ্বিকর্ত্তৃকত্বাৎ কাব্যস্যাপ্যস্তীশ্বরমতৌ স্থিতিঃ।
যাবৎ প্রচারঃ পশ্চাৎ স বুদ্ধিং তত্র ব্যনক্তি ন।
তদুৎপন্নমনিত্যঞ্চ পৌরুষেয়ং বচোখিলং ॥ ৮৪ ॥
পুরাণাদ্যা ত্বনিত্যা বাগ্‌যদুৎপত্তেরনন্তরং।
ব্যক্তৈব তত্র তদ্বুদ্ধি যতো মানাণুসারতঃ ॥ ৮৫ ॥

মীমাংসকগণ বেদবর্ণসকল নিত্য স্বীকার করিলেও উহার পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম অধ্যাপকগণকর্ত্তৃক রচিত বলিয়া বর্ণন করেন, পরন্তু তাঁহাদের এবিম্বধ উক্তি সঙ্গত নহে—কারণ, তাহা হইলে উপাধ্যায়গণ বেদকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেন, পরন্তু কোথায়ও ঐরূপ প্রসিদ্ধি নাই। আর যদি পূর্ব্বসিদ্ধ গ্রন্থের পাঠমাত্রেই পাঠককেও গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে সকলে মাঘাদি কাব্য পাঠ করিয়া থাকেন বলিয়া সকলকেই ঐ সকল কাব্যের কর্ত্তা বলা যাইতে পারে ॥ ৮৩ ॥

এখানে আপত্তি এই যে—মাঘ প্রভৃতি কবিগণের বুদ্ধি ঈশ্বরবুদ্ধির ন্যায় নিত্য নহে পরন্তু ত্রিক্ষণকালস্থায়ী, অতএব তাদৃশ বুদ্ধিকৃত কাব্যও ত্রিক্ষণকালের পর বিনষ্ট হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে,—মাঘ প্রভৃতি কবিগণ যেরূপ ঐসকল গ্রন্থের কর্ত্তা সেইরূপ ভগবানও সর্ব্বান্তর্য্যামী বলিয়া ঐসকল গ্রন্থের কর্ত্তা হইয়া থাকেন, অতএব কাব্যকর্ত্তার বুদ্ধি অনিত্য হইলেও ঈশ্বরের নিত্যবুদ্ধি-পরিগৃহীত বলিয়া কাব্যসকল আশু বিনষ্ট হয় না, যতকাল পর্য্যন্ত ঐ কাব্যের প্রচার আবশ্যক, ভগবান্ ততকাল পর্য্যন্তই তাহাতে নিজবুদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকেন, অতঃপর তিনি যখন উহাতে নিজবুদ্ধি প্রকাশিত করেন না তখনই উহা নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উৎপন্ন পৌরুষেয়-বচন-মাত্রই অনিত্য বলিয়া সাধিত হইল ॥ ৮৪ ॥

পুরাণাদি বচন অনিত্য, যেহেতু উহাদের সৃষ্টির পর তদ্বিষয়ে ঈশ্বরবুদ্ধি

স্বতন্ত্রেচ্ছোপি ভগবান্ মানেসৌ মানবান্ কিল।
উক্ত ব্যবস্থা তৎসুস্থা কর্ত্তা বক্তা ততঃ পৃথক্ ॥ ৮৬ ॥
তদেবেদং বাক্যমিতি প্রত্যভিজ্ঞাং প্রমাণয়ন্।
আচার্য্যোঽপীমমেবার্থমভিপ্রৈতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮৭ ॥
তস্মাদনাদিসিদ্ধান্তশুদ্ধবুদ্ধিমতাং সতাম্।
প্রমাণে সত্যনাদিত্বং বিনোদেনৈব সিদ্ধ্যতি ॥ ৮৮ ॥

অভিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও উক্ত আছে যে,—"বেদার্থ-বোধক পুরাণ সকল প্রতিসর্গে নূতন ক্রম-অনুসারে রচিত হইয়া থাকে, পরন্তু উহার প্রতিপাদ্য বিষয় পূর্ব্বসর্গের অনুরূপই হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

বেদবচন নিত্য—এইরূপ প্রমাণ আছে বলিয়াই ভগবান্ তাহাতে নিত্য-বুদ্ধি প্রণিহিত করিয়াছেন এবং পুরাণাদি অনিত্য—এইরূপ প্রমাণ আছে বলিয়াই তিনি তাহাতে নিত্যবুদ্ধি প্রণিহিত করেন নাই। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, ভগবান্ এইরূপ প্রমাণের অধীন হইয়া কার্য্য করেন কেন? তাহার উত্তর এই যে, যদিও তিনি স্বতন্ত্র, তথাপি প্রমাণসকলের প্রামাণ্য-রক্ষার জন্যই এইরূপ আদর প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে পৃথগ্‌ভাবে ভগবানের পুরাণাদিকর্ত্তৃত্ব এবং বেদবক্তৃত্ব নিষ্পন্ন হওয়ায় সমস্ত বিষয় সুসঙ্গতভাবে নির্ণীত হইল ॥ ৮৬ ॥

আচার্য্য মধ্বপাদও "ইহা সেই পুরাতন বাক্য" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা (অনুভব) প্রমাণানুসারেই বেদবাক্যের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া আমার পূর্ব্বোক্ত অর্থের সমর্থন করিয়াছেন। যদি উহা নিত্য না হইয়া প্রতি ব্যক্তির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল হইত তাহা হইলে "ইহাই সেই বাক্য" এইরূপ অনুভব সঙ্গত হইত না ॥ ৮৭ ॥

অতএব বৈদিক সিদ্ধান্তাশ্রিত শুদ্ধচিত্ত সাধুগণের পক্ষে প্রমাণবলেই অনায়াসে বেদের অনাদিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

প্রমাণে সতি শক্ত্যেত্থং ঘটয়েন্নিত্যতাং হরিঃ।
যত্র কুত্রাপি তাং শক্তিং চিত্রশক্তির্যুনক্তি ন।
গির্য্যুদ্ধরণশক্তিং স কিং প্রযুঙ্ক্তে তৃণোদ্ধৃতৌ ॥ ৮৯ ॥
কিং চান্ত্যবর্ণস্যোৎপাদে প্রাঙ্ নষ্টৈর্ব্বর্ণরাশিভিঃ।
বুদ্ধ্যারূঢ়ৈঃ পদত্বং স্যাৎ প্রাক্‌সৃষ্টিস্তদ্বৃথৈব তে ॥ ৯০ ॥
বর্ণানিত্যত্ববাদোঽপি বর্ণনিত্যত্ববাদিনাম্।
প্রক্রিয়াং স্বক্রিয়া-সিদ্ধ্যৈ সংকরোতীতি মে মতিঃ ॥ ৯১ ॥

বিচিত্র-শক্তিময় ভগবান্ বেদের অনাদিত্ব বিষয়ে প্রমাণসদ্ভাবহেতুই নিজশক্তি অনুসারে তাহার অনাদিত্ব সাধন করিয়াছেন। যে কোন বস্তু-বিষয়ে সেই অনাদিত্ব-সাধিকা-শক্তির প্রয়োগ করেন নাই। তিনি গিরি উদ্ধারে যাদৃশ শক্তির প্রকাশ করেন তৃণ উদ্ধারে তাদৃশ শক্তির প্রকাশ করেন কি? ॥ ৮৯ ॥

তোমাদের ন্যায়মতে কোনও একটী শব্দের উচ্চারণকালে যখন তাহার অন্তিমবর্ণটী উচ্চারিত হয় তখন পূর্ব্বোচ্চারিত বর্ণসকল বিনষ্ট হইয়া যায়, যেহেতু বর্ণমাত্র ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়া তোমরা স্বীকার করিয়া থাক। পরন্তু বর্ণসকল বিনষ্ট হইলেও উহারা বুদ্ধিতে অবস্থান করে বলিয়া পদের ঘটক হইয়া থাকে, অতএব তোমাদের মতে বর্ণের সৃষ্টি অনাবশ্যক কেবলমাত্র উহারা বুদ্ধিতে উদিত থাকিয়াই পদের ঘটক হইতে পারে, কাজেই আমার মতে অনাদিকাল হইতে সকল স্থিতই আছে, তাহারা কেবলমাত্র বুদ্ধিতে উদিত হইয়া পদ সৃষ্টি করিতেছে এ কথা বলিলে দোষ কি? ॥ ৯০ ॥

বর্ণের অনিত্যবাদিগণও নিজ'মতসিদ্ধির জন্য আমাদের বর্ণ-নিত্যত্ব-বাদিগণের প্রক্রিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন—যেহেতু, তাহাদের মতে বর্ণসকল ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়া তাদৃশ অনিত্যবর্ণাত্মক বেদ কেবলমাত্র ঈশ্বর-

ত্রিক্ষণস্থায়িবর্ণাত্মা বেদোযাকল্পবর্ত্তিতা ॥
ত্বয়াপীশ্বরবুদ্ধ্যৈবমঙ্গীকার্য্যা ময়ৈব ন ॥ ৯২ ॥
তবেশ্বরোপি সর্গাদৌ সৃজেদ্বেদং ন সর্ব্বদা।
পশ্চাৎ স্ববুদ্ধিবিষয়ৈর্বর্ণৈঃ সোঽপি পদাবলিং।
বৈদিকীমনুসন্ধত্তে ত্বৎপক্ষে সর্ব্বদা মম ॥ ৯৩ ॥
এবং পৌর্ব্বাপর্য্যবন্ত এতে বর্ণা ইতীশ্বরঃ।
অনাদিনিত্যয়া বুদ্ধ্যা সদোল্লিখতি বৈদিকীম্ ॥ ৯৪ ॥
অনন্তপদমর্য্যাদাং ঘটয়েদ্ যোঽতিদুর্ঘটং।
অনাদিনিত্যতৈবং বা ন কুচোদ্যেন বাধ্যতে ॥ ৯৫ ॥

বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিয়াই প্রলয়কালপর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে—এইরূপ স্বীকার করিতে হয়, পরন্তু কেবল আমরাই যে বেদের ঈশ্বরবুদ্ধিতে অবস্থান স্বীকার করি তাহা নহে। তোমার মতে যদি ঈশ্বরসৃষ্টির আদিতে বেদ সৃষ্টি করিয়া অনন্তর প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নিজ-বুদ্ধি-বিষয়ীকৃত বর্ণসকল দ্বারা বৈদিকপদাবলীর অনুসন্ধান করিতে পারেন তাহা হইলে আমার মতে তিনি অনাদিকালই নিজবুদ্ধিস্থিত বর্ণসকলদ্বারা বৈদিকপদাবলীর সন্ধান করিতেছেন—একথা বলিতে আপত্তি কি ? ॥ ৯১-৯৩ ॥

ভগবান্ দুর্ঘটন-ঘটন-পটীয়ান্, অতএব তিনি অনাদি-নিত্যবুদ্ধিবলে "এই বর্ণসকলের মধ্যে ইহা পূর্ব্বে, ইহা পরে" এইরূপে পৌর্ব্বাপর্য্যভাব নির্ণয়পূর্ব্বক বেদের অনন্ত পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, অতএব অসঙ্গত আক্ষেপবচন দ্বারা বেদের অনাদিত্ব বাধিত হইতে পারে না ॥ ৯৪-৯৫ ॥

বেদের কর্ত্তারূপে এ পর্য্যন্ত কাহারও কথা অবগত হওয়া যায় না, উপাধ্যায়গণ কেবলমাত্র চিরকাল গুরুপরম্পরানুগত্যক্রমে ইহার উচ্চারণই করিতেছেন, পরন্তু কেহই বেদ সৃষ্টি করেন নাই, বেদব্যাস পুরাণ সকলই রচনা করিয়াছেন পরন্তু বেদ রচনা করেন নাই, কেবলমাত্র তাহার

উচ্চারয়ন্ত্যপাধ্যায়াস্তেঽপি স্বাধ্যাপকানুগাঃ ॥ ৯৬ ॥
পুরাণকৃচ্চ বেদানাং ব্যাসকৃন্ন তু কারকঃ।
যো বেদব্যাসনাম্নৈব বিখ্যাতো মুনিমণ্ডলে ॥ ৯৭ ॥
গূঢ়কর্ত্তৃকবাক্যঞ্চ ধ্রুবং কর্ত্তৃপ্রসিদ্ধিমৎ।
অভূত্বা ভাবিকার্য্যত্বাদপূর্ব্বগৃহকূপবৎ ॥ ৯৮ ॥
অনাদিত্বং হি গময়েদ্ যত্রাধ্যেতৃপরম্পরা।
অভূত্বা ভাবিনী সা ন ততঃ কর্ত্ত্রনুমাপি ন ॥
অতোঽকর্ত্তৈব কোঽনন্তু বাক্কর্ত্তারং নিগূহয়েৎ ॥ ৯৯ ॥
কর্ত্তৃপ্রসিদ্ধ্যভাবেন তদ্বেদোঽয়মকর্ত্তৃকঃ ॥ ১০০ ॥

প্রচারই করিয়াছেন, অতএব মুনিগণমধ্যে তিনি বেদব্যাস নামেই প্রসিদ্ধ, বেদকর্ত্তা নামে প্রসিদ্ধ হ'ন নাই ॥ ৯৬-৯৭ ॥

বেদের কর্ত্তৃরূপে কাহারও নাম অবগত হওয়া যায় না বলিয়াই উহা যে অপৌরুষেয় হইবে এমন নহে, কারণ, এমন অনেক পৌরুষেয় গ্রন্থ আছে যে তাহাদের কর্ত্তার নাম জানা যায় না—এরূপ পূর্ব্বপক্ষও সঙ্গত হয় না, কারণ যে সকল গ্রন্থে কর্ত্তার নাম উল্লেখ নাই তাহাদের পক্ষেও পৌরুষেয়ত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। যেমন—কোথাও পূর্ব্বে গৃহ ও কূপাদি দেখি নাই, পশ্চাৎ যদি ঐ স্থানে তাহা দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহার কর্ত্তা কাহাকেও না জানিলেও যেরূপ উহা কোন ব্যক্তির রচিত বলিয়া অনুমান করা যায়, সেইরূপ তাদৃশ গ্রন্থাদিও পূর্ব্বে দেখা যায় নাই, সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, অতএব ই তোমধ্যে কোন পুরুষ ইহার রচনা করিয়াছেন এইরূপ অনুমান করা যায়। পরন্তু বেদ পূর্ব্বে ছিল না ইদানীং দেখা যাইতেছে এরূপ বস্তু নহে, কিন্তু নিত্যকাল উহার অস্তিত্বহেতু তাহার পৌরুষেয়ত্ব অনুমান অসম্ভব ॥ ৯৮ ॥

শিষ্য-পরম্পরা কেবলমাত্র বেদের অনাদিত্বই প্রতিপাদন করিয়া

কন্যাকুমারী কন্যাত্বং যথা ভর্ত্তুরভাবতঃ।
লেভে শ্রুতিকুমারীয়ং তথা কর্ত্তুরভাবতঃ।
অকৃতত্বং ধ্রুবং লেভে যা নিত্যেতি শ্রুতৌ শ্রুতা॥ ১০১॥
পিপীলিকা-লিপিশ্চাপি তৈরৈচ্ছেভ্রর্মতঃ কৃতা।
বাধে ব্যভিচরেদর্থং ন ত্বনাদিরিয়ং শ্রুতিঃ॥ ১০২॥

আসিতেছেন, অতএব বেদ পূর্ব্বে অনুৎপন্ন থাকিয়া পশ্চাৎ উৎপন্ন হইয়াছেন এরূপ জানা যায় না বলিয়া তাহার কর্ত্তার অনুমান অসম্ভব; অতএব ভগবান্ বেদের কর্ত্তা নহেন। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে তাঁহার বেদকর্ত্তৃত্ব কেহ গোপন করিত না। অতএব কর্ত্তার প্রসিদ্ধি নাই বলিয়া বেদ কর্ত্তৃশূন্য॥ ৯৯-১০০॥

দাক্ষিণাত্যে রামেশ্বরের নিকট কন্যাকুমারী ক্ষেত্র নামে স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথায় কন্যারূপিণী দুর্গাদেবী হস্তে বরণ মালিকা গ্রহণ পূর্ব্বক অপরিনীতা অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। এ বিষয়ে কিংবদন্তী এই যে, শ্রীরামচন্দ্র যে সময়ে সীতান্বেষণে সমুদ্রতীরে গমন করিয়াছলেন তখন দুর্গাদেবী তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিবার অভিলাষে হস্তে মাল্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরন্তু রামচন্দ্র তাঁহার সমীপগত না হওয়ায় বরণ করিতে পারেন নাই, তদবধি তিনি ঐ বরণ মাল্য হস্তে গ্রহণ করিয়াই আছেন। সেই কুমারী দুর্গাদেবী যেরূপ পতির অভাবে কন্যাত্ব লাভ করিয়াছেন তদ্রূপ চিরকাল নিত্যরূপে অবগতা এই শ্রুতিকুমারীও কর্ত্তার অভাবেই অকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন॥ ১০১॥

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, বেদবাক্য যদি কর্ত্তৃশূন্য হয় তাহা হইলে উহা পিপীলিকা-সমূহের ভ্রমণকালে রেখাপাতে যে অক্ষর সৃষ্টি হয় উহার ন্যায় নিরর্থকই হইতে পারে; তাহার উত্তর এই যে পিপীলিকা-কৃত অক্ষরসমূহ যদি কোন শব্দাকারে বিন্যস্ত হয় তাহাহইলে নিরর্থক

কিঞ্চ সব্যাপ্তবর্ণানাং লিপিঃ সাহ্যনুমাপিকা।
বাক্যং তৈঃ কুরুতে তজ্‌জ্ঞস্ততঃ পুংবাক্যমেব তৎ ॥ ১০৩ ॥
লিপিকারকদোষেণ দুর্লিপ্যা দুষ্টবর্ণধীঃ।
তেনাযোগ্যার্থকং বাক্যং ততশ্চামানতা ক্বচিৎ ॥ ১০৪ ॥
অনাদিতস্তু যদবাক্যং শৃণোত্যেবাখিলো জনঃ।
স্বয়ং পুনর্ন কুরুতে শ্রাবকাশ্চ সুরর্ষয়ঃ ॥ ১০৫ ॥
যস্য স্বরাশ্চ নিয়তাঃ ক্রমাশ্চ নিয়তাঃ সদা।
ফলঞ্চ দৃশ্যতে যস্য তদ্ধি মানং মহত্তরং ॥ ১০৬ ॥

হয় না, কিন্তু তাদৃশ না হইলেই উহা নিরর্থক হয়, পরন্তু অনাদিকালযাবৎ এই শ্রুতিবাক্যসকল নিরর্থক হয় নাই, কিন্তু অর্থের বোধকই হইয়া আসিতেছে ॥ ১০২ ॥

বিশেষতঃ পিপীলিকা-লিপিও স্বরূপতঃই অর্থ বোধক হয় না, পরন্তু উহার বিন্যাসভঙ্গীদর্শনে পুরুষ কোনও একটী অর্থের অনুমান করিয়া পশ্চাৎ ঐ বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই একটী অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, অতএব উহা পুরুষবাক্যই বলিতে হইবে। উহা নিরর্থক হইলেও পুরুষকৃত বলিয়াই নিরর্থকত্ব বলিতে হইবে ॥ ১০৩ ॥

লিপিরচনাকারী পিপীলিকাদির দোষে কোনস্থলে দুষ্টলিপি রচিত হইলে তজ্জন্য দর্শকপুরুষের ঐ দুষ্ট-বর্ণ-বিষয়িণী বুদ্ধির উপস্থিত হয় এবং পশ্চাৎ ঐ বর্ণসকলের উচ্চারণে অনর্থবোধক বাক্যের সৃষ্টি হয় ও তাহা-হইলেই তাদৃশ বাক্যের অপ্রামাণ্য ঘটিয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

পরন্তু এই শ্রুতিবাক্য অনাদিকালযাবৎ সকলে কেবলমাত্র শ্রবণ করিয়াই আসিতেছেন, কেহই স্বয়ং ইহার সৃষ্টি করেন নাই, পরন্তু ভ্রম-প্রমাদাদি দোষশূন্য দেবর্ষিগণই ইহার অধ্যাপনা করিতেছেন। ইহার স্বর ও ক্রম সর্ব্বদা নিয়তভাবেই বর্ত্তমান আছে, এবং ফলও উপলব্ধ

দোষাভাবাদমানত্ব শঙ্কাঽস্যাং কিংকৃতাবদ ॥ ১০৭ ॥
স্বোক্তাশ্বাসায় যাং ব্যাসঃ সূত্রে সূত্রে জগৌ হরিঃ ॥
তাং শ্রুতিং কোঽপরঃ কুর্য্যান্মানং বা কিং ততোঽধিকং ॥১০৮॥
অনাদ্যুপাধ্যায়পারম্পর্য্যেণৈব নিরীশিতুঃ।
নিয়তৈকপ্রকারত্বং নিত্যত্বং তচ্চ নেতি ন ॥ ১০৯ ॥
সোঽনাথানাং যতঃ পন্থাস্তস্মাদগতিকা গতিঃ।
সনাথাস্তু বয়ং দ্বেধাপ্যনাদিত্বং প্রচক্ষমহে ॥ ১১০ ॥

হইতেছে অতএব ইহা প্রকৃষ্ট প্রামাণ্যযুক্ত, এ অবস্থায় এই নির্দোষ বেদ-শাস্ত্রের অপ্রামাণ্যশঙ্কা কে করিতে পারে ?॥ ১০৫-১০৭ ॥

স্বয়ং নারায়ণাবতার ব্যাসদেব নিজ উক্তির সমর্থনের জন্য ব্রহ্মসূত্রের প্রতিসূত্রে যে শ্রুতিকে প্রমাণরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, অন্য কোন্ পুরুষ তাদৃশ শ্রুতিনির্ম্মাণে সমর্থ এবং এই শ্রুতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ অন্য কি হইতে পারে ? ॥ ১০৮ ॥

নিরীশ্বর ভাট্টমতাবলম্বিগণ অনাদি উপাধ্যায়-পারম্পর্য্য-ক্রমে নিয়ত-তুল্যপ্রকারনিবন্ধন (অর্থাৎ অনাদিকাল যাবৎ গুরুপরম্পরাক্রমে ইহা এক প্রকারেই বর্ত্তমান আছে বলিয়াই) ইহার নিত্যত্ব স্বীকার করেন, আমরাও তাহা অস্বীকার করি না, অনাথ (নিরীশ্বর) গণের পক্ষে বেদের নিত্যত্ব স্থাপনের জন্য উহাই (অর্থাৎ অনাদি উপাধ্যায়-পরম্পরায় নিয়ততুল্য-প্রকারত্বই) একমাত্র পন্থা বলিয়া উহাকেই অগতির গতি বলিতে হইবে, পরন্তু আমরা সনাথ অর্থাৎ সেশ্বরবাদাবলম্বী বলিয়া দুই প্রকারেই (অর্থাৎ অনাদি ঈশ্বরবুদ্ধি-পরিগৃহীত বলিয়া এবং অনাদি গুরুপরম্পরাক্রমে নিয়ত তুল্যপ্রকারবিশিষ্ট বলিয়া এই দুই কারণেই) ইহার নিত্যত্ব বলিয়া থাকি ॥ ১০৯-১১০ ॥

এবঞ্চ বিমতো বেদো মানমিত্যনুমীয়তে।
অবদ্যাঽমূলবাক্যত্বাদাপ্তবাক্যবদেব হি।
অবদ্যাঽমূলতা চাস্য নিত্যত্বাদ্‌গগনাদিবৎ॥ ১১১॥
কর্তৃপ্রমিতিশূন্যত্বান্নিত্যত্বং চাস্য সিদ্ধ্যতি।
তদ্বদেব ততো বেদঃ সিদ্ধো ধর্ম্মানুশাসনং॥ ১১২॥
অন্যথা ধর্ম্মসিদ্ধির্নে ত্যস্তি তর্কোঽতিকর্কশঃ॥ ১১৩॥
কারীর্য্যা বীক্ষ্যতে বৃষ্টিঃ পুত্রেষ্ট্যা পুত্র জন্ম চ।
কৃষ্যাবিবাঙ্গ-বৈকল্যাৎ ক্বচিচ্চ বিকলং ফলং। ১১৪॥
অনৃতত্বাদয়ো দোষাঃ সন্দিগ্ধা সিদ্ধমূর্ত্তয়ঃ।
নামানত্বং ততোমুষ্য সাধয়েয়ুঃ পরোদিতাঃ॥ ১১৫॥

প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যবিষয়ে বিবাদগ্রস্ত বেদকে আমরা নির্দ্দোষ মূলক বলিয়াই আপ্তবাক্যের ন্যায় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি, বেদ নিত্য বলিয়াই আকাশাদি নিত্যপদার্থের ন্যায় নির্দ্দোষমূলকও হইয়া থাকে। যেহেতু ইহার কর্ত্তা বলিয়া কাহারও জ্ঞান হয় না সেই জন্যই গগনাদির ন্যায় ইহার নিত্যত্বও প্রতিপাদিত হইতেছে, অতএব এইরূপে ধর্ম্মানুশাসন বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধি হইল, অন্যথা কোনরূপ ধর্ম্মেরই সিদ্ধি হয় না ইহাই আমাদের পক্ষে অনুকূল প্রধান তর্ক হইতেছে॥ ১১১-১১৩॥

কারীরীযাগ (বৃষ্টি উৎপাদক যজ্ঞবিশেষ) হইতে বৃষ্টি-উৎপত্তি এবং পুত্রেষ্টি নামক যজ্ঞ হইতে পুত্রোৎপত্তি দেখা যায়, যদিও কোনস্থলে উহারা নিষ্ফলও হইয়া থাকে তথাপি ঐ সকল স্থলে কৃষিকর্ম্মের অঙ্গ বৈকল্য দোষের ন্যায় যাগের অঙ্গবৈকল্য-দোষকেই নিষ্ফলতার কারণ-রূপে কল্পনা করিতে হয়, অতএব বেদবচনসমূহের অনৃতত্ব (মিথ্যাত্ব দোষ) বলা যায় না॥ ১১৪॥

যে স্থলে বেদোক্তক্রিয়াজন্য ফলোৎপত্তি দেখা যায় সে স্থলে

কলৌ যুগে কলহিনাং ষণ্ণাং ষন্মার্গবর্ত্তিনাম্।
তদ্বলং দ্বাপরাচার্য্যব্যাসবাচাং চ যদ্বলং ॥ ১১৬ ॥
অষ্টাদশপুরাণানাং কর্ত্তা সত্যবতীসুতঃ।
তদুক্তৌ কস্য ন শ্রদ্ধা যদুচ্ছিষ্টং জগত্ত্রয়ং ॥ ১১৭ ॥
বেদো ন মানমিতি তু দ্বৌ চত্বারোঽস্য মানতাম্।
মন্যতে তদ্বহোরেব তন্মতেঽনুগ্রহং বুধাঃ ॥ ১১৮ ॥

অনৃতত্ব প্রভৃতি দোষ অসিদ্ধই হইয়া থাকে, যে স্থলে ফলোৎপত্তি দেখা যায় না সে স্থলে সন্দিগ্ধরূপে অনৃতত্ব প্রভৃতি দোষের অবকাশ হইয়া থাকে (অর্থাৎ সে স্থলে ফলের অনুৎপত্তি দেখিয়া ক্রিয়ার অঙ্গবৈকল্য ঘটিয়াছে অথবা বেদের বাক্যই মিথ্যা, এইরূপ সন্দেহ হইয়া সন্দিগ্ধরূপে পাক্ষিক-ভাবে বেদের মিথ্যাত্ব প্রভৃতি দোষ ও অবকাশ লাভ করিয়া থাকে) অতএব যেহেতু কোনও স্থলে একেবারেই অসিদ্ধ, কোনও স্থলে বা সন্দিগ্ধরূপে গৃহীত তাদৃশ হেতু-দ্বারা বেদের অপ্রামাণ্য অনুমান করা যাইতে পারে না। নিশ্চিতহেতুই অনুমানের কারণ হইয়া থাকে ॥ ১১৫ ॥

দ্বাপরযুগাচার্য্য ব্যাসদেব নিজ উক্তিসমর্থনের জন্য যাহাকে বলস্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন, এই কলিযুগে পরস্পর কলহগ্রস্ত ষণ্মার্গাবলম্বী ষড়্-দার্শনিকেরও উক্ত বেদবাক্যকেই বলরূপে অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য ॥ ১১৬ ॥

ভগবান্ সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই ত্রিভুবন তাঁহারই উচ্ছিষ্ট স্বরূপ, অর্থাৎ তৎপ্রতিপাদিত বিষয়সকল অবলম্বনেই অন্যান্য শাস্ত্রকারগণও যাবতীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এতাদৃশ বেদব্যাসের বচনে কে শ্রদ্ধা না করিতে পারেন ? ॥ ১১৭ ॥

বুদ্ধ ও চার্ব্বাক এই দুইজন বেদের অপ্রামাণ্য এবং নৈয়ায়িক, মীমাংসক, সাংখ্য ও বৈদান্তিক এই চারিজন প্রামাণ্য স্বীকার করেন, অতএব পণ্ডিতগণ বহুজন-স্বীকৃত পন্থাকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১১৮ ॥

ছন্দাংস্যনন্তানি কিল গ্রন্থৈস্তৈস্তে কৃতোল্পকঃ।
কোঽন্ধোরন্ধোঽনুসন্ধত্তে সিন্ধোরগ্রে পরাক্রমং ॥ ১১৯ ॥
কলৌ কিল ষড়াচার্য্যা বেদস্তু ত্রিযুগোৎসবঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধাদ্যা যন্মূলাশ্চক্রবর্ত্তিনাম্ ॥ ১২০ ॥
দ্বিপাত্রিপাচ্চতুষ্পাচ্চ তত্র ধর্ম্মোত্র চৈকপাৎ।
ধর্ম্মানুশাসনং তদ্বা বাদিবাগ্ বা বিচার্য্যতাম্ ॥ ১২১ ॥
ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকালীনং বাক্যং ন কিল ধর্ম্মবাক্।
কলাবধর্ম্মকলিলে ধর্ম্মশাস্ত্রকৃতঃ কিল ॥ ১২২ ॥

উক্ত দার্শনিক ছয়জনের প্রণীত গ্রন্থ অতি অল্প, পরন্তু বৈদিক ছন্দ অনন্ত, অতএব বেদবচন অপেক্ষা তাহাদের গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা যায়। অন্ধ ব্যতীত অন্য কে সিন্ধুর সম্মুখে কূপের পরাক্রম অধিক বলিয়া বর্ণন করিতে পারে? ॥ ১১৯ ॥

দার্শনিক ছয়জন কলিকাল জাত, পরন্তু বেদ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগত্রয়েই অভ্যুদয় লাভ করিয়া আসিয়াছে এবং রাজচক্রবর্ত্তিগণের রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি ক্রিয়া তদবলম্বনেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ১২০ ॥

সত্যাদি যুগত্রয়ে ক্রমে চতুষ্পাদ, ত্রিপাদ ও দ্বিপাদরূপে ধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল, পরন্তু এই কলিযুগে একপাদ ধর্ম্মমাত্র অবস্থিত রহিয়াছে। অতএব তাদৃশ যুগত্রয় হইতে প্রবর্ত্তমান বেদবচন অথবা কলিযুগে সঞ্জাত ষড়্-দার্শনিক-মতবাদ ধর্ম্মানুশাসনরূপে গৃহীত হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞজনের বিচার্য্য বিষয় ॥ ১২১ ॥

ধর্ম্মপ্রাবল্যযুক্ত যুগত্রয়ে প্রবর্ত্তমান বেদবাক্য ধর্ম্মানুশাসন নহে, পরন্তু অধর্ম্মপ্রাবল্যগ্রস্ত কলিযুগের ষড়্দার্শনিকই ধর্ম্মশাস্ত্রের কর্ত্তা, ইহা বস্তুতঃই রহস্যজনক ॥ ১২২ ॥

অদ্যাপি মধ্যস্থগিরা পূর্ব্বশাসনতোপি বা।
নৃণাং কলহশান্তিঃ স্যাত্তাদৃগ্বেদস্তু কস্য ন ॥ ১২৩ ॥
ছন্দস্যয়স্ময়াদীনীত্যাদ্যৈঃ শব্দানুশাস্তিকৃৎ।
অমানয়দ্ধি যন্মার্গং মানং কস্য ন সা শ্রুতিঃ ॥ ১২৪ ॥
তস্মাদ্বেদার্থকুশলো বেদধর্ম্মং কলাবপি।
ন বেদ যো বেদমার্গং ন স বেদ শুভাশুভে ॥ ১২৫ ॥
বৈদিকৈঃ কিল গায়ত্রীমন্ত্রাদ্যৈর্মন্ত্রিতৈষবঃ।
অস্ত্রীভবন্তিস্ম রাজ্ঞাং কস্তচ্ছাস্ত্রং ন মানয়েৎ ॥ ১২৬ ॥
যৎস্বাধ্যায়ৈঃ কিলাদ্যাপি ব্যাধ্যাদ্যৈর্নাস্ত্যুপদ্রবঃ।
ধর্ম্মস্য বেদনাদেব স বেদো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২৭ ॥

অদ্যাপি লোকমধ্যে মধ্যস্থ (উদাসীন, নিরপেক্ষ) ব্যক্তির বচন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী শাসন-অনুসারে বিবাদের মীমাংসা হইয়া থাকে। অতএব বেদবাক্য মধ্যস্থ (নিরপেক্ষ) ঈশ্বরের বচন এবং পুরাতন অনুশাসন বলিয়া কাহার না আদৃত হইতে পারে ॥ ১২৩ ॥

শব্দানুশাসনকার পাণিনি—"ছন্দস্যয়স্ময়াদীনি" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা স্বয়ং যে বেদমার্গকে সমাদর করিয়াছেন, সেই শ্রুতিবচনকে কে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করিতে পারে? ১২৪ ॥

অতএব কলিযুগেও বেদার্থ-কুশল ব্যক্তিই ধর্ম্ম অবগত হইয়া থাকেন। যাঁহার বেদমার্গে জ্ঞান নাই তিনি শুভাশুভ অবগত নহেন ॥ ১২৫ ॥

পুরাকালে বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্রাদিদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া রাজগণের বাণসমূহ অস্ত্ররূপে পরিণত হইত, এতাদৃশ প্রত্যক্ষফলপ্রদ শাস্ত্রকে কে সম্মান না করিতে পারে ॥ ১২৬ ॥

স্ববন্ধুষু কৃতস্নেহঃ স্যাদ্ধি রাগাদিদোষতঃ।
পান্থেষু তু কৃতঃস্নেহো ধর্ম্মং শ্রুত্বৈব তন্মুখাৎ ॥ ১২৮ ॥
তথা স্বস্বকৃতে শাস্ত্রে সর্ব্বস্য স্যাদ্দুরাগ্রহঃ।
সর্ব্বৈরকৃতশাস্ত্রেঽস্মিন্ ধর্ম্মসিদ্ধ্যৈ পরং রতিঃ ॥ ১২৯ ॥
সুবিত্তস্যৈব চোরোঽস্তি দুর্ব্বিত্তস্য ন তস্করঃ।
অমানশ্চেৎ স্বতো জীর্ণং কুতো বেদমচুচুরৎ ॥ ১৩০ ॥
হয়গ্রীবমুখোদ্গীর্ণা সা বাণী ধর্ম্মশাসনম্।
অতস্তদুদিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৩১ ॥
চার্ব্বাকস্য ন বাক্ চার্বী কুর্বীতাত্মবধং যতঃ।
অক্ষৈকমানতা বাক্কিং রক্ষেদাত্মপ্রমাণতাম্ ॥ ১৩২ ॥

যাহার সম্বন্ধে মন্ত্রপাঠ করিলে অদ্যাপি ব্যাধিপ্রভৃতি উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, ধর্ম্মের বেদন অর্থাৎ জ্ঞাপনহেতুই তাদৃশ বেদকে বেদ বলা হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ১২৭ ॥

নিজের আত্মীয়ের সদ্‌গুণ না থাকিলেও অনুরাগ প্রভৃতি কারণ-বশতঃও স্নেহ জন্মিয়া থাকে, পরন্তু পথিকের প্রতি যে স্নেহ জন্মে উহা কেবলমাত্র তন্মুখে ধর্ম্মবচন শ্রবণ করিয়াই ঘটিয়া থাকে, এইরূপ নিজ-প্রণীত শাস্ত্রে স্নেহবশতঃ সকলেরই দুষ্ট আগ্রহ জন্মিয়া থাকে পরন্তু যে বেদশাস্ত্র কাহারও কৃত নহে তাহাতে কেবল-মাত্র ধর্ম্মসিদ্ধি হয় বলিয়াই লোকের আগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ১২৮-১২৯ ॥

চোর ব্যক্তি উত্তমবিত্ত অপহরণ করে, নিকৃষ্টবিত্ত গ্রহণ করে না, বেদ যদি স্বভাবতঃ জীর্ণ প্রামাণ্যহীন বস্তু হইত, তাহা হইলে পুরাকালে ব্রহ্মার মুখ হইতে দৈত্য উহাকে অপহরণ করিত না, হয়গ্রীবদেব-মুখনির্গত সেই বেদবাণীই ধর্ম্মানুশাসন, অতএব তদুক্ত অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম এবং তদ্-বিপরীত অনুষ্ঠানই অধর্ম্ম বলিয়া জানিবে ॥ ১৩০-১৩১ ॥

শিষ্যপ্রমায়ৈ বাগ্‌বাচ্যা সা শোচ্যা মানতা ন চেৎ।
ন প্রযোজ্যা ন তৈঃ পূজ্যা মূকো লোকায়তো ভবেৎ ॥ ১৩৩ ॥
কিঞ্চ প্রত্যক্ষমেবৈকং মানমিত্যাদিরূপিণী।
বাক্ চ প্রমাপিকা চেৎ স্যাদ্বাক্যার্থপ্রচ্যুতিস্তদা ॥ ১৩৪ ॥
যত্তপ্রমাপিকা সা স্যাদ্বাক্যার্থপ্রচ্যুতিস্তদা ॥
অর্থাযাথার্থতঃ প্রাহুরমানত্বং যতো বুধাঃ ॥ ১৩৫ ॥

চার্ব্বাকের বচন কোনরূপেই সুচারু নহে, যেহেতু তাদৃশ বচন নিজেরই ব্যাঘ্যাত জন্মাইয়া থাকে, কারণ চার্ব্বাক একমাত্র ইন্দ্রিয় সকলকেই প্রমাণ বলিয়াছেন, অতএব তাঁহার বচন নিজেরই প্রামাণ্য রক্ষা করিতে পারে না ॥ (যেহেতু বাক্যপদার্থটী-ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত, যদি ইন্দ্রিয় ভিন্ন সমস্তই অপ্রমাণ হয় তবে তাহার নিজের বচনও ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত বলিয়া অপ্রমাণ) ॥ ১৩২ ॥

শিষ্যের শাস্ত্রজ্ঞান উৎপাদনের জন্য গুরুকর্ত্তৃক বাক্য উচ্চারণ আবশ্যক, যদি ঐ বচন প্রমাণ না হয় তবে শোচনীয় সন্দেহ নাই। তাদৃশ অপ্রমাণ-বচন চার্ব্বাকও প্রয়োগ করিতে পারেন না, তদীয় শিষ্যগণও তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না, অতএব শিষ্যের নিকট চার্ব্বাক মূকই হইয়া থাকেন ॥ ১৩৩ ॥

"প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ"—এতাদৃশ বাক্য যদি প্রমাণজনক হয়, তাহা হইলে "প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ" এই বাক্যেরই অর্থচ্যুতি ঘটিয়া থাকে ॥ ১৩৪ ॥

পক্ষান্তরে—উক্ত বাক্যকে যদি প্রমাজনক বলিয়া স্বীকার না কর তাহা হইলেও বাক্যার্থের চ্যুতিই হইয়া থাকে। যেহেতু পণ্ডিতগণ অযথার্থ বাক্যকেই অপ্রমাণ বলিয়া থাকেন ॥ ১৩৫ ॥

অতস্ত্বচ্ছাস্ত্রমানত্বে জিতং ত্বৎপ্রতিবাদিভিঃ।
ত্বচ্ছাস্ত্রামানতায়াঞ্চ জিতং ত্বৎপ্রতিবাদিভিঃ॥ ১৩৬ ॥
ত্বদ্বাক্যার্থোঽস্তি চেন্মানমাগমোঽপি বলাদ্ভবেৎ।
ত্বদ্বাক্যার্থো ন চেন্মানমাগমোপি বলাদ্ভবেৎ ॥ ১৩৭ ॥
চিত্রং পক্ষদ্বয়েপ্যেকং পতিতং দূষণং তব।
তং ত্বাং পতিতপঙ্‌ক্তিস্থং সন্তো হন্ত হসন্তি তে।
অথর্ব্বগর্ব্বচার্ব্বাক-দুর্ব্বাক্যং নোর্ব্বিকুর্বত ॥ ১৩৮ ॥
কথা বৃথৈব জল্পাদৌ তব কৈতব-শীল তৎ।
যন্নাস্তি যুক্তিরুক্তিস্তে গর্জৎ সুপ্রতিবাদিষু ॥ ১৩৯ ॥
অক্ষৈকমানতাবাদী কো বা দীনো ন বাদকৃৎ ॥ ১৪০ ॥

যদি তোমার শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কর তাহা হইলে প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত শব্দাত্মকশাস্ত্রেরও প্রামাণ্য স্বীকার-হেতু শব্দ-প্রামাণ্যবাদী আমাদের জয়ই হইল, পক্ষান্তরে যদি তোমার শাস্ত্রকে অপ্রমাণ বল তাহা হইলেও প্রতিবাদিস্বরূপ আমাদেরই জয় ॥ ১৩৬ ॥

উভয় প্রকারেই তোমার মতে বাক্যার্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন তুল্য-দোষ ঘটিয়া থাকে, ইহাই পরম আশ্চর্য্যজনক। সাধুগণ তোমাকে এইরূপে পতিত-শ্রেণীভুক্ত দেখিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, হে অখণ্ডগর্ব্বশালিন্! চার্ব্বাক! কোন সজ্জনই তোমার বাক্য সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না॥ ১৩৭-১৩৮ ॥

হে কপটশীল, যেহেতু প্রতিপক্ষের গর্জ্জনকালে তোমার পক্ষে অনুমান বা আগম প্রমাণ কিছুই নাই, সেইজন্য জল্পাদিবিচারস্থলে তোমার বাক্য নিরর্থকই হইয়া থাকে ॥ ১৩৯ ॥

কেবল প্রত্যক্ষমাত্রের প্রামাণ্যবাদী কোন্ ব্যক্তি বিচারক্ষেত্রে দুর্ব্বল নহে? ॥ ১৪০ ॥

তেঽক্ষস্তীক্ষ্ণকটাক্ষস্তান্ প্রতিবক্ষ্যতি কাং কথাম্।
অতস্ত্বৎক্রিয়য়া সর্বা বিরুদ্ধা প্রক্রিয়া তব ॥ ১৪১ ॥
অথ প্রত্যক্ষদৃষ্টেঽর্থে যদা শাক্যং প্রযুজ্যতে।
তেন বোধোঽপি ন স্যাচ্চেদ্ধীনা স্যাদ্‌বক্তৃতৈব তে ॥ ১৪২ ॥
স্যাচ্চেৎ প্রমাত্বং চাবশ্যং তস্যেত্যাসীদ্ধি মানতা।
তত্র প্রযুক্তযুক্তেশ্চ তদ্বদেব প্রমাণতা ॥ ১৪৩ ॥
প্রত্যক্ষস্যৈব মানত্বে যুক্তিশ্চেৎ কথ্যতে ত্বয়া।
অনুমানং তদা মানং যদি যুক্তির্ন কথ্যতে।
অনুমানং তদা মানং রাজাজ্ঞা নহি তে বচঃ ॥ ১৪৪ ॥

বাক্যপ্রামাণ্য স্বীকার না করিলে বিচারস্থলে প্রতিবাদীর প্রশ্নে তোমার কোন বাক্য প্রয়োগ অসম্ভব, প্রত্যক্ষ-প্রামাণ্যবাদী তোমার সে সময়ে তাহাদের সম্মুখে কেবলমাত্র নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক নির্ব্বাক্ হইয়া অবস্থান করিতে হয়, পরন্তু তোমার সেই তীব্র কটাক্ষ তাহাদিগকে কোন উত্তর দিতে পারে কি? অতএব তোমার কার্য্যদ্বারাই তোমার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধাচরণ হইতেছে অর্থাৎ তুমি বাক্যপ্রমাণ অস্বীকারপূর্ব্বক পুনরায় বিচারক্ষেত্রে বাক্যপ্রয়োগ করায় নিজ কার্য্যদ্বারাই নিজমতের প্রতিকূল আচরণ করিতেছ ॥ ১৪১ ॥

আরও দেখ—কোন প্রত্যক্ষ দৃষ্টবিষয়সম্বন্ধে কোন বাক্য উচ্চারণ করিলে তদ্দ্বারা শ্রোতার যদি উক্ত বিষয়সম্বন্ধে জ্ঞানও না জন্মে তাহা হইলে তোমার বক্তৃতা নিরর্থক হইয়া পড়ে ॥ ১৪২ ॥

যদি ঐ বাক্য হইতে শ্রোতার কোনরূপ জ্ঞান জন্মে তাহা হইলে ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যই হইয়া থাকে এবং সেই জ্ঞানের জনক বলিয়া বাক্যের প্রামাণ্যও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, এইরূপ ঐ বাক্যের অনুকূলে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয় তাহাদেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ ॥ ১৪৩ ॥

নাপি হার্দগুহাবোধঃ প্রত্যক্ষেণৈব জায়তে।
তদ্ভোক্তৃণাঞ্চ পাতৃণামনুমানং পরায়ণম্ ॥ ১৪৫ ॥

তস্মাৎ প্রত্যক্ষানুমানাগমানাং মানতা ধ্রুবা ॥ ১৪৬ ॥

যদ্যদৃষ্টং ন তর্হ্যেকঃ পোষ্যোঽন্যঃ পোষকঃ কুতঃ।
ধনভাবাভাবতশ্চেত্তয়োরপি নিয়ামকম্।
কিং দৃষ্টমেব যৎকিঞ্চিৎকুতাদৃষ্টং বিচারয় ॥ ১৪৭ ॥

প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ এ বিষয়ে যদি কোনরূপ যুক্তি বল তাহা হইলে অনুমান ও প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে যদি যুক্তি প্রদর্শন করিতে না পার তাহা হইলেও অনুমানের প্রামাণ্যসিদ্ধই হইয়া থাকে। বিনাযুক্তিতে—"কেবলমাত্রই প্রত্যক্ষই প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ নহে" ইহা বলিলেই তোমার কথা স্বীকার করা যায় না, কারণ তোমার বাক্য রাজশাসন নহে ॥ ১৪৪ ॥

হৃদয়গুহাস্থিত অর্থাৎ জঠরমধ্যবর্ত্তী পদার্থের জ্ঞান প্রত্যক্ষসাধ্য নহে, অতএব অন্নভোজনকারী এবং ক্ষীরাদিপানকারী ব্যক্তিগণের জঠর মধ্যস্থ ঐ দ্রব্যাদি যে যথাবিধি পরিপক্ক হইয়া শরীরের পোষক হইবে এ বিষয়ে অনুমান ভিন্ন অন্য গতি নাই ॥ ১৪৫ ॥

অতএব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ) ইহাদের তিনেরই প্রামাণ্য নিশ্চিত হইল ॥ ১৪৬ ॥

যদি অদৃষ্ট নামে কোনও পদার্থ না থাকে তাহা হইলে জগতে একজন পোষ্য (পালনীয়) এবং অপর ব্যক্তি তাহার পোষক (পালনকর্ত্তা) এইরূপ বৈষম্যের হেতু কি? যদি বল—ধনসদ্ভাববশতঃই পালনকর্ত্তৃত্ব এবং ধনের অভাব হেতুই পালনীয়ত্ব ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে একজনের ধনের সদ্ভাবও অপরের তদভাবের প্রতি কোন্ দৃষ্ট-হেতু বর্ত্তমান রহিয়াছে অথবা অদৃষ্ট কোন পদার্থ তাহার কারণ বল দেখি? ১৪৭ ॥

দৃষ্ট-দেহেন্দ্রিয়াদীনামিচ্ছা যত্নাদিকস্য চ।
উভয়ত্রাপি সাম্যেন স্যাদদৃষ্টং নিয়ামকম্ ॥ ১৪৮ ॥

অতো যৎ সদসত্ত্বাভ্যাং ধন্যো কোঽন্যস্তু নির্ধনঃ।
অদৃষ্টঞ্চ তদেষ্টব্যং দৃষ্টবৎ কার্য্যগৌরবাৎ ॥ ১৪৯ ॥

তদ্ধেতুশুভকর্ম্মাদেরত্রাদৃষ্টস্য সর্ব্বথা।
করণায়ান্যদেহেষু নিত্যোঽন্যোপ্যস্তি দেহভৃৎ ॥ ১৫০ ॥

কার্য্যস্য নির্নিমিত্তত্বমুন্মত্তো বক্তুমর্হতি।
তৃপ্ত্যর্থং কো ন ভুঞ্জীত সুখার্থং ন যতেত কঃ ॥ ১৫১ ॥

দৃষ্ট দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এবং ইচ্ছা, যত্ন প্রভৃতি উভয়েরই সমান অতএব পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যের প্রতি কোন্ অদৃষ্টপদার্থ ই নিয়ামক হয় ॥ ১৪৮ ॥

অতএব যাহার সত্ত্বাববশতঃ এক ব্যক্তি ধনী এবং তদভাববশতঃ অপর ব্যক্তি নির্ধন হইয়া থাকে সেই অদৃষ্টকেও কার্য্য-বৈলক্ষণ্য-দর্শনে দৃষ্ট-পদার্থের ন্যায় হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১৪৯ ॥

ইহলোকে পূর্ব্বোক্ত শুভঅদৃষ্ট বা অশুভঅদৃষ্টের জনক কোন শুভাশুভ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখা যায় নাই, অতএব তাদৃশ শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, দেহাতিরিক্ত একজন দেহী বর্ত্তমান আছেন, তিনি নিত্য এবং তিনিই পূর্ব্বজন্মগতশরীরে শুভাশুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১৫০ ॥

কারণ ব্যতীত কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, ভোজনব্যতীত তৃপ্তিসাধন কিম্বা যত্নব্যতীত সুখলাভ হয় না বলিয়াই সকলে ভোজন ও যত্নরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, অতএব পূর্ব্বোক্ত ধনিত্বনির্ধনত্বের প্রতিও তোমাকে অবশ্যই কারণ স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু দৃষ্ট কোন কারণ নাই, অতএব অদৃষ্টরূপ কারণের সিদ্ধি হইল ॥ ১৫১ ॥

অপি চাব্যঙ্গকুণপে মরণং নাম কিং তব।
পূর্ব্বদৃষ্টাঙ্গনেত্রাদেঃ পশ্চাদপি চ দর্শনাৎ ॥ ১৫২ ॥
স্পর্শানুমেয়নীরূপশ্বাসেনাশ্বাসবান্ ভবান্।
মক্ষিকা মৎকুণাদৌ তে যস্য দৃশ্যা স্থিতিশ্চ ন ॥ ১৫৩ ॥
তস্মাদ্দেহান্যজীবাত্মা তত্র নাস্তীতি সা মৃতিঃ।
ইত্যেব সর্ব্বথা বাচ্যং ন চেৎ মৃত্যা মৃতিস্তব ॥ ১৫৪ ॥
অতো যোগবিশেষেণ যথা তাম্বূলরক্তিমা।
তথা যোগবিশেষেণ জড়স্যৈব প্রমাতৃতা।
ইতি যো বক্তি তস্যাপি কুণপোঽভবদুত্তরম্ ॥ ১৫৫ ॥

যদি তুমি দেহব্যতীত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না কর তাহা হইলে বল দেখি—এই যে অবিকৃত শবদেহটী রহিয়াছে, ইহার মরণ হইয়াছে ইহা তুমি কিরূপে বলিতে পার? কারণ পূর্ব্বেও ইহার শরীরস্থ নেত্রাদি অবয়ব যেরূপ দেখিয়াছি, সম্প্রতি অবিকল সেইরূপই বর্ত্তমান আছে ॥ ১৫২ ॥

নিঃশ্বাসের সদ্ভাব এবং অসদ্ভাবদ্বারাই জীবিত ও মৃতের পার্থক্য সাধিত হইবে, একথাও তুমি বলিতে পার না, যেহেতু নিঃশ্বাস বায়ু প্রত্যক্ষ গোচর হয় না, স্পর্শেন্দ্রিয়দ্বারা কেবলমাত্র তাহার অনুমানই হইয়া থাকে, পরন্তু তোমার মতে অনুমানের প্রামাণ্যই স্বীকৃত হয় নাই, বিশেষতঃ মক্ষিকা পিপীলিকা প্রভৃতিতে যে নিঃশ্বাস বর্ত্তমান আছে তাহা স্পর্শা-দ্বারাও অবগত হওয়া যায় না ॥ ১৫৩ ॥

অতএব ঐ শবদেহে বর্ত্তমানে দেহাতিরিক্ত জীবাত্মার অসদ্ভাব হইয়াছে, ইহারই নাম মৃত্যু একথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য, অন্যথা তোমার মতে মৃত্যুরই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ মরণ বলিয়া কোন পদার্থই সিদ্ধ হয় না ॥ ১৫৪ ॥

পৃথিব্যপ্তেজসাং যোগো জীবদ্দেহেঽপি নাপরঃ।
স সর্ব্বঃ কুণপেপ্যস্তি বাদী নঃ কুণপোঽভবৎ ॥ ১৫৬ ॥
অতীন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ং নাস্তি গোলকং তূভয়ত্র চ।
আত্মাদৃষ্টে ন কুত্রাপি কিং ন্যূনং কুণপস্য তৎ ॥ ১৫৭ ॥
পূর্ণো জীবার্হযোগোঽস্মিন্নানাক্রিম্যাত্মকে ক্রমাৎ।
তস্মাদ্দেহস্বামিজীবস্যাভাবোত্র ধ্রুবো ভবেৎ ॥ ১৫৮ ॥
শবস্য নবরন্ধ্রেষু বায়োশ্চাস্তি গতাগতম্।
ভস্ত্রান্তরপি যো বাতি তস্য যাত্রা তু কুত্র ন ॥ ১৫৯ ॥

অতএব যাহারা বলে যে—‘তাম্বুল, গুবাকচূর্ণ প্রভৃতি বস্তুসংযোগে যেরূপ অভূতপূর্ব্ব রক্তিমার সৃষ্টি হয় সেইরূপ ভূতসমূহের যোগবিশেষ হইতেই জড়শরীরে জ্ঞানসৃষ্টি হইয়া থাকে;—তাহাদিগকে ঐ মৃতশরীরই এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়া থাকে যে—(হে মূঢ় !) জীবদ্দেহে ক্ষিত্যাদি ভূতসমুদয়ের যে সংযোগ, এই শরীরেও অবিকল তাহাই বর্ত্তমান আছে। অতএব এ বিষয়ে বাদী (চার্ব্বাক্) স্বয়ংই শব হইয়া থাকেন অর্থাৎ শবতুল্য মৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকে ॥ ১৫৫-১৫৬ ॥

তোমার মতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় নামে কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থ নাই, তাদৃশ অধিষ্ঠান জীবদ্দেহে ও মৃতদেহে সমভাবেই বর্ত্তমান থাকে। আত্মা ও অদৃষ্ট তুমি স্বীকারই কর নাই। অতএব জীবদেহ অপেক্ষা শবদেহে কোন্ পদার্থ ন্যূন তাহা বল দেখি, যাহার জন্য উহাকে শব বলা যাইতে পারে ॥ ১৫৭ ॥

ঐ শবদেহ ক্রমশঃ নানাবিধ ক্রিমিরূপে পরিণত হইয়া থাকে, অতএব ইহাতে জীবত্বসম্পাদক সংযোগবিশেষের অভাব হইয়াছে, একথা বলিতে পার না, পরন্তু তাদৃশ সংযোগ সম্পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান আছে। অতএব ইহাতে দেহস্বামী জীবাত্মারই অভাব হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ॥ ১৫৮ ॥

পশ্য নির্জ্জীবদেহেন জীবসিদ্ধিরভূদহো ॥ ১৬০ ॥
রক্তিমা রত্নধাত্বাদিপার্থিবেষু স্বভাবতঃ।
বর্ত্ততে স তু যোগেন তজ্জাতীয়েঽপি দৃশ্যতাম্॥ ১৬১ ॥
জ্ঞানন্তু পঞ্চভূতাত্মজড়বর্গে ন কুত্রচিৎ।
অতো জড়স্বভাবো ন তদ্‌যোগেঽপি জড়ে কথং ॥ ১৬২ ॥
জবাকুসুমযোগেঽপি রূপবত্যেব রক্তিমা।
নীরূপবায়ৌ কিং রক্তশতযোগেঽপি রক্তিমা ॥ ১৬৩ ॥
নান্ধানাং শতমপ্যন্ধ পশ্যতীতি ন কিং শ্রুতং ॥ ১৬৪ ॥

বায়ুর অভাববশতঃ মরণ বলিতে পার না, শবদেহের নব রন্ধ্রযোগে সর্ব্বদা বায়ুর চলাচল হইতেছে, যে বায়ু ভস্ত্রামধ্যে (কর্ম্মকারগণের চর্ম্ম-থলিকা মধ্যে) পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে তাহার অগমন কোথায় বল দেখি ॥ ১৫৯ ॥

কি আশ্চর্য্য দেখ—এই নির্জ্জীব-দেহদ্বারাই জীবসিদ্ধি হইয়াছে ॥১৬০॥

পূর্ব্বোক্ত তাম্বূলাদিসংযোগজনিত দৃষ্টান্ত এস্থলে সঙ্গত হয় না। যে হেতু—রত্নধাতু প্রভৃতি পার্থিবপদার্থে স্বভাবতঃই রক্তিমা আছে অতএব রক্তিমা পার্থিবধর্ম্ম বলিয়া তজ্জাতীয় পার্থিব পদার্থান্তরেও দ্রব্যসমুদয়ের সংযোগে রক্তিমা উৎপন্ন হইতে পারে, পরন্তু পঞ্চভূতাত্মক জড়সমুদয়ে কুত্রাপি জ্ঞান পরিদৃষ্ট হয় নাই বলিয়া জ্ঞানকে জড় পদার্থের ধর্ম্ম বলিতে পার না, কাযেই তাদৃশ জড়পদার্থের সংযোগেও কোনরূপে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ১৬১-১৬২ ॥

জবাকুসুম সংযোগেও রূপবিশিষ্ট স্ফটিকাদিতেই রক্তিমা দৃষ্ট হইয়া থাকে, রূপহীনবায়ুতে শত শত রক্ত দ্রব্য সংযোগে ও রক্তিমা জন্মে না। হে অন্ধ! শত অন্ধ একত্র হইলে ও তাহাদের যে দৃষ্টিশক্তি উৎপন্ন হয় না ইহা কি তোমার অবগতি নাই, পরন্তু একজন মাত্র চক্ষুষ্মান্

চক্ষুষ্মতা তু সংযোগে তস্যাপি স্যাদ্‌গতাগতং।
এবং জ্ঞানবতা যোগে দেহে যাত্রা ন চেন্ন চ॥ ১৬৫॥

স চ স্বভাবতো জ্ঞানী স্যান্ন কৃত্রিমবোধবান্‌।
কিং চিত্রলিখিতং নেত্রং কঞ্চিদর্থং প্রপশ্যতি॥ ১৬৬॥

অতো জড়স্য জীবত্বং জড়ো বক্তি ন পণ্ডিতঃ।
জীবস্তজ্জড়দেহান্যো মান্যো যং দেহিনং বিদুঃ॥ ১৬৭॥

জাতমাত্রশিশোরম্বা-স্তনপানেষ্ট-হেতুতা।
প্রাগ্‌ভবেষনুভূতৈতজ্জাতীয়স্য নিদর্শনাৎ॥
অনুমেয়া সা চ দেহজীবৈক্যে শক্যতে কথং॥ ১৬৮॥

অন্যস্যৈবানুভূতিঃ স্যাত্ততোঽন্যস্যানুমা ভবেৎ।
নিত্যদেহান্যজীবস্য পক্ষে তু ক্ষেমমেতি সা॥ ১৬৯॥

ব্যক্তির সংযোগেই তাহাদের গমনাগমন সাধিত হয় এইরূপ জ্ঞানবা জীবের সহিত যোগ হইলেই এই দেহের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় এবং উক্ত সংযোগের অভাবেই সমস্ত কার্য্যের অভাব হইয়া থাকে॥ ১৬৩-১৬৫।

সেই জীব স্বভাবতঃই জ্ঞানবান্‌ পরন্তু কৃত্রিম জ্ঞানবান্‌ নহেন। চিত্রাঙ্কিত নয়ন দ্বারা কোন বস্তু দর্শন হয় কি?॥ ১৬৬॥

অতএব জড়দেহেরই জীবত্ব, একথা জড়ব্যক্তিই বলিয়া থাকে, পণ্ডিতগণ ইহা বলিতে পারেন না। বস্তুতঃ জীব জড়দেহের অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার্য্য, যাহাকে পণ্ডিতগণ দেহী বলিয়া অবগত হইয়া থাকেন॥ ১৬৭॥

মাতৃস্তন্যপানে সন্তানের শরীররক্ষণাদি ইষ্ট সাধন হয় ইহা পূর্ব্বজন্মে অনুভূত বলিয়াই তজ্জাতীয় জাতমাত্র শিশু ইহ জন্মেও মাতৃস্তন্য নিজ-হিতজনক ইহা অনুমান করিয়া স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে পরন্তু

অতোঽস্বাস্তনপানং তন্ন শিশোরেব পুষ্টয়ে।
জীবদেহান্যতাযুক্তিমান্যতাপুষ্টয়েপ্যভূৎ ॥ ১৭০ ॥
ভুক্তেঃ প্রাগ্ ভোক্ষ্যমাণান্ন ব্যক্তাবিষ্টস্য হেতুতা।
অনুমেয়ানুভূতান্ন জাতীয়ত্বে ন কেবলং ॥ ১৭১ ॥
অতোনুমানমানত্বমনঙ্গীকুর্ব্বতস্তব।
নিত্যোপবাসান্মৃত্যুঃ স্যাদিত্যুৎপশ্যতি যৌক্তিকঃ ॥ ১৭২ ॥
জড়দেহাত্মতা জীবে জড়াকারেণ চাকৃতিঃ।
যচ্ছেদভেদবেধাগ্নিদাহাদ্যৈঃ স্ববধপ্রদা ॥
তদ্বুধাস্তাং ন মন্যন্তে মনঃ খেদায় যৎ সদা ॥ ১৭৩ ॥

দেহ ও জীবের ঐক্য বলিলে উহা সিদ্ধ হইতে পারে না, তোমার মত স্বীকার করিলে একজনের পূর্ব্বানুভূতবিষয়ে অপরের অনুমান হইতে পারে। পরন্তু দেহাতিরিক্ত নিত্যজীবস্বীকারপক্ষে এ বিষয় সহজেই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৬৮-১৬৯ ॥

অতএব ঐ মাতৃস্তন্যপানক্রিয়া কেবলমাত্র শিশুরই পুষ্টিজনক নহে, পরন্তু জীব যে দেহাতিরিক্ত পদার্থ তাদৃশ অনুমানেরও পুষ্টিসাধন করিতেছে ॥ ১৭০ ॥

এই অন্ন যে হেতু আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভুক্ত অন্নের সমজাতীয় অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব অন্নতুল্য হিতকারী হইবে "আমরা ভোজনের পূর্ব্বেই এইরূপ অনুমান করিতে পারি বলিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। অতএব অনুমান প্রমাণ অস্বীকার করিলে নিত্য উপবাসে তোমার মৃত্যুই সম্ভবপর, ইহা যুক্তিপরায়ণগণ দেখিতেছেন ॥ ১৭১-১৭২ ॥

জড়দেহই জীবের স্বরূপএবং জড়দেহের আকারই জীবের আকৃতি ইহা স্বীকার করিলে দেহের ছেদন, ভেদন-দাহ প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা নিজেরই

স্বখজ্যোতিঃস্বরূপাত্মচিতাং সাকারতাং স্তুমঃ।
যা মৌক্তনানাভোগানাং ভোক্তৃত্বায় শ্রুতৌশ্রুতা।
সদা দ্রষ্টৃত্ব বক্তৃত্ব সৌন্দর্য্যাদিগুণায় চ ॥ ১৭৪ ॥

প্রমাণসত্ত্বচিন্তাস্তু শ্রুতিরেবনিকৃন্ততি।
যুক্তিস্তু নিত্যচৈতন্যাকারং সৎকুরুতেতরাং ॥ ১৭৫ ॥

অণূনামণুরাকারো যথা নিত্যোস্ত্যনাদিতঃ।
জ্যোতির্ম্ময়াস্তথা জীবাঃ সাকারাঃ সন্তু সন্ততং ॥ ১৭৬ ॥

পরিতো মণ্ডলাকারাৎ পারিমাণ্ডিল্যসংজ্ঞিতাং।
কথয়ন্তি মহাত্মানঃ পরমাণুষু চাকৃতিং ॥ ১৭৭ ॥

বধ অঙ্গীকার করিতে হয়, পরন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সর্ব্বদাই চিত্তের খেদজনক বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন ॥ ১৭৩ ॥

আমরা জ্ঞানানন্দবিগ্রহাত্মকরূপে জীবের সাকারত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকি, মুক্তিকালীন নানাবিধ ভোগ্যবস্তুর ভোগের জন্য এবং দ্রষ্টৃত্ব, বক্তৃত্ব ও সৌন্দর্য্যাদিগুণসিদ্ধির জন্য শ্রুতিতে তাদৃশ সাকারভাব অবগত হওয়া গিয়াছে ॥ ১৭৪ ॥

সাকারত্ব পক্ষে প্রমাণচিন্তা নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু তৎপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনই ঐ চিন্তা দূর করিয়া থাকে। যুক্তি অর্থাৎ অনুমান ও জীবের নিত্য চৈতন্যাকৃতি বিশেষরূপে সমর্থন করিতেছে ॥ ১৭৫ ॥

নৈয়ায়িক মতে অনাদিকাল হইতেই পরমাণু সমূহের যেরূপ অণু পরিমাণ বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ চিন্ময় সাকার জীব সকল ও নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকুক ॥ ১৭৫-১৭৬ ॥

পরমাণু সর্ব্বদিকেই মণ্ডলাকৃতি বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে পারিমাণ্ডল্য নামক পরিমাণ বিশিষ্ট বলিয়া থাকেন ॥ ১৭৭ ॥

যথা জালমরীচিস্থা বর্ত্তুলাস্ত্রসরেণবঃ ।
ততোঽপ্যত্যন্তসৌক্ষ্ম্যেণ বর্ত্তুলাস্তেঽপি রেণবঃ ॥ ১৭৮ ॥
হস্তাদিঃ ক্বচিদাকারঃ ক্বচিদাকৃতিরীদৃশী ।
পৃথুবুধ্নোদরাকারো ঘটস্যেতি ন কিং শ্রুতং ॥ ১৭৯ ॥
অতো নিত্যচিদাকারো যুক্তিসিদ্ধো ন বার্য্যতে ॥ ১৮০ ॥
সর্ব্বাবকাশদাত্রী চ ব্যাপ্তা চ বিরলাঽকৃতিঃ ।
নভস্যস্তি ন চেদীশব্যাপ্তেঃ কিং স্যান্নিদর্শনং ॥ ১৮১ ॥
দুরস্থৈর্নীলিমা চাস্য দৃশ্যতে সর্ব্বলৌকিকৈঃ ।
বায়োশ্চ শীতস্পর্শস্যাঽধারাকারোঽনুমীয়তে ॥ ১৮২ ।

গবাক্ষরন্ধ্রপথে সমাগত সূর্য্যরশ্মিমধ্যে বর্ত্তুলাকার অতিক্ষুদ্র একরূপ পদার্থ লক্ষীভূত হয়, উহার নাম ত্রসরেণু, পরমাণুসকল উহা অপেক্ষা ও অতিসূক্ষ্ম এবং বর্ত্তুলাকার সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৭৮ ॥

মনুষ্যাদিপ্রাণিগণ হস্তপদাদি আকৃতিবিশিষ্ট, পরমাণুপ্রভৃতি পারিমাণ্ডল্য আকৃতিবিশিষ্ট, ঘটের উদর নিম্নভাগে স্থূল আকৃতি যুক্ত, অতএব পদার্থভেদে আকৃতির পার্থক্য তুমি অবগত নহে কি ? অতএব জীবেরও নিত্য চিন্ময়াকৃতি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া অনিবার্য্য জানিবে ॥ ১৭৯-১৮০ ॥

যদি বল, জগতে আকাশাদি আকৃতিশূন্যবস্তুও দেখা যায়—তাহা সঙ্গত নহে যেহেতু সমস্ত বস্তুর অবকাশদায়ক সর্ব্বব্যাপী মহৎপরিমাণই আকাশে বর্ত্তমান আছে। যদি বল আকাশে পরিমাণ (আকৃতি) নাই, তাহা হইলে আকাশ বলিয়া পদার্থই থাকিতে পারে না, কারণ নিরাকার বস্তু নাই, অথচ সর্ব্বব্যাপী আকাশ স্বীকার না করিলে ভগবানের সর্ব্বব্যাপকত্ব বিষয়ে অন্য কি দৃষ্টান্ত হইবে ॥ ১৮১ ॥

ইতরেষান্তু ভূতানামাকারঃ সর্ব্বসাক্ষিগঃ।
পুংপশোস্তব যচ্ছৃঙ্গং নিরাকারং তদেব তৎ ॥ ১৮৩ ॥
যে জীবান্ বৈদিকংমন্যা জ্যোতীরূপান্ বদন্তি তে।
কিং নোরীচক্রুরেতেষাং সূক্ষ্মদীপসমাকৃতিং ॥ ১৮৪ ॥
বয়ন্তু জ্যোতিষস্তস্য জ্যোতীরূপমুখং করৌ।
চরণাবুদরাদীংশ্চ বদামোঽত্র কিমদ্ভুতং ॥ ১৮৫ ॥
ত্বং তু ব্রূষে জড়াকারং বয়ং ত্বজড়তাশ্রয়ে।
জড়াদ্বিলক্ষণাকারং ব্রূমো যুক্তিঃ কিমত্র ন ॥ ১৮৬ ॥
পাঞ্চভৌতিকদেহেঽস্মিংস্তেজসোপ্যস্তি রূপিতা।
সা শুদ্ধতেজো মাত্রস্যাপ্যস্তি চেৎ কা ক্ষতিস্তব ॥ ১৮৭ ॥

বিশেষতঃ দূরে থাকিয়া সকলেই আকাশের নীলরূপ দর্শন করিতেছেন, বায়ুর শীতস্পর্শও সকলেরই উপলব্ধ বিষয়, অতএব স্পর্শবিশিষ্ট ব্যক্তি-মাত্রই সাকার বলিয়া বায়ুরও আকৃতি অনুমান-গম্য হইয়াছে। এতদ্ ভিন্ন ক্ষিতি, জল, তেজঃ এই ভূতত্রয়ের আকৃতি সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষই হইতেছে অতএব কেবলমাত্র নরপশুরূপী তোমার শৃঙ্গই নিরাকার পদার্থ ॥১৮২-১৮৩॥

যে সকল বৈদিকাভিমানিগণ (মায়াবাদিগণ) জীবকে জ্যোতিঃস্বরূপ স্বীকার করেন, তাহাদের মতে ও জীবের সূক্ষ্মদীপতুল্য আকার অঙ্গীকৃতই হইয়া থাকে, পরন্তু আমরাও সেই জ্যোতিঃস্বরূপ জীবেরই অতিরিক্ত জ্যোতির্ম্ময় মুখ, হস্ত, চরণ এবং উদরাদি স্বীকার করিতেছি মাত্র, এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি আছে ? ॥ ১৮৪-১৮৫ ॥

তুমি জীবের জড়াকৃতি বলিয়া থাক পরন্তু আমরা চৈতন্যাশ্রয় জীবের জড়বিলক্ষণ চিন্ময়াকৃতি অঙ্গীকার করিতেছি, আমাদের এ বিষয়ে যুক্তির অভাব নাই ॥ ১৮৬ ॥

পাঞ্চভৌতিক এই জড়দেহে ও তেজঃপদার্থের রূপ বর্ত্তমান আছে,

আপ্য-তৈজস-বায়ব্য-মাত্রদেহাশ্চ কিঞ্চন।
অতঃ পিণ্ডসমাকারং পিণ্ডভোক্তুর্ন কল্পয় ॥ ১৮৮ ॥
সুখরূপাশ্চ তে সর্ব্বে জ্ঞানরূপাশ্চ সর্ব্বদা।
অনাদিনিত্যাঃ সত্যাশ্চ চিদ্রূপাবয়বা যতঃ ॥ ১৮৯ ॥
ন চেজ্জ্যোতির্ম্ময়াকারস্তুভগস্ত হরেরিমে।
প্রতিরূপাঃ কথং জীবা ভবেয়ুরিতি চিন্ত্যতাং ॥ ১৯০ ॥
পুরুরূপস্য জীবোঽয়ং রূপং রূপং প্রতি প্রতি।
প্রতিরূপো বভূবেতি শ্রুতির্গর্জতি শাশ্বতী ॥ ১৯১ ॥

অতএব শুদ্ধ তেজোমাত্রপদার্থের রূপ স্বীকার করিলে তোমার ক্ষতি কি? ১৮৭ ॥

বরুণ-লোকে জলীয় দেহ, অগ্নিলোকে তৈজস দেহ, বায়ুলোকে বায়ব্য দেহ এইরূপ পৃথক্ দেহ ও জীবের অবগত হওয়া যায়। অতএব পিণ্ড-ভোক্তা (শ্রাদ্ধ-ভোজী) জীবের এই হস্তপদাদি দেহ পিণ্ডাতিরিক্ত দেহান্তর স্বীকার করা উচিত যেহেতু পরলোকগত জীবের তাদৃশ-দেহ স্বীকার না করিলে শ্রাদ্ধস্থানে উপস্থিতি, পিণ্ডগ্রহণ ও ভোজনাদিব্যাপার সম্ভব-পর হয় না ॥ ১৮৮ ॥

যেহেতু জীব চিন্ময় অবয়ববিশিষ্ট সেই জন্য তাহারা সর্ব্বদা সুখ ও জ্ঞানরূপী এবং অনাদি নিত্য-সত্য-বস্তু ॥ ১৮৯ ॥

জীব যদি জ্যোতিঃস্বরূপ না হইবে তাহা হইলে উহারা কিরূপে জ্যোতির্ম্ময় পরমরমণীয়বিগ্রহ শ্রীহরির প্রতিবিম্বস্বরূপ হইতে পারে ইহা চিন্তা করা উচিত ॥ ১৯০ ॥

'বহুরূপবিশিষ্ট শ্রীহরির রূপের প্রতিবিম্বরূপে এই জীব উৎপন্ন হইয়াছে,' নিত্য শ্রুতিবচন ইহা গর্জ্জন সহকারে বলিতেছেন ॥ ১৯১ ॥

তচ্ছ্রুতিস্মৃতিহর্ষায় মনঃকর্ষায় পশ্যতাং ।
ভুক্ত্যৈ চ মৌক্তভোগানাং সত্যৈবেয়ং ব্যবস্থিতিঃ ॥ ১৯২ ॥
বৃত্ততা চতুরস্রত্বাদ্যাকারস্তদচেতনে ।
চেতনেষ্বেব হস্তাঙ্ঘ্রি-শ্রোত্রনেত্রাদিকাকৃতিঃ ॥ ১৯৩ ॥
ইত্যেব সর্ব্বথা বাচ্যং ন চেল্লিঙ্গকলেবরে ।
জড়ান্তরাদৃষ্টরূপং কুতো জাতং বিচার্য্যতাম্ ॥ ১৯৪ ॥
প্রকৃত্যংশা হি তে সর্ব্বে সা চ সূক্ষ্মাণুরূপিণী ।
ন তস্যাশ্চ তদাকারো বিকৃতৌ স্থূলরেণুতা ॥
ভবেৎ পরং পুমাকারে পুংরূপাণুস্থতির্গতিঃ ॥ ১৯৫ ॥

অতএব আমাদের সত্যব্যবস্থা অনুসারে অর্থাৎ জীবের চিন্ময়বিগ্রহ-স্বীকারে শ্রুতি ও স্মৃতি সকলের হর্ষবর্দ্ধন, জ্ঞানিগণের চিত্তাকর্ষণ এবং মুক্তিকালীন ভোগ্যবস্তু সকলের ভোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৯২ ॥

অচেতন পদার্থে বৃত্ত, চতুষ্কোণ প্রভৃতি আকৃতি এবং চেতনেরই হস্ত, পদ, কর্ণ ও নেত্রাদি আকৃতি সর্ব্বথা স্বীকার্য্য, অন্যথা লিঙ্গশরীরে ইতর জড়বস্তু-বিলক্ষণ-রূপ কোথা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা বিচার কর ॥১৯৩-১৯৪

সেই সকল লিঙ্গশরীর প্রকৃতিরই অংশ, সেই প্রকৃতি ও সূক্ষ্মা পরমাণুরূপিণী, পরন্তু ঐ লিঙ্গশরীর প্রকৃতির ন্যায় আকারযুক্ত নহে, যদি বলা প্রকৃতিরই বিকার হইতে তাদৃশ আকারবিশিষ্ট লিঙ্গদেহ উৎপন্ন তাহা হইলেও সূক্ষ্মপরমাণুরূপা প্রকৃতির বিকার হইতে স্থূলরেণুরই উৎপত্তি হইতে পারে ; হস্তপদাদি সম্ভবপর হয় না। পরন্তু পুরুষাকৃতি অর্থাৎ লিঙ্গশরীরকে পুরুষের প্রতিকৃতি স্বীকার করিলেই তাহার হস্তপদাদি সদ্ভাবসিদ্ধ হয় অতএব লিঙ্গশরীর পুরুষেরই প্রতিরূপ ইহাই একমাত্র স্বীকার্য্য ॥ ১৯৪ ॥

সাকারসর্ব্বজীবাঙ্গবেষ্টনেনেষ্টহেতুতাং।
গতাস্তে তৎসমাকারাস্তদ্দেহত্বঞ্চ লেভিরে ॥ ১৯৬ ॥
তল্লিঙ্গদেহতা চৈষাং তত্তদ্রূপাণুমাপনাৎ ॥ ১৯৭ ॥
অতাদৃশাস্তাদৃশাশ্চ বাহ্যদেহাঃ স্যুরংহসা।
অতো ন লিঙ্গতৈতেষাং সোহনাদিঃ সাদয়স্তিমে ॥ ১৯৮ ॥
রেতসো বিন্দুমাত্রেণ বাহ্যো দেহশ্চ জায়তে।
ন তস্যাপি স্বতোরূপমজীবং চেদ্রজো হি তৎ ॥ ১৯৯ ॥
সাক্ষীন্দ্রিয়গণৈর্যোগে বাহ্যেন্দ্রিয়গণোহপ্যসৌ।
পৃথক্ পৃথগ্‌জ্ঞানদঃ স্যান্নোচেন্নির্হেতুকো ভবেৎ ॥ ২০০ ॥

লিঙ্গশরীরসকল বিবিধ সাকারস্বরূপ দেহের আবরণরূপে তত্তৎসম আকৃতি ও তদীয় দেহত্ব লাভ করিয়াছে। ঐ লিঙ্গ-দেহ স্বরূপ-দেহের ভোগের হেতু হইয়া থাকে ॥ ১৯৬ ॥

লিঙ্গদেহ অনুসারেই স্বরূপদেহের অনুমান করা যায় বলিয়া ইহাকে লিঙ্গ-দেহ বলা হয়, পরন্তু বাহ্যদেহ পাপবশতঃ সদৃশ বা বিসদৃশ হইতে পারে, অতএব উহাকে লিঙ্গ বলা যায় না। সেই লিঙ্গ দেহ অনাদি, পরন্তু এই স্থূল-দেহ সাদি পদার্থ ॥ ১৯৭-১৯৮ ॥

বিন্দুপরিমাণে রেতঃপদার্থ হইতে এই বাহ্যদেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ রেতঃ পদার্থের স্বভাবতঃ করচরণাদি রূপ থাকে না, যদি উহাতে জীব প্রবিষ্ট না হয় তাহা হইলে উহা বিনষ্টই হইয়া যায় ॥ ১৯৯ ॥

বাহ্যইন্দ্রিয়গণও সেই স্বরূপদেহগত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবশতঃই বাহ্য-বিষয়ে বিবিধজ্ঞানউৎপাদনে সমর্থ হয়, অন্যথা ইহা স্বীকার না করিলে জড়বাহ্যইন্দ্রিয়গণ কারণ শূন্য হইয়া পড়ে, পরন্তু চেতন-কারণ-ব্যতীত ইহাদের স্বতঃজ্ঞান উৎপাদন সম্ভব হয় না ॥ ২০০ ॥

অতঃ স্বভাবতঃ সর্ব্বে সাকারা জীবরাশয়ঃ।
তৎকঞ্চুকোপমা তত্তল্লিঙ্গমূর্ত্তিশ্চ তাদৃশী ॥ ২০১ ॥
ক্বচিত্তু কর্ম্মণা বাহ্যা ভিন্নাকারা চ জায়তে॥ ২০২ ॥
জড়ান্তরাদৃষ্টরূপং তনূনামেবমাগতং।
ইতি মন্যেন চেদন্যে জড়াশ্চ স্যুঃ শরীরবৎ ॥ ২০৩ ॥
অতঃ স্বভাবরূপস্যাভাবে রূপপরম্পরা।
নির্নিমিত্তা ভবেত্তস্মাৎ সাকারা জীবরাশয়ঃ ॥ ২০৪ ॥
কঞ্চুকেস্তি তণুচ্ছায়া ন ত্বকঞ্চুকবাসসি।
ততঃ স্বাভাবিকাভাবে ন স্যুরৌপাধিকা অপি ॥ ২০৫ ॥

অতএব সমস্ত জীবই স্বভাবতঃ সাকার এবং তদীয় কঞ্চুক (আবরণ) তুল্য লিঙ্গদেহ সকলও তাদৃশ আকার বিশিষ্ট হইয়া থাকে। বাহ্যদেহ কোনস্থলে কর্ম্মবশতঃ ভিন্নাকৃতিও উৎপন্ন হয়॥ ২০১-২০২ ॥

এইরূপ হেতুপরম্পরাবশতঃই জীবশরীরে জড়ান্তর বিলক্ষণ- আকৃতি উপলব্ধ হয়, অন্যথা ঐ আকৃতিকে কারণশূন্য বলিলে ঘটপটাদিরও তাদৃশ হস্তপদাদি উৎপন্ন হয় না কেন? ২০৩ ॥

যদি স্বভাবতঃ জীবের স্বরূপগত রূপ না থাকে তাহা হইলে লিঙ্গ-দেহ এবং স্থূলদেহগতরূপ-পরম্পরা হেতুশূন্য হইয়া পড়ে, অতএব জীব স্বরূপতঃ সাকার॥ ২০৪ ॥

কঞ্চুক অর্থাৎ দেহাবরণই (জামা প্রভৃতিই) দেহের অনুরূপ প্রাপ্ত হয়, অন্য বস্ত্র সেরূপ হয়না। অতএব জীবের স্বাভাবিক রূপ স্বীকার না করিলে ঔপাধিক অর্থাৎ লিঙ্গ ও স্থূলশরীরগত রূপের ও সম্ভব হইত না॥ ২০৫ ॥

স্যাদ্ধি স্ফটিকলৌহিত্যং স্বতো লোহিতসন্নিধৌ।
স্বেন রূপেণ নিষ্পত্তিং মুক্তিমাহ ততঃ শ্রুতিঃ॥ ২০৬॥
যুক্তিশ্চৌপাধিকৈ রূপৈঃ স্বাভাবিকমসাধয়ৎ॥ ২০৭॥
যস্তু বস্তু নিরাকারং বক্তি তত্ত্বং ন বেত্তি সঃ।
চিত্ত্বাচিত্ত্বাশ্রয়ং তত্ত্বমিত্থমিত্যতিনির্ম্মলং॥ ২০৮॥
গুরুশ্চার্ব্বাকবিদ্যায়া গুরুর্ম্মে নাকিনাং গুরুঃ।
অতস্তৎকৃপয়া শ্রৌতমতস্থিতিরপীরিতা॥ ২০৯॥
ক্ষীরস্রোৎসেচনং কো বা নিরুণদ্ধ্যাজ্ঞয়া জনঃ।
বস্ত্রেণাপি গ্রহঃ প্রোক্তো রাজমন্দিরসর্পিষঃ॥ ২১০॥

স্বাভাবিক লোহিতবস্তুর সান্নিধ্যবশতঃই স্ফটিকে লৌহিত্য দৃষ্ট হয়, শ্রুতিও স্বরূপপ্রাপ্তিকেই মুক্তি বলিয়াছেন॥ ২০৬॥

ঔপাধিকরূপদর্শনে অনুমানদ্বারা ও স্বাভাবিকরূপের সিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ২০৭॥

বস্তু নিরাকার হইতে পাবে একথা যে বলে তাহার বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানই বর্ত্তমান নাই। পরন্তু চেতন ও অচেতন বস্তুমাত্রই পৃথক্ পৃথক্ আকার-বিশিষ্টই হইয়া থাকে। অতএব এপর্য্যন্ত আমাদের প্রণালীক্রমে সমস্ত বিষয়ই সুন্দররূপে মীমাংসিত হইল॥ ২০৮॥

বৃহস্পতি চার্ব্বাকবিদ্যার গুরু, পরন্তু সর্ব্বদেবগণের গুরু ভগবান্ শ্রীহরি আমার গুরু হইয়া থাকেন, তাঁহারই কৃপায় এই শ্রৌতমতের স্থিতিবর্ণন করিতেছি॥ ২০৯॥

যদি কোন প্রতিবাদী প্রশ্ন করে যে—যেহেতু চার্ব্বাক্ দেহাতিরিক্ত জীবই স্বীকার করিতেছে না, এ অবস্থায় তোমার এইস্থানে জীবের সাকারত্ব স্থাপনের কি আবশ্যক ছিল, পরন্তু জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই হইত। এ বিষয়ে গ্রন্থকারের উত্তর—কোন্ ব্যক্তি আজ্ঞা

নিরঙ্কুশঃ কামভোগঃ ফলং কিল ভবন্মতে।
তচ্চ তক্ষকমৌলিস্থরত্নাহরণযত্নবৎ ॥ ২১১ ॥
ধর্ম্মাঙ্কুশস্য ছেদেঽপি ধনাভাবাঙ্কুশস্য ন।
তস্য নির্ম্মূলনায়াস্তি ধর্ম্মঃ কোঽপি ন তে মতে ॥ ২১২ ॥
ধনিনাং পরিচর্য্যা বা চৌর্য্যং বা কার্য্যতে ত্বয়া ॥ ২১৩ ॥

দ্বারা দুগ্ধের উৎসেচন নিবারণ করিতে পারে না অর্থাৎ উত্তপ্ত দুগ্ধ যখন কটাহ হইতে উৎসিক্ত হইয়া পড়িয়া যায় তখন যেরূপ উহা কাহারও আদেশমাত্রেই নিবৃত্ত হয় না তদ্রূপ আমিও জীবের সাকারত্ব কিজন্য স্থাপন করিলাম তাহা প্রতিবাদীর প্রশ্নমাত্রেই বলিতে প্রস্তুত নহি। যদি কোন শিষ্য প্রশ্ন করে তাহা হইলে উত্তর এই যে রাজা দরিদ্রকে ঘৃত প্রদান করিতে চাহিলে যেরূপ নিকটে পাত্র না থাকিলেও বস্ত্রপাতিয়াই তাহার সেই ঘৃত গ্রহণ করা উচিত অন্যথা রাজা স্বতন্ত্র বলিয়া কালান্তরে তাহার সেরূপ ইচ্ছা না থাকিতে পারে, সেইরূপ আমি যেহেতু এই বিষয়টী এখানে বলিতেছি, সেই জন্য তোমাদের এখানেই তাহা গ্রহণ করা উচিত, অন্যথা আমি স্বতন্ত্র বলিয়া কালান্তরে তাহা না বলিতেও পারি ॥ ২১০ ॥

তোমার মতে নিরঙ্কুশ অর্থাৎ যথেচ্ছকাম উপভোগই পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে, পরন্তু উহা তক্ষকের মস্তকস্থিত রত্নাহরণ-চেষ্টার ন্যায় দুঃখজনকই হইয়া থাকে ॥ ২১১ ॥

যদিও তোমার মতে ধর্ম্মরূপ অঙ্কুশ নাই বলিয়া পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক কাম উপভোগ করিতে কেহ বাধক নাই, তথাপি ধনাভাব (দারিদ্র্য) রূপ অঙ্কুশ বর্ত্তমানথাকায় লোকে ধনাভাব নিবন্ধন যথেচ্ছ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়না। সেই দারিদ্র্যকে দূর করিতে পারে এরূপ ধর্ম্মও তোমার মতে স্বীকৃত হয় নাই ॥ ২১২ ॥

তচ্চ বন্ধাদিনির্ব্বন্ধৈর্ম্মৃতিভীতি গতাগতৈঃ।
তেষাং দুঃখার্ণবে মঙ্‌ক্তুমনভূদ্‌দ্রষ্টুং ন কর্হিচিৎ ॥ ২১৪ ॥
অতস্তেনৈব মজ্জেরন্‌ ভবচ্ছাস্ত্রমহোদধৌ ॥ ২১৫ ॥
ধনিনস্তু মদেনান্ধাঃ প্রবর্ত্তন্তে ন তে মতে।
তেষাঞ্চ ন ফলায়ালং তব শাস্ত্রপ্রচোদনা ॥ ২১৬ ॥
বহুভুক্তাবজীর্ত্তিঃ স্যাদ্বহুপানে মহোদরম্‌।
বহুস্ত্রীভোগতো রোগা যদ্দৃশ্যন্তে পদে পদে ॥ ২১৭ ॥
কিং ন ভারায় মহতে বহুদারপরিগ্রহঃ।
পরস্পরবিরোধাদ্যৈঃ পত্যুর্ম্মৃত্যুপ্রদা হি তে ॥ ২১৮ ॥

উক্ত ধনাভাব দূর করিবার জন্য তোমাকে ধনিজনের সেবা অথবা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, পরন্তু চৌর্য্যকর্ম্মে কারাবন্ধন ও মৃত্যুভয়হেতু এবং ধনিজনসেবায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণহেতু তোমার মত কেবলমাত্র লোককে দুঃখসাগরেই নিমজ্জিত করিয়া থাকে, কিঞ্চিন্মাত্র সুখপ্রদান করিতে পারে না ॥ ২১৩-২১৪ ॥

অতএব দরিদ্রগণ কিছুতেই তোমার শাস্ত্রসাগরে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করিবেনা, ধনিগণ স্বভাবতঃই ধনমদান্ধ হইয়া ভোগে প্রবৃত্ত আছেন তাঁহারা তোমার শাস্ত্র শ্রবণ করিতে কোন আবশ্যক মনে করিবেন না; বিশেষতঃ তোমার শাস্ত্রের আদেশানুসারেও তাঁহাদের যথেচ্ছ-কাম উপভোগের সম্ভাবনা নাই ॥ ২১৫-২১৬ ॥

যেহেতু ধনবলে বহুভোজন করিতে পারিলেও তাহার পরিণামে অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে, প্রচুর পান করিলে উদর রোগ হইতে দেখা যায় এবং বহুস্ত্রীসম্ভোগে পদে পদেই রোগ উৎপন্ন হয় ॥ ২১৭ ॥

বহু স্ত্রীবিবাহ মহাভারস্বরূপ, তাহারা পরস্পর বিবাদাদিদ্বারা পতির মৃত্যুরই কারণ হইয়া থাকে ॥ ২১৮ ॥

পরস্ত্রীভোগতঃ কিং ন শিরশ্ছেদাদিকং ভয়ং ॥ ২১৯ ॥
দুঃখোজ্ঝিতং সুখং প্রার্থ্যং ন তু দুঃখান্বিতং সুখং।
দুঃখোদর্কসুখেত্যল্পে কো নুন্মত্তঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২২০ ॥
তস্মান্মহানর্থসার্থসংকুলাঃ সুখবিপ্লুষঃ।
ন প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্ত্যৈ স্যুঃ নিবৃত্ত্যৈ স্যুঃ পরং বিদাং ॥ ২২১ ॥
অজ্ঞাস্তু রাগতো ভোগে প্রবৃত্তাঃ পূর্ব্বমেব হি।
ন তে শাস্ত্রমপেক্ষন্তে নাপি ধর্ম্মাঙ্কুশাদ্ভয়ং ॥
রাগোদ্রেকাখ্যদুষ্প্রেক্ষ্য রুক্ষহর্য্যক্ষরক্ষিণাম্ ॥ ২২২ ॥
অতো নিষ্ফলমেবাভূচ্ছাস্ত্রং তে ক্লীবশস্ত্রবৎ ॥ ২২৩ ॥
কস্তেঽধিকারী স্বস্থাত্মা মত্তস্যাপ্যস্তি মৃত্যুভীঃ।
বিষয়স্য বিচারশ্চ যুক্তিতঃ স্যান্ন শক্তিতঃ ॥ ২২৪ ॥

পরস্ত্রীভোগে শিরশ্ছেদাদিভয় ও বর্ত্তমান আছে ॥ ২১৯ ॥

অতএব দুঃখসম্পর্কশূন্যসুখই মনুষ্যের প্রার্থনীয়, দুঃখমিশ্রিত সুখ কেহ ইচ্ছা করে না। পূর্ব্বোক্ত সকলস্থলেই সুখ অতি অল্প এবং তাহার পরিণামে দুঃখই অধিক বলিয়া উন্মত্ত ব্যক্তিও তাহাতে প্রবৃত্ত হয়না ॥২২০॥

অতএব মহাদুঃখসমূহসঙ্কুল কণিকামাত্রসুখে কোন বিবেচকব্যক্তিই প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, পরন্তু বিজ্ঞগণ তাহা হইতে বিরতই থাকেন ॥২২১॥

যাহারা মূর্খ তাহারা পূর্ব্বহইতেই ভোগে প্রবৃত্ত আছে, অতএব তোমার শাস্ত্রের জন্য তাহাদের কোন আবশ্যক নাই এবং তাহাদের ধর্ম্মভয়ও নাই, তাহারা চিরকালই রাগ প্রকোপগ্রস্ত ॥ ২২২ ॥

অতএব নপুংসকব্যক্তির শস্ত্র যেরূপ নিষ্ফল অর্থাৎ সামর্থশূন্য বলিয়া সে যেরূপ শত্রুর প্রতি শস্ত্রচালনে সমর্থ নহে, সেইরূপ তোমার শাস্ত্রও নিষ্ফলই হইয়া থাকে ॥ ২২৩ ॥

মত্তব্যক্তিরও মৃত্যুভয় আছে, অতএব তোমার শাস্ত্রোক্ত উপদেশের

অক্ষংস্যাত্তব লীলায়ৈ ন পক্ষান্তরশিক্ষণে।
তচ্চ যুক্ত্যাখ্যশস্ত্রেণ নান্যেনেতি মতির্ম্মম ॥ ২২৫ ॥
অক্ষাণুকূলঃ স্যাদর্থস্তদ্বিরুদ্ধস্তু নেত্যপি ॥ ২২৬ ॥
তথা সর্ব্বত্রদৃষ্টত্বাদিতিযুক্ত্যৈব সিদ্ধ্যতি।
যুক্তেরমানতা যস্য তস্য নির্বিষয়ং মতং ॥ ২২৭ ॥
কিঞ্চ দৃষ্টং সমস্তঞ্চ দৃষ্ট্যাসিদ্ধ্যেন্ন শাস্ত্রতঃ।
অদৃষ্টং নাস্তি চেত্তর্হি বিষয়স্তে বিষং পপৌ ॥ ২২৮

ান করিলে পরিণামে নানাবিধ দুঃখফলই লাভ হয় বলিয়া কোন স্বস্থচিত্তব্যক্তি কিছুতেই ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, বিষয়ের বিচার যুক্তিঅনুসারেই হইয়া থাকে, কেবল শারীরবল দ্বারা হয় না ॥ ২২৪ ॥

তোমার প্রত্যক্ষ কেবলমাত্র পরস্ত্রীদর্শনাদি লীলাসম্পাদনেই সমর্থ পরন্তু বিপক্ষবাদীকে কিছুমাত্র শিক্ষা দিতে পারে না, বিপক্ষশিক্ষার জন্য যুক্তিশস্ত্রেরই আবশ্যক মনে করি ॥ ২২৫ ॥

চার্ব্বাকগণ বলে যে—"বিষয়মাত্রই প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য, প্রত্যক্ষের অগ্রাহ্য কোন বিষয় নাই—যেহেতু সর্ব্বত্র এরূপ নিয়মই দেখা যায়" যাহা হউক এইমত নিজমতসমর্থনের জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বত্র এতাদৃশ দর্শনরূপ যুক্তিকেই অবলম্বন করিতে হইয়াছে। অতএব যাহারা যুক্তি অর্থাৎ অনুমানকে প্রমাণ স্বীকার না করে তাহাদের মতে কোন বিষয়সিদ্ধিই হইতে পারে না ॥ ২২৭ ॥

প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় প্রত্যক্ষদ্বারাই সিদ্ধ হয়, শাস্ত্র হইতে নহে, অদৃষ্ট-বিষয় তোমার মতে স্বীকারই নাই, অতএব তোমার শাস্ত্রের বিষয় বিষই পান করিয়াছে অর্থাৎ তোমার শাস্ত্রের কোন বিষয়ই সম্ভবপর হয় না ॥ ২২৮ ॥

যদি বল ধর্ম্মাভাবই মদীয় শাস্ত্রের বিষয়, তাহা তোমার প্রত্যক্ষ

ধর্ম্মাভাবোঽপি তত্ত্বং চেৎ প্রত্যক্ষেণৈব সিদ্ধ্যতি।
অতত্ত্বং যদি তর্হ্যাসীদ্ধর্ম্মো নিষ্কণ্টকো মম ॥ ২২৯ ॥
নাপি ধর্ম্মে প্রমাণস্যাভাবঃ শাস্ত্রেণ বোধ্যতে ॥ ২৩০ ॥
সোঽপি তত্ত্বং যদি তদা প্রত্যক্ষেণৈব সিদ্ধ্যতি।
অতত্ত্বঞ্চেদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমকণ্টকমভূন্মম ॥ ২৩১ ॥
ইতি চার্ব্বাকবাদঃ ॥ ০ ॥
এবং চার্ব্বাকমর্য্যাদা সর্ব্বাপ্যার্য্যৈর্বিগর্হিতা।
জিনবুদ্ধাগমাত্ত্বধ্ব-শোধনায়াধুনা যতে ॥ ২৩২ ॥
যদীদং ন তদা তন্নেত্যাজ্ঞা রাজ্ঞঃ পরং ভবেৎ।
সমানং নোভয়োর্মানমনুমা"ননু"মা"র্ক"মা ॥ ২৩৩ ॥

দ্বারাই সিদ্ধ হয়, আর যদি ধর্ম্মাভাব, তোমার শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় না হয়, তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম নিষ্কণ্টকই হইয়া থাকে ॥ ২২৯ ॥

ধর্ম্মবিষয়ে কোন প্রমাণের অভাব তোমার শাস্ত্রে দর্শিত হয় নাই যদি উহাই অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক প্রমাণাভাবই তোমার শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় বল তাহা হইলে উহাও তোমার প্রত্যক্ষসিদ্ধই হইতে পারে, শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। আর যদি ধর্ম্মবিষয়ক প্রমাণাভাব তোমার শাস্ত্রে প্রতিপাদ্য বিষয় না হয় তাহা হইলে আমার শাস্ত্র নিষ্কণ্টকই হইল ॥ ২৩০-২৩১ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রণালীতে যাবতীয় চার্ব্বাকমত সজ্জনগণকর্ত্তৃক দূষিত হইল, সম্প্রতি জিন ও বুদ্ধশাস্ত্রাদি মার্গসংশোধনের জন্য প্রযত্ন করা হইতেছে ॥

(বৌদ্ধমতে বৃথা পশুহিংসার ন্যায় যজ্ঞে পশুহিংসাও নিষিদ্ধ)।

"যেরূপ বৃথা পশু-হিংসা হইতে পারে না সেইরূপ যজ্ঞাদিতেও পশুবধ হইতে পারে না" তোমার এতাদৃশ বচন রাজাজ্ঞা তুল্য, যেহেতু ইহাতে

নচেৎ সুরাবৎ ক্ষীরঞ্চ কিমপেয়ং ন তে মতে।
দ্রবদ্রব্যত্বতো হেতোস্ততো মূলাণুরেব সা ॥ ২৩৪ ॥
মূলং নাতীন্দ্রিয়েঽধ্যক্ষং স্বস্ববাক্যস্য কস্য ন ॥ ২৩৫ ॥
প্রাচাং বাচস্তু শোচন্তে দেহঃ কারাগৃহং কিল।
অতো যুক্ত্যাঽপি নার্থন্তে যৎ সা হিংসাং প্রশংসতি ॥ ২৩৬ ॥

কোন যুক্তি নাই, প্রত্যক্ষ বা আগমপ্রমাণ উভয়েরই সমান, কারণ প্রত্যক্ষধর্ম্মাদি বিষয়প্রতিপাদনে অসমর্থ, আগম বা শাস্ত্র আমার হইলে উহা তোমার অস্বীকার্য্য, তোমার হইলে আমার অস্বীকার্য্য, অতএব পূর্ব্বোক্তবিষয়ে প্রত্যক্ষ বা আগম প্রমাণ হইতে পারে না। "যদি বল—"যজ্ঞীয় পশুহিংসা অধর্ম্মজনক, যেহেতু ব্রাহ্মণহত্যার ন্যায় উহাও হিংসাই হইয়া থাকে" এইরূপ অনুমান প্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—প্রত্যক্ষ বা শাস্ত্রবলশূন্য কেবল-অনুমানকে প্রমাণ বলা যায় না, যেহেতু তাদৃশ কেবল অনুমান প্রমাণ হইলে সর্ব্ববিষয়েই এক একটী অনুমান প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে ॥ ২৩৩ ॥

অন্যথা—"মদ্যের ন্যায় দুগ্ধও অপেয়, যেহেতু উহাও মদ্যতুল্য দ্রব বস্তু" এইরূপ অনুমান দ্বারা তোমার মতে দুগ্ধকেও অপেয় বলা যাইতে পারে। অতএব যে কোন একটা হেতুকল্পনা দ্বারা অনুমান করিলেই উহা প্রমাণ হয় না, পরন্তু উহা প্রত্যক্ষ বা শাস্ত্রমূলক হইলেই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় পরন্তু এস্থলে অর্থাৎ যজ্ঞীয় পশুহিংসা পাপজনক এই অতীন্দ্রিয়বিষয়ে প্রত্যক্ষ তোমার অনুমানের মূল হইতে পারে না। যদি বল আমার শাস্ত্রই আমার অনুমানের মূল হইবে—তাহাও সঙ্গত নহে যেহেতু—নিজ বাক্য কখনও নিজের প্রমাণ হইতে পারে না, প্রত্যেকের মতেই নিজ নিজ যথেষ্ট বচন আছে ॥ ২৩৪-২৩৫ ॥

প্রাচীন ব্যাসবাল্মীকাদিবচন তোমার প্রমাণ হইতে পারে না,

তন্মানিনোপ্যমানস্য কথংকারং মিথঃ কথা ॥ ২৩৭ ॥
কিঞ্চ যুক্ত্যেকভক্তশ্চেৎ কথং মাংসং নিষেধসি ॥ ২৩৮ ॥
ভূতেভ্যোঽন্যন্নবৈ মাংসে নান্যদন্নেঽপি দৃশ্যতে।
একং ত্যাজ্যং ভোজ্যমন্যদিত্যেতৎ কেন তে মতে ॥ ২৩৯ ॥
হিংসা-দোষেণ যৌক্তস্য যজ্ঞাবজ্ঞা চ তে কথং ॥ ২৪০ ॥
জিনমন্দিরনির্ম্মাণে তদ্ যাত্রায়াঞ্চ কোটিশঃ।
ভূ-শোধাদ্যৈঃ পাদঘাতৈর্হিংসাস্তে মখবন্ন কিং ॥ ২৪১ ॥

যেহেতু তুমি উহাদিগকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করায় উহারা শোকগ্রস্ত, যদি যুক্তিপ্রমাণ বল তাহা হইলে—উহা হিংসাকে প্রশংসাই করিয়া থাকে, যেহেতু—এই শরীর কারাগৃহ স্বরূপ, দেহঘাতদ্বারা ইহার মধ্য হইতে জীবকে মুক্তি প্রদান করিলে উহা কারাগৃহ হইতে আবদ্ধ ব্যক্তির মোচনের ন্যায় উত্তম কার্য্যই হইয়া থাকে ॥ ২৩৬ ॥

অতএব প্রমাণহীন কেবলমাত্র অহঙ্কারাশ্রিত তোমার সহিত বিচার কিরূপে হইবে ? বিশেষতঃ তুমি যদি একমাত্র যুক্তিরই ভক্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে মাংসভক্ষণনিষেধ করিতে পার না, যেহেতু অন্নমধ্যে যেরূপ পঞ্চভূত ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, সেইরূপ মাংসমধ্যেও পঞ্চভূত ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, এ অবস্থায় একটী ভোজ্য এবং অপরটী কিরূপে পরিত্যজ্য হইতে পারে ? ২৩৭-২৩৯ ॥

হিংসা দ্বারা পাপ জন্মে—এই যুক্তিবলে তুমি যজ্ঞনিন্দা করিতে পার না, জিনমন্দিরনির্ম্মাণকালে ভূমিপরিষ্কারাদি কর্ম্মে এবং তদীয় যাত্রাকালে পদাঘাতে যজ্ঞাপেক্ষা কোটিগুণ প্রাণিহিংসা হইয়া থাকে, শঙ্খ প্রাণীর অঙ্গ বলিয়া আমাদের শঙ্খধারণকে তুমি নিন্দা করিয়া থাক, পরন্তু উহা শোভা পায় না যেহেতু—তুমি স্বয়ংও শরীরস্থ মক্ষিকাদি তাড়নার জন্য ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়া থাক, উহাই প্রাণীর অঙ্গ ॥ ২৪০-২৪২ ॥

বর্হহস্তস্য যা শঙ্খে গর্হা সাপি ন শোভতে ॥ ২৪২ ॥
লবণং ভক্ষ্যতে চেৎ স্যাচ্ছুক্তিরূপাস্থিভক্ষণং ।
জলীকৃত্য স্বীকৃতিশ্চেদস্থিক্ষালনবারিণঃ ॥ ২৪৩ ॥
কর্ত্তা সর্ব্বস্য কার্য্যস্য কস্মাদীশো বিসৃজ্যতে ॥ ২৪৪ ॥
স্বভাবাদেব সর্ব্বঞ্চ জগৎ স্যাৎ সচরাচরং ।
কিমীশ্বরেণেতিবদন্ প্রষ্টব্যঃ প্রতিবাদিনা ॥ ২৪৫ ॥
স্বভাবোঽপি জড়শ্চেৎ স্যাদন্য প্রের্য্যো ঘটাদিবৎ ।
জানাতীচ্ছতি পশ্চাচ্চ গচ্ছতীতি ন কিং শ্রুতং ॥ ২৪৬ ॥
অজড়োঽপ্যস্বতন্ত্রশ্চেদ্ প্রাগুক্তং দূষণং স্মর ।
স্বাতন্ত্র্যে তু কিমীশেনাপরাদ্ধং লঘুমূর্ত্তিনা ॥ ২৪৭ ॥

লবণের সঙ্গে শুক্তি (ঝিনুক) চূর্ণ মিশ্রিত থাকে, অতএব লবণ-ভক্ষণে শুক্তিরূপ অস্থিভক্ষণই করিয়া থাক, যদি বল লবণকে দ্রব করিয়া নিম্নস্থ অস্থিকণা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমরা ভক্ষণ করিয়া থাকি, তাহা হইলেও উহা অস্থিপ্রক্ষালন-জলেরই পান করা হয় ॥ ২৪৩ ॥

ঈশ্বরই সমস্তকার্য্যের কর্ত্তা, তাঁহার অস্বীকারে হেতু কি বল দেখি ? যদি বল স্বভাব হইতেই এই চরাচর জগতের সৃষ্টি বলিয়া ঈশ্বর স্বীকারে আবশ্যক নাই তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে—স্বভাব যদি জড়পদার্থ হয় তাহা হইলে ঘটাদি জড়পদার্থের ন্যায় অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই থাকে, স্বয়ং অপরকে পরিচালন করিতে পারে না, পরন্তু কোন কার্য্য করিতে হইলে প্রথমতঃ জ্ঞান, অতঃপর তদ্‌বিষয়ে ইচ্ছা এবং তৎসম্পাদন হইয়া থাকে ইহা শুন নাই কি ? এ সমস্ত জড়বস্তুর পক্ষে সম্ভবপর হয় কি ? ॥ ২৪৫-২৪৬ ॥

যদি স্বভাবকে চেতন এবং অন্যের অধীন বল তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত দোষই হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার পরিচালক একজন ঈশ্বর স্বীকারই

স্বস্বভাবাৎ স্বয়ং চেৎ স্যাত্তর্হ্যাত্মাশ্রয়দূষণম্।
স্বকারণস্বভাবাচ্চেৎ স্বভাবস্তে গুরুঃ পতেৎ ॥ ২৪৮ ॥
তদাকারণচক্রস্থঃ কর্ত্তাপ্যাবশ্যকোঽস্য হি।
মহী মহীধরাদেশ্চ যঃ কর্ত্তা স মহেশ্বরঃ ॥ ২৪৯ ॥
নচেৎ কুলালকার্বাদ্যা নাপেক্ষ্যেরন্ স্থলে স্থলে।
অন্যথা দৃষ্টহানিঃ স্যাদদৃষ্টস্য চ কল্পনা ॥ ২৫০ ॥

করিতে হয়, আর যদি তাহাকে চেতন এবং স্বাধীন বল তাহা হইলে এক ঈশ্বর স্বীকার করিতে দোষ কি? পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের কর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন চেতন ও স্বাধীন অনন্ত স্বভাব কল্পনা অপেক্ষা আমার মতে সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা এক ঈশ্বর স্বীকারেই লাঘব হয় ॥ ২৪৭ ॥

আরও বল দেখি—যে স্বভাব হইতে কার্য্য জন্মে ঐ স্বভাব কাহার, যদি নিজের অর্থাৎ ঐ কার্য্যেরই স্বভাব হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় বল তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষ ঘটে যেহেতু নিজের উৎপত্তির পূর্ব্বে নিজের স্বভাব বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে না বলিয়া এরূপ উক্তিই দোষযুক্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি বল নিজের কারণের স্বভাব হইতে কার্য্য জন্মে তাহা হইলে নিজের কারণ হইতে কার্য্য জন্মে এইরূপ বলিলেই হয় আবার তাহার স্বভাব বলিয়া গৌরব স্বীকারের আবশ্যক কি? ॥ ২৪৮ ॥

যদি কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার কর তাহা হইলে কারণ-সমষ্টি মধ্যে একজন কর্ত্তারও আবশ্যক, অতএব পৃথিবী, পর্ব্বতাদির যিনি কর্ত্তা তিনিই ভগবান্ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত, যদি কর্ত্তৃব্যতীত কেবল স্বভাব হইতেই কার্য্য সম্ভব হয় তাহা হইলে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের জন্য কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তার আবশ্যক থাকে না। কার্য্য হইলেই তাহার একজন কর্ত্তা আবশ্যক ইহাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে, কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্যোৎপত্তি অদৃষ্ট বিষয়, অতএব তোমার মত স্বীকার করিলে

যত্নেন সাধ্যতে মোক্ষো যদি তর্হি স্বভাববাক্ ।
অভাবমাপ নো চেত্তে ব্রতচর্য্যা বহির্যযৌ ॥ ২৫১ ॥
জড়স্বভাবকর্ম্মাদি প্রের্য্যং স্যাদজড়েন হি ।
কিং কুঠারঃ স্বয়ংগচ্ছেদ্ ঘটো বা জলমাহরেৎ ॥ ২৫২ ॥
স্বভাবস্য তিরস্কারঃ পুরস্কারশ্চ পাবকে ।
দৃশ্যতে মণিমন্ত্রাদ্যৈর্ন ততস্য স্বতন্ত্রতা ॥ ২৫৩ ॥
স্বানিষ্টস্য হি কর্ম্মাদেঃ প্রেরকো ন স্বয়ং জনঃ ।
অতস্তৎ প্রেরণায়ান্যো মান্যঃ কোঽপি মনীষিণা ॥ ২৫৪ ॥

দৃষ্টবিষয়ের হানি এবং অদৃষ্টবিষয়ের অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে ॥ ২৪৯-২৫০ ॥

তোমার মতে মুক্তি যদি ব্রতচর্য্যাদি যত্নসাধ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বভাব হইতেই কার্য্য হয় এরূপ কথারই অভাব ঘটে, পক্ষান্তরে মুক্তিকে স্বভাব হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিলে ব্রতচর্য্যাদির নির্ব্বাসন হইয়া থাকে ॥ ২৫১ ॥

স্বভাব, কর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ জড় ইহারা চেতনবস্তুর প্রেরণা ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না, কুঠার কখনও স্বয়ং বৃক্ষছেদনে কিম্বা ঘট স্বয়ং জল আহরণে প্রবৃত্ত হয় কি ? ॥ ২৫২ ॥

মণিবিশেষের বা মন্ত্রবিশেষের দ্বারা অগ্নির স্বভাব (দাহকত্ব) অবরুদ্ধ হয়, পুনরায় বিজাতীয়মন্ত্র বা মণিসংযোগে ঐ অবরুদ্ধশক্তির উত্তেজনা দেখা যায়, অতএব স্বভাবের স্বাধীনতা নাই ॥ ২৫৩ ॥

অতএব পূর্ব্বযুক্তিবলে স্বভাব ও কর্ম্মাদি চেতন-পরিচালিত স্বীকার করিতে হয়, চেতনজীব স্বয়ং নিজের অনিষ্টজনক কর্ম্মাদির প্রেরক নহে, অতএব জীবব্যতীত অন্য একজন চেতনকে কর্ম্মাদির প্রেরক স্বীকার করিতে হয় ॥ ২৫৪ ॥

ন হি পুণ্যস্য লঘুতা পাপস্য গুরুতাপি বা।
যত্নুন্নয়েল্লাঘবাদ্বা গৌরবাদ্বাপ্যধো নয়েৎ ॥
অতঃ শিলাদিদৃষ্টান্তোপ্যুক্তের্ভারায় কেবলং ॥ ২৫৫ ॥
সর্ব্বস্য কর্ত্তা তত্রাপি কিং ন কর্ত্তা মহেশ্বরঃ ॥ ২৫৬ ॥
যঃ স্তম্ভসম্ভবো ডিম্ভং হিরণ্যকশিপোরপাৎ।
সোঽন্তর্য্যামী মম স্বামী কস্য ন স্যাদ্বিচারয় ॥ ২৫৭ ॥
শিলা যদি স্বসত্ত্বেন জলে নয়তি পূরুষং।
স্থলে কস্মান্ন নয়তি সমে যা নীয়তে নরৈঃ ॥ ২৫৮ ॥
অশ্মা যস্মান্নতেঽপ্স্বেব তির্য্যক্ পর্য্যক্ চ গচ্ছতি।
অতঃ স্বতঃ কৃতিস্তস্য ন জলে নাপি চ স্থলে ॥ ২৫৯ ॥

পুণ্যপদার্থ লঘু অতএব উহা লোককে ঊর্দ্ধদিকে পরিচালিত করিয়া থাকে এবং পাপপদার্থ গুরু বলিয়া পদবদ্ধশিলার জন্য লোককে নিম্নদিকেই চালিত করে তোমার এইরূপ উক্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু পুণ্য লঘু এবং পাপ গুরু এ বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই, অতএব শিলাপ্রভৃতি দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র তোমার বাক্যেরই ভার উৎপাদন করিয়া থাকে, পরন্তু উক্ত শিলাদিমধ্যেও সর্ব্বকর্ত্তা ভগবান্ আছেন বলিয়া তিনিই অধোদেশে পরিচালনাদি করিয়া থাকেন। যিনি স্তম্ভমধ্য হইতে প্রকাশিত হইয়া হিরণ্যকশিপুর হস্ত হইতে বালক প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন আমার সেই প্রভু কাহার অন্তর্য্যামী নহেন বল দেখি? ॥ ২৫৫-২৫৭ ॥

শিলার যদি নিজেরই অধোদেশে পরিচালনের ক্ষমতা থাকে তাহা জলের ন্যায় স্থলেও কেন পাদবদ্ধশিলা পুরুষকে নিম্নদেশে ভূমধ্যে পরিচালনা করে না, পরন্তু সমপ্রদেশে মনুষ্যই ঐ শিলাকে পরিচালিত করিয়া থাকে। যেহেতু শিলা জলমধ্যে কেবলমাত্র নিম্নদিকেই প্রবৃত্ত হয় পরন্তু

তদীশ-গৌরবাৎ স্বীয় গৌরবাচ্চ নয়েদধঃ ।
যতঃ স গৌরবং ধর্ম্মং চক্রে প৫নকারণং ॥ ২৬০ ॥
যদা স ধর্ম্মসামর্থ্যং রুণদ্ধি ন তদা পতেৎ ।
ন মগ্নো মন্দরঃ কস্মান্মহীবানাপ্সু মজ্জতি ॥ ২৬১ ॥
যদ্দত্তবরতো বার্ষ্যু নলহস্তার্পিতাঃ শিলাঃ ।
উন্মমজ্জুঃ স দৌর্জ্জন্যং কস্য কস্য ন ভর্জয়েৎ ॥ ২৬২ ॥
বিষমারোহতীশস্য সত্বাদেব ন তু স্বতঃ ।
কিং বিষাদো বিষাদাসীচ্ছিশোস্তস্য শিবস্য বা ॥ ২৬৩ ॥

ইতস্ততঃ গমন করিতে পারে না, সেইজন্যই জল বা স্থল কোথায়ও তাহার স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব নাই বলিতে হইবে ॥ ২৫৮-২৫৯ ॥

অতএব উক্ত শিলা অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের গুরুত্ব এবং স্বকীয় গুরুত্ববশতঃ অধোদেশে চালিত করে, যেহেতু ভগবান্‌ই গুরুত্বধর্ম্মকে নিম্নদেশে পরিচালনের কারণ বলিয়া নিয়ম-বিধান করিয়াছেন ॥ ২৬০ ॥

যৎকালে তিনি উক্ত গুরুত্বধর্ম্মকে অবরুদ্ধ করেন তখন বস্তু নিম্নদেশে গমন করে না, সেই জন্যই ভগবান্ সমুদ্রমন্থনকালে মন্দরপর্ব্বতের গুরুত্ব-ধর্ম্ম হরণ করায় উহা জলমগ্ন হইয়া যায় নাই এবং বর্ত্তমানেও এই পৃথিবী নিম্নবর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ডগর্ভোদকে মগ্ন হইতেছে না ॥ ২৬১ ॥

যে ভগবানের (রামচন্দ্রের) প্রদত্ত বরবশতঃ নলবানরকর্ত্তৃক সেতু-বন্ধনার্থ শিলা জলোপরি বিন্যস্ত হইয়া নিমগ্ন হয় নাই, তিনি কাহারই বা দুর্জ্জনতা বিনাশ না করিয়া থাকেন ॥ ২৬২ ॥

বিষপান করিলে ঐ বিষ যে শরীরের উর্দ্ধদেশে সঞ্চারিত হয় উহাও নিজের শক্তিবশতঃ নহে পরন্তু ভগবানের শক্তিই তাহাকে ঊর্দ্ধে চালিত করে। যদি বিষের নিজেরই ঐরূপ সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপু দত্তবিষভক্ষণে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূতনাপ্রদত্ত

অতো দৃষ্টং সমস্তঞ্চ দৃষ্টাচ্চেশ্বরতো ভবেৎ।
অদৃষ্টমীশ্বরা দেবেত্যাসীৎ সর্ব্বধুরন্ধরঃ ॥ ২৬৪ ॥
তস্মাৎ পক্ষে পক্ষসমে যস্যানৈকান্ত্যচোদনা।
বেদনাসৌ পুমাঞ্ছাস্ত্রমর্য্যাদামার্য্যগর্হিতঃ ॥ ২৬৫ ॥
রত্নপ্রভা স্বভাবশ্চেৎ কুতো নাস্তি শিলান্তরে।
ততস্তত্রৈব সা ভূয়াদিত্যত্রাস্তি নিয়ামকঃ ॥ ২৬৬ ॥
নার্য্যৈশ্চ বার্য্যঃ কার্য্যেঽসৌ হর্য্যৈশ্বর্য্যৈর্য্যবীর্য্যবান্।
নির্দ্দৈবমূঢ়ৈদ্ব্যেতং বিদ্বান্ কোঽস্থাদস্থাদ্ধি বৌদ্ধবৎ ॥ ২৬৭ ॥

বিষপানে এবং শঙ্কর সমুদ্রমন্থনে কালকূটবিষপানে বিষাদযুক্ত হ'ন নাই কেন ॥ ২৬৩॥

অতএব দৃষ্ট যাবতীয়কার্য্যই কুম্ভকার প্রভৃতি দৃষ্টকর্ত্তা এবং ঈশ্বর এই উভয় হইতে হইয়া থাকে, পরন্তু অদৃষ্টকার্য্যের কেবল ঈশ্বরই কর্ত্তা, এইরূপে ঈশ্বরই সমস্ত কর্তৃরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ২৬৪ ॥

শিলা, বিষ প্রভৃতিস্থলে ঈশ্বরকর্তৃত্বের যে ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছিল, মদীয় যুক্তিঅনুসারে, তত্তৎস্থলেও ঈশ্বরকর্তৃত্ব সাধিতই হইল। অতএব তাদৃশ দোষপ্রদর্শকব্যক্তি শাস্ত্রমর্য্যাদা অবগত নহে বলিয়া সজ্জনসমাজে নিন্দনীয় সন্দেহ নাই ॥ ২৬৫ ॥

রত্নের ঔজ্জ্বল্য যদি শিলার স্বভাব হয় তাহা হইলে সমস্তশিলাতেই ঐরূপ ঔজ্জ্বল্য নাই কেন? অতএব শিলাবিশেষেই ঐরূপ ঔজ্জ্বল্য হইবে এইরূপ নিয়মকর্ত্তা একজন আছেন ॥ ২৬৬ ॥

শ্রীহরির ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রেরিত হইলেই ঐ স্বভাবাদিবীর্য্যশালী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ইহা আর্য্যজনসম্মত, কোন পণ্ডিতব্যক্তিই বৌদ্ধের ন্যায় ঈশ্বরপরিচালনারহিত স্বভাবপ্রভৃতিকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন না ॥ ২৬৭ ॥

কিঞ্চাচেতনমাত্রস্য স্বভাবোঽন্যনিয়ম্যতা।
অতো ভবৎস্বভাবেন প্রভুরাবির্বভূব মে ॥ ২৬৮ ॥
স চ স্বেচ্ছানুসারেণ তত্তদ্বস্তু তথা তথা।
তনুতে তেষু চাপ্যেকমুচ্চং নীচং করোতি চ ॥ ২৬৯ ॥
স্বতন্ত্রস্য চ তস্যেচ্ছা নিয়োক্তুং নৈব শক্যতে।
অরাজকমিদং রাষ্ট্রং ন চেন্নষ্টং ভবিষ্যতি ॥ ২৭০ ॥
নরেষু কশ্চিন্মূকোঽস্তি বাচালোঽপ্যস্তি কশ্চন।
সোঽয়ং নরস্বভাবো ন তবাপি চ মমাপি চ ॥ ২৭১ ॥
কর্ম্মাপি চেদ্‌গতং তর্হি স্বভাবানাঙ্ঘ্র্যুপসর্পণম্।
ক্বচিৎ স্বভাবঃ কর্ম্মাপি ক্বচিচ্চেৎ কলহো ভবেৎ ॥ ২৭২ ॥

অন্যকর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়াই অচেতনবস্তুমাত্রের স্বভাব, অতএব তুমি যে স্বভাবের কথা বলিয়াছ উহাও অচেতন বলিয়া তাহার পরিচালক রূপেই আমার প্রভু সিদ্ধ হইলেন ॥ ২৬৮ ॥

তিনি নিজ ইচ্ছানুসারেই ভিন্নভিন্নবস্তুকে ভিন্নভিন্নরূপে সৃষ্টি করেন এবং তাহাদের উচ্চনীচভাবের বিধান করিয়া থাকেন ॥ ২৬৯ ॥

তিনি স্বাধীন, তাহার ইচ্ছাপরিচালনে অন্যের শক্তি নাই, তাহাকে স্বতন্ত্র স্বীকার না করিলে এই জগতে রাজ্য অরাজক হইয়া নষ্ট হইয়া যাইত ॥ ২৭০ ॥

মনুষ্যমধ্যে কেহ মূক কেহ বাক্‌পটু, ঐ মূকত্ব বা বাচালত্ব মনুষ্যস্বভাব নহে, ইহা উভয়মতসিদ্ধ। অন্যথা যাবতীয় মনুষ্যই মূক বা বাচাল হইত, অতএব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্নধর্ম্ম ভগবানেরই নির্দ্দিষ্ট ॥ ২৭১ ॥

যদি বল কেবল স্বভাব কারণ নহে, পরন্তু কর্ম্ম ও কারণ হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমার পক্ষে কেবল মাত্র স্বভাবের চরণাশ্রয় রহিত হইয়া

অথ কর্ম্মাপি রাজা চেজ্জড়তা তস্য কিং কৃতা ।
জননে মরণে বাপি কিং কর্ত্তা তস্য নেষ্যতে ॥ ২৭৩ ॥
অতোঽবদ্যং জড়ত্বাদ্যং স্বভাবানাঞ্চ কর্ম্মণাম্ ।
যতোঽভূন্নিরবদ্যোঽসৌ কথং সিদ্ধ্যেন্ন সিদ্ধরাট্ ॥ ২৭৪ ॥
যদি তত্তৎকৃতং কর্ম্ম তজ্জন্মমরণাদিকং ।
অন্য-চৈতন্যসাচিব্যশূন্যমেব করোতি তে ॥ ২৭৫ ॥
তর্হি হন্তা ন কোঽপ্যাসীৎ স্বস্বকর্ম্মহতে জনে ।
অতো হিংসা-দোষবাদো গতো যস্তে মতে মতঃ ॥ ২৭৬ ॥
অথ কর্ত্ত্রন্তরাপেক্ষং কর্ম্মাপি কুরুতে তব ।
তর্হি সর্ব্বস্য কর্ত্তারমাক্ষিপেৎ কঞ্চনেশ্বরম্ ॥ ২৭৭ ॥

গেল। পরন্তু কোনও স্থলে স্বভাব কারণ কোনও স্থলে বা কর্ম্ম কারণ এইরূপ অনিয়মবশতঃ কলহই সম্ভবপর হইয়া থাকে ॥ ২৭২ ॥

কর্ম্ম যদি স্বয়ংই প্রভু হয়, তাহা হইলে তাহার জড়তাসম্পাদন কে করিলেন ? আর স্বয়ং প্রভু হইলে তাহার উৎপত্তি বিনাশই বা কি জন্য হইয়া থাকে, অতএব একজন কর্ত্তা স্বীকার্য্য নহে কি ? ॥ ২৭৩ ॥

অতএব যিনি স্বভাব এবং কর্ম্মের জড়ত্ব প্রভৃতি হেয়ধর্ম্মবিধান করিয়াছেন, সেই স্বতঃসিদ্ধ সম্রাট্ অনিন্দনীয় পরমেশ্বর কিরূপে অসিদ্ধ হইতে পারেন ॥ ২৭৪ ॥

যদি জীবকৃত কর্ম্ম অন্যচেতনের সাহায্যব্যতীতই জীবের জন্মমরণাদি নিষ্পাদন করে তাহা হইলে জীবমাত্রই নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারাই হত হইয়া থাকে, কেহই কাহারও বিনাশক হয় না, অতএব প্রাণিহিংসা বলিয়া তোমার মতে যাহার নিন্দা করা হইয়াছে, সেই হিংসা-দোষের প্রস্তাবই হয় না ॥ ২৭৫-২৭৬ ॥

পক্ষান্তরে তোমার মতে কর্ম্ম যদি অন্য কর্ত্তার সাহায্য অপেক্ষাসহ-

নিরীশ্বরান্ ভাট্টসাংখ্য-প্রাভাকরমতানুগান্।
চিত্রমেকপ্রহারোঽয়ং যুক্ত্যা ত্রীনপ্যখণ্ডয়ৎ ॥ ২৭৮॥
তস্মাজ্জড়ানুসরণং ত্যক্ত্বা ভজ মহাপ্রভুম্।
স্বভাবকালকর্ম্মাদেঃ সর্ব্বস্যাস্য নিয়ামকম্ ॥ ২৭৯ ॥
একস্য পাপমনস্যনাংহঃ স্যাদিতি চোহ্যতে।
দারাগুরূণাং পাপায় ন তথা গৃহমেধিনাম্ ॥ ২৮০ ॥
যুক্তিস্তু তত্র ব্যর্থৈব বিবেকোঽতো বিধের্বলাৎ।
তত্রাংহস্তদ্ যত্র তত্ত্বে প্রাচাং বাচো ন চেন্ন চ ॥ ২৮১ ॥

কারে কার্য্যসম্পাদক হয়, তাহা হইলে সর্ব্বকর্ত্তা একজন ঈশ্বরেরই উত্থাপন হইয়া থাকে ॥ ২৭৭ ॥

এবম্বিধ একটিমাত্র বিচার-প্রহারদ্বারা যুক্তিযোগে নিরীশ্বর ভাট্ট, সাংখ্য এবং প্রাভাকরমতাবলম্বিত্রয়েরই আশ্চর্য্যরূপে খণ্ডন করা হইল ॥ ২৭৮ ॥

অতএব জড়বস্তুর অনুসরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বভাব কাল কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তের নিয়ামক মহাপ্রভুকে আশ্রয় কর ॥ ২৭৯ ॥

গোপীসঙ্গ অথবা প্রলয়ে গোবিপ্রাদিবিনাশ যেরূপ ঈশ্বরের পাপ-জনক নহে, সেইরূপ পরস্ত্রীসঙ্গ বা গোব্রাহ্মণহত্যায় অন্যেরও পাপ হয় না এরূপ বলিতে পার না, যেহেতু কর্ম্মবিশেষে কাহারও পাপ হয় কাহারও পাপ হয় না এরূপ দেখা যায়, স্ত্রীপরিগ্রহ সন্ন্যাসিগণের যেরূপ পাপজনক, গৃহস্থগণের পক্ষে সেইরূপ হয় না ॥ ২৮০ ॥

অতএব তোমার পূর্ব্বপ্রদর্শিতযুক্তি ব্যর্থ হইল, পরন্তু বিধিবাক্য (শাস্ত্রবচন) অনুসারেই পাপপুণ্যের নির্ণয় হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তি-শাস্ত্র-কারগণ যে কার্য্যে পাপ হইবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার অনুষ্ঠানেই পাপ হইবে, যে কার্য্যে পাপ নাই বলিয়াছেন, তদনুষ্ঠানে পাপ হইবে না ॥ ২৮১ ॥

নিরবদ্যতয়া যস্তু শ্রুত্যাদ্যৈঃ স্তূয়তেতরাম্।
কৃত্বাপি ন স কর্ম্মাণি লিপ্যতে জগদীশ্বরঃ ॥ ২৮২ ॥
নাপি কারয়িতুঃ পাপং কর্ত্তৃবদ্‌যুক্তিতো ভবেৎ।
মঙ্‌ক্তুর্জলেষু যদ্দুঃখং কিং তন্মজ্জয়িতুঃ প্রভোঃ ॥ ২৮৩ ॥
বিধেঃ পাদানুসরণে বিধিতাতস্য কিং ভয়ং।
করণাৎ প্রেরণাদ্‌যস্য ন ভীরিতি স গর্জ্জতি ॥ ২৮৪ ॥
যতো বিধির্নিষেধো নৄন্ বিদধাতি নিষেধতি।
তাভ্যাং বন্ধো হি বদ্ধানাং মুক্তানাং স্যাৎ কথং বদ ॥ ২৮৫ ॥

বেদপ্রভৃতি শাস্ত্রসকল যাঁহাকে অনিন্দিতপুরুষ বলিয়া নিরন্তর স্তুতি করিয়াছেন, সেই জগদীশ্বর পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানেও পাপলিপ্ত হ'ন না ॥ ২৮২ ॥

নিন্দিতকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীব যেরূপ পাপগ্রস্ত হয় সেইরূপ ভগবান্ ও লোককে সেই পাপকর্ম্মে নিযুক্ত করেন বলিয়া তাঁহারও পাপ হয় না কেন ? এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু যুক্তিঅনুসারে বিচার করিলে পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠাতার যেরূপ পাপ হয়, পাপে নিয়োগকর্ত্তা পুরুষের তাদৃশ পাপ হয় না। রাজা যদি শাস্তিরূপে কোন পুরুষকে জলে নিমগ্ন করেন তাহা হইলে সেই নিমগ্নপুরুষের যেরূপ দুঃখ হয়, রাজার সেরূপ দুঃখ হয় কি ? ॥ ২৮৩ ॥

যদি বল যুক্তিব্যতীত শাস্ত্রবিধিঅনুসারেই তাদৃশ স্থলে ভগবানের পাপ হইবে, তাহা হইলে তিনি স্বয়ংই বিধির জনক বলিয়া তাঁহার ভয় কি ? কিন্তু পরন্তু শ্রুতিই সগর্জ্জনে বলিতেছেন যে—ভগবান্ স্বয়ং পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কিম্বা পাপকর্ম্মে লোকের প্রেরণদ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হ'ন না ॥ ২৮৪ ॥

যেহেতু বিধি এবং নিষেধ লোককেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত করিয়া

যস্তু প্রস্তূয়তে শ্রুত্যা নিত্যমুক্ততয়া প্রভুঃ।
স নির্দোষো বিজয়তে হয়গ্রীবাভিধো হরিঃ ॥ ২৮৬॥
ব্রতস্থা হস্তবিন্যস্তসূত্রাস্তে সূতকাংহসা।
ন লিপ্যতে কিল স্ত্রী চ হস্তেশো লিপ্যতে কিল ॥ ২৮৭ ॥
কাভীঃ স্বগুণসম্বদ্ধসূত্রসপ্তশতীপতেঃ।
কণ্ঠোপকণ্ঠে নৃহরেস্ত্রিসূত্রী সূত্রিতস্য চ ॥ ২৮৮ ॥
অস্ত্যাবশ্যকধর্ম্মস্য প্রত্যবায়োঽকৃতৌ স্মৃতৌ।
মুক্তে মুক্তত্বতোসৌ ন ততস্তচ্চাঘবারকম্ ॥ ২৮৯ ॥

থাকে সেইজন্য বদ্ধজীবেরই বিধিনিষেধবন্ধন সম্ভবপর, মুক্তপুরুষের তাহা হইতে কিরূপে বন্ধন হইতে পারে বল দেখি ? ॥ ২৮৫ ॥

শ্রুতি নিত্যমুক্ত প্রভুরূপে যাঁহার প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই হয়গ্রীব শ্রীহরি সর্ব্বদা নির্দোষরূপে বিজয়লাভ করিতেছেন ॥ ২৮৬ ॥

(জৈনগণের এরূপ নিয়ম আছে যে—তাহাদের স্ত্রীগণ কোন ব্রতাবলম্বিনী হইয়া হস্তে মঙ্গলসূত্রবন্ধন করিলে ঐ সূত্রের ধারণকালপর্য্যন্ত তাহাদের রজোদর্শন হইলেও তন্নিবন্ধন অশৌচ হয় না ইহাই উদাহরণরূপে বলিতেছেন) তোমার স্ত্রীগণও যদি ব্রতাবলম্বিনী হইয়া হস্তে সূত্র বন্ধন করিলে তদ্দ্বারাই রজোদর্শনজনিতপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে আমার প্রভুর কি ঐ সূত্রতুল্য-ক্ষমতাও নাই যে নিজকে পাপ হইতে মুক্ত রাখিবেন ॥ ২৮৭ ॥

তোমাদের স্ত্রীগণ যদি তন্তুবায়নির্ম্মিত একটী মাত্র সূত্রধারণেই পাপে লিপ্ত না হয় তাহা হইলে ব্যাসদেবকৃত শাস্ত্ররূপ সপ্তশতী সূত্রশালী এবং কণ্ঠসমীপে ত্রিসূত্র যজ্ঞোপবীতধারী ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ-দেবের পাপে ভয় কি ? ॥ ২৮৮ ॥

সংসারিজীবের পক্ষে বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে পাপ হয়,

তস্মাদেবাস্মদীশোঽপি সর্ব্বস্মাচ্চ ন লিপ্যতাম্।
একত্রবারকং কস্মান্নাপরত্র নিবারকম্॥ ২৯০ ॥
মুক্তত্বঞ্চ সদাক্লেশবর্জ্জিতত্বেন সিদ্ধ্যতি ॥ ২৯১ ॥
তচ্চ জন্মজরামৃত্যু-ক্ষুত্তৃড়াদিবিবর্জ্জনাৎ।
অনুমীয়তে শ্রিয়া সাকং সর্পতল্পপরায়ণে ॥
নারায়ণে পয়ঃসিন্ধৌ কৃতধাম্নি ত্রিধাম্নি নঃ ॥ ২৯২ ॥
যুগে যুগে পরক্লেশহত্যৈ চাবতিতীর্ষতি।
অনুত্তীর্ণঃ স্বয়ং পঙ্কাৎ পরং তারয়তীহ কঃ ॥ ২৯৩ ॥
নিত্যমুক্তা চ সা ভার্য্যা নিত্যমুক্তঃ পতিশ্চ সঃ।
বাহুভ্যামেব বন্ধোঽস্তি ন তয়োর্ভববন্ধনম্॥ ২৯৪ ॥

মুক্তজীব বন্ধরহিত বলিয়াই তাহার তাদৃশ অনুষ্ঠানে পাপ হয় না, অতএব মুক্তত্ব অর্থাৎ মুক্তাবস্থজীবের পাপনিবারক হইয়া থাকে ॥ ২৮৯ ॥

অতএব এই যুক্তিঅনুসারেই ঈশ্বর ও সর্ব্বত্র পাপে অলিপ্ত থাকেন, একস্থলে যদি মুক্তত্ব পাপনিবারক হয় তাহা হইলে অন্যস্থলে অর্থাৎ ভগবানের পক্ষে সেরূপ হইবে না কেন? ॥ ২৯০ ॥

যেহেতু তিনি নিত্যকালক্লেশবিবর্জ্জিত সেই জন্য তাঁহার মুক্তত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥ ২৯১ ॥

ধামত্রয়বর্ত্তী প্রভু নারায়ণ প্রলয়কালেও লক্ষ্মীদেবীর সহিত ক্ষীর-সমুদ্রে অনন্তশয্যায় বিরাজমান থাকেন এবং তিনি জন্ম, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও তৃষ্ণাপ্রভৃতি শূন্য ইহা শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়, অতএব তিনি যে নিত্যকাল ক্লেশশূন্য ইহারও অনুমান হইয়া থাকে ॥ ২৯২ ॥

তিনি যুগে যুগে পরক্লেশনিবারণের জন্য অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছুক, ইহা হইতেই নিজের ক্লেশাভাব বুঝা যায়। যে ব্যক্তি নিজেই পঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হয় নাই, সে অন্যকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে পারে কি? ২৯৩ ॥

অনাদ্যোর্ভবাদ্যোঽস্তি ভবো হ্যেষ পুনর্ভবঃ ॥ ২৯৫ ॥
পত্যা তেন কুতোঽপত্যশতবত্যভবন্ন সা।
সৎসু দারেষু নাভেঃ স পুত্রং কস্মাদজীজনৎ ॥ ২৯৬ ॥
অতঃ স ভরণাদ্ভর্ত্তা সা ভার্য্যা ভ্রিয়তে যতঃ।
তত্তয়োর্নিত্যসুখিনোর্ন সংসারোঽস্ত্যদুঃখিনোঃ ॥ ২৯৭ ॥
দুঃখমেব হি সংসারো দুঃখ-হেতুস্ত্বতো পরং।
উপচারেণ সংসারো ন দুঃখং নাপি দুঃখদা ॥ ২৯৮ ॥
সা ভার্য্যা কেন সংসারো যদি স্ত্রীত্বেন সংসৃতিঃ।
তর্হি পুংস্ত্বাচ্চ সংসার ইতি মুক্তির্গতা তব ॥ ২৯৯ ॥

পত্নী লক্ষ্মীদেবী নিত্যমুক্তস্বরূপিণী, ভগবান্ নারায়ণ ও নিত্যমুক্ত স্বরূপ, তাঁহাদের উভয়ের বাহুবন্ধনই আছে পরন্তু সংসারবন্ধন নাই ॥২৯৪॥

পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের নামই ভব অর্থাৎ সংসার বলা হয়, পরন্তু লক্ষ্মী-দেবী ও নারায়ণ অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান, অতএব তাঁহাদের সংসার-দশা প্রভৃতি কিছুই নাই ॥ ২৯৫ ॥

তাঁহারা যদি সংসারী হইতেন তাহা হইলে লক্ষ্মীদেবী স্বামিদ্বারা শত পুত্রবতী হইতেন, ভগবান্ নারায়ণ ও তাদৃশ পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে নাভিদেশ হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি করিতেন না ॥ ২৯৬ ॥

অতএব নারায়ণ কেবলমাত্র লক্ষ্মীদেবীর ভরণ অর্থাৎ পোষণ করেন বলিয়া ভর্ত্তা এবং লক্ষ্মীদেবী পোষিত হ'ন বলিয়া ভার্য্যা সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা নিত্যকাল সুখমগ্ন এবং সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত ; অতএব তাঁহাদের সংসার নাই ॥ ২৯৭ ॥

দুঃখকেই প্রকৃতপক্ষে সংসার বলা হয়, প্রাকৃতশরীরাদি ঐ দুঃখের হেতু বলিয়া তাহাদিগকেও গৌণভাবে সংসার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, পরন্তু ঐ লক্ষ্মীদেবী দুঃখস্বরূপও নহেন অথবা দুঃখের হেতুস্বরূপও নহেন,

কলত্রাণীব মিত্রাণি ভবায়েহহ ভবন্তি হি।
মুক্তৌ চেন্মিত্রসম্পত্তিঃ শ্রীসম্পত্তিঃ কুতো ন তে ॥ ৩০০ ॥
রাগাভাবেন যা শান্তিঃ সা দেবী দেবয়োঃ সমা।
অতঃ কলত্রশূন্যস্য গুরোর্ব্বাক্যে ভরং ত্যজ ॥ ৩০১ ॥
উন্নয়োর্জ্জিতধর্ম্মেণ ভার্য্যাঞ্চ সহধর্ম্মিণীং ॥ ৩০২ ॥
সততোর্ধ্বগতির্নৃণাং মহাক্লেশকরী তব।
মুক্তৌ স্যাচ্চেৎ সুখকরী ভার্য্যা কেন ভয়ঙ্করী ॥ ৩০৩ ॥

অতএব তাহাকে সংসাররূপিণী কিরূপে বলিবে? যদি বল তিনি স্ত্রীত্ব ধর্ম্মবিশিষ্টা বলিয়াই সংসাররূপিণী, তাহা হইলে পুংস্ত্বধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া পুরুষকেও তাহা বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে তোমার মতে মুক্তিরই সম্ভব হয় না ॥ ২৯৮-২৯৯ ॥

ইহলোকে ভার্য্যার ন্যায় আত্মীয়গণও সংসার-হেতু হইয়া থাকে, পরন্তু তোমার মতে মুক্তিদশায় আত্মীয়গণের অবস্থান স্বীকৃত হইয়াছে, অতএব ভার্য্যার অবস্থানে দোষ কি ॥ ৩০০ ॥

যদি বল আত্মীয়দর্শনে রাগ উৎপন্ন হয় না পরন্তু স্ত্রীদর্শনে রাগ উৎপন্ন হয় অতএব মুক্তিদশায় স্ত্রীলোকের অবস্থান নিষিদ্ধ, তাহা হইলে আমাদের উত্তর এই যে—লক্ষ্মীদেবী ও শ্রীনারায়ণ নিত্যকালরাগমুক্ত বলিয়া তাঁহাদের একত্র অবস্থান দোষজনক নহে, অতএব তুমি ভার্য্যাহীন গুরুর বাক্যে আশ্বাস পরিত্যাগ কর ॥ ৩০১ ॥

ভার্য্যা যেহেতু সহধর্ম্মিণী সেইজন্য তাহাকেও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মে উন্নতি-ভাগিনী কর ॥ ৩০২ ॥

তোমার মতে পুরুষের নিত্যকাল ঊর্দ্ধগতির নামই মুক্তি, পরন্তু উহা অতি ক্লেশকর কার্য্য, যদি তাহাকেই মুক্তিসুখ বলিয়া মনে করিতে পার, তাহা হইলে তৎকালে স্ত্রী কিজন্য দুঃখকরী বলিয়া গণ্য হয় ॥ ৩০৩ ॥

যথা বেদেষু দেবেষু সৎসু যজ্ঞাদিকারিষু।
ন মৎসরং কুরু মহাদোষমীষৎ পরাকুরু ॥ ৩০৪ ॥
অতো-বৈদিকমর্য্যাদৈবাঙ্গীকার্য্যা বিবেকিনা।
বৈদিকানান্তু কলহো বেদার্থা স্ফূর্ত্তিতঃ পরং ॥ ৩০৫ ॥
ক্বচিৎ সদসতোশ্চৈকীভাবঃ স্থানৈক্যতো ভবেৎ।
সুরাসুরাঃ সুধার্থে প্রাঙ্‌নৈকীভূতাঃ কিমম্বুধৌ ॥ ৩০৬ ॥
ত্যক্তৈক্যেকমত্যরূপৈক্যান্নিঘ্নন্তি বলিনোঽবলান্।
যথা পুরন্দরঃ পূর্ব্ব-দেবান্ দেবর্ষিহর্ষকৃৎ ॥ ৩০৭ ॥

অতএব বেদ, দেবগণ এবং যাজ্ঞিক প্রভৃতিসজ্জনগণের প্রতি নিরর্থক মাৎসর্য্যভাব ধারণ করিওনা, পরন্তু কিঞ্চিৎপরিমাণেও ঐ মহাদোষ পরিত্যাগ কর ॥৩০৪ ॥

অতএব বিবেকিগণের সর্ব্বতোভাবে বৈদিকমর্য্যাদা অবলম্বনই একমাত্র কর্ত্তব্য, যদি বল তোমাদের বৈদিকগণের মধ্যেও পরস্পর কলহ দেখা যায় তাহার উত্তর এই যে—বেদার্থের সম্যক্ প্রকাশ না হইলেই ঐরূপ কলহ ঘটিয়া থাকে ॥ ৩০৫ ॥

যদি বল—তোমরা পরস্পর বিবাদগ্রস্ত হইলেও আমার মত খণ্ডন-কালে সকলে মিলিত হইয়াছ কেন? তাহার উত্তর এই যে—স্থলবিশেষে সৎ এবং অসদ্‌গণের ঐক্য দেখা যায়—পূর্ব্বকালে সুধার জন্য দেবতা এবং অসুরগণ সমুদ্রমন্থনে ঐক্যভাব প্রাপ্ত হ'ন নাই কি? ॥ ৩০৬ ॥

পরন্তু একত্র সমাবেশেও যদি একমত না ঘটে তাহা হইলে সমুদ্র মন্থনাবসানে ইন্দ্র যেরূপ দেব ও ঋষিগণের আনন্দ উৎপাদন সহকারে অসুরগণকে বধ করিয়াছিলেন সেইরূপ বলবান্ কর্ত্তৃক দুর্ব্বলপক্ষ বাধিত হইয়া থাকে ॥ ৩০৭ ॥

প্রতিপক্ষী সদৃক্ষঃ স্যাৎ প্রাচো নীচো ন বৈ ভবেৎ।
কালাত্যয়াপদিষ্টস্য নো চেৎ সৎপ্রতিপক্ষতা ॥ ৩০৮ ॥
মহত্বঞ্চ গুণেনৈব নাকারেণ ধনেন বা।
সাবকাশৈক্যবাক্যানি বাধতে কিং ন ভেদবাক্ ॥ ৩০৯ ॥
মানত্বস্য স্বতস্তেন সানাহতত্ত্বং বদেৎ ক্বচিৎ।
দোষশ্চ বেদেনাহনাদৌ বাধোপ্যন্যার্থতৈব তৎ ॥ ৩১০ ॥

সমানবলযুক্তব্যক্তিই প্রতিপক্ষ হইয়া থাকে, নীচব্যক্তি শ্রেষ্ঠব্যক্তির প্রতিপক্ষ হয় না, অন্যথা বিচারস্থলে একজনের মত অপরের মতের বাধক হইতে পারে না, পরন্তু সমবলশালী বলিয়াই গণ্য হইতে পারে, অতএব মায়াবাদীর সিদ্ধান্ত তত্ত্ববাদীর সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষ বলিয়াই গণ্য নহে ॥

যদি বল মায়াবাদীও বহুগ্রন্থের কর্ত্তা বলিয়া তত্ত্ববাদীর সমান এবং প্রতিপক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে—তাহা হইলে উত্তর এই যে—গুণের দ্বারাই মহত্ব নির্ণীত হয়, আকৃতি বা ধনদ্বারা হয়না, দেখ—নিরবকাশ এক ভেদবাক্যদ্বারাই সাবকাশ বহু অভেদবাক্য বাধিত হইতেছে, অতএব সযুক্তিক গ্রন্থপ্রণয়নহেতু তত্ত্ববাদিগণের মহত্ব এবং যুক্তিহীনগ্রন্থকর্ত্তৃত্বহেতু মায়াবাদিগণের হীনত্বই নির্ণীত হইয়া থাকে, বৈদিকমাত্র বলিয়াই উহারা তত্ত্ববাদীর তুল্য হইতে পারে না ॥ ৩০৯ ॥

শ্রুতিগত-ভেদবাক্যে যে ভেদতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহা মিথ্যাভূত বলিতে পারনা, যেহেতু অনাদি বেদবচনে কোনরূপ দোষ নাই, তজ্জনিত জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যও আমাদের উভয়েরই সম্মত, অতএব বেদবাক্য কখনও অতত্ত্বজ্ঞাপক হইতে পারেনা, যেস্থানে বেদবচনে আপাততঃ প্রত্যক্ষ অনুমানাদির বাধ অর্থাৎ বিরুদ্ধভাব দেখা যায় তথায়ও অন্য অর্থকল্পনা হইয়া থাকে, পরন্তু সর্ব্বথা মিথ্যাবচন সম্ভবপর হয়না ॥৩১০॥

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য কাহাকে বলে তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

দোষাদ্যপ্রতিরুদ্ধেন জ্ঞানগ্রাহকসাক্ষিণা।
স্বতস্ত্বং জ্ঞানমানত্বনির্ণীতি-নিয়মো হি নঃ ॥ ৩১১ ॥
অতো দূরস্থবৃক্ষাদিজ্ঞানে জ্ঞাতেঽপি যৎ পুনঃ।
প্রামাণ্যং সংশয়স্তত্র তদস্মাকং মতে ভবেৎ ॥ ৩১২ ॥
যতো দূরত্বদোষেণ স্বগৃহীতেন কুণ্ঠিতঃ।
ন নিশ্চিনোতি প্রামাণ্যং তত্র জ্ঞানগ্রহেঽপি সঃ ॥ ৩১৩ ॥
দেশস্য বিপ্রকর্ষো হি দূরত্বং স চ সাক্ষিণা।
গৃহীতুং শক্যতে যস্মাদাকাশোঽব্যাকৃতো হ্যসৌ ॥ ৩১৪ ॥
কাচাদি-দোষং চৈকত্র তৎকার্য্যানুমিতং পুনঃ।
যদান্যত্রানুসন্ধত্তে জ্ঞানমাত্রগ্রহী তদা ॥ ৩১৫ ॥

ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণকালে বিষয়গতদূরত্বাদিদোষদ্বারা বিষয়জ্ঞানে বাধা উৎপন্ন না হইলে বিষয়জ্ঞাতা জীব যদি ঐ জ্ঞানকে যথার্থ বলিয়া নির্ণয় করেন তাহাহইলেই উক্তজ্ঞানকে স্বতঃপ্রমাণ বলা হইয়া থাকে ॥৩১১

অতএব দূরস্থবৃক্ষাদিবিষয়ে জ্ঞান জন্মিলেও পুনরায় উক্তবিষয়ের প্রামাণ্যবিষয়ে যে সন্দেহ হয় উহা আমাদের মতে সঙ্গতই হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাদৃশস্থলে বিষয়জ্ঞাতা জীববিষয়ের দূরত্বদোষ দ্বারা বাধিত হওয়ায় জ্ঞানের প্রামাণ্যই নির্ণয় করিতে পারেন না বলিয়া সন্দেহ সঙ্গতই হইয়া থাকে ॥ ৩১২-৩১৩ ॥

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে জীব অভ্যন্তরে থাকিয়া বস্তুগত দূরত্বদোষগ্রহণ কিরূপে করিতে পারেন তাহার উত্তর এই যে— দূরত্বশব্দের অর্থ দেশব্যবধান, উহা যেহেতু অব্যাকৃত আকাশস্বরূপ সেইজন্য উহাই জীবের গ্রাহ্য, আকাশ যে জীবের গ্রাহ্য উহা অন্যত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৩১৪ ॥

যদি পুরুষের নেত্রাদিতে কোনরূপ পীড়া দোষ জন্মে তাহা হইলে

বিপর্য্যয়েঽপি দূরত্বপূর্ব্বদোষানুদর্শনাৎ ।
উদাস্তে চতুরঃ সাক্ষী প্রামাণ্যগ্রহণে কিল ॥ ৩১৬ ॥
তদা রাগাদিদোষেণ কলুষং চঞ্চলং মনঃ ।
গৃহ্লাতি তত্র প্রামাণ্যমর্থগ্রহণকাতরঃ ॥ ৩১৭ ॥
সমীপস্থপদার্থানাং চক্ষুরাদিন্দ্রিয়ৈঃ শুভৈঃ ।
গ্রহণে জ্ঞানযাথার্থ্যগ্রহে তস্যাগ্রহো মহান্ ॥ ৩১৮ ॥
স্বতঃ প্রামাণ্যবাদে তন্ন কাপ্যনুপপন্নতা ।
যথানুভূতসর্ব্বার্থবাদিনাং তত্ত্ববাদিনাম্ ॥ ৩১৯ ॥
ন চেত্তণ্ডুলপানীয়বস্ত্রভার্য্যাসুতাদিষু ।
গৃহস্থিতেষু গৃহিণো নবেষু স্যান্ন নির্ণয়ঃ ॥ ৩২০ ॥

নিকটস্থ কোন বস্তুর অযথার্থগ্রহণ হইলেই সেই দোষের জ্ঞান হইয়া থাকে, অতঃপর পুরুষ অন্য কোন বস্তুগ্রহণকালেও ঐ বস্তুবিষয়ক জ্ঞানকে যথার্থ বলিয়া মনে করেন না ॥ ৩১৫ ॥

শুক্তিতে রজতজ্ঞানস্থলেও চৈতন্য-বিশিষ্টবিবেকশীলজীব উহার প্রামাণ্য গ্রহণ করেনা, যেহেতু—দূরত্বাদিদোষ বা নেত্রাদিদোষবশতঃ বিষয়জ্ঞানে ভ্রম ঘটিয়া থাকে, ইহা তিনি অবগত আছেন, পরন্তু বিষয়-গ্রহণে উৎসুক রাগাদিদোষকলুষিত চঞ্চলমনই তাদৃশ শুক্তিরজতগ্রহণে প্রবৃত্ত হয় এবং পশ্চাৎ জীব উহার অনুসরণ করিয়া থাকে ॥৩১৬-৩১৭ ॥

পরন্তু নির্দ্দোষ-নেত্রাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা সমীপপদার্থগ্রহণ এবং তদ্‌বিষয়ক-জ্ঞানের যাথার্থ-অবধারণেই জীবের অতিশয় আগ্রহ হইয়া থাকে, ইহাই তাহার স্বভাব ॥ ৩১৮ ॥

অতএব যথানুভূতবিষয়বাদী-তত্ত্ববাদিগণের মতে জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্য স্বীকারে কোনরূপ অসঙ্গতি নাই ॥ ৩১৯ ॥

অন্যথা যদি জ্ঞানকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার না কর তাহা

শিশুঃ কিং জাতমাত্রস্বা স্তনং সন্দিহ্য চুম্বতি।
পশুশ্চ নবঘাসাদৌ ন বিশ্বসিতি কিং বনে ॥ ৩২১ ॥
অনানুভবিকী সর্ব্বত্রাপি সন্দিগ্ধতা নৃণাং।
বিনোন্মত্তঃ শিরঃ পিত্তি-পিশাচগ্রস্তচেতনান্ ॥ ৩২২ ॥
অনভ্যাস-দশাপন্ন সমীপস্থে ন সংশয়ঃ।
ন তত্র তদ্ধীমানত্বেপ্যস্তি কস্যাপি সংশয়ঃ ॥৩২৩॥
এবং চার্থেষ্বসন্দেহান্ মানত্বেঽপি ন সংশয়ঃ।
যতস্তৎ সংশয়োপ্যর্থসংশয়ে পর্য্যবস্যতি ॥ ৩২৪ ॥

হইলে—গৃহস্থিত তণ্ডুল, জল, বস্ত্র, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতিবিষয়কজ্ঞানেও সন্দেহ হইতে পারে—অর্থাৎ গৃহে এই সমস্ত দ্রব্য বর্ত্তমান আছে এ অবস্থায় তুমি ক্ষণকালের জন্য অন্যত্র গমনপূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়াই তোমার স্ত্রীকে দেখিয়া ইনি আমার স্ত্রী অথবা অন্য কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পার ॥ ৩২০ ॥

জাতমাত্র শিশু যে মাতৃস্তন্য পানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাও সন্দেহ বশতঃ নহে, পরন্তু স্তন্যপান আমার ইষ্টসাধক এইরূপ যথার্থজ্ঞানেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞানবশতঃ পশুগণও বনে নূতন তৃণের ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৩২১ ॥

অতএব উন্মত্ত, মস্তকে পিত্তদোষগ্রস্ত এবং পিশাচগ্রস্তজীব ভিন্ন অন্যসকলজীবেরই বস্তুবিষয়ে যথার্থজ্ঞানই জন্মিয়া থাকে, জ্ঞানবিষয়ে সন্দেহ কাহারও অনুভবসিদ্ধ নহে ॥ ৩২২ ॥

যে বস্তু পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই, তাদৃশ বস্তু নিকটস্থ হইলেও তদ্‌বিষয়ে কোন সংশয় হয় না এবং তদ্‌বিষয়কজ্ঞানের প্রামাণ্যবিষয়েও কাহারও সন্দেহ উৎপন্ন হয় না ॥ ৩২৩ ॥

এইরূপে বস্তুবিষয়ে অসন্দেহ-হেতু বস্তুবিষয়কজ্ঞানেও কোনরূপ

অযোগ্যং মনসোমানত্বং চেত্তৎ সংশয়ঃ কুতঃ।
ঘ্রাযোগ্যগন্ধে সন্দেহশ্চক্ষুষা কস্য জায়তে ॥ ৩২৫ ॥
উপনীতঞ্চ নির্ণীতিকন্যা ধন্যাস্বমন্যত।
দোষাভাবাদ্বিরুদ্ধার্থ-কোটেরাটোপমোটনাৎ ॥ ৩২৬ ॥
অতঃ সাংশয়িকত্বাখ্যহেতোরেতাদৃশস্থলে।
অসিদ্ধত্বান্ন মান্বত্বপরতস্ত্বপ্রসাধকঃ ॥ ৩২৭ ॥

সন্দেহ হইতে পারে না, যেহেতু জ্ঞানবিষয়কসন্দেহ হইলে উহা বস্তুবিষয়ক সন্দেহেই পরিণত হয় ॥ ৩২৪ ॥

(বস্তুবিষয়কজ্ঞানের প্রামাণ্য সাক্ষী জীবের গ্রাহ্য, প্রথমতঃ উক্ত প্রামাণ্য মন দ্বারা গৃহীত হয়, পশ্চাৎ সাক্ষী উহা গ্রহণ করেন ইহাই সিদ্ধান্ত। সম্প্রতি প্রামাণ্য মনের গ্রাহ্য ইহাই নির্ণয় করিতেছেন)

বস্তুবিষয়কজ্ঞানের প্রামাণ্য যদি মনের গ্রাহ্য না হইত অর্থাৎ "ইহা যথার্থ বস্তু" এইরূপ নিশ্চয় যদি মন দ্বারা না হইত, তাহা হইলে কোন বস্তুবিষয়ে সন্দেহও মনের দ্বারা হইত না, যেহেতু যে বস্তুটী যাহার গ্রহণ-যোগ্য সেই বস্তুতে তাহারই সন্দেহ হইতে পারে, অন্যের তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয় না। গন্ধ নাসিকারই বিষয় পরন্তু চক্ষুর বিষয় নহে, এই জন্যই কোন বস্তুর গন্ধবিষয়ে চক্ষুদ্বারা দর্শনমাত্রেই সন্দেহ জন্মে না, পরন্তু নাসিকা দ্বারা সামান্যরূপে আঘ্রাণ করিলেই "ইহা সুগন্ধ কিনা" এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে ॥ ৩২৫ ॥

প্রথমতঃ "ইহা অমুক বস্তু" এইরূপে বস্তুর জ্ঞান উপস্থিত হইলে উহা দূরত্বাদিদোষশূন্য বলিয়া এবং অপ্রামাণ্যজনক কোনরূপ কারণ না থাকায় সাক্ষী জীব তখন উহাকে গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ "আমি অমুকবস্তুবিষয়কজ্ঞানবিশিষ্ট" এরূপ নিশ্চয়যুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩২৬ ॥

অতএব আমাদের প্রণালীঅনুসারে কোনস্থলেই আত্মার বস্তু-জ্ঞান-

দূরস্থে সংশয়োপ্যস্তি দোষশ্চ ভ্রমকারণং।
যতোঽণুত্বভ্রমো নৃণাং মহত্যর্থেঽপি জায়তে ॥ ৩২৮ ॥
তত্র তদ্দোষরোধেন প্রামাণ্যং প্রাক্ ন গৃহ্যতে ॥ ৩২৯
বিশেষদর্শনাভাবাদ্দ্বিকোটিস্মৃতিমান্ জনঃ।
তদর্থী তত্র সন্দিগ্ধে মনসা ন তু সাক্ষিণা ॥ ৩৩০ ॥
বিকল্পরূপং হি মনো যত আহুঃ পুরাতনাঃ।
যতশ্চ সংশয়ঃ সাক্ষিবেদ্যে দুঃখঃ সুখেষু ন ॥ ৩৩১ ॥

বিষয়ে সংশয়জনকহেতুর অসিদ্ধিবশতঃ "বস্তুজ্ঞানবিষয়কজ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্য নাই, পরন্তু উহার প্রামাণ্য অন্য হইতে নির্দ্ধারিত হয়" এইরূপ নৈয়ায়িকমতের সমর্থক-হেতুই অসিদ্ধ হইল ॥ ৩২৭ ॥

দূরস্থ বস্তুতে সংশয় জন্মিতে পারে, দূরত্বাদি দোষই উক্ত ভ্রমের কারণ, যেমন দূরস্থ বৃহদ্বস্তুতে ও দূরত্বদোষবশতঃই লোকের অণুত্ব ভ্রম ঘটিয়া থাকে ॥ ৩২৮ ॥

উক্তস্থলে দোষপ্রতিবন্ধক বলিয়া প্রথমতঃ প্রামাণ্য গৃহীত হয় না ॥ ৩২৯ ॥

কোন বস্তুবিষয়ে বিশেষ দর্শন না হইলেই লোকের দ্বিধা বুদ্ধি অর্থাৎ "ইহা এইরূপ কিনা" এবম্বিধ বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। পরন্তু জ্ঞানার্থী ব্যক্তি মনদ্বারাই তথায় সন্দেহ করিয়া থাকেন, সাক্ষীজীবদ্বারা তাদৃশ সন্দেহ করেন না ॥ ৩৩০ ॥

সংশয় মনেরই কার্য্য, এই জন্যই প্রাচীনগণও মনকে সঙ্কল্প বিকল্পা-ত্মক পদার্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, আত্মার কখনও সন্দেহ হয় না, যেহেতু আত্মার গ্রাহ্যবিষয় সুখদুঃখে কখনও সন্দেহ হইতে দেখা যায় না ॥ ৩৩১ ॥

জ্ঞানং গৃহ্ণংস্তদা সাক্ষী নির্দ্দোষং চেদিয়ং প্রমা।
ইতি সামান্যতঃ প্রামাণ্যঞ্চ গৃহ্ণন্নিবর্ত্ততে ॥
অত্র সাংশয়িকত্বাখ্য-হেতুঃ স্যাৎ সিদ্ধসাধনঃ ॥ ৩৩২ ॥
তত্র সাংশয়িকত্বেঽপি কুতোঽন্যত্র তদগ্রহঃ।
দূরস্থে চঞ্চলং চক্ষুর্ন হি পাত্রস্থিতোদনে ॥ ৩৩৩ ॥
ক্বচিজ্ জ্ঞানত্বজাতীয়ে দোষজেঽব্যভিচারিণি।
সর্ব্বত্র ব্যভিচারিত্ব-শঙ্কাপঙ্কোঽপি নোচিতঃ ॥ ৩৩৪ ॥
অনুমানত্বজাতীয়ে দোষজেঽব্যভিচারিণি।
কিং প্রামাণ্যানুমানাচ্চ তচ্ছঙ্কীত্বং নিবর্ত্তসে ॥ ৩৩৫ ॥

এখানে আপত্তি করিতে পার যে সংশয় যদি আত্মার কার্য্য নহে তাহা হইলে সন্দিগ্ধবস্তুবিষয়কজ্ঞান আত্মার কি প্রকারে হইয়া থাকে। তাহার উত্তর এই যে—তাদৃশ দূরত্বাদিদোষবিশিষ্টবস্তুজ্ঞানকালে "যদি ইহা নির্দ্দোষ হয় তাহা হইলে প্রমাণ হইবে" এইরূপে আত্মা সামান্যভাবেই জ্ঞান গ্রহণপূর্ব্বক নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। এতাদৃশ স্থলে আমিও সংশয়কে যথার্থজ্ঞান অনুৎপত্তির হেতু স্বীকার করি; অতএব তুমি যে সংশয়কে হেতু বলিয়াছ উহা সিদ্ধসাধন-দোষযুক্তই হইল ॥ ৩৩২ ॥

দূরস্থবস্তুজ্ঞানের সন্দিগ্ধত্বের ন্যায় নিকটস্থ বস্তুজ্ঞানের সন্দিগ্ধত্ব হয় না কেন এরূপ বলিতে পার না। দূরস্থ বস্তুতে চক্ষুর চাঞ্চল্য ঘটে বলিয়া পাত্রস্থিত অন্নে তাহার চাঞ্চল্য দেখা যায় না ॥ ৩৩৩ ॥

কদাচিৎ কোন জ্ঞানে দোষবশতঃ সংশয় হইলেও যাবতীয় অব্যভিচারী (অদুষ্ট) জ্ঞানে ব্যভিচার বা দোষের আশঙ্কা উচিত নহে ॥ ৩৩৪ ॥

কোন একটী অনুমান দোষগ্রস্ত হইলে তুমি অব্যভিচারী অর্থাৎ নির্দ্দোষ অনুমানমাত্রেই দোষাশঙ্কা করিয়া প্রামাণ্যনিশ্চয়ে বিরত হও কি? ॥ ৩৩৫ ॥

যদি ব্যাপ্ত্যাদিদার্ঢ্যেন শঙ্কাং ধিক্‌কুরুতে ভবান্ ।
তর্হি নির্দ্দোষতাদার্ঢ্যাৎ সাক্ষীহক্ষোভয়েদ্ধি তান্ ॥ ৩৩৬ ॥
তৎসন্নিকৃষ্টদৃষ্টেষু ন প্রামাণ্যগ্রহে ভয়ং ।
প্রামাণ্যগ্রহণে শক্তিঃ সাক্ষিণঃ স্বেন তেজসা ॥ ৩৩৭ ॥
নিরোধনাশমাত্রায় নদীরুদ্ধেন নৌরিব ।
পরীক্ষাপেক্ষ্যতে ক্বাপি তদভাবে স্বয়ং পটুঃ ॥
ন হি রাজপথে গন্ত্রা গমনে নৌরপেক্ষতে ॥ ৩২৮ ॥
নিরোধকোপি কার্য্যস্যাভাবং সম্পাদয়েৎ পরং ।
তদভাবস্যাপি কার্য্যে কারণত্বং ন শোভতে ॥ ৩৩৯ ॥

যদি বল অনুমানস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞানপ্রভৃতির (অর্থাৎ কার্য্যকারণের নিয়ত সম্বন্ধরূপনিয়মাদির) দৃঢ়তাবশতঃই আমি সন্দেহকে অতিক্রম করিয়া থাকি, তাহা হইলে প্রত্যক্ষস্থলে ও নির্দ্দোষবিষয়ে দৃঢ়তাবশতঃই সাক্ষিজীব সংশয়াশঙ্কা অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ৩৩৬ ॥

অতএব সন্নিকৃষ্টবিষয়ের জ্ঞানস্থলে প্রামাণ্যনির্দ্ধারণে কোনরূপ শঙ্কা নাই ; সাক্ষিজীবের স্বসামর্থ্যবলেই প্রামাণ্য গ্রহণ হইয়া থাকে ॥ ৩৩৭ ॥

সাক্ষিজীব প্রামাণ্যগ্রহের প্রতিবন্ধকস্থলেই তাদৃশ প্রতিবন্ধকনাশের জন্য পরীক্ষার আবশ্যক মনে করেন, অন্যথা প্রতিবন্ধকশূন্যস্থলে স্বয়ংই প্রামাণ্যগ্রহণে সমর্থ, মনুষ্য স্বয়ংই গমনে সমর্থ, পরন্তু যদি কোথায়ও গমন প্রতিবন্ধকনদী উপস্থিত হয় তাহা হইলে তথায়ই নৌকার অপেক্ষা করিয়া থাকে। রাজপথে কাহারও নৌকার অপেক্ষা করিতে হয় না ॥ ৩৩৮ ॥

প্রতিবন্ধক কার্য্যোৎপত্তির অভাব জন্মাইয়া থাকে, পরন্তু সে জন্যই প্রতিবন্ধকাভাবকে কার্য্যের উৎপত্তির প্রতি কারণ বলা সঙ্গত হয় না ॥৩৩৯॥

রুণদ্ধি যদ্ধি সামগ্রীসত্ত্বেপ্যভিমতং ফলং।
বুধৈস্তদেব সর্ব্বত্র প্রতিবন্ধকমুচ্যতে ॥ ৩৪০ ॥
উষ্ণস্পর্শভরেণোগ্রঃ শক্তো দগ্ধুং হি পাবকঃ।
মন্ত্রাদিপ্রতিবদ্ধস্তু ন দহেদন্যদা দহেৎ ॥ ৩৪১ ॥
যৎ প্রাগভাবাদুদয়ন্ ঘটো ন স্বনিরোধকৃৎ।
যতস্তন্তুবিনাশেন পটনাশে ন তন্তুযু ॥
তদ্রোদ্ধৃতা যতশ্চেশো নিত্যঃ ক্ষনাপাতরোধকৃৎ ॥ ৩৪২ ॥

কার্য্যের যাবতীয় কারণ উপস্থিত থাকাসত্ত্বেও যাহা দ্বারা কার্য্যোৎপত্তি বাধিত হইয়া থাকে, পণ্ডিতগণ উহাকে কার্য্যের প্রতিবন্ধক বলিয়া থাকেন ॥ ৩৪০ ॥

উষ্ণস্পর্শবিশিষ্ট উগ্রঅনলদাহসমর্থ হইয়াও মন্ত্রাদিদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইলে দাহ জন্মাইতে পারে না, মন্ত্রাদি প্রতিবন্ধক না থাকিলে দাহ জন্মাইয়া থাকে ॥ ৩৪১ ॥

নৈয়ায়িকগণ—"যে অভাব পদার্থটী কার্য্যোৎপত্তির কারণস্বরূপ সেই অভাবের বিরোধিপদার্থ কার্য্যপ্রতিবন্ধক" এইরূপ প্রতিবন্ধক লক্ষণ করিয়া থাকেন। যেমন—অগ্নির নিকটে মণি না থাকিলেই দাহকার্য্য হইয়া থাকে বলিয়া মণির অভাবই দাহকার্য্যের কারণ, অতএব সেই মণির অভাবের বিরোধিপদার্থ অর্থাৎ মণিই দাহকার্য্যের প্রতিবন্ধক। পরন্তু এতাদৃশ লক্ষণে দুইস্থলে অতিব্যাপ্তি দোষ অর্থাৎ অলক্ষ্যস্থলেও লক্ষণের সঙ্গতিরূপ দোষ এবং একস্থলে অব্যাপ্তি অর্থাৎ লক্ষ্যস্থলেও লক্ষণের অসঙ্গতিরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে।

অতিব্যাপ্তি দোষের একটী ক্ষেত্র এই—ঘট নিজে নিজের উৎপত্তির প্রতিবন্ধক নহে, পরন্তু এই অপ্রতিবন্ধক ঘটপদার্থেও তোমার লক্ষণের

অতো ন কারণীভূতা ভাবস্য প্রতিযোগিতা।
প্রতিবন্ধকতা কিন্তু পূর্ব্বোক্তৈব সতাং মতা ॥ ৩৪৩ ॥
মণ্যাদির্মুখ্যতো রোদ্ধা তস্যৈবাদর্শিলক্ষণং।
হেতোর্বিঘটকাদৃষ্টং ত্বমুখ্য তন্ন লক্ষিতং ॥ ৩৪৪ ॥

সঙ্গতি হইয়া থাকে। যেহেতু ঘটাভাব (ঘটের প্রাগভাব) ঘটোৎপত্তির একটী কারণ, ঘটাভাবের বিরোধী পদার্থ-ই ঘট।

অতিব্যাপ্তির আর একটা দৃষ্টান্ত—তন্তুসত্তা পটনাশের বস্তুতঃ প্রতিবন্ধক নহে যেহেতু বিচ্ছিন্নভাবে তন্তু থাকিতেও পটনাশ হইয়া থাকে পরন্তু তোমার লক্ষণ অনুসারে তন্তুপটনাশের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।

যথা—পটনাশের কারণ তন্তুর অভাব, তাহার বিরোধী তন্তু।

অব্যাপ্তিদোষের দৃষ্টান্ত—কূর্ম্মরূপী বিষ্ণুর সত্তাই পৃথিবীর পতনের প্রতিবন্ধক। পরন্তু এই লক্ষ্যস্থলে তোমার লক্ষণের সঙ্গতি হয় না। যেহেতু—তুমি যে অভাবটী কার্য্যের কারণস্বরূপ সেই অভাবপদার্থের বিরোধিপদার্থকে উক্তকার্য্যের প্রতিবন্ধক বলিয়াছ সেই হেতু এস্থলে ভূপতনকার্য্যের কারণস্বরূপ বিষ্ণুর অভাবের বিরোধী বিষ্ণুপদার্থকে ভূপতনকার্য্যের প্রতিবন্ধক বলা যাইতে পারে পরন্তু ত্রৈকালিকসত্তা-নিবন্ধন বিষ্ণুর অভাবই সম্ভবপর নহে ॥ ৩৪২ ॥

অতএব তোমার মতে যে লক্ষণ করা হইয়াছে উহা সঙ্গত নহে, পরন্তু—"কার্য্যের কারণসমুদয় উপস্থিতসত্ত্বে যদ্দ্বারা কার্য্যোৎপত্তি বাধিত হয় উহাই প্রতিবন্ধক" সজ্জনগণের এই লক্ষণই সম্মত ॥ ৩৪৩ ॥

যে দৈববশতঃ কার্য্যের কারণসমূহের সংগ্রহই হয় না, সেই দৈবকেও কার্য্যপ্রতিবন্ধক বলা হয়, পরন্তু তোমার লক্ষণানুসারে দৈবকে প্রতিবন্ধক বলা যায় না, যেহেতু তুমি কারণসমূহের সংগ্রহের পর যদ্দ্বারা কার্য্য বাধিত হয় তাহাকেই প্রতিবন্ধক বলিয়াছ—এইরূপ দোষ বলিতে

প্রতিবন্ধকমণ্যাদেরভাবো যদি কারণং।
কারণাভাবতস্তর্হি কার্য্যাভাবো ভবিষ্যতি ॥ ৩৪৫ ॥
প্রতিবন্ধকতাপ্যত্র মণ্যাদের্ভণ্যতে কুতঃ ॥ ৩৪৬ ॥
দণ্ডাখ্যকারণাভাবাদ্ যত্র কার্য্যং ন জায়তে।
প্রতিবন্ধেন নির্ব্বন্ধঃ তত্র কো বক্তি মানবঃ ॥ ৩৪৭ ॥

পার না, কারণ—মণি প্রভৃতির সত্তাই দাহাদিকার্য্যে সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধক বলিয়া তাদৃশ প্রতিবন্ধকের লক্ষণই আমি করিয়াছি। পরন্তু দৈবপরম্পরা-সম্বন্ধে কার্য্যপ্রতিবন্ধক দৈবদ্বারা কারণের অভাব, কারণের অভাব হইতে কার্য্যের অভাব এইরূপে দৈবের প্রতিবন্ধক ভাব গৌণ অতএব দৈবস্থলে আমার লক্ষণ করা হয় নাই ॥ ৩৪৪ ॥

যেস্থলে দাহকার্য্যের সমস্ত কারণ থাকিতেও মণির অবস্থানের জন্য দাহ ঘটে না সে স্থলে—"প্রতিবন্ধক বশতঃ দাহ হইতেছে না" এইরূপই সকলে বলিয়া থাকে।" কারণের অভাববশতঃ দাহ হইতেছে না" এ কথা কেহই বলে না।

পরন্তু তুমি যদি মণির অভাবকেও দাহের কারণ বল তাহা হইলে দাহের কারণস্বরূপ মণির অভাবের অভাব মণিই তথায় বর্ত্তমান বলিয়া "কারণের অভাবে দাহকার্য্য হইতেছে না" এইরূপ বলা উচিত পরন্তু সেইস্থলে মণিকে দাহকার্য্যের কারণের অভাব না বলিয়া দাহকার্য্যের প্রতিবন্ধক বলা হয় কেন? ॥ ৩৪৫-৩৪৬ ॥

যে স্থলে দণ্ডরূপকারণের অভাবে ঘট উৎপন্ন হইতেছে না সে স্থলে—"প্রতিবন্ধকবশতঃ কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে না" এরূপ কথা কে বলিয়া থাকে? (পরন্তু কারণের অভাবে কার্য্য হয় নাই এ কথাই বলিয়া থাকে) ॥ ৩৪৭ ॥

কারণাভাব-হেতুশ্চ কশ্চিৎ স্যাৎ প্রতিবন্ধকঃ।
সত্যেব কারণে শক্তিস্তম্ভকোপ্যস্তি কশ্চন ॥ ৩৪৮ ॥
মণ্যভাবস্য হেতুত্বে তদভাবাত্মকো মণিঃ।
ন হেত্বভাব-হেতুত্বাৎ প্রতিবধ্নাত্যদৃষ্টবৎ ॥ ৩৪৯ ॥
কার্য্যাভাবো যতঃ স্বাভাবাখ্যহেতোরভাবতঃ।
সতি তস্মিন্নভূত্তেন শক্তিস্তম্ভকতা গতা ॥ ৩৫০ ॥
কারণাভাবমাত্রেণ কার্য্যাভাবস্য সিদ্ধিতঃ।
শক্তিস্তম্ভকতা কেন কল্প্যা কল্পকসংসদি ॥ ৩৫১ ॥

কোনওস্থলে কারণসমূহের বিঘটক অর্থাৎ কারণসংগ্রহের অভাবজনক দৈবাদিকে কার্য্যপ্রতিবন্ধক কোনওস্থলে বা কারণসংগ্রহসত্ত্বেও দাহাদি-শক্তির স্তম্ভনজনক মণিপ্রভৃতিকে প্রতিবন্ধক বলা হয় ॥ ৩৪৮ ॥

তুমি মণিকে সাক্ষাদ্ভাবে দাহকার্য্যের প্রতিবন্ধক স্বীকার কর পরন্তু তাহা হয় না, যেহেতু—মণির অভাব দাহকার্য্যের কারণ, মণি আবার সেই মণির অভাবের অভাব বলিয়া কারণের অভাবরূপে পরম্পরাক্রমেই অদৃষ্টের ন্যায় মণি ও দাহকার্য্যে প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে ॥ ৩৪৯ ॥

যে স্থলে মণির সত্তানিবন্ধন দাহকার্য্য জন্মে না, সেস্থলে তোমার মতে দাহকার্য্যের হেতুভূত মণির অভাবের অভাব মণির সত্তাবশতঃ "কারণের অভাবে কার্য্য হইতেছে না" একথা বলা যায়। মণির অভাব হইলে দাহস্থলে "কারণের সত্তাবশতঃ কার্য্য হইতেছে" এরূপ ও নির্দ্দেশ করা যায়, অতএব মণির দাহশক্তিস্তম্ভনকথা বৃথা হইয়া থাকে ॥ ৩৫০ ॥

অতএব মণির উপস্থিতিকালে দাহ না জন্মিলে কারণের অভাবে কার্য্য হয় না ইহাই সিদ্ধ হইল বলিয়া পণ্ডিতসমাজে শক্তিস্তম্ভনের কথা কেহই কল্পনা করিতে পারে না ॥ ৩৫১ ॥

সর্ব্বথা কারণাভাবাদ্ভিন্নঃ স্যাৎ প্রতিবন্ধকঃ।
ন চেদ্দণ্ডাভাবতশ্চ প্রতিবন্ধকতা ভবেৎ॥ ৩৫২॥
তস্মাচ্ছঙ্কাপনোদায় পরীক্ষাপেক্ষণং ক্বচিৎ।
তদভাবে সহজ্ঞানৈঃ প্রামাণ্যঞ্চ সবীক্ষতে॥ ৩৫৩॥
অথ প্রামাণ্যানুমিতেঃ পূর্ব্বং প্রামাণ্যসংশয়ঃ।
সর্ব্বত্রাপ্যস্তি তে নৈতৎ সাক্ষিণা বীক্ষ্যতে কথং॥ ৩৫৪॥
অতোনুমানাত্তত্তদ্ধি প্রামাণ্যমনুমীয়তে।
ইত্যক্ষিণী নিমীল্যৈব বদন্তং প্রতিচোচ্যতে॥ ৩৫৫॥
অনানুভবিকঃ সোঽয়ং সংশয়ঃ কেন কল্প্যতে।
প্রামাণ্যগ্রহণোপায়াভাবাদিতিমতং যদি॥ ৩৫৬॥

কারণের অভাব এবং প্রতিবন্ধকবস্তু সর্ব্বথা পৃথক্ পদার্থ। অন্যথা ঘট-কার্য্যে দণ্ডাভাবকে কারণাভাব না বলিয়া প্রতিবন্ধক বলা যাইতে পারে॥

অতএব বিষয়গ্রহণ-কালে কোনস্থলে সন্দেহ হইলে তাহার অপনয়নের জন্যই পরীক্ষার আবশ্যক হয়। সন্দেহের অভাবস্থলে সাক্ষিজীব বস্তুবিষয়কজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রামাণ্যও গ্রহণ করিয়া থাকেন॥৩৫৩॥

যে সকল নৈয়ায়িক বস্তুতত্ত্ববিচার না করিয়া নিমীলিত-নেত্রেই বলিয়া থাকেন যে—"সর্ব্বত্রই বস্তুবিষয়কজ্ঞানের প্রামাণ্যানুমানের পূর্ব্বে প্রামাণ্যবিষয়ে সন্দেহ থাকে বলিয়া সাক্ষিজীব বস্তুদর্শনমাত্র প্রামাণ্যনির্ণয় করিতে পারেন না, পরন্তু অনুমানদ্বারাই তত্তৎস্থলে প্রামাণ্য অনুমিত হইয়া থাকে" তাহাদের প্রতি উত্তর বলা হইতেছে॥ ৩৫৪-৩৫৫॥

বস্তুদর্শনের পর তদ্বিষয়ে সন্দেহ কাহারও অনুভূত নহে বলিয়া কে এতাদৃশ সংশয়ের কল্পনা করিয়া থাকে? যদি বল বস্তুদর্শনের পর সংশয় উপস্থিত হয় এবং অতঃপর অনুমানদ্বারা নিশ্চয় জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, সেইজন্যই সংশয় কল্পনা করিতে হয়, সংশয়কল্পনাব্যতীত প্রামাণ্যগ্রহণের

তদা তেঽন্যোন্যাশ্রয়াখ্যমহাদোষো ভবিষ্যতি।
সংশয়ানুপপত্ত্যৈব প্রামাণ্যেক্ষণশিক্ষণং ॥ ৩৫৭ ॥
ন চেদ্ ঘটত্বতদ্বত্ত্বতৎপ্রকারকতাদিকং।
উপনীতমনীতং বা সাক্ষাৎ কুর্য্যাদ্ধি সাক্ষ্যসৌ ॥ ৩৫৮ ॥
যত্ত্বস্তিসংশয়স্তেঽয়ং তদেবাস্য পরাভবঃ।
পরাভূতে সতি হ্যস্মিন্নীক্ষণং স্যাদ্দূরীক্ষণং ॥ ৩৫৯ ॥
প্রামাণ্যবীক্ষণা-ভাবাদেব সংশয়কল্পনা।
এবঞ্চ কথমন্যোন্যসংশ্রয়স্ত্বাং জিহাসতি ॥ ৩৬০ ॥
পৃথুবুধ্নোদরত্বাদেবিশেষস্য প্রদর্শনাৎ।
কথং সমীপস্থঘট-পটাদ্যর্থেষু সংশয়ঃ ॥
যন্মূলো জ্ঞানমানত্ব-সন্দেহস্তে ভবিষ্যতি ॥ ৩৬১ ॥

উপায় নাই—তাহা হইলে তোমার মতে অন্যোন্যাশ্রয় নামক মহাদোষের অবতারণা হইয়া থাকে। যেহেতু প্রামাণ্যগ্রহণ হইলে সংশয় জন্মিতে পারে না, অতএব সংশয়ের উপপত্তির জন্য প্রামাণ্যগ্রহণের নিরাকরণ করিতে হয়, অন্যথা ঘটত্ব জাতি, ঘটত্বজাতিবিশিষ্টত্ব, জ্ঞানবিষয়ে ঘটত্ব-প্রকারতাদি সমস্তই উপনীত বা অনুপনীত সর্ব্বঅবস্থায়ই সাক্ষীগ্রহণ করিতে পারে। পরন্তু প্রামাণ্যগ্রহণের অভাব না হইলে সংশয় জন্মিতে পারে না, আবার সংশয়ব্যতীত প্রামাণ্যগ্রহণের অভাব হইতে পারে না বলিয়া উভয়সঙ্কটরূপ অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ তোমার মতে অবশ্যই ঘটিয়া থাকে ॥ ৩৫৬-৩৬০ ॥

সমীপস্থ ঘটপটপ্রভৃতিপদার্থের অধোভাগের ও উদরের স্থূলত্বাদি যাবতীয় ধর্ম্মবিশেষের দর্শনের পর তাহাতে এবং তদ্বিষয়কজ্ঞানের প্রামাণ্যবিষয়ে তোমার কিরূপে সন্দেহ হয় বল দেখি? ॥ ৩৬১ ॥

যথা প্রামাণ্যানুমানাৎ প্রামাণ্যস্য বিনির্ণয়ঃ।
তথা ঘটত্বপ্রত্যক্ষাদ্ ঘটত্বস্যাপি নির্ণয়ঃ ॥ ৩৬২ ॥
শঙ্কাধানং যথা তত্র মূলদার্ঢ্যান্ন তে মতে।
তথা নির্দ্দোষাক্ষজন্য-জ্ঞানদার্ঢ্যাদিহাপি ন ॥ ৩৬৩ ॥
তস্মাৎ প্রামাণ্যশঙ্কায়া বীজং ভর্জ্জিতমত্র তে।
নির্বীজা সা লতাগর্ভস্রাবেণৈব গতাভবৎ ॥ ৩৬৪ ॥
দোষশঙ্কাকৃতোপ্যেষু ন স্যাৎ প্রামাণ্যসংশয়ঃ।
সমীপস্থঘটাদ্যর্থজ্ঞানেষু কুত এব সা ॥ ৩৬৫ ॥
তৎসন্নিকৃষ্টদৃষ্টার্থজ্ঞানমানত্বসংশয়ঃ।
অজানতাং জানতাং বা নাস্তি চক্ষুষ্মতাং সতাম্ ॥ ৩৬৬ ॥

তুমি যেরূপ প্রামাণ্যের অনুমান দ্বারা প্রামাণ্যনির্ণয় হয় বল সেইরূপ আমিও ঘটত্বধর্ম্মের প্রত্যক্ষদ্বারাই ঘটত্বজ্ঞানের নির্ণয় বলিয়া থাকি ॥৩৬২॥

তোমার মতে যেরূপ সেই অনুমানের মূলের দৃঢ়তাবশতঃ অর্থাৎ হেতু-প্রভৃতির নির্দ্দোষত্বাশতঃ প্রামাণ্যবিষয়ে পশ্চাৎ কোন শঙ্কার উদয় হয় না, সেইরূপ আমার মতে প্রত্যক্ষেই নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানের দৃঢ়তা বশতঃ শঙ্কা থাকিতে পারে না ॥ ৩৬৩ ॥

অতএব প্রামাণ্যসন্দেহবিষয়ে তুমি যে অনুমানবীজ বলিয়াছিলে উহা সর্ব্বতোভাবে ভর্জ্জিত হওয়ায়, প্রামাণ্যসন্দেহ-লতা উৎপত্তিতেই বিনষ্ট হইয়া গেল ॥ ৩৬৪ ॥

বস্তুবিষয়ক-দোষশঙ্কাবশতঃই বস্তুজ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহণে সংশয় হইবে এরূপও বলিতে পার না, যেহেতু সমীপস্থিত ঘটাদিবিষয়জ্ঞানে দোষাশঙ্কা কিরূপে হইতে পারে? ॥ ৩৬৫ ॥

অতএব পণ্ডিত বা অপণ্ডিত কোন চক্ষুষ্মান্ সাধুব্যক্তিরই সমীপস্থ দৃষ্টবিষয়কজ্ঞানের প্রামাণ্যে সংশয় হইতে পারে না ॥ ৩৬৬ ॥

নায়ং ঘট ইতি প্রোক্তে ভবত্যেবেতি যৎ পুনঃ।
ভবন্তি প্রতিবক্তারস্তত্র কিং কারণং বদ ॥ ৩৬৭ ॥
যদ্যর্থে তত্র বিশ্বাসস্তর্হি তেন চ সাক্ষিণা।
গ্রহণে ন তরাং তস্য বিঘ্নো দ্বৈমাতুরো হ্যসৌ ॥ ৩৬৮ ॥
কিঞ্চ বিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যে কর্ম্মণি কর্ম্মিণাম্।
প্রামাণ্যনিশ্চয়োবশ্যং নিঃশঙ্কায়ৈ প্রবৃত্তয়ে ॥ ৩৬৯ ॥
স চেৎ স্বতো ন তর্হি স্যাদনবস্থাখ্য দূষণং ॥ ৩৭০ ॥

যদি কোনব্যক্তি প্রবঞ্চনাসহকারে "ইহা ঘট নহে" এরূপ বলে, তাহা হইলে অন্য সকলে—"ইহা ঘটই" এইরূপ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। যদি তাহাদের ঐঘট দর্শনকালে জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চয় না হয় তাহা হইলে এরূপ প্রতিবাদ সম্ভব হয় কি? ॥ ৩৬৭ ॥

যদি সেই বস্তুবিষয়ে সন্দেহ না থাকে তাহা হইলে এবং সাক্ষি জীব উহা নিশ্চয়রূপে গ্রহণ করেন তাহা হইলে প্রামাণ্যের প্রতি আর বিঘ্ন কি আছে? যেহেতু—প্রামাণ্য দ্বৈমাতুর অর্থাৎ মাতৃদ্বয়রক্ষিত বলিয়া স্বয়ংই বিঘ্ননাশে সমর্থ হয়, (সন্দেহাভাব এবং সাক্ষীকর্ত্তৃক গ্রহণ এই উভয়মতরূপিণী জননীরক্ষিত বলিয়া তাহার কোন বাধা হয় না) ॥ ৩৬৮ ॥

আরও দেখ—বহুবিত্ত ও প্রয়াসসাধ্যকর্ম্মে লোকের যদি প্রামাণ্য-নিশ্চয় না থাকে তাহা হইলে নিঃশঙ্কভাবে কিরূপে প্রবৃত্ত হইতে পারে?

যদি সেই জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার না করিয়া অনুমানদ্বারা প্রামাণ্য বলিতে হয়, তাহা হইলে সেই অনুমানের প্রামাণ্যের জন্য পুনরায় অনুমান করিতে হয় এবং তাহার প্রামাণ্যনির্ণয়ের জন্য পুনরায় অনুমান করিতে হয় এইরূপে উত্তরোত্তর কেবল অনন্ত অনুমান কল্পনা-রূপ অনবস্থা-দোষেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৭০ ॥

যন্থর্থনিশ্চয়াদেব প্রবৃত্তিরিতি মন্যসে।
তর্হি প্রামাণ্যসন্দেহস্থলেপ্যর্থস্য নিশ্চয়াৎ ॥ ৩৭১ ॥
আবশ্যকাৎ প্রবৃত্তিঃ স্যাদ্ যত্র প্রামাণ্যসংশয়ঃ।
তত্রাপ্যুপান্তগমনে কিং ন স্যাদর্থনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭২ ॥
অতঃ প্রামাণ্য-নির্ণীত্যৈ প্রবর্ত্তেত ন কশ্চন ॥ ৩৭৩ ॥
যন্থর্থনিশ্চয়াশ্বাসঃ প্রামাণ্যস্য বিনিশ্চয়ে।
অনবস্থা তর্হি সুস্থা নিঃশঙ্কাসু প্রবৃত্তিষু ॥ ৩৭৪ ॥
কিং চার্থনিশ্চয়ব্যাপ্তঃ প্রামাণ্যস্যাপি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭৫ ॥
প্রকারত্বে বিশেষ্যত্বে ন কদাপ্যস্তি সংশয়ঃ।
ঘটত্ববত্বনির্ণীতির্বিশেষ্যে যাবশিষ্যতে ॥
প্রামাণ্যনির্ণয়ো হ্যেষ স এব হ্যর্থনির্ণয়ঃ ॥ ৩৭৬ ॥

যদি বল বিষয়ের নিশ্চয় হইতেই তদ্‌বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে, জ্ঞানের প্রামাণ্যনিশ্চয়ের স্বীকারে আবশ্যক নাই? তাহা হইলে প্রামাণ্যসংশয়স্থলে লোক কেবলমাত্র অর্থের নিশ্চয় হইলেই প্রবৃত্ত হইত, প্রামাণ্যনির্ণয়ের অপেক্ষা করিত না, যে স্থলে প্রামাণ্যসংশয় থাকে সেস্থলে নিকটে গমনেই বস্তুনির্ণয় হইয়া থাকে ॥ ৩৭১-৩৭৩ ॥

প্রামাণ্যনিশ্চয় হইলেও যদি অর্থনিশ্চয়ের অপেক্ষা থাকে তাহা হইলে নিশঙ্কপ্রবৃত্তিস্থলে অনবস্থাদোষ সম্পূর্ণভাবেই অবস্থান করে ॥ ৩৭৪ ॥

"ইহা (অর্থাৎ এই ঘট) ঘটত্ববিশিষ্ট" এইরূপ জ্ঞানের নামই অর্থ নিশ্চয়, পরে "এই জ্ঞানে ঘটই বিশেষ্য এবং ঘটত্বধর্ম্মই প্রকার বা বিশেষণ" এইরূপ জ্ঞানই প্রামাণ্যজ্ঞান। অতএব উভয়ই অর্থতঃ একই হইয়া থাকে ॥ ৩৭৫-৩৭৬ ॥

অতো গৃহীতপ্রামাণ্যং জ্ঞানমেব প্রবর্ত্তকং।
প্রবৃত্তেরর্থনির্ণিতিজন্যত্বোক্তৌ চ কিং ন তে ॥ ৩৭৭ ॥
তজ্‌জ্ঞানগ্রাহকেণৈব তদ্‌গ্রহেণানবস্থিতিঃ।
অন্যে ন তু গ্রহেত্যুগ্রাং কস্তরেত্তাং সুদুস্তরাং ॥ ৩৭৮ ॥
ঘটে ঘটত্ব সত্ত্বে হি ঘটজ্ঞানস্য মানতা।
পটাদৌ চ পটত্বাদেঃ সত্ত্বে তজ্‌জ্ঞানমানতা ॥ ৩৭৯ ॥
তত্তদ্বত্বং তেষু তেষু ব্যবসায়েঽবসীয়তে।
ততোঽনুব্যবসায়েপি তদ্ভানং স্যাদ্ধি তদ্বলাৎ ॥ ৩৮০ ॥
এবঞ্চ জ্ঞানযাথার্থ্যং জ্ঞানগ্রাহকসাক্ষিণা।
কথং ন গৃহ্যতে জ্ঞানং যদি স্যাৎ স বিকল্পকং ॥ ৩৮১ ॥

অতএব তুমি অর্থনিশ্চয় হইলেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এরূপ বলিলেও অর্থাধীন প্রামাণ্যনির্ণয়যুক্তজ্ঞানই প্রবৃত্তির কারণ হয় না কি? ॥৩৭৭॥

অতএব জ্ঞানগ্রাহকসাক্ষিজীবকর্ত্তৃক স্বতঃই জ্ঞানের প্রামাণ্য গৃহীত হইয়া থাকে ইহা বলিলে অনবস্থাদোষ ঘটে না। অন্যদ্বারা প্রামাণ্য নির্ণয় স্বীকার করিলে সেই সুদুস্তর অত্যুগ্র অনবস্থা-দোষকে অতিক্রম করিতে পারে? ॥ ৩৭৮ ॥

ঘটে ঘটত্বধর্ম্মের সত্তা-নিবন্ধনই ঘটজ্ঞানের এবং পটপ্রভৃতিতে পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সত্তাবশতঃই পটজ্ঞানের প্রামাণ্য হইয়া থাকে, যৎকালে তত্তৎপদার্থের জ্ঞান হয় তৎকালে ঘটত্বপটত্বপ্রভৃতি তত্তৎ পদার্থধর্ম্মও সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞাত হয়, অতএব জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহণ পক্ষেও তাহাদের ভান অর্থাৎ উপস্থিতি অবশ্যই হইয়া থাকে ॥ ৩৭৯ ৩৮০ ॥

অতএব জ্ঞান সবিকল্পক অর্থাৎ বস্তুর ধর্ম্মাদি বিশিষ্টরূপে উদয় হয় বলিয়া জ্ঞানগ্রাহকসাক্ষী কিজন্য জ্ঞানের যথার্থগ্রহণে সমর্থ না হইবেন ॥৩৮১॥

যদ্যস্য নির্ণয়ো ন স্যাজ্‌জ্ঞানদ্বারৈব বেদনাৎ।
জ্ঞানোপনীত-সৌরভ্য-নির্ণিতিস্তর্হি চক্ষুষা ॥
সুরভীদং চন্দনঞ্চেত্যাকারা জায়তে কথং ॥ ৩৮২ ॥
ঘটোঽয়মিতিধীর্দ্দেশ কালয়োরুপনীতয়োঃ।
নির্ণয়ায় কথং শক্তা ন হি তত্রাপ্যনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৮৩ ॥
উপনায়কতজ্‌জ্ঞানদার্ঢ্যাত্তৎ সংশয়ো ন চেৎ।
দৃঢ়জ্ঞানোপনীতেঽর্থে কথমত্রাপ্যনির্ণয়ঃ ॥ ৩৮৪ ॥
জ্ঞাতো ময়াগুরুক্তার্থ ইতি যো বেত্তি সাক্ষিণা।
যথা তস্যাস্তি বিশ্বাসস্তস্মিন্নর্থে তথৈব হি ॥ ৩৮৫ ॥

সাক্ষীজ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষদ্বারা প্রামাণ্যনির্ণয় করিয়া থাকেন একথা যদি অঙ্গীকার কর তাহা হইলে তোমার মতে চক্ষুর্দ্বারা দূরস্থ চন্দনদর্শনেই "ইহা সুরভিচন্দন" এরূপ নির্ণয় কিরূপে করিতে পার? অর্থাৎ চন্দনের গন্ধ যদিও নাসিকা-গ্রাহ্য তথাপি চক্ষুর্দ্বারা দর্শনমাত্রেই জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষ-দ্বারাই তুমি তাহার সুরভি নির্ণয় করিয়া থাক, অতএব আমার মতেও জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষদ্বারা প্রামাণ্যনিশ্চয়ে আপত্তি নাই॥ ৩৮২ ॥

"ইহা ঘট" এইরূপ ঘটজ্ঞানকালে যেরূপ তাহার অধিকরণ দেশ এবং চক্ষুর গ্রহণের অযোগ্য, পরন্তু প্রমাণান্তরগৃহীত কালের জ্ঞানও চক্ষুদ্বারা হইয়া থাকে সেইরূপ সাক্ষিকর্ত্তৃক জ্ঞানপ্রামাণ্য ও গৃহীত হইয়া থাকে ॥ ৩৮৩ ॥

যদি বল—ঘটগ্রহণকালে প্রমাণান্তরদ্বারা তাহার অধিকরণকালের সত্ত্বা অবগত বলিয়াই চক্ষুর্দ্বারা দর্শনে কোন সন্দেহ হয় না তাহা হইলে—সুনিশ্চিতজ্ঞানদ্বারা উপনীত প্রামাণ্যবিষয়েই বা অনিশ্চয়ের কারণ কি? ॥ ৩৮৪ ॥

(জ্ঞা·দ্বারা গৃহীত প্রামাণ্যরূপবিষয়ে যে বিশ্বাস জন্মে তাহার

জ্ঞাতো ঘটঃ পটো জ্ঞাত ইত্যাদাবপি সাক্ষিণা।
জ্ঞানস্যুতত‍য়া ভাতোপ্যর্থঃ কিং নাবসীয়তে ॥ ৩৮৬ ॥
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং তদুক্তমৃষিণেতি চ।
শ্রুত্যা স্বোক্তার্থদার্ঢ্যার্থং পূর্ব্বৈরপ্যুক্ততোচ্যতে ॥ ৩৮৭ ॥
বাচো গোচরতা জ্ঞানেপ্যর্থসত্তা যথেয়তে।
জ্ঞান-গোচরতা জ্ঞানেপ্যর্থসত্তাতথেয়তাং ॥
ন চেচ্চারাংশ্চারয়ন্তো নৃপাশ্চ স্যুরকোবিদাঃ ॥ ৩৮৮ ॥
কিঞ্চেদং নিরণায়ীতি প্রোক্তেহর্থে সত্ত্বনির্ণয়ঃ।
অস্ত্যেব নিকটস্থেষু ধীশ্চ নিশ্চয়রূপিণী ॥ ৩৮৯ ॥

উদাহরণ) গুরুকর্ত্তৃক কথিত কোন বিষয়ে লোক যেরূপ বলে যে—"আমি গুরুকর্ত্তৃক উক্ত ঐ বিষয়টী জানিয়াছি" এস্থলে যেরূপ গুরু কর্ত্তৃক উক্তবিষয়ের জ্ঞানে লোকের বিশ্বাস হয় সেইরূপ—"ঘট জানিয়াছি পট জানিয়াছি" ইত্যাদিস্থলেও সাক্ষিকর্ত্তৃক জ্ঞানদ্বারা গৃহীতবিষয়েও প্রামাণ্যবিশ্বাস অবশ্যই হইতে পারে ॥ ৩৮৫-৩৮৬ ॥

(অন্যদ্বারা গৃহীতঅর্থেও নিজের অভিপ্রায় বিষয়ক দৃষ্টান্ত) "যাহারা (যে ঋষিগণ) আমাদের প্রতি পূর্ব্বোক্ত অর্থ বলিয়াছেন, তাহাদের এইরূপ বাক্য শুনিয়াছি"। "পূর্ব্বোক্ত অর্থ ঋষিও বলিয়াছেন" ইত্যাদি শ্রুতি ও অন্যদ্বারা গৃহীতবিষয়ে প্রত্যয় জ্ঞাপন করিয়াছেন ॥ ৩৮৭ ॥

অন্যের বাক্যবিষয়কজ্ঞানে যেরূপ নিজের অর্থবিশ্বাস হয় সেইরূপ জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারাও অর্থসত্তায় বিশ্বাস অঙ্গীকর্ত্তব্য; অন্য কর্ত্তৃক গৃহীতঅর্থ যদি অনিশ্চিত হয় বল তাহা হইলে শত্রুর বৃত্তান্ত অবগতির জন্য রাজা যে গুপ্তচর নিয়োগ করেন উহা মূর্খতা মাত্র ॥ ৩৮৮ ॥

বিশেষতঃ "এবিষয়ে নিশ্চিত হইল" এইরূপ কথিতবিষয়ে প্রামাণ্য-নিশ্চয় এবং নিকটস্থপদার্থে নিশ্চয়রূপিণী বুদ্ধি অবশ্যই হইয়া থাকে

অতো বিনিশ্চিতোর্থোয়মিত্যনুব্যবসায়বান্।
অর্থসত্ত্বারূপমেব তৎপ্রামাণ্যঞ্চ নির্ণয়েৎ ॥ ৩৯০ ॥
কিঞ্চ প্রামাণ্যানুমিত্যাপ্যুপস্থিততদগ্রহঃ।
সাক্ষিণি স্যাদ্ যতস্তত্রাপ্যুপনীতং তদীয়তে ॥ ৩৯১ ॥
ন কিং প্রমাবানহমিত্যাকারা নিশ্চয়াত্মিকা।
জায়তেঽনুব্যবসিতি প্রামাণ্যেঽনুমিতেপি তে ॥ ৩৯২ ॥
ব্যাপ্তিজানুমিতে দার্ঢ্যাদুপনীতস্য নির্ণয়ে।
অক্ষজানুভবেদার্ঢ্যং কিং নাস্তস্ত্যত্রোপনেতরি ॥ ৩৯৩ ॥
নাপি প্রামাণ্যসন্দেহাজ্জ্ঞ নাদার্ঢ্যস্য বিপ্লবঃ।
দৃঢ়রূঢ়জ্ঞানশক্ত্যা সংশয়স্যৈব হিংসনাৎ ॥ ৩৯৪ ॥

বলিয়াই পুরুষ ও "আমি এবিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞাত হইলাম" এইরূপ অনুব্যবসায়যুক্ত হইয়া জ্ঞানের প্রামাণ্যকে বিষয়সত্তারূপে নির্ণয় করিতে পারেন ॥ ৩৮৯-৩৯০ ॥

সাক্ষী প্রথমে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণ করিয়া অনুমান দ্বারা তাহার জ্ঞানবিষয়কপ্রামাণ্যনির্ণয় করেন ইহাই নৈয়ায়িকগণের মত—এবিষয়ে দোষ বলিতেছেন—জ্ঞান যেরূপ বিষয়গতপ্রামাণ্যনির্ণয়ে অসমর্থ, সেইরূপ অনুমানও যে অসমর্থ নহে এবিষয়ে যুক্তি কি? যেহেতু জ্ঞানও যেরূপ প্রমাণ, অনুমানও সেইরূপ একটা প্রমাণই মাত্র ॥ ৩৯১-৯২ ॥

যদি বল অনুমানব্যাপ্তিপ্রভৃতি সহকারীর দৃঢ়তাবশতঃ প্রামাণ্য-নিশ্চয়ে সমর্থ তাহা হইলে সন্নিকর্ষপ্রভৃতিসহকারীর দৃঢ়তাবশতঃ প্রত্যক্ষ-গৃহীতজ্ঞানই বা প্রামাণ্যনির্ণয়ে সমর্থ না হইবে কেন? ৩৯৩ ॥

যদি বল প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রামাণ্য-সন্দেহবশতঃই দৃঢ়তা নাই, তাহা হইলে আমরা বলি যে জ্ঞানের দৃঢ়ত্ববশতঃ সেস্থলে সন্দেহই নাই ॥৩৯৪॥

ঘটত্ববত্বে সন্দেহঃ স্যাত্তন্নিশ্চয়-বিচ্যুতৌ।
সন্দেহাত্তচ্চ্যুতেশ্চোক্তৌ কিং দোষং নানুপশ্যসি ॥ ৩৯৫ ॥
কিং প্রত্যক্ষমমানং তে কিংবা দুর্ব্বলমন্যতঃ।
সাভাসত্বং দ্বয়োশ্চাস্তি মানত্বং চোভয়োঃ সমং ॥ ৩৯৬ ॥
প্রবলাক্ষোপনীতেঽর্থে নির্ণয়ো যদি নেষ্যতে।
দুর্ব্বলানুময়ানীতে বিশ্বাসো ন তরাং তদা ॥ ৩৯৭ ॥
জ্ঞাতস্যৈব পুনর্জ্ঞানে প্রামাণ্যং গৃহ্যতে কিল।
তাদৃশ্যাদ্যে দৃঢ়জ্ঞানে কুতো বা তন্ন গৃহ্যতে ॥ ৩৯৮ ॥

যদি প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রামাণ্যসন্দেহবশতঃ নিশ্চয় নাই এরূপ বল তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে যেহেতু—সন্দেহ দৃঢ়মূল হইলে নিশ্চয়ের অভাব এবং নিশ্চয়ের অভাব হইলেই সন্দেহ সম্ভবপর ॥ ৩৯৫ ॥

তুমি প্রত্যক্ষকে অনুমানাদি অপেক্ষা অপ্রমাণ অথবা দুর্ব্বল কিরূপে বলিতে পার যেহেতু—লোকমধ্যে—প্রত্যক্ষ এবং অনুমান উভয়ের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য গৃহীত হইয়া থাকে, অতএব একটীকে অপ্রমাণ বা দুর্ব্বল বলা যায় না ॥ ৩৯৬ ॥

প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যেই বরং প্রত্যক্ষই প্রবল, অতএব যদি প্রত্যক্ষগৃহীতজ্ঞানের দ্বারা প্রামাণ্যনির্ণীত না হয়, তাহা হইলে দুর্ব্বল অনুমানদ্বারা তাহা কিরূপে হইবে ? ॥ ৩৯৭ ॥

প্রথমতঃ প্রামাণ্যটী জ্ঞানেরই বিষয়ীভূত হয়, পরে অনুমান দ্বিতীয়বার উহাকে বিষয় করিয়া থাকে, অতএব এস্থলে পরবর্ত্তী অনুমানদ্বারাই প্রামাণ্যনির্ণয় হইবে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানদ্বারা হইবে না ইহার তাৎপর্য্য কি ? ॥ ৩৯৮ ॥

"জ্ঞানের প্রামাণ্য পরদ্বারাই নির্ণীত হয়" এইরূপ নিজমত রক্ষার জন্যই যদি তুমি অনুমানকে প্রামাণ্যনির্ণায়ক বল তাহা হইলে "জ্ঞানের

পরতন্ত্বস্য রক্ষার্থং যত্নেষ নিয়মস্তব।
স্বতস্ত্ব-পরিরক্ষার্থং যুক্তি-যুক্তো মমাপ্যয়ম্ ॥ ৩৯৯ ॥
কিঞ্চ প্রবৃত্তি সামর্থ্যাৎ প্রামাণ্যানুমিতিস্তব।
প্রবৃত্তেশ্চ সমর্থত্বং কেন নির্ণীয়তে বদ ॥ ৪০০ ॥
ন হি তত্রানুমাতেস্তি সাক্ষিণা কেবলেন চেৎ।
পিতা তবানুমানস্য সাক্ষীরক্ষো হি সর্ব্বথা ॥ ৪০১ ॥
দূরে প্রামাণ্যশঙ্কা চেন্নোপান্তে সা কুতো নৃণাম্ ॥
জ্ঞানে জ্ঞাতেঽর্থতোঽর্থেচ্ছোঃ কোটিস্মৃত্যা বুভুৎসয়া।
প্রাপ্তশঙ্কা তরোর্মূলং চ্ছেত্তুং কোঽন্যঃ পরশ্বধঃ ॥ ৪০২ ॥

প্রামাণ্য স্বতঃ সিদ্ধ" এইরূপ নিজমত রক্ষার জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানকেই বা আমি প্রামাণ্যনির্ণায়ক বলিব না কেন? ॥ ৩৯৯ ॥

তুমি যে প্রামাণ্য অনুমানের প্রতি—"সফল প্রবৃত্তি জনকত্ব" রূপ হেতু নির্দ্দেশ কর, সেই "সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব" কিরূপে নির্ণীত হয় বল দেখি? ॥ ৪০০ ॥

তাদৃশ হেতুনিশ্চয়ের জন্য তোমার মতে অনুমানান্তর স্বীকৃত হয়না পরন্তু সাক্ষীকর্ত্তৃকই হেতুনির্ণয় হয় ইহা বলিয়া থাক। অতএব প্রামাণ্যের হেতুর যথার্থনির্ণায়ক সাক্ষী প্রামাণ্যের যথার্থনির্ণয়েই অসমর্থ হইবেন কেন? ॥ ৪০১ ॥

সাক্ষীকর্ত্তৃকই যে প্রামাণ্য নিশ্চয় হয় ইহা তোমার মুখদ্বারাই অঙ্গীকার করাইব—যেহেতু—দূরস্থবিষয়েই হেতুর সংশয় হয়, সমীপস্থ বিষয়ে হেতুর সংশয় নাই ইহাই তোমার মত। এখন বল দেখি—দূরস্থে সংশয় এবং সমীপস্থে সংশয়াভাবের কারণ কি? দূরস্থবস্তুতে "ইহা পুরুষ বা বৃক্ষ" এইরূপ দ্বিধা সত্তা-হেতু সংশয় হয়। সমীপস্থ বস্তুতে তাদৃশ দ্বিধার অভাববশতই সংশয় হয় না, ইহাই যদি তোমার

অতোত্র তন্নিরোধায় বিশেষাবসিতির্ধ্রুবা।
সংশয়স্য হ্যনুত্থানমেককোট্যবধারণে ॥ ৪০৩ ॥
তস্মাৎ কথং ন নির্ণীতসমীপস্থার্থধীষু সা ॥
অতোত্র সংশয়োচ্ছিত্ত্যৈ বাচ্যঃ প্রামাণ্যনিশ্চয়ঃ ॥ ৪০৪ ॥
নাত্র প্রবৃত্তিসামর্থ্যমন্যদ্বাস্ত্যনুমাপকং।
যতো গৃহীতপ্রামাণ্যজ্ঞানজাতীয়তাপি ন ॥
নবার্থনূত্নজ্ঞানত্বাৎ স্বতস্ত্বং কস্ত্যজেত্ততঃ ॥ ৪০৫ ॥
সমীপগমনে সত্যে বার্থসামর্থ্যশোধনং।
তৎপ্রমাণুমিতেঃ পূর্ব্বং প্রামাণ্যং সাক্ষিণেক্ষ্যতে ॥ ৪০৬ ॥

উত্তর হয় তাহা হইলে সমীপস্থ পদার্থেও—"এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়" এরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে ঐ সংশয়কারণ কাহাদ্বারা নির্ণীত হইবে? ॥ ৪০২ ॥

যদি সমীপস্থবিষয়ে একতর নিশ্চয়দ্বারাই সংশয় থাকিতে পারেনা, একথা বল তাহা হইলে সমীপস্থ বিষয়জ্ঞানে বিশেষনির্ণয় তোমার অঙ্গীকারই করিতে হয়, যাহা দূরস্থে স্বীকার করা যায় না, পরন্তু তুমি দূরস্থে যে বিশেষনির্ণয় হয়না, নিকটস্থে হয় বলিবে আমার মতে ঐ বিশেষনির্ণয়ের নামই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ॥৪০৩-৪০৪॥

তুমি প্রামাণ্যগ্রহণের প্রতি অনুমান এবং পূর্ব্বপূর্ব্ব নিশ্চিত প্রামাণ্যশালী জ্ঞানের সজাতীয়ত্ব এই দুইটীকেই হেতু বল, পরন্তু নূতন বস্তুবিষয়ক নূতনজ্ঞানে উক্তহেতুদ্বয় সম্ভবপর হয়না, অতএব উক্ত স্থলে জ্ঞানপ্রামাণ্য স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪০৫ ॥

যেরূপ সমীপস্থ বিষয়ে অনুমান ব্যতীত স্বতঃই প্রামাণ্য নির্ণয় হয় সেইরূপ দূরস্থবিষয়েও নিকটে গমনাদিদ্বারাই প্রামাণ্য নির্ণয় হয়, অনুমান অপেক্ষা করেনা ॥ ৪০৬ ॥

সাক্ষ্যুচ্ছিষ্টকৃতাহারা তেঽনুমাস্তোপজীবিনা।
সাক্ষী তদক্ষাদ্যধ্যক্ষো নোপেক্ষোঽয়ং মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৪০৭ ॥
অপ্রামাণ্যে স্বতস্ত্বং ন যুক্তিযুক্তমতো ন তৎ ॥ ৪০৮ ॥
ভ্রমজ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ্যত্বাদ্যভাবো হ্যমানতা।
তৎসত্ত্বগ্রাহিণী ভ্রান্তিস্তঃ সাক্ষী চান্তঃ স্বতন্ত্রদৃক্ ॥
উপনায়কশূন্যেন বাহ্যং তদ্‌গৃহ্যতে কথং ॥ ৪০৯ ॥
অতোঽনুমানতো রূপ্যত্বাভাবোপস্থিতির্যদা।
তদা তদপি গৃহ্নীয়াদিতি সর্ব্বমনাকুলং ॥ ৪১০ ॥
নাপি প্রমায়াজনকো দোষাভাবো গুণোপি বা।
অসল্লিঙ্গপরামর্শাদ্ যতো যাদৃচ্ছিকানুমা ॥ ৪১১ ॥

অতএব সাক্ষিগৃহীত প্রামাণ্যবিষয়ে যে অনুমান হয় সেই অনুমান সাক্ষীর উচ্ছিষ্টভোজীই হইয়া থাকে, পরন্তু নিজের উচ্ছিষ্টভোজী অনুমান দ্বারা নির্ণীত প্রামাণ্য সাক্ষী গ্রহণ করেন না॥ ৪০৭ ॥

এস্থলে নৈয়ায়িক আপত্তি করেন যে—প্রামাণ্য যেরূপ স্বতঃ গ্রাহ্য অপ্রামাণ্যও স্বতঃগ্রাহ্য হইতে পারে—তাহার খণ্ডন বলিতেছেন—অপ্রামাণ্য স্বতঃগ্রাহ্য এবিষয়ে কোন যুক্তি নাই॥ ৪০৮ ॥

শুক্তি প্রভৃতি স্থলে—"ইহা রজত" এইরূপ ভ্রমজ্ঞান হইলে যখন তাহাতে রজতাদিবিষয়ের অলাভ হয় তখনই ঐ জ্ঞান অপ্রমাণ বলিয়া-কথিত হয়। অবিদ্যমানরজতাদিবস্তুর সত্তাগ্রাহী জ্ঞানকেই ভ্রমজ্ঞান বলা হয়। সাক্ষী অন্তরমধ্যেই জ্ঞান গ্রহণে স্বতন্ত্র, বাহ্যক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নহেন, এই জন্যই অপ্রামাণ্য গ্রহণে অন্য হেতু নাই বলিয়া অপ্রামাণ্য পরতঃ গ্রাহ্য হইয়া থাকে॥ ৪০৯ ॥

অনুমানদ্বারা তাদৃশস্থলে রজতের অভাব নির্ণীত হইলে অতঃপর পরম্পরাক্রমে জ্ঞানের অপ্রামাণ্যসাক্ষী গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥৪১০॥

সল্লিঙ্গস্য পরামর্শো গুণস্তেঽনুমিতৌ মতঃ।
তদভাবেঽপি জাতেয়মনুমা যৎ প্রমাত্মিকা॥
সর্ব্বত্র চ প্রমায়াস্তদ্‌গুণজন্বকথা বৃথা॥ ৪১২॥
যো ধর্ম্মো ব্যতিরেকেণ ব্যভিচারী সকার্য্যকৃৎ।
কথং স্যাৎ কারণং যস্মাদন্বয়ি ব্যতিরেকি চ॥ ৪১৩॥
দণ্ডে সতি ঘটাভাবাদন্বয়স্য নিরূপণম্।
যস্মিন্ সত্যেব যদিতি প্রাজ্ঞাঃ প্রাহুর্বিবেকিনঃ॥ ৪১৪॥

সম্প্রতি প্রামাণ্যের জ্ঞান স্বতঃই হইয়া থাকে ইহা নির্ণয়ের পর প্রামাণ্যের উৎপত্তিও স্বতঃই হয় ইহা নির্ণয় করিতেছেন—নৈয়ায়িক বলেন যে—আপ্ত অর্থাৎ বিশ্বস্তপুরুষের উক্তিরূপ গুণবশতঃ এবং দোষাভাববশতঃ প্রামাণ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা সঙ্গত নহে যেহেতু—কোন ব্যক্তি দূর হইতে বাষ্প দেখিয়া উহাকে ধূমজ্ঞানে তথায় বহ্নির অনুমান করিয়া তথায় গমনপূর্ব্বক যদি দৈবাৎ বহ্নিলাভ করে তাহা হইলে এস্থলেই তোমার মতের অযথার্থ্য ঘটে—যেহেতু—এস্থলে আপ্তবচনরূপ গুণ ছিলনা, দোষের ও অভাব ছিলনা, পরন্তু বাষ্পরূপদোষই বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু আমি যে বহ্নির অনুমান করিয়াছিলাম, বহ্নিলাভবশতঃ ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যই হইল॥ ৪১১॥

পূর্ব্বোক্ত বহ্নি অনুমানস্থলে সৎহেতু অর্থাৎ বাস্তবিক ধূমের সত্তা ব্যতীতও বহ্নিলাভ হওয়ায়, হেতুর গুণবশতঃই যথার্থ অনুমান হইয়া থাকে একথা সর্ব্বত্র বলা অসম্ভব হইল॥ ৪১২॥

যে ধর্ম্মকার্য্যের ব্যভিচারী হয় উহা কারণ হইতে পারেনা পরন্তু যাহাতে অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা ব্যাপ্তি গৃহীত হয়, তাহাকেই কারণ বলা, যাইতে পারে॥ ৪১৩॥

দণ্ডে সত্যেব হি ঘটো দণ্ডাভাবেন কুত্রচিৎ।
অতোন্বয়োক্তির্মান্যৈবং নান্যথা ব্যভিচারতঃ ॥ ৪১৫ ॥
দণ্ডে সত্যপি মৃৎপিণ্ডাদ্যভাবে যদ্‌ঘটোপি ন।
রাসভে সত্যপি ঘটো জায়তে চ স্বকারণাৎ ॥ ৪১৬ ॥
অতোত্র দোষে সতি চ ভ্রমাভাবো ন দূষণম্।
দোষে সত্যেব তু ভ্রান্তিরিতি সোপি যতোন্বয়ী ॥ ৪১৭ ॥
এবঞ্চ জ্ঞানসামগ্র্যাং সত্যামেব প্রমা ভবেৎ।
তদভাবেতু ন ভবেদিত্যেবালং মমাপি হি ॥ ৪১৮ ॥

"দণ্ড থাকিলেই সে স্থলে ঘট থাকিবে" এরূপ অন্বয় নিয়ম নাই যেহেতু—কোনও স্থলে ঘট নাই অথচ দণ্ড থাকিতে দেখা যায়। পরন্তু ঘট উৎপন্ন হইতে হইলে দণ্ড থাকিতেই হইবে এরূপ নিয়মই সজ্জন সম্মত ॥ ৪১৪ ॥

"দণ্ডের সত্তায়ই ঘটোৎপত্তি সম্ভব এইরূপ অন্বয় ব্যাপ্তিই স্বীকার্য্য পরন্তু দণ্ড থাকিলে অবশ্যই ঘট থাকিবে এরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার্য্য নহে, তাহা হইলে অরণ্যে একটীদণ্ড আছে দেখা গেল, পরন্তু এখানে ঘট দেখা যাইতেছেনা বলিয়া নিয়মের ব্যভিচার হয় ॥ ৪১৫ ॥

কোনস্থলে দণ্ড থাকিলেও মৃৎপিণ্ডপ্রভৃতির অভাবে ঘট উৎপন্ন হইল না, কোনস্থলে ঘট উৎপন্ন হইবার সময় একটী মৃৎপিণ্ডবাহক গর্দ্দভ তথায় বর্ত্তমান ছিল, এই জন্য রাসভ থাকিলেই ঘট হইবে এইরূপ নিয়ম হয় না, পরন্তু ঘট উৎপত্তি হইলে দণ্ড থাকিতেই হইবে এইরূপই নিয়ম হইয়া থাকে ॥ ৪১৬ ॥

এইরূপ যেস্থলে দোষবশতঃ ভ্রম জন্মে সেই স্থলেও "দোষ থাকিলেই ভ্রম হইবে" এরূপ নিয়ম বলা যায় না, যেহেতু বাষ্পরূপদোষস্থলে ভ্রম

তস্মাদ্ভ্রমস্য সামগ্র্যাং প্রমাসামগ্র্যপি প্রমাম্ ।
সামান্যরূপাং কুর্য্যাদিত্যাক্ষেপো নির্নিবন্ধনঃ ॥ ৪১৯ ॥
সুহৃদ্ভাবেন পৃচ্ছন্তং প্রতি তু প্রতিবন্ধিকা ।
একা ফলবলাত্তত্র নাপরেত্যুত্তরং বদেৎ ॥ ৪২০ ॥
যাদৃচ্ছিকে যদৃচ্ছৈব ভ্রমস্য প্রতিবন্ধিকা ।
দোষস্য জাগরূকত্বাত্তদ্রোধে তদপেক্ষণং ॥ ৪২১ ॥

না হইয়া বহ্নিলাভও হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরন্তু "ভ্রম হইলে দোষ অবশ্যই থাকিবে" এইরূপ নিয়মই সঙ্গত ॥ ৪১৭ ॥

ইহাদ্বারা জ্ঞানসামগ্রীসত্ত্বেই প্রমা জন্মে, জ্ঞানসামগ্রীর অভাবে প্রমা জন্মে না ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ৪১৮ ॥

তার্কিকগণ বলেন যে স্থলে ভ্রমসামগ্রী এবং প্রমাসামগ্রী উভয়ের সমাবেশ রহিয়াছে সেস্থলে অর্থাৎ যে স্থানে বাষ্পরূপ ভ্রমের সামগ্রী এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রমাসামগ্রী বর্ত্তমান আছে পূর্ব্বোক্ত তাদৃশ স্থলে—সামান্যত জ্ঞানমাত্রই হইয়া থাকে, কিন্তু তাদৃশ জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্ণয় হয় না, পরন্তু আমরা তাদৃশস্থলে প্রমাজ্ঞানই স্বীকার করি যেহেতু দোষহেতু-বর্ত্তমান থাকিলেই ভ্রম হইবে এরূপ নিয়ম নাই ॥ ৪১৯ ॥

প্রমা ও ভ্রম এই উভয়ের সামগ্রীসমাবেশস্থলে কেবলমাত্র প্রমাই জন্মিয়া থাকে ইহার কারণ যদি সুহৃদ্‌ভাবে জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে উত্তর এই যে—তাদৃশস্থলে প্রমারূপ কার্য্য দৃষ্ট হয় বলিয়া অনুভবই প্রমাণ, অতএব প্রমাসামগ্রী দোষসামগ্রীর প্রতিবন্ধক ইহাই কল্পনা করিতে হয় ॥৪২০॥

বিশেষতঃ যাদৃচ্ছিকপ্রমাস্থলে অর্থাৎ যেস্থলে বাষ্পরূপ দুষ্ট-হেতু-দর্শনেও যথার্থ বহ্নি লাভ হয় তাদৃশস্থলে ঈশ্বরইচ্ছাই দোষনিবারক বলিয়া কল্পিত হয় ॥ ৪২১ ॥

প্রমা সামগ্র্যেব শক্ত্যা স্বফলং সাধয়েত্তদা ।
অতো যাদৃচ্ছিকী সাভূত্তন্মাত্রে তদপেক্ষণাৎ ॥ ৪২২ ॥
অন্যত্র সাপি নাপেক্ষ্যা গুণাত্তৎ ক্ব প্রমোদয়ঃ ॥ ৪২৩ ॥
যতো বহ্ন্যনুমা সেয়ং ততো ধূমত্বধীবলাৎ ।
তজ্জন্মবাচ্যং নান্যস্মাদ্‌যদ্ধূমস্যাগ্নিলিঙ্গতা ॥ ৪২৪ ॥
যথান্যত্র ভ্রমাকারা সাধীর্ধূমভ্রমাদভূৎ ।
তথৈবেয়ং জনৌ কোপি ন বিশেষো নয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৪২৫ ॥
প্রবৃত্ত্যুত্তরকালং তু বিসংবাদাদসৌ ভ্রমঃ ।
সংবাদেন প্রমা সেয়মিতি নির্ণীয়তে বুধৈঃ ॥ ৪২৬ ॥

উক্ত ঈশ্বরইচ্ছাদ্বারা প্রতিবন্ধক নিরস্ত হইলে প্রমাসামগ্রী স্বয়ংই নিজকার্য্য অর্থাৎ প্রমা উৎপাদনে সমর্থ হয়, যেহেতু প্রমাসামগ্রী প্রতিবন্ধক নিবারণে যদৃচ্ছা অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছার অপেক্ষা করে সেই জন্যই উক্ত প্রমাকে যাদৃচ্ছিকী প্রমা বলা হয় ॥ ৪২২ ॥

প্রতিবন্ধকশূন্যস্থলে যদৃচ্ছা অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছার অপেক্ষা নাই, অতএব পূর্ব্বোক্তগুণ হইতে প্রমা উৎপন্ন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না ॥ ৪২৩ ॥

যাদৃচ্ছিকবহ্নি অনুমানস্থলে ধূমজ্ঞান হইতেই বহ্নি অনুমান হয় ইহা অস্বীকার করিলে ধূম কুত্রাপি বহ্নি অনুমানের হেতু হইতে পারে না ॥ ৪২৪ ॥

হ্রদপ্রভৃতিস্থলে বাষ্পদর্শনাদিবশতঃ ধূমভ্রমে যেরূপ বহ্নির অনুমান জন্মে পরন্তু পশ্চাৎ অনুসন্ধানে তথায় বহ্নিসত্তা উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ যাদৃচ্ছিকবহ্নি অনুমানস্থলেও বাষ্পরূপ ধূমদর্শনেই অনুমান হয় পরন্তু যদৃচ্ছাক্রমে তথায় বহ্নির লাভ হইয়া থাকে বলিয়া উহা প্রমাজ্ঞান বলিয়া নির্ণীত হয় ॥ ৪২৫-৪২৬ ॥

উৎপত্তিস্তূভয়োরেক প্রকারা নাত্র সংশয়ঃ।
তস্মাদুক্তো গুণোন্যো বা কল্পনীয়ো ন জন্মনি ॥ ৪২৭ ॥
লিঙ্গভ্রমাখ্যানুমান-দোষে সত্যেব যাভবৎ।
দোষাভাবানপেক্ষৈব সেয়ং যাদৃচ্ছিকপ্রমা ॥ ৪২৮ ॥
প্রময়া নান্বয়ো যস্য ব্যতিরেকোপি যস্য ন।
দোষাভাবঃ স কুত্রাপি ন প্রমাং প্রতিকারণম্ ॥ ৪২৯ ॥
এবঞ্চ ভাবাভাবাখ্যগুণজা নৈব যা প্রমা।
তৎস্বতস্ত্বং মহত্তত্ত্বমিত্যাহুস্তত্ত্ববাদিনঃ ॥ ৪৩০ ॥
কার্য্যস্যৈবং ব্যবস্থিত্যা সর্ব্বমাসীদনাকুলং ॥ ৪৩১ ॥
তস্যাপি চোত্তরং ক্রমো যস্তথাপি দুরাগ্রহী।
যদ্যর্থসত্তাত্রগুণস্তথাপি ন গুণাজ্জনিঃ ॥ ৪৩২ ॥

এইরূপে ভ্রম ও প্রমার উৎপত্তি এক রীতি অনুসারেই হইয়া থাকে। অতএব কোথায়ও যথার্থহেতুজ্ঞানাদির অপেক্ষা নাই ॥ ৪২৭ ॥

হেতুভ্রমরূপদোষসত্তায়ও যাদৃচ্ছিকঅনুমানে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় কোথায়ও প্রমাজ্ঞানে দোষাভাবের অপেক্ষা নাই ইহা নির্ণীত হইল ॥ ৪২৮ ॥

প্রমার সহিত দোষাভাবের অন্বয় ব্যাপ্তি কিম্বা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি কোনটীই বর্ত্তমান নাই। অতএব দোষাভাব কোথায়ও প্রমার প্রতি কারণ নহে ॥ ৪২৯ ॥

এইরূপে দেখা গেল যে—প্রমা সৎ হেতুপ্রভৃতি গুণজন্যও নহে, দোষাভাব জন্যও নহে। অতএব প্রমা কেবলমাত্র স্বতঃই উৎপন্ন হয় ইহাই তত্ত্ববাদিগণের সিদ্ধান্ত ॥ ৪৩০ ॥

এইরূপে প্রমারূপকার্য্যের ব্যবস্থানিবন্ধন সমস্তই সঙ্গতভাবে সিদ্ধ হইল ॥ ৪৩১ ॥

পরোক্ষানুমিতের্জন্মন্যর্থো যত্তে ন কারণম্ ।
অন্যথা ভাব্যনুমিতেরসংভবমনুস্মর ॥ ৪৩৩ ॥
নাপ্যৈশ্বরার্থধীরত্র গুণো ভবিতুমর্হতি।
যদ্ধীত্বেনাখিলে কার্য্যে সা হেতুর্ন গুণ ত্বতঃ ॥ ৪৩৪ ॥
গুণত্বেনাপি হেতুত্বে কল্পনা-গৌরবং ভবেৎ ।
স্বতস্ত্বেনান্যথা সিদ্ধেঃ-কল্পকঞ্চন কিঞ্চন ॥ ৪৩৫ ॥
লিঙ্গভ্রমাদেব সাভূদনুমা লৈঙ্গিকী যতঃ ।
অর্থসত্তাদয়স্তদ্ধীমানত্বস্যানুমাপকাঃ ॥ ৪৩৬ ॥

যদি কেহ দুরাগ্রহবশতঃ প্রমাকে গুণজন্য বলিতে চাহে তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে—যাদৃচ্ছিকপ্রমাস্থলে যদি বহ্নিরূপ বিষয়ের সত্তাকেই গুণ বল, তাহা হইলেও তাহা হইতে অর্থাৎ ঐ গুণ হইতেই প্রমার উৎপত্তি হয় নাই, যেহেতু অপ্রত্যক্ষবস্তুবিষয়ক অনুমানে অনুমানের প্রতি কোথায়ও অর্থসত্তা অপেক্ষা করে না, অনুমানসত্ত্বেই যদি অর্থসত্তাপেক্ষা বল তাহা হইলে বহ্নিশূন্যবহ্নিশালা দেখিয়া ভবিষ্যৎ বহ্নির অনুমান না হইতে পারে ॥ ৪৩২-৪৩৩ ॥

(সম্প্রতি পক্ষধর মিশ্রের মতে দোষ বলিতেছেন—)

পক্ষধর সর্ব্বত্রই প্রমাস্থলে বস্তুবিষয়ক ঐশ্বরিকজ্ঞানকেই গুণ বলিয়া স্বীকার করেন, এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে—কার্য্যসামান্যের প্রতি ঈশ্বরজ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞানত্বরূপেই কারণ পরন্তু গুণত্বরূপে কারণ নহে ॥৪৩৪॥

ঈশ্বরজ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞানত্বরূপেই সকলের হেতু বলিয়া নির্ণীত, যদি প্রমাস্থলে তাহাকে গুণত্বরূপে হেতুকল্পনা কর তাহা হইলে কল্পনা গৌরব হইয়া থাকে, অতএব প্রামাণ্য স্বতঃই সিদ্ধ হয় বলিয়া, প্রামাণ্যের অনুপপত্তিরূপ দোষপ্রদর্শনদ্বারা প্রামাণ্যসিদ্ধির জন্য অন্য কোন বস্তুর কল্পনা করিতে পার না ॥ ৪৩৫ ॥

কিং চার্থধীত্বতঃ সা স্যাত্তত্তদর্থেষু কারণং।
জ্ঞানধীত্বেন চ জ্ঞানে ন গুণোসৌ ভ্রমেপি যৎ॥
তত্বদুক্তগুণোত্থাভূদেবমপ্যনুমা ন সা॥ ৪৩৭॥
করোমীদমিদং চেতি তত্তৎকার্য্যং করোত্যপি।
অন্যবুদ্ধ্যান্যকরণমভ্রান্তস্য কথং বদ॥ ৪৩৮॥
গুণানপেক্ষ এবাসৌ ভ্রমং কুর্য্যাৎ কিল প্রভুঃ।
গুণৈঃ কিল প্রমাং কুর্য্যান্ন স্বতন্ত্রেঽন্যতন্ত্রতা॥ ৪৩৯॥
ভ্রমজ্ঞানং যথা কুর্য্যাৎ প্রমাং কুর্য্যাত্তথৈব হি।
দ্বিপ্রকারতয়া কর্ত্তুং কিং স তার্কিককিঙ্করঃ॥ ৪৪০॥

যেহেতু অনুমান হেতুজ্ঞানজন্য সেইজন্য যাদৃচ্ছিকঅনুমানও মিথ্যা-হেতুর জ্ঞান হইতেই হইয়া থাকে, পরন্তু তথায় বর্ত্তমান বিষয়সত্তাদি কেবলমাত্র উৎপন্ন অনুমানের প্রামাণ্য সাধনই করিয়া থাকে॥ ৪৩৬॥

ঈশ্বরজ্ঞান তোমার মতে বহ্নিপ্রভৃতি অর্থবিষয়ে অথবা অনুমানাত্মক জ্ঞানবিষয়ে কারণ তাহা বল দেখি? যদি অর্থবিষয়ে বল তাহা হইলে ঘটপটাদির কারণ হইতে পারে জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। আর জ্ঞানবিষয়ে কারণ বলিলে প্রমাজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞান সামান্য জ্ঞানমাত্রেই কারণ হইতে পারে, অতএব ঈশ্বরজ্ঞান প্রমামাত্রের কারণ হইতে পারে না॥৪৩৭॥

ঈশ্বর অর্থবিষয়কজ্ঞানদ্বারা অর্থসৃষ্টিই করিয়া থাকেন, পরন্তু অর্থবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা জ্ঞানোৎপাদন অভ্রান্ত ঈশ্বরের পক্ষে যুক্ত নহে॥ ৪৩৮॥

সর্ব্ববিষয়ে সমর্থ ঈশ্বর গুণাপেক্ষা ব্যতীতই ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকেন পরন্তু প্রমা উৎপাদনে গুণের অপেক্ষা এইরূপ বলিতে পার না, যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র সেইজন্য প্রমাউৎপাদনেও তাহার অন্য সাহায্য আবশ্যক হয় না॥ ৪৩৯॥

অর্থপ্রমা যদি গুণঃ প্রমায়ামৈশ্বরীর্য্যতে।
ভ্রান্তার্থো রজতাদিঃ সন্নন্যথা খ্যাতিবাদিনঃ॥
অর্থসত্তা প্রমা চৈশী তদ্‌ভ্রমেত্যস্তি তে মতে॥ ৪৪১॥
ত্বদুক্তগুণসংজাতৌ দ্বৌ চ জাতৌ ভ্রমাভ্রমৌ।
গুণজত্বাৎ প্রমাত্বঞ্চেদ্দ্বয়োরপি কুতো ন তৎ॥ ৪৪২॥
যদি তত্র সতোর্থস্য প্রমৈশী তে গুণস্তদা।
লঘ্বী তত্রার্থসত্ত্বেব গুণোভূন্ন তু তৎপ্রমা॥ ৪৪৩॥
সা চানুমায়াং হেতুর্ন গুণজা সা প্রমা কথং॥ ৪৪৪॥

ঈশ্বর গুণাপেক্ষাব্যতীতই যেরূপ ভ্রমজ্ঞান উৎপাদন করেন সেরূপ গুণাপেক্ষাব্যতীতই প্রমাজ্ঞানও উৎপাদন করেন ইহাই সিদ্ধান্ত পরন্তু তিনি তার্কিকগণের ভৃত্য নহেন যে—উভয়স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বন করিবেন॥ ৪৪০॥

যদি তার্কিকগণ প্রমাজ্ঞানস্থলে ঈশ্বরীয় অর্থ প্রমাকেই গুণরূপে বলেন তাহা হইলে "শুক্তি রজত" স্থলেও শুক্তিতে আরোপিত রজতের অন্যত্র আপনাদিতে সত্তাবশতঃ এবং তদ্‌বিষয়ে ঈশ্বরের প্রমাজ্ঞান রূপগুণ বর্ত্তমানথাকায় প্রমাজ্ঞানের ন্যায় এই ভ্রমজ্ঞানেরও প্রামাণ্য হইতে পারে॥ ৪৪১॥

যদি বল "শুক্তি রজত" জ্ঞানে আরোপিত রজত অন্যত্র আপনাদিতে আছে, অতএব তদ্‌বিষয়ক অর্থাৎ অন্যত্র বিদ্যমান যথার্থবস্তু বিষয়কপ্রমাকে গুণ না বলিয়া তথায় অর্থাৎ জ্ঞানস্থলে বর্ত্তমান যথার্থ বস্তুবিষয়কপ্রমাকে কারণ বলিব—তাহা হইলে লাঘববশতঃ কেবলমাত্র অর্থসত্তাকে কারণ বলিয়া কল্পনা করাই উচিত, অর্থসত্তা ভবিষ্যদ্‌বিষয়ের অনুমানে কারণ নহে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি॥৪৪২—৪৪৪॥

গুণস্য সত্ত্বমাত্রেণ প্রামাণ্যং ভণ্যতে যদি।
তদা সামান্যসামগ্রী মাত্রজন্যাপ্রমা মম:॥
সর্ব্বাপ্যভূৎ স্বতস্ত্বস্ত কেন বা হানিরুচ্যতাং ॥ ৪৪৫ ॥
ঈদৃগ্ গুণাচ্ছ্রুতীনাঞ্চ মানতা জানতাং ভবেৎ।
কেন তাসাং জনিঃ কল্প্যা তেন তে হীনতাপ্যভূৎ ॥ ৪৪৬ ॥
অনুভূতারোপকালে গুর্ব্বী সাপ্যস্তি তে মতে।
লঘুশ্চ পক্ষো হন্তি ত্বাং গুরুশ্চাপি নিহন্ত্যহো ॥ ৪৪৭ ॥

অর্থসত্তারূপ গুণসত্তামাত্রেই প্রামাণ্য হইয়া থাকে ইহা যদি তোমার মত হয় তাহা হইলে জ্ঞানের সামগ্রী সামান্যমাত্রদ্বারাই প্রামাণ্য ইহা আমার মত জানিবে, অতএব প্রামাণ্য স্বতঃই হইয়া থাকে, এই মতের কিছুমাত্র হানি হইতে পারে না ॥ ৪৪৫ ॥

গুণসত্তামাত্রেই যদি প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় তাহা হইলে বেদবাক্যজনিত প্রমায় ও ঈশ্বরীয় প্রমারূপ গুণসত্তাবশতঃই প্রামাণ্য উৎপন্ন হয় বলিয়া তদ্বিষয়ে আপ্ত উক্তিরূপ গুণসিদ্ধির জন্য বেদের উৎপত্তি কল্পনা অসঙ্গত হয়। পরন্তু তদভাবে অকারণে বেদের উৎপত্তিকল্পনায় তোমার মতেরই হীনতা হইয়া থাকে ॥ ৪৪৬ ॥

তুমি জ্ঞানস্থলে বর্ত্তমান সদর্থবিষয়কপ্রমাকেই প্রামাণ্যকারণ বলিয়াছ পরন্তু তাহা হইলেও দোষ হয়। যেহেতু—কোনস্থলে পূর্ব্বে ঘটরূপে বিষয় বর্ত্তমান ছিল, তৎকালে উহা তোমার অনুভূতও হইয়াছিল। পশ্চাৎ ঘটের অবর্ত্তমানকালে যদি ঐস্থানে তুমি ঘটকল্পনা কর তাহা হইলে উক্ত ঘটজ্ঞান সদর্থবিষয়কই হয় (যেহেতু—কল্পিতঘট পূর্ব্বে তথায় ছিল বলিয়া সদ্বস্তুই বলিতে হইবে) পরন্তু উক্তঘটজ্ঞানের প্রামাণ্য হয় না, এইরূপে লঘুভূত অর্থসত্তাগুরুত্ব এবং গুরুভূত অর্থসত্তার প্রমার গুরুত্ব উভয়ই তোমার বিরুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥৪৪

উপাদানাপরোক্ষত্বেনৈব সা কারণং কিল ॥ ৪৪৮ ॥
কর্ত্তৃর্জ্ঞানং তথৈবানুৎপন্নকার্য্যেষু কারণং।
ন চেদ্ ঘটাদিকর্ত্তৃত্বং কুলালস্য ন শোভতে ॥ ৪৪৯ ॥
জ্ঞানোপাদানমাত্মা তে তদ্ধীত্বে নৈশ্বরী মতিঃ।
কারণং স্যাদর্থধীত্বেনাপি হেতুত্বকল্পনং ॥
ত্বচ্ছাস্ত্রগৌরবায়ৈব ভারস্তে গৌরবায়ন ॥ ৪৫০ ॥
পুংনিষ্ঠস্তু গুণো লোকে পুংসি তজ্‌জ্ঞানধর্ম্মিণি।
গুণোঽন্যত্রানুমান্যত্র চিত্রং শাস্ত্রপ্রবর্ত্তনং ॥ ৪৫১ ॥
সর্ব্বজ্ঞেশপ্রমা নৃণাং গুণশ্চেৎ ক্ব ভ্রমো ভবেৎ।
গুণে সতি প্রমাবশ্যং ভাবাদ্দোষবিরোধিনি ॥ ৪৫২ ॥

ঈশ্বরজ্ঞান কার্য্যসামান্যের উপাদানসমূহের প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপেই কারণ পরন্তু গুণরূপে নহে ॥ ৪৪৮ ॥

এই ঘটাদির কর্ত্তা কুলাল প্রভৃতির জ্ঞানও অনুৎপন্নকার্য্যে উপাদান-সমূহের অপরোক্ষজ্ঞানরূপেই কারণ, অন্যথা কুলালাদির ঘটাদি কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না ॥ ৪৪৯ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্তে এবং তোমার মতেও জীবজ্ঞানের উপাদান কারণ। ঈশ্বরজ্ঞান "জীব মৃত্তিকাদ্বারা ঘট করিতেছে" এইরূপ জীবাদি জ্ঞানত্বরূপেই কারণ হইয়া থাকে, উহাকে আবার অর্থজ্ঞানত্বরূপে কারণ-কল্পনা করিলে তোমার শাস্ত্রেরই গৌরব (গুরুত্ব দোষ হয়) পরন্তু তোমার কোন গৌরব (সম্মান) হয় না ॥ ৪৫০ ॥

লোকে জ্ঞানসাধন অঞ্জনাদিগুণজ্ঞানের আশ্রয়পুরুষেই বর্ত্তমান থাকিয়া উক্তপুরুষেরই জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে, পরন্তু ঈশ্বরপ্রমারূপ গুণ ঈশ্বরে এবং অনুমানজ্ঞান পুরুষান্তরে বলিয়া কার্য্যকারণের বিরুদ্ধাশ্রয়কল্পনাকারী তোমার শাস্ত্র অতি বিচিত্র হইয়া থাকে ॥ ৪৫১ ॥

প্রসিদ্ধগুণসংত্যাগেনাপ্রসিদ্ধগুণোহনং ।
ন গুণঃ শোধিতধিয়াং সুধিয়াং কুধিয়ামপি ॥ ৪৫৩ ॥
দোষে সত্যপ্রমা সর্ব্বা দোষাভাবেন সা ক্বচিৎ ।
তৎ স্বতস্ত্বং ন তত্তত্ত্বমিতি তত্ত্ববিদাং মতম্ ॥ ৪৫৪ ॥
জ্ঞানসামান্যসামগ্রীজ্ঞানং সঞ্জনয়েদ্ধ্রুবং ।
কার্য্যস্যোপার্জ্জিকামেব যৎসামগ্রীং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৪৫৫ ॥
জ্ঞানঞ্চ জ্ঞেয়সাপেক্ষং জ্ঞেয়ঞ্চাস্তি যথা যথা ।
তথৈব বিষয়ীকুর্য্যাৎ স্বযোগ্যং সতি সাধনে ॥ ৪৫৬ ॥
ঘটোয়মিতি হি জ্ঞানে চক্ষুষা চ ঘটেন চ ।
তৎসংসর্গে নৈব চালমেবমেব স্থলান্তরে ॥ ৪৫৭ ॥

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রমা জীবজ্ঞানের প্রতি গুণ হইলে উহা (ঈশ্বর-প্রমা) সর্ব্বত্র নিত্য বলিয়া কোথায়ও ভ্রম হইতে পারে না ॥ ৪৫২ ॥

অতএব লোকপ্রসিদ্ধ-হেতুজ্ঞানাদিরূপ গুণ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরপ্রমাকে গুণরূপে কল্পনা পণ্ডিত বা পামর কাহারও গুণের পরিচায়ক নহে ॥ ৪৫৩ ॥

অতএব দোষ থাকিলেই ভ্রম হয় এবং দোষাভাবে ভ্রম হয় না এইরূপ নিয়মহেতু—অপ্রামাণ্য স্বতঃই হইয়া থাকে ইহা তত্ত্ববাদিসম্মত নহে ॥৪৫৪॥

জ্ঞানিগণ কার্য্যসম্পাদিকা বিষয়সমষ্টিকেই কার্য্যসামগ্রী বলিয়া থাকেন, অতএব জ্ঞানসামান্যের সামগ্রীই জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে ॥ ৪৫৫ ॥

জ্ঞান জ্ঞেয়বস্তুসাপেক্ষ, উক্ত জ্ঞেয়বস্তু যে ভাবে বর্ত্তমান থাকে, জ্ঞানও স্বকীয় সাধনসাহায্যে তাহাকে সেই প্রকারেই বিষয় করিয়া থাকে ॥৪৫৬॥

চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং ঘটাদিবিষয় বর্ত্তমানে উভয়ের সংসর্গে "ইহা ঘট" এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ পটপ্রভৃতি যাবতীয় বস্তুজ্ঞানেই নিয়ম রহিয়াছে ॥ ৪৫৭ ॥

সেয়ং জ্ঞানস্য সামান্যসামগ্রী সা চ ধীঃ প্রমা ।
তন্ন প্রমাখ্য-বোধস্য সাধনেন্যানুধাবনং ॥ ৪৫৮ ॥
গোবৎসজননে গোভির্গোবৃষৈরেব পূর্য্যতে ।
বিজাতীয়স্য বৎসস্য তৎসদৃক্ষো পরোপি চ ॥ ৪৫৯ ॥
মহিষো বা পিশাচো বা কশ্চিন্নিশ্চীয়তে যতঃ ।
অতঃ স্বযোগ্যার্থ-বোধে চক্ষুষান্যন্ন মান্যতে ॥ ৪৬০ ॥
স্বাযোগ্যবিপরীতার্থধীষু দোষোপ্যপেক্ষ্যতে ॥ ৪৬১ ॥
ইন্দ্রিয়স্যার্থসম্বন্ধো জ্ঞানসামান্যকারণং ।
যচ্চক্ষুঃ শুক্তিসংযোগি সা চ রূপ্যোপমা রুচা ॥
প্রতীত্যা ব্যবহৃত্যাচারোপ্যং রূপ্যোপমং কিল ॥ ৪৬২ ॥
ইত্থং রূপ্যভ্রমস্তস্যাং মন্যাদের্ন ভ্রমোত্র তৎ ॥ ৪৬৩ ॥

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষই জ্ঞানসামান্যের সামগ্রীরূপে এবং তজ্জাত জ্ঞানই প্রমারূপে কথিত হয়। প্রমার লক্ষণে ইহার অতিরিক্ত কল্পনার আবশ্যক হয় না ॥ ৪৫৮ ॥

গোবৎসজননের জন্য গো সকলের গোবৃষের সঙ্গমই অপেক্ষা করে, গোগর্ভে বিজাতীয় মহিষাদি বৎস বা বিকৃতাকার বৎসদর্শনে তথায় বিজাতীয় মহিষ বৎস উৎপাদনের কারণরূপে সঙ্গত মহিষ এবং বিকৃত বৎসস্থলে পিশাচাদিরই কল্পনা হইয়া থাকে। অতএব নিজের যোগ্য বিষয়গ্রহণে চক্ষু ব্যতীত অন্য কারণ কল্পনা অনাবশ্যক ॥ ৪৫৯-৪৬০ ॥

নিজের গ্রহণাযোগ্য বিপরীতবস্তুবিষয়কবুদ্ধির প্রতি দোষেরও অপেক্ষা আছে ॥ ৪৬১ ॥

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধে জ্ঞানসামান্যের প্রতি কারণ বলা হইয়াছে। "শুক্তি রজত" জ্ঞানে চক্ষুর সহিত শুক্তির সংযোগ নিবন্ধন

চক্ষুস্থপীতপিত্তেন যোগাচ্ছঙ্খেপি পীতধীঃ।
অতঃ পারম্পর্য্যতোর্থসম্বন্ধোস্তি ভ্রমেপি চ ॥ ৪৬৪ ॥
সাদৃশ্যং সদৃশান্যার্থজ্ঞাপনায় স্বয়ং পটু।
তদেকত্বজ্ঞাপনায় দোষাশ্লেষমপেক্ষতে ॥ ৪৬৫ ॥
অতোন্যস্যান্যতাবোধে দোষোপ্যন্বিষ্যতে বুধৈঃ।
অত্যন্তমসতোর্থস্য সত্তাধীঃ কথমন্যথা ॥ ৪৬৬ ॥
বিশেষণাভেদবোধে বিশেষ্যেন্দ্রিয়সঙ্গমঃ।
প্রমাস্থলং মে সামান্য সামগ্রী সা ভ্রমেঽপি যৎ ॥ ৪৬৭ ॥

এবং শুক্তির দীপ্তি প্রতীতি ও ব্যবহারবিষয়ে রজতসাম্যনিবন্ধন উক্ত শুক্তি রজততুল্যই হইয়া থাকে অতএব তাহাতে রজতভ্রম সম্ভবপর হয়, পরন্তু মসীভ্রম হইতে পারে না ॥ ৪৬২-৪৬৩ ॥

"পীত শঙ্খ" জ্ঞানস্থলেও চক্ষুস্থিত পীতপিত্ত যোগহেতুই শঙ্খেও পীতবর্ণ বুদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব ভ্রমস্থলেও পরম্পরা সম্বন্ধে অর্থ (বিষয়) সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে ॥ ৪৬৪ ॥

সাদৃশ্যধর্ম্ম স্বয়ংই সদৃশ অন্য বস্তুর জ্ঞানজননে সমর্থ, পরন্তু একত্ব ভ্রম উৎপাদনে দোষের সাহচর্য্য অপেক্ষা করে ॥ ৪৬৫ ॥

অতএব একবস্তুতে অন্যবস্তুজ্ঞানবিষয়ে পণ্ডিতগণ তথায় কারণরূপে দোষের সন্ধান করেন। অন্যথা যাহাতে (শুক্তিপ্রভৃতিতে) যে বস্তুর (রজতত্ব প্রভৃতির) একান্তই সত্তা নাই তাহাতে তাহার জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে ॥ ৪৬৬ ॥

আমার মতে বিশেষণের সহিত বিশেষ্যের অর্থাৎ "ইহা ঘট" এইরূপ জ্ঞানে বিশেষণ "ঘট"পদার্থের সহিত বিশেষ্য "এতৎ" পদার্থের অভেদ-জ্ঞানজননে বিশেষ্য "এতৎ" পদার্থও চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়ের সংযোগই কারণ।

অতো ঘটোয়মিত্যাদ্যা ঘটাদৈক্যপ্রমা মম।
সাক্ষাৎকারী জ্ঞানহেতুমাত্রজন্যাখিলাভবৎ ॥ ৪৬৮ ॥
ভ্রমে বিশেষ্যশুক্ত্যক্ষিসংযোগোস্তি বিশেষণং।
রজতং তু ন তৎসঙ্গিভিন্নত্বাত্তন্ন তস্য ধীঃ ॥ ৪৬৯ ॥
প্রমায়াং ক্লৃপ্তসামান্য সামগ্রীমাত্রতো ভবেৎ।
অসন্নিকৃষ্টতদ্দৃষ্ট্যৈ দোষোপ্যেষ্টব্য এব হি ॥ ৪৭০ ॥
বিশেষণস্য ভেদেক্ষা তৎসংসর্গোপ্যপেক্ষতে।
সাপি সামান্যসামগ্রী যদ্ভ্রমেপ্যস্তি তাদৃশি ॥ ৪৭১ ॥

অতএব প্রমাস্থলের ন্যায় ভ্রমস্থলেও সেজ্ঞানসামান্যের সামগ্রীই সমর্থ কারণ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪৬৭ ॥

অতএব "ইহা ঘট" ইত্যাদিরূপ ঘটাদির ঐক্য প্রমামাত্রই সাক্ষাৎকার জ্ঞানসামান্যসামগ্রীমাত্রজন্য হইয়া থাকে ॥ ৪৬৮ ॥

ভ্রমস্থলে বিশেষ্যভূতশুক্তির সহিত নেত্রসংযোগ হয় পরন্তু বিশেষণভূত রজত ভিন্নবস্তু বলিয়া তাহার সহিত নেত্রসংযোগ হয় না, অতএব বিশেষণ-ভূত রজতের সন্নিকর্ষের অভাব-হেতু তথায় রজতবুদ্ধি কারণ হইতে পারে না ॥ ৪৬৯ ॥

প্রমারূপ কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট সামগ্রীমাত্রের দ্বারা ভ্রম জন্মিতে পারে না, অতএব "শুক্তিরজত" ভ্রমস্থলে অসন্নিকৃষ্ট রজতজ্ঞানের জন্য দোষ অঙ্গীকার কর্ত্তব্য ॥ ৪৭০ ॥

"দণ্ডী দেবদত্ত" এইরূপ দণ্ডবিশিষ্ট বিশেষ্য পদার্থের জ্ঞানে বিশেষণ "দণ্ড" এবং বিশেষ্য "দেবদত্ত" এতদুভয়ের যদি ভেদ অঙ্গীকার করিতে হয় তাহা হইলে পূর্ব্বে বিশেষণ "দণ্ড" পদার্থের জ্ঞান আবশ্যক, অন্যথা দর্শনমাত্রে "দণ্ডী দেবদত্ত" এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে না, বিশিষ্টজ্ঞানে

বস্তুতঃ কাকিনিগৃহে কাককোকিলবত্তয়োঃ।
প্রমায়াঞ্চ ভ্রমে চাক্ষুঃ কিং ন কাকগৃহান্বয়ঃ ॥ ৪৭২ ॥
তত্রাপি কোকিলোঽসঙ্গী তদ্ভ্রান্তির্দোষজৈব তৎ।
অতশ্চোক্তং সমস্তঞ্চ তত্ত্বমাসীদনাকুলং ॥ ৪৭৩ ॥
যথা ঘটাদিকার্য্যেষু দণ্ডত্বেনৈব লাঘবাৎ।
হেতুতা দণ্ডদার্ঢ্যাদি ত্ববচ্ছেদকমেব তে ॥ ৪৭৪ ॥
তথা চক্ষুশ্চ চক্ষুষ্টেনৈব হেতুর্লঘুত্বতঃ।
অদুষ্টত্বন্তু তন্নিষ্ঠমবচ্ছেদকমস্তু মে ॥ ৪৭৫ ॥
অভাবগুণজাপ্যেবং যা নঁ সা ন গুণান্তরাৎ ॥ ৪৭৬ ॥

বিশেষণের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ জ্ঞানসামগ্রীরই অন্তর্গত, বিশিষ্টারোপস্থলেও উক্ত সামগ্রী বর্ত্তমান থাকে ॥ ৪৭১ ॥

কোনগৃহে কাক উপবিষ্ট রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া "কাকযুক্ত গৃহ" এইরূপ সংসর্গপ্রমা জন্মিয়া থাকে, কদাচিৎ উক্ত গৃহ দেখিয়া "কোকিল-যুক্ত গৃহ" এইরূপ ভ্রমজ্ঞানও ঘটিয়া থাকে, পরন্তু উক্ত উভয়জ্ঞানেই বিশেষণ কাক পদার্থের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ অপেক্ষা করিয়া থাকে, অতএব বিশেষণপদার্থের সহিত চক্ষুর সংসর্গপ্রমা ও ভ্রমজ্ঞান উভয়েরই সামগ্রী বলিতে হইবে ॥ ৪৭২ ॥

সংসর্গারোপস্থলে অবিদ্যমান কোকিলজ্ঞানের জন্য দোষের অপেক্ষা আছে, অতএব অপ্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ নহে পরন্তু পরতঃ সিদ্ধই হইয়া থাকে, প্রামাণ্য স্বতঃই সিদ্ধ ॥ ৪৭৩ ॥

ঘটাদিকার্য্যে দণ্ড দণ্ডধর্ম্ম বিশিষ্টত্বরূপেই কারণ, দণ্ড দৃঢ়ত্বাদিরূপে কারণত্ব কল্পনায়ই গৌরব হইয়া থাকে, দণ্ড দৃঢ়ত্বাদি কেবল কারণ সম্বন্ধী ধর্ম্মমাত্র, এইরূপ নেত্র ও প্রমাবিষয়ে নেত্রত্বরূপেই কারণ, অদুষ্টত্ব

ভ্রমে ত্বত্যন্তাসতোপি সত্তায়াবোধসাধনে।
দোষস্য হেতুতাবশ্যং বাচ্যা তৎপরতা প্রমা ॥ ৪৭৭ ॥
যদ্বা চক্ষুপ্রমাহেতুর্দোষস্তু প্রতিবন্ধকঃ।
প্রতিবন্ধস্য চাভাবো ন হেতুরিতি সাধিতং ॥ ৪৭৮ ॥
যাদৃচ্ছিককার্থনির্ব্বাধ-বোধেঽস্মিন্ দুষ্টলিঙ্গজে।
ব্যভিচারাৎ প্রমাহেতুর্দোষাভাবো ন কুত্রচিৎ ॥ ৪৭৯ ॥
গুণান্তরঞ্চ সল্লিঙ্গপরামর্শাদিশব্দিতং।
যতোত্রৈব ন তচ্চাতো ন প্রমা কারণং ক্বচিৎ ॥ ৪৮০ ॥
তস্মাদ্দ্বিরূপজ্ঞানস্য সামগ্রী চ দ্বিরূপিণী।
সামান্যা প্রায়িকে জ্ঞানে যতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৪৮১ ॥

প্রভৃতি তদনুগত ধর্ম্মমাত্র, তাহাদেরও কারণত্ব কল্পনায় গৌরব হয় ইহাই আমার মত ॥ ৪৭৪-৪৭৫ ॥

প্রমাজ্ঞান যেরূপ ভাবগুণজন্য নহে সেইরূপ অভাবগুণজন্যও নহে, দোষাভাবের কারণত্ব পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে খণ্ডিত হইয়াছে ॥৪৭৬॥

ভ্রমস্থলে অবিদ্যমানবস্তুর প্রতীতি হয় বলিয়া তাহার জন্য দোষকেই কারণ বলা উচিত, অতএব অপ্রামাণ্য পরতঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪৭৭ ॥

অথবা চক্ষুই প্রমাজ্ঞানের কারণ, দোষ তাহার প্রতিবন্ধক, প্রতিবন্ধকের অভাব যে কারণ নহে উহা পূর্ব্বে সাধিত হইয়াছে ॥ ৪৭৮ ॥

লিঙ্গভ্রমজন্য নির্ব্বাধ যাদৃচ্ছিক অনুমানে দোষাভাবের কারণত্ব অদর্শন-হেতু কোথায়ও তাহার কারণত্ব নাই ইহাই কল্পনা করা উচিত ॥৪৭৯॥

নির্দ্দোষলিঙ্গপরামর্শাদি গুণান্তরেরও এস্থলে অভাব-হেতু তাহাও প্রমার কারণ নহে ইহা নির্ণীত হইল ॥ ৪৮০ ॥

অতএব ভ্রম ও প্রমাত্মকজ্ঞানে সামগ্রী পৃথক্ পৃথক্ই বক্তব্য, অনেক-

প্রমৈব প্রায়শো নৃণাংকাচিৎকে তু ততো পরা।
কাচাদি-দোষজা ভ্রান্তির্ন হি সর্ব্বস্য সর্ব্বদা ॥ ৪৮২ ॥
উৎপত্তাবপি চ জ্ঞপ্তৌ তস্মাৎ সদ্ভিরুদীরিতং।
স্বতস্ত্বং পরতস্ত্বঞ্চ তত্ত্বং বিত্ত্বস্য সাধকং ॥ ৪৮৩ ॥
বিমতা সন্নিকৃষ্টা পূর্ব্বার্থাদোষজদৃষ্টিদৃক্।
জ্ঞানপ্রামাণ্যার্থসত্ত্বোল্লেখেন নিয়তামতা ॥ ৪৮৪ ॥
প্রামাণ্যং সংশয়ঘ্না প্রামাণ্যাগ্রা হি প্রমাত্বতঃ।
যথা তবানুমেত্যুক্তস্বতস্ত্বেস্ত্যনুমাপি মে ॥ ৪৮৫ ॥
প্রামাণ্যস্য বিরোধ্যে বা প্রামাণ্যং ভণ্যতে যতঃ।
তৎ সা কুৎসিতশঙ্কাঞ্চ হুংকারেণৈব বারয়েৎ ॥ ৪৮৬ ॥

স্থলে জ্ঞানে যাহা দেখা যায় উহাই জ্ঞানসামগ্রী ও বিলক্ষণই হইয়া থাকে ॥ ৪৮১ ॥

জগতে মনুষ্যের মধ্যে প্রমাজ্ঞানই অধিক, ভ্রম কদাচিৎ হয়, কাচ (নেত্ররোগবিশেষ) প্রভৃতিদোষজন্য সকলের সকল সময় ভ্রান্তি থাকে না ॥ ৪৮২ ॥

অতএব জ্ঞানের উৎপত্তি, এবং জ্ঞানবিষয়ে স্বতঃসিদ্ধত্ব ভ্রমের উৎপত্তি ও জ্ঞানে পরতঃ সিদ্ধত্ব যাহারা বলেন তাহারাই যথার্থ জ্ঞানী ॥ ৪৮৩ ॥

নির্দ্দিষ্ট সন্নিকৃষ্ট অপূর্ব্ববস্তুবিষয়ক অনুব্যবসায় (দর্শন জন্য জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞান) নিয়ত জ্ঞানপ্রামাণ্য বস্তুসত্তা বিষয়কই হইয়া থাকে, যেহেতু উহা প্রামাণ্য সংশয়নাশক অপ্রামাণ্য অগ্রাহিকা প্রমা হইয়াছে। যথা—প্রামাণ্য পরতঃ সিদ্ধত্ব সাধক তার্কিক অনুমান ॥ ৪৮৪-৪৮৫ ॥

অপ্রামাণ্য প্রামাণ্যের বিরোধী অতএব যথায় অপ্রামাণ্য গৃহীত না হয় প্রামাণ্যাভাবগ্রহণদ্বারা এবং সংশয়ের অনুৎপত্তিহেতু পূর্ব্ব-হেতুর ব্যভিচারাশঙ্কা হুঙ্কারমাত্রেই নিরাকরণীয় ॥ ৪৮৬ ॥

জানামি ঘটমেবাহমিত্যাকৃত্যৈব কীর্ত্ত্যতে।
যৎ সা তৎসাধয়েদেব কৃৎস্নাপি জ্ঞানমানতাং ॥ ৪৮৭ ॥
দূরস্থে তু ঘটং জানামীতিধীর্জায়তে পরং।
ন তু সাবধৃতিস্তত্র মানত্বাবধৃতিশ্চ ন ॥ ৪৮৮ ॥
ব্যবহারস্য বৈচিত্র্যে কথং ন জ্ঞানচিত্রতা।
অতোঽনুকূলস্তর্কোঽপি কর্কশীকুরুতে নু মাং ॥ ৪৮৯ ॥
প্রমাণগুণতো জন্যা জ্ঞানত্বাদপ্রমা যথা।
ইত্যুৎপত্তৌ চানুমিতির্বাধাভাবাত্তবেদ্ধি নঃ ॥ ৪৯০ ॥
দোষাভাবোঽপি যদ্দোষী কোঽসাবত্র গুণো গুণী ॥ ৪৯১ ॥
বিস্তরস্তস্য সর্ব্বস্য মূলশাস্ত্রমহার্ণবে।
দ্রষ্টব্যস্তত্তটস্থাণু মণিসংগ্রাহিণো বয়ং ॥ ৪৯২ ॥

"আমি ঘট জানিতেছি" এইরূপ অনুব্যবসায় সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ, উহা জ্ঞানের প্রামাণ্যসাধনই করিয়া থাকে ॥ ৪৮৭ ॥

দূরস্থ ঘটদর্শনে "আমি ঘট জানিতেছি" এই বুদ্ধিমাত্রই হইয়া থাকে, পরন্তু "আমি ঘটই জানিতেছি" এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না, অতএব প্রামাণ্যনির্ণয়ও হয় না ॥ ৪৮৮ ॥

"ঘটই জানিতেছি" এবং "ঘট জানিতেছি" এইরূপ ব্যবহারদ্বয়ের বৈচিত্র্যহেতু বুদ্ধির বৈচিত্র্যও অঙ্গীকার্য্য, অতএব এই অনুকূলতর্ক পূর্ব্বোক্ত অনুমানের দৃঢ়ত্ব সাধন করিয়া থাকে ॥ ৪৮৯ ॥

প্রমাজ্ঞান গুণ-জন্য হয় না, যেহেতু উহা জ্ঞান, যথা—অপ্রমা জ্ঞান, এইরূপ অনুমান দ্বারা আমার মতে প্রামাণ্যের উৎপত্তিবিষয়ে স্বতস্ত্ব সাধিত হইয়া থাকে ॥ ৪৯০ ॥

প্রামাণ্যবিষয়ে দোষাভাবের কারণত্ব দূষিত হইয়াছে, অতএব সেইরূপ কোন গুণ ও কারণ হইতে পারে না, উভয়েরই অন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তি নাই ॥

অত্র প্রতীতরজতস্যাত্র সত্ত্বং ন বাধকাৎ।
সাধকাভাবতশ্চান্যত্রাপি সত্তা ন সেৎস্যতি ॥ ৪৯৩ ॥
ন হ্যত্র দৃষ্টং রজতমন্যত্রাস্তীতি ধীর্নৃণাং।
প্রতীতিরেব হি গতিস্তত্তদর্থব্যবস্থিতৌ ॥ ৪৯৪ ॥
ইন্দ্রিয়স্যৈব সম্বন্ধাদ্বিশেষণ-বিশেষ্যয়োঃ।
দ্বয়োশ্চ ধীর্ভবেত্তত্র প্রাগ্‌বিশেষণধীর্বৃথা ॥ ৪৯৫ ॥
পূর্ব্বং জ্ঞাতোপ্যনুমিতৌ বিশেষ্যঃ পর্ব্বতো যতঃ।
প্রাগ্‌ বিশেষণধীরর্থসাক্ষাৎকারে বৃথৈব তৎ ॥ ৪৯৬ ॥
ব্যাপ্তিজ্ঞানায় বহ্ন্যাদের্ব্যাপকত্বেন ধীঃ পুরা।
অপেক্ষ্যতে পরং সাধ্যবৈশিষ্ট্যেধীর্ন সিদ্ধধীঃ ॥ ৪৯৭ ॥

প্রামাণ্যের স্বতঃসিদ্ধত্ববিষয়ের বিস্তৃতবিচার আমাদের সর্ব্বমূল শাস্ত্র-সমুদ্রে দ্রষ্টব্য, আমরা কেবলমাত্র সমুদ্রতীরবর্ত্তিমণিই সংগ্রহ করিয়াছি ॥৪৯২॥

সম্প্রতি আরোপ্যপদার্থের অন্যত্র সত্তাবিষয়ক মত খণ্ডিত হইতেছে। শুক্তিতে যে রজতের প্রতীতি হয়, তাহার শুক্তিতে সত্তা বাধিত, আপন (দোকান) প্রভৃতিতে সত্তাবিষয়েও কোন প্রমাণ নাই ॥ ৪৯৩ ॥

সমস্তবিষয়ের ব্যবস্থায়ই প্রতীতিই একমাত্র উপায়, ভ্রান্তব্যক্তির এই স্থানে রজত নাই এইরূপ বাধকপ্রতীতিই হইয়া থাকে, পরন্তু অন্যত্র বর্ত্তমান আছে এরূপ প্রতীতি হয় না ॥ ৪৯৪ ॥

শুক্তি এবং ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতেই রজতজ্ঞান হইয়া থাকে, পূর্ব্বে বিশেষণজ্ঞানের জন্য অন্যত্র সত্তা অঙ্গীকার ব্যর্থ ॥ ৪৯৫ ॥

বস্তু-জ্ঞানবিষয়ে পূর্ব্বে বিশেষণজ্ঞানের নিয়ম নাই, অতএব অনুমান-সমূহে পূর্ব্বে বিশেষ্য পর্ব্বতাদির জ্ঞানই আবশ্যক ॥ ৪৯৬ ॥

অনুমানে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞানই পূর্ব্বে অপেক্ষিত হয়, যদি

অসন্নিকৃষ্টদৃষ্টিঞ্চ যো দোষঃ সাধয়েদ্‌ভ্রমে।
স তস্যাজ্ঞাততামাত্রান্ন বিভেতীতি মে মতিঃ ॥ ৪৯৮ ॥
সর্ব্বত্রাপ্যসতো জ্ঞানং যদি চৈকত্র নেষ্যতে।
তর্হি তত্রাসতো জ্ঞানং কথং তত্রেতি চিন্ত্যতাং ॥
দোষাচ্চেত্তদ্বলাদেব সর্ব্বত্রাপ্যসতোঽস্তু ধীঃ ॥ ৪৯৯ ॥
অসৎপ্রতীতৌ মানঞ্চ প্রতীতিরিয়মেব নঃ।
অত্র প্রতীতং যন্মূর্ত্তমিদং নান্যত্র নাত্র চ ॥ ৫০০ ॥
কিঞ্চ রূপ্যস্য শুক্তেশ্চ তাদাত্ম্যমসদীক্ষ্যতে।
ন চেৎ প্রবৃত্তিরভিলাপো বা তত্র কথং নৃণাং ॥ ৫০১ ॥
ব্যাশ্রয়স্যাপি রূপ্যস্য শুক্ত্যভিন্নত্বধীর্ভ্রমে।
ন চেত্তর্হি ভবেদ্রূপ্যস্মরণঞ্চ ভ্রমস্তব ॥ ৫০২ ॥

বিশেষণের পূর্ব্বজ্ঞান ও আবশ্যক অঙ্গীকার করা হয় তাহা হইলে সিদ্ধসাধন দোষের প্রসঙ্গ হইয়া থাকে ॥ ৪৯৭ ॥

ভ্রমজ্ঞানে দোষ অসন্নিকৃষ্টবিষয়ের প্রকাশ করিয়া থাকে। সেই দোষ বিষয়ের অজ্ঞাতত্ব মাত্র-হেতুই ভীত হয় না ॥ ৪৯৮ ॥

শুক্তিতে অবিদ্যমানরজতের অন্যত্রও অসত্তা হইলে সর্ব্বথা অসত্তাবশতঃ কুত্রাপি রজতপ্রতীতিই হইতে পারে না—এইরূপ মত দুষ্ট। যদি শুক্তিতে অবিদ্যমান রজতের দোষবলে প্রতীতি হইতে পারে তাহা হইলে সেই দোষবলেই অন্যত্রও অবিদ্যমানরজতের প্রতীতি কেন হইবে না ॥ ৪৯৯ ॥

শুক্তিতে প্রতীয়মান-রজত, শুক্তিতে নাই অন্যত্রও নাই, এইরূপ প্রতীতিই অবিদ্যমানপদার্থের প্রতীতিবিষয়ে আমাদের প্রমাণ ॥ ৫০০ ॥

অথবা শুক্তিতে রজতের অভেদপ্রতীতিই হয়, উক্ত অভেদ জ্ঞান-হেতুই পুরুষ প্রবৃত্ত হয় এবং রজতরূপে উহার নাম ব্যবহারও করে ॥ ৫০১ ॥

ভ্রমজ্ঞানে অবিদ্যমান রজতের অভেদ জ্ঞানই হয়, শুক্তি এবং রজতের

পুরোবর্ত্ত্যুল্লেখিনী চ যদি ব্যাশ্রয়ধীর্ভ্রমঃ।
ইদঞ্চ রজতঞ্চেতি শাব্দীধীঃ স্যাত্তদা ভ্রমঃ॥ ৫০৩॥
অসংসর্গাগ্রহং চাপি যদি ভ্রান্তাবপেক্ষসে।
তদা মীমাংসকাচার্য্যস্যান্তেবাসীত্বমপ্যভূঃ॥ ৫০৪॥
যদা ক্ষীরস্থনীরস্য ক্ষীরেণৈক্যং প্রতীয়তে।
তদা তাদাত্ম্যমাত্রস্যাসত্ত্বং তে দ্বে চ নাঽসতী॥ ৫০৫॥
যতঃ ক্ষীরঞ্চ তত্রাস্তি নীরং চাস্তি নিগূহিতম্।
অতস্তাদাত্ম্যমাত্রস্যাসত্ত্বং তত্র তয়োস্তু ন॥ ৫০৬॥
যদি তাদাত্ম্যবত্তস্য প্রতিযোগী চ তত্র ন।
তদা তস্যাপি চাসত্ত্বমিতি তত্ত্ববিদো বিদুঃ॥ ৫০৭॥

স্মরণমাত্রই ভ্রম নহে, তাহা হইলে এককালে শুক্তি ও রজতের যে স্মরণ হয় উক্ত স্মরণদ্বয়েও ভ্রম হইতে পারে॥ ৫০২॥

সম্মুখবর্ত্তী বস্তুবিষয়ক এবং অবিদ্যমান রজতবিষয়ক জ্ঞানদ্বয় ভ্রম নহে, তাহা হইলে "ইহা আমার সম্মুখবর্ত্তী" এবং "ইহা রজত" এইরূপ জ্ঞানও ভ্রম হইতে পারে॥ ৫০৩॥

ভ্রমে পুরোবর্ত্তিবিষয়ের এবং রজতের ভেদজ্ঞানাভাবই কারণ ইহা অঙ্গীকার করিলে তোমাকে মীমাংসকগণের শিষ্যই হইতে হয়॥ ৫০৪॥

ভ্রমজ্ঞানে বিশেষণভূত-রজতাদিপদার্থের অসত্তাই হইবে এইরূপ নিয়ম সর্ব্বত্র নাই, জলমিশ্রিত-দুগ্ধদর্শনে "ইহা দুগ্ধই" এইরূপ ভ্রমস্থলে বিশেষণী-ভূত জলের সত্তাই রহিয়াছে, পরন্তু উভয়ের অভেদই সত্তারহিত, তথায় দুগ্ধও আছে; জলও গূঢ়ভাবে আছে॥ ৫০৫-৫০৬॥

যদি অভেদের ন্যায় রজতাদি প্রতিযোগীও না থাকে তাহা হইলে তাহারও অসত্তাই হইয়া থাকে॥ ৫০৭॥

অতঃ সতা সম্বলিতমসচ্চেক্ষ্যং ন সংশয়ঃ ।
অধিষ্ঠানস্য চাসত্বং যো বদেন্ন স যুক্তিমান্ ॥ ৫০৮ ॥
ইদংতাধার-শুক্ত্যাদি যতঃ সর্ব্বত্র চার্থকৃৎ ।
রূপ্যাদির্ন তথা তস্মাত্তন্মাত্রমসদীর্য্যতে ।
যথাবস্থিতসর্ব্বার্থবাদিভিস্তত্ত্ববাদিভিঃ ॥ ৫০৯ ॥
যদ্গুণো ন প্রমাহেতুর্দোষাভাবশ্চ নেষ্যতে ।
অনাপ্ত-তার্কিকোক্তত্বাদাপ্তোক্তত্বং গুণো ন তৎ ॥ ৫১০ ॥
তস্মান্নিত্যৈব বেদাখ্যবিদ্যা বিদ্যাবতাং মতে ।
নিত্যায়াঞ্চ কথং দ্বৈতমদ্বৈতং কিল তে প্রিয়ং ॥ ৫১১ ॥
তৎ স্বতস্তেন সর্ব্বত্র প্রামাণ্যং গৃহ্যতে শ্রুতৌ ।
পুংদোষ-মূলদোষস্যাভাবাত্তচ্চ ন চাল্যতে ॥ ৫১২ ॥

অতএব বিদ্যমানবস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত অবিদ্যমানপদার্থও দোষবশতঃ দৃশ্য হয়, পরন্তু তজ্জন্য অধিষ্ঠান শুক্তিপ্রভৃতির আবশ্যক আছে, অধিষ্ঠানেরও অসত্তা স্বীকারপক্ষে যুক্তি নাই ॥ ৫০৮ ॥

"ইহা রজত" এইরূপ শুক্তিরজত-জ্ঞানস্থলে "ইদং" অর্থাৎ "ইহা" এই পদের বাচ্য শুক্তি সত্য বস্তু উহা চূর্ণপ্রস্তুতরূপ কার্য্যের উপযোগী, পরন্তু রজতই অসৎ, যথার্থবাদী তত্ত্ববাদিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥৫০৯॥

বিষয়ের সত্তাদি রূপ-গুণ অথবা দোষাভাব যেরূপ প্রত্যক্ষের হেতু নহে সেইরূপ অনাপ্ত (অযথার্থবাদী) তার্কিকগণের উক্ত আপ্তোক্তিও বেদপ্রামাণ্যে গুণ নহে ॥ ৫১০ ॥

অতএব পণ্ডিতগণের মতে বেদবিদ্যা অনাদিনিত্যা, তাহাতে দ্বৈধভাব কল্পনার ক্ষমতা নাই, অদ্বৈতবাদিগণ বিশেষতঃ দ্বৈধকল্পনায় অসমর্থ ॥৫১১॥

বেদপ্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া পুরুষদোষপ্রভৃতি দোষের অভাব-হেতু প্রামাণ্য সুস্থিত হইল ॥ ৫১২ ॥

অতত্ত্বাবেদকত্বোক্তিরতো বেদে ন শোভতে ।
অতত্ত্বাবেদকস্তস্য গুরুরেবেতি মে মতিঃ ॥ ৫১৩ ॥
অকামঃ কাম্যবিধিনা কুতো বা ন প্রবর্ত্ততে ।
লিঙ্ লোট্তব্যপ্রত্যয়ান্তপদোপেতবিধের্ব্বলাৎ ॥ ৫১৪ ॥
যদীষ্টসাধনং তস্য তন্নেত্যেবা প্রবর্ত্তকং ।
তর্হ্যাবশ্যকমিষ্টস্য হেতুত্বং বোধয়েদ্ধি যৎ ।
তদেব বাক্যং মানং স্যাল্লোটাযুক্তং লটাপি বা ॥ ৫১৫ ॥
যোগে বিধিঃ কুতো বেদে ক্রিয়ান্তরবিধিং বিনা ॥ ৫১৬ ॥

এতাদৃশ বেদশাস্ত্রের কোন ভাগ অতত্ত্বজ্ঞাপক এইরূপ কল্পনাকারীর গুরুই অতত্ত্বজ্ঞাপক ॥ ৫১৩ ॥

সম্প্রতি—বেদের কার্য্যত্ববাদী মীমাংসকগণের মত নিরাকরণ হইতেছে—লিঙ্, লোট্ ও তব্য প্রত্যয়ান্তপদঘটিত বেদবাক্যসমস্তের প্রবৃত্তিজনক প্রমাণ ইহা মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে—কামনাশূন্যপুরুষ ও লিঙ্ প্রভৃতিঘটিত বিধিবাক্য বলে কিজন্য প্রবৃত্ত হয় না? বাক্যবোধ্যফলের ইষ্টতাভাববশতঃ লোক প্রবৃত্ত হয় না; ইষ্টতাজ্ঞান হইলে প্রবৃত্ত হয়, এইরূপ স্বীকার করিলে ইষ্টসাধনতা-বোধকবাক্যই প্রবর্ত্তক, ইহা তোমা কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত হইল; তাহা হইলে যে বাক্য ইষ্টসাধনতা-বোধক তাহা "লট্" প্রভৃতি যে কোন প্রত্যয়যুক্তই হউক না—প্রবর্ত্তক হইবেই ইহা সিদ্ধ হইল। ৫১৪-৫১৫ ॥

যাহা কার্য্যবোধক উক্তবাক্যই প্রবর্ত্তক ইহা মীমাংসক মত, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা এই যে—স্বর্গকামীপুরুষ কিজন্য কারীরী (বৃষ্টিজনক) যাগে প্রবৃত্ত হয় না? ৫১৬॥

যত্বস্তি স্বর্গহেতুত্বং যাগ এবেতি মন্যসে।
তর্হি সিদ্ধবিধেঃ পৃষ্ঠলম্বী তব বিধির্হ্যভূৎ ॥ ৫১৭ ॥
অতস্তেনৈব বিধিনা বাক্‌সর্ব্বামানতাং ব্রজেৎ।
অস্ত্যায়ুরিতিবাক্যঞ্চ নো চেন্মানং ভবেন্ন তে ॥ ৫১৮ ॥
তস্মাদাচার্য্যতরণি সরণিঃ শোভতেতরাং।
যঃ স্বান্ বিতিমিরান্ কুর্বন্ সদা হৃদ্‌ব্যোম্নি জৃম্ভতে ॥ ৫১৯ ॥
গৃষ্ট্যোর্মিথো বিরোধে হি হত্বৈকামপরাঙ্মুখীং।
বিরোধশান্তিং কঃ কুর্য্যাদ্বিনা ম্লেচ্ছকুমারকান্ ॥ ৫২০ ॥
তৃণপিণ্যাকদানেন কৃত্বার্থান্তরলালসাং।
ততঃ প্রচ্যাবয়েদেকাং ক্রুদ্ধাপ্যহন্যাধ্বনা ব্রজেৎ ॥ ৫২১ ॥

জ্যোতিষ্টোমযাগ স্বর্গসাধনরূপে সিদ্ধ আছে, কারীরীযাগ সিদ্ধ নহে—এই কথা বলিলে সিদ্ধার্থবোধকবাক্যেরই প্রবর্ত্তকত্ব স্বীকৃত হইল ॥ ৫১৭ ॥

অতএব সিদ্ধার্থ-বোধক সকলবাক্যই প্রমাণ, অন্যথা "তোমার আয়ুঃ আছে" "তোমার পুত্র জীবিত আছে" ইত্যাদি লিঙ্ লোট প্রভৃতি প্রত্যয়শূন্যবাক্যেরও প্রামাণ্য হইতে পারে না ॥ ৫১৮ ॥

চার্ব্বাকপ্রভৃতি যাবতীয় দুর্ম্মতনিরাসক মধ্বনামক সূর্য্য নিজ ভক্তগণের হৃদয়ান্ধকার পরিহার সহকারে হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা প্রকাশিত রহিয়াছেন ॥ ৫১৯ ॥

বেদসকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইলে একটীকে অতত্ত্ব-জ্ঞাপক অপ্রমাণ বলিয়া অন্যটীকে প্রমাণ বলা অসঙ্গত। ধেনুদ্বয়ের মধ্যে পরস্পরবিরোধ উপস্থিত হইলে একটীর বধ করিয়া অন্যের বিরোধ পরিহার ম্লেচ্ছগণ ব্যতীত অন্য কেহই করিতে পারে না ॥ ৫২০ ॥

ধেনুদ্বয়ের তাদৃশ বিরোধস্থলে তৃণপিণ্যাক (তিলকল্ক খোল) প্রভৃতি

এবং শ্রুত্যোর্বিরোধেঽপি যা বাগন্যার্থবর্ত্তিনী ॥
তাং তদর্থপরাং কৃত্বা মোচয়েৎ কলহং তয়োঃ ॥ ৫২২ ॥
অতত্ত্বাবেদিকাত্বেকা তত্ত্বস্যা বেদিকা পরা ।
ইত্যাদ্যুক্তিস্ত্বমানত্বপ্রাপ্ত্যাঽস্মৃত্যা জনং শ্রুতেঃ ॥ ৫২৩ ॥
সাদৃশ্যৈক্যে স্থানমত্যোরৈক্যে ব্যাপ্ত্যৈক্যপূর্ব্বকে ।
সাবকাশৈক্যবাগ্ ভেদবাক্ তু স্বার্থপরায়ণা ॥ ৫২৪ ॥
একাভূতাস্তু কুরব একীভূতৌ নৃপাবিমৌ ।
ঐক্যাদ্দ্বয়স্য ঋভুমানিত্যাদ্যুক্তির্বিচার্য্যতাং ॥ ৫২৫ ॥

আহার্য্য প্রদান করিয়া একটার চিত্ত বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিলেই ক্রুদ্ধা অন্যা ধেনু ও অন্যদিকে চলিয়া যায়, এইরূপ শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধস্থলেও যে শ্রুতি অন্য অর্থের প্রতিপাদক তাহার তাদৃশ অর্থকল্পনা করিয়াই বিরোধ পরিহার করিবে ॥ ৫২১—৫২২ ॥

একটী শ্রুতি অতত্ত্বজ্ঞাপক অপরটী তত্ত্বজ্ঞাপক এইরূপ উক্তি হইতে শ্রুতির অপ্রামাণ্যই উপস্থিত হয় বলিয়া উহা শ্রুতির প্রাণঘাতস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৫২৩ ॥

সাদৃশ্য বিষয়ক ঐক্য, স্থান বিষয়ক ঐক্য, বুদ্ধি বিষয়ক ঐক্য, এবং ব্যাপ্তিবিষয়ক ঐক্যে অভেদবচনের অবকাশ রহিয়াছে। পরন্তু ভেদবচনের কুত্রাপি অবকাশ নাই, কেবলমাত্র উহা নিজ অর্থেরই প্রতিপাদক হইয়া থাকে ॥ ৫২৪ ॥

"কুরুগণ একীভূত হইয়াছে" একথা হইতে তাহাদের স্থানৈক্যই প্রতিপাদিত হয়, "নৃপদ্বয় একীভূত হইয়াছে" ইহা বুদ্ধিবিষয়ক ঐক্যের উদাহরণ। "শয়নে, ভ্রমণে, সম্ভাষণে এবং ভোজনে কৃষ্ণ ও আমার ঐক্যবশতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যজ্ঞানে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা

লিঙ্গানুশাসনং যস্মাদেকে মুখ্যান্যকেবলাঃ।
ইত্যাহ ভেদ এবৈক্যং মুখ্যতা বা ততো ভবেৎ ॥ ৫২৬ ॥
যদা তবৈক্যশব্দোঽয়ং ভেদং বক্ত্যাখিলেশিতুঃ।
বক্তি সর্ব্বোত্তমাত্বং বা প্রতিবক্তি কথং ভবান্ ॥ ৫২৭ ॥
এবং নির্গুণবাক্যঞ্চ সামান্যবচনত্বতঃ।
দোষরূপগুণাভাবপরং কর্ত্তুং হি শক্যতে ॥ ৫২৮ ॥
এষ সর্ব্বেশ ইত্যাদি বিশেষবচনন্তু যৎ।
অন্যার্থশূন্যং তৎস্বার্থং প্রাণত্যাগেঽপি ন ত্যজেৎ ॥ ৫২৯ ॥

করিয়াছেন” ভাগবতস্থ এই অর্জ্জুনের উক্তিতে শয়নপ্রভৃতিবিষয়ে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের যে ঐক্যশব্দ কথিত হইয়াছে, উহা ব্যাপ্তিবিষয়ক ঐক্য-প্রতিপাদক অর্থাৎ একজনের শয়নাদিকর্ম্মে প্রবৃত্তি হইলে অন্যেরও ঐ বিষয়ে নিয়তানুসরণ প্রতিপাদক। অতএব এই সকল উক্তি বিচার কর ॥ ৫২৫ ॥

অমরকোষে “এক” শব্দ মুখ্য, অন্য ও কেবল অর্থবাচক, অতএব “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” এই শ্রুতিতে ভেদ পরিত্যাগ না করিয়াও “এক” শব্দ মুখ্য বা অন্য অর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে ॥ ৫২৬ ॥

যৎকালে এই শ্রুতিগত “এক” শব্দ বিষ্ণুর ভেদ অথবা সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপাদক হয় তৎকালে ঐক্যবাদিগণের কি যুক্তি আছে? ৫২৭ ॥

এইরূপ “সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ” এই শ্রুতিস্থ নির্গুণপদও সামান্যবাচক বলিয়া দোষরূপগুণের (ধর্ম্মের) ই অভাববাচক ॥ ৫২৮ ॥

বিষ্ণুর অনেকগুণ প্রতিপাদক “ইনি সর্ব্বেশ্বর” ইত্যাদি বচন-সমূহ নিরবকাশ অর্থাৎ ইহাদের অন্য অর্থ কল্পনা করা যায় না। শ্রুতির সর্ব্বতোভাবে বিনাশ হইলেও সেই সকল অর্থের বিনাশ অসম্ভব ॥ ৫২৯ ॥

ন হিংস্যাদিতি বাক্যং হি ক্রতোরন্যত্র মান্যতে।
তদ্বহ্বর্থবিভক্ত্যন্ত সর্ব্বশব্দান্বিতাং শ্রুতিং॥
শ্রোতাদন্যত্র নয়তা তচ্ছূন্যা কিং ন নীয়তে॥ ৫৩০॥
অতঃ সামান্যতো যত্তু নিষেধবচনং শ্রুতৌ।
বিশেষবাক্যবিহিতং ন হি তৎ প্রতিষেধতি॥ ৫৩১॥
যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ।
প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্ব মুচ্যতে।
ইতি পাদ্মে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে রুদ্রস্য বাগিয়ং॥ ৫৩২॥
শব্দস্য লব্ধা যোগ্যার্থমযোগ্যার্থো ন মৃগ্যতে।
দুগ্ধার্থী বুদ্ধিমান্ দোগ্ধি কস্তং বস্তগলস্তনং॥ ৫৩৩॥

"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" ইত্যাদি বচন যেরূপ শ্রুতিবিহিত হিংসার অতিরিক্ত হিংসার নিষেধক যদিও এস্থলে "ভূতানি" এই বহুবচন এবং "সর্ব্বা" এই সর্ব্বপদদ্বারা নিখিলপ্রাণিরই উপলব্ধি হইতে পারে তথাপি কেবলমাত্র যজ্ঞাতিরিক্ত পশু এইরূপ অর্থই সাবকাশ বলে কল্পিত হইয়া থাকে, অতএব পূর্ব্বশ্রুতিস্থ বহুবচন বা সর্ব্বশব্দশূন্য কেবলমাত্র নির্গুণশব্দের সাবকাশত্ব কল্পনায় ভয় কি? ৫৩০॥

অতএব সামান্যতঃ সিদ্ধনিষেধবচন বিশেষসিদ্ধ বিধিবাক্যের বাধক হইতে পারে না॥ ৫৩১॥

শাস্ত্রসমূহে জগদীশ্বর বিষ্ণু যে নির্গুণরূপে উক্ত হইয়াছেন, তদ্‌বিষয়ে প্রাকৃত হেয়গুণশূন্যত্বরূপ তাৎপর্য্যই জানিতে হইবে ইহা পদ্মপুরাণস্থ ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়ে শ্রীশিব বলিয়াছেন॥ ৫৩২॥

দুগ্ধার্থী বুদ্ধিমান্ পুরুষ যেরূপ গোস্তন ব্যতীত অজাগলস্থিত স্তনাকৃতি লম্বমান মাংসদেশের দোহন করে না সেইরূপ শব্দের যোগ্য অর্থলাভ সম্ভবপর হইলে অসার অযোগ্য অর্থের অনুসন্ধান উচিত নহে॥ ৫৩৩॥

সন্ধ্যায়াং বন্দতে যোগী সন্ধ্যাং ভোগী তু সুন্দরীম্।
যুগপন্মতিভেদস্তদ্ভিন্নয়োরেব নান্যথা ॥ ৫৩৪ ॥
সখায়ৌ সযুজৌ চেতি মতিস্থানভিদে স্ফুটং।
যৎ প্রত্যাহ ততোঽপ্যাহ ভেদবাগ্‌ভেদমেব হি ॥ ৫৩৫ ॥
ঐক্যোক্তেঃ স্ববিরোধিন্যাঃ সখ্য-স্থানৈক্যবাদিনী।
যদ্‌গতী চাহ তদ্বাণী কৃপাণীয়ং বিরোধিনাং ॥ ৫৩৬ ॥
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম নান্যদ্‌ব্রহ্ম ততঃ পরং।
প্রাক্‌সৃষ্টেরপ্সু যঃ শেতে বটপত্রপুটে প্রভুঃ ॥ ৫৩৭ ॥

ঐক্যবাক্যের যে রূপ বুদ্ধিবিষয়ক ঐক্যপ্রভৃতি অর্থ কল্পিত হয় সেইরূপ ভেদবাক্যের বুদ্ধিবিষয়ক ভেদ প্রভৃতি অর্থ কল্পনা করিলেও পুরুষগত ঐক্য সিদ্ধ হয় না।

এক সন্ধ্যাকালেই যোগিগণের সন্ধ্যা-বন্দনে বুদ্ধি এবং ভোগিগণের সুন্দরী রমণে বুদ্ধি উপস্থিত হয়। এতাদৃশ এককালীন বুদ্ধিভেদও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরই হইয়া থাকে, পরন্তু একজনের নহে ॥ ৫৩৪ ॥

"দ্বা সুপর্ণা ইত্যাদি শ্রুতিতে দ্বিবচনান্ত সখি এবং সযুজ এই পদদ্বয় দ্বারা যথাক্রমে মতিভেদ এবং স্থান-ভেদ নিরাকরণ পূর্ব্বক "দ্বৌ" এই পদ দ্বারা স্বরূপ-ভেদ স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে ॥ ৫৩৫ ॥

এই শ্রুতি "সখায়ৌ" ও "সযুজৌ" এই পদদ্বয়দ্বারা স্ববিরোধী ঐক্য বাক্যসমূহের স্থানগত ঐক্য ও বুদ্ধিগত ঐক্যরূপ অর্থান্তরকল্পনা করিয়া স্বয়ং ভেদেরই প্রতিপাদক হইয়া থাকে, অতএব ইহা বিরোধিগণের নিরাকরণে অসি সদৃশ ॥ ৫৩৬ ॥

সর্ব্ব বিষয়ে সমর্থ যে ভগবান্ নারায়ণ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়জলে বটপত্র মধ্যে শয়ন করেন, তিনিই পরমব্রহ্ম তদতিরিক্ত পরমব্রহ্ম নাই ॥ ৫৩৭ ॥

বন্ধকীভূতসত্বাদি-দুর্গুণানাং বিবর্জ্জনাৎ ।
স এব নির্গুণং ব্রহ্মেত্যুক্তঃ সদ্‌গুণবৃংহিতঃ ॥ ৫৩৮ ॥
তন্মুকুন্দাভিধং ব্রহ্ম বেদাখ্যব্রহ্মবর্ণিতং ।
ব্রাহ্মণানাং পরং দৈবং ব্রহ্মসূত্রপ্রকাশিতং ॥ ৫৩৯ ॥
সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভুবং ।
বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং পদং ॥ ৫৪০ ॥
বিশ্বতঃ পরমাং নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিং ।
বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি ॥ ৫৪১ ॥
পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতং ।
নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণং ॥ ৫৪২ ॥

সেই নারায়ণই সংসারবন্ধক সত্ত্বাদিগুণত্রয়শূন্য বলিয়াই অনন্তগুণ পূর্ণ হইলেও নির্গুণরূপে কথিত ॥ ৫৩৮ ॥

সেই মুকুন্দসংজ্ঞক পরমব্রহ্মই সকল বেদে বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণগণের পরম দেবতা এবং ব্রহ্মসূত্রেও তিনিই প্রকাশিত ॥ ৫৩৯ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু সহস্রমস্তকাদি অঙ্গবিশিষ্ট সর্ব্বত্রদৃষ্টিসম্পন্ন, সকলের সুখ-সাধক নিখিলজগতে পরিব্যাপ্ত, গুণাশ্রয়, বিনাশশূন্য এবং সর্ব্বোত্তম ॥৫৪০॥

তিনি নিখিলজগতে উত্তমবস্তু অকার-প্রতিপাদ্য নারায়ণ এবং হরি প্রভৃতি শব্দবাচ্য, তিনিই বিশ্বব্যাপকত্ব, বিশ্বকর্তৃত্ব, ও বিশ্বরক্ষণ হেতু বিশ্বশব্দের দ্বারা উক্ত হইয়া থাকেন, উক্ত পুরুষের অনুসরণেই জগৎ জীবিত রহিয়াছে ॥ ৫৪১ ॥

তিনি নিখিল বিশ্বপতি স্বতন্ত্র, সর্ব্বদা একরূপ বিশিষ্ট পরমমঙ্গলময়, অবিনশ্বর, মহাপুরুষরূপে জ্ঞেয়, সর্ব্বব্যাপী, এবং মুখ্য আশ্রয়স্বরূপ ॥৫৪২॥

নারায়ণপরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ
নারায়ণং পরংব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরং ॥ ৫৪৩ ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণস্থিতঃ ॥ ৫৪৪ ॥
ইতি স্পষ্টা হ্যুপনিষৎ পরং ব্রহ্মাহ তং প্রভুং ॥ ৫৪৫ ॥
বিশ্বতঃ পরমত্বঞ্চ বিশ্বশম্ভূমিতাং তথা।
বিশ্বোপজীব্যতামাত্মেশ্বরতাক্ষরতে তথা ॥ ৫৪৬ ॥
শাশ্বতত্বাচ্যুতত্বে চ মহাজ্ঞেয়ত্বমেবং চ।
অন্তর্ব্বাহশ্চ বিশ্বস্য ব্যাপ্তত্বং চাপ্যনন্তুতাং ॥ ৫৪৭ ॥
ব্রহ্মধর্ম্মানিমান্ সর্ব্বান্ যস্মিন্নারায়ণে শ্রুতিঃ।
সহস্রশীর্ষ্ণি পুরুষে তন্নাম্নৈব পুনঃপুনঃ ॥ ৫৪৮ ॥
আম্নাতে সংকলয্যাহ মহাতাৎপর্য্যপূর্ব্বকং।
স এব হি পরংব্রহ্ম ব্রহ্মলক্ষণ-বেদিনাং ॥ ৫৪৯ ॥

নারায়ণ পরম জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বস্বামী, পরমব্রহ্ম, পরতত্ত্ব এবং সর্ব্বোত্তম ॥ ৫৪৩ ॥

ইহলোকে যে কোনরূপ বস্তু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, তাদৃশ চরাচরাত্মক সর্ব্ব-জগতের অন্তর এবং বহির্দ্দেশ ব্যাপিয়া নারায়ণ অবস্থিত ॥৫৪৪॥

এই রূপ ঋক্‌সংহিতান্বিত নারায়ণ উপনিষদের বচনসকল নারায়ণকে পরম ব্রহ্ম ও প্রভুরূপে প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ৫৪৫ ॥

এই শ্রুতি বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব, সর্ব্বসুখসাধনত্ব, সর্ব্বজীবনপ্রদত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, অক্ষরত্ব, শাশ্বতত্ব, অচ্যুতত্ব, মহত্ত্ব, জ্ঞেয়ত্ব, অন্তর্ব্বহির্ব্যাপ্তত্ব, অনন্তত্ব এবং পরব্রহ্মত্বাদি মহাবিষ্ণুধর্ম্মসকল সহস্রশীর্ষাদিবিশিষ্ট নারায়ণে হরিনারায়ণাদি প্রসিদ্ধ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিতেছেন ॥ ৫৪৬-৫৪৮ ॥

পরং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ পরং তত্ত্বং পরং পদং।
পরমাত্মেতি চ ব্রহ্ম নাম্না নারায়ণং প্রভুং ॥ ৫৫০ ॥
উদ্দিশ্য পৌনঃপুন্যেন ব্রহ্মণো লক্ষণানি চ।
সর্ব্বাণ্যুক্তো্ত্তরগ্রন্থে পরীক্ষা চ যতঃ কৃতা।
শ্রুত্যালক্ষণশাস্ত্রস্য মর্য্যাদামনুসৃত্য হি ॥ ৫৫১ ॥
শৃঙ্গগ্রাহিতয়া তস্য হৃদ্‌গুহায়াং প্রদর্শনাৎ।
উক্তলক্ষণপূর্ণস্য পরমাত্মাভিধস্য চ ॥ ৫৫২ ॥
রাজা রাজসু মুখ্যো হি মহারাজ ইতীর্য্যতে।
আত্মাহন্যাত্মসু মুখ্যশ্চ পরমাত্মা তথা প্রভুঃ ॥ ৫৫৩ ॥
যস্তু প্রস্তাবিতঃ পূর্ব্বমাত্মা নারায়ণঃ পরঃ।
পরমাত্মেতি চাত্রোক্তঃ স এব স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫৪ ॥

শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত নামসমূহপ্রতিপাদ্য বিষ্ণুর পরমব্রহ্মত্বাদি বলিতেছেন অতএব ব্রহ্মলক্ষণজ্ঞ পুরুষগণের নিকট সেই গুণপূর্ণবস্তুই ব্রহ্ম ॥ ৫৪৯ ॥

শ্রুতি নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া পরব্রহ্ম পরজ্যোতিঃ পরতত্ত্ব, পরপদ পরমাত্মা ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ এবং তৎসমুদয়দ্বারা ব্রহ্মলক্ষণ প্রতিপাদন পূর্ব্বক উত্তরগ্রন্থে লক্ষণশাস্ত্রের রীতি অনুসরণে পরীক্ষা করিতেছেন ॥৫৫০-৫১

শৃঙ্গগ্রাহিন্যায়ানুসারে শ্রুতি তাঁহার নাম নির্দ্দেশ করিয়া এবং লক্ষণ সকলও স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত করিয়া সর্ব্বপুরুষহৃদয়গতত্ব নির্দ্ধারণ করেন।

(শৃঙ্গগ্রাহিন্যায়—যেরূপ কোন ব্যক্তি "গরু কাহাকে বলে" এইরূপ প্রশ্ন করিলে উত্তরদাতা সাক্ষাদ্‌ভাবে গরুর শৃঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক বলেন যে—"ইহার নাম গরু" সেইরূপ সাক্ষাদ্‌ভাবে কোন বস্তুর নির্দ্দেশ-প্রণালীই শৃঙ্গগ্রাহিন্যায় নামে কথিত হয়) ॥ ৫৫২ ॥

যেরূপ লোকমধ্যে যিনি সকল রাজার উত্তম তিনিই মহারাজপদবাচ্য সেইরূপ সকলাত্মার মধ্যে যিনি মুখ্য তিনিই পরমাত্মা নামে কথিত হ'ন ॥৫৫৩॥

তৎ স ব্রহ্মেতি বাক্‌তত্তদভিধামাহ নাঽভিদাং ।
মহেশ্বর-শিবশ্রুত্যোঃ পৌনরুক্ত্যভয়াদপি ॥ ৫৫৫ ॥
প্রাগুক্তার্থোপসংহর্ত্রী মহেশ্বরমহীশ্বরে ।
শয়ানমাহ তস্যৈক্যে কস্যাসৌ স্যান্মহেশ্বরঃ ॥ ৫৫৬ ॥
বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি ।
ইত্যৈক্যোক্তেঃ পরঞ্চান্যা গতিমাহ ততোঽপি ন ॥ ৫৫৭ ॥
যদ্বিশ্বং পুরুষাখ্যং তমুপজীবতি তৎসদা ।
বিশ্বং পুরুষইত্যুক্তং যত্তদোর্নিত্যযোগতঃ ॥ ৫৫৮ ॥

শ্রুতিতে পূর্ব্বে আত্মানারায়ণ এইরূপ প্রস্তাব করিয়া উত্তরস্থলে পরমাত্মা এইরূপ বলায় তিনিই সর্ব্বোত্তম ইহা অবগত হওয়া যায় ॥৫৫৪॥

এই হেতু—"স ব্রহ্মা স হরিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি বিষ্ণুর তত্তৎশব্দবাচ্যত্বই প্রতিপাদিত করিতেছেন পরন্তু অভেদ প্রতিপাদন করেন নাই, অভেদ প্রতিপাদকত্ব বলিলে "স শিবঃ" "স মহেশ্বরঃ" এই পদদ্বয়দ্বারা বারদ্বয় অভেদ প্রতিপাদন-হেতু পুনরুক্তি দোষ হয় ॥ ৫৫৫ ॥

প্রাগুক্ত সর্ব্ববিষয়ের উপসংহার পূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রতিপাদিকাশ্রুতি মহেশ্বর শব্দদ্বারাও বিষ্ণুকেই প্রতিপন্ন করিতেছেন। সর্ব্ববিষয়ক অভেদ বলিলে সমস্তের একরূপ নিবন্ধন ও অন্যপদার্থের অভাব-হেতু মহেশ্বরত্ব উপপন্ন হয় না ॥ ৫৫৬ ॥

"বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ" ইত্যাদি বাক্যে ঐক্য প্রস্তাব করিয়া "তদ্ বিশ্বমুপজীবতি" এই বাক্যে বিশ্বের উপজীব্য বলিয়া বিশ্বের সহিত অভিন্ন এইরূপ অর্থদ্বারা ঐক্যের গতি নির্দ্দেশ করায় শ্রুতির অভেদবিষয়ে তাৎপর্য্য নাই জানা যায় ॥ ৫৫৭ ॥

যে হেতু বিশ্ব অর্থাৎ জগৎ পুরুষসংজ্ঞক বিষ্ণুর আশ্রয়েই জীবিত রহিয়াছে সেই হেতুই পুরুষের সহিত বিশ্বের অভেদ বলা হইয়াছে ॥৫৫৮॥

শ্রুত্যর্থমিত্থমেবাহুঃ পুংক্লৈব্যাছে তু বিভ্যতি।
কশ্চিছন্দ্যাচ্ছ্রুতি-সৌন্দর্য্যাঃ সৌন্দর্য্যং চরণদ্বয়ে ॥ ৫৫৯ ॥
অতঃ শ্রুত্যর্থমীমাংসা নিপুণানাং বিবেকিনাং।
মতে নারায়ণো দেবঃ পরংব্রহ্ম ন চাপরঃ ॥
ইতি নির্ণীয়তে নো চেৎ শ্রুতিরেষা প্রকুপ্যতি ॥ ৫৬০ ॥
দেবানামবমোঽগ্নির্বৈ বিষ্ণুস্তু পরমঃ প্রভুঃ।
তদন্তরেণ ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বা অন্যাস্তু দেবতাঃ ॥ ৫৬১ ॥
ঋগ্‌বেদ ব্রাহ্মণং হ্যাদাবেবং তরতমত্বতঃ।
দেবান্ সর্ব্বান্ বিবিচ্যোক্ত্বা বিষ্ণোঃ পরমতাং জগৌ ॥ ৫৬২ ॥

"যৎ" ও তৎ শব্দের নিত্যসম্বন্ধ অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রুতির অর্থ পূর্ব্বোক্তরূপেই বক্তব্য অন্যথা "বিশ্বং পুরুষঃ" "তদ্ বিশ্বং" এইরূপ নপুংসক এবং পুংলিঙ্গপদসমূহের একত্র অন্বয় হইতে পারেনা, ভিন্নলিঙ্গ পদপ্রয়োগদ্বারা ভেদই অবগত হওয়া যায়, আপাতপ্রতীতি-অনুসারেই কেবল অভেদ লাভ হয়, এ বিষয়ে শ্রুতিরমণীর বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদনরূপ দোষ পরিত্যাগ করিয়া ভেদরূপ একার্থ প্রতিপাদনদ্বারা সৌন্দর্য্যরক্ষাই উচিত, পরন্তু সৌন্দর্য্য বিনাশ করা সঙ্গত নহে ॥ ৫৫৯ ॥

অতএব বেদার্থবিচারনিপুণ বিবেকিগণের সিদ্ধান্তানুসারে নারায়ণই পরম ব্রহ্মরূপে নির্ণীত হইয়া থাকেন, অন্যথা পূর্ব্বোক্তা শ্রুতি কুপিতা হইয়া থাকেন ॥ ৫৬০ ॥

"অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ বিষ্ণুঃ পরমঃ তদন্তরা অন্যাদেবতাঃ" এই ঋগ্‌বেদ-ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব অন্য-দেবগণের মধ্যমত্ব এবং অগ্নির অধমত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৫৬১-৫৬২ ॥

তস্মাত্তু পরমং বস্তু ন কিঞ্চিদপি শংসতি ।
এতে প্রধানা দেবেষু তেষপ্যেষ ক্রমঃ কিল ॥ ৫৬৩ ॥
অতো বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বশ্রুতিমতাদভূৎ ।
বিষ্ণোরন্যৎ পরং ব্রহ্ম ন শ্রৌতমিতি চাপ্যভূৎ ॥
বেদব্যাখ্যানরূপং যদ্ ব্রুবন্তি ব্রাহ্মণং বুধাঃ ॥ ৫৬৪ ॥
উক্তার্থস্য সমস্তস্য প্রমাণেন প্রসিদ্ধতাং ।
বৈ-শব্দেনাহ তদ্বক্তি সর্ব্বমানৈশ্চ সিদ্ধতাং ॥ ৫৬৫ ॥
শ্রুত্যা স্মৃত্যানুমানেন প্রত্যক্ষেণ চ যোগিনাং ।
বিষ্ণোঃ সর্ব্বোত্তমত্বং হি সিদ্ধমিত্যাহ সা শ্রুতিঃ ॥ ৫৬৬ ॥
অতস্ত্রিদেবতৈক্যং স্যান্ন পুরাণশতৈরপি ।
বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদিতি যৎসূত্রশাসনং ॥ ৫৬৭ ॥

অতএব বিষ্ণু অপেক্ষা উত্তম বস্তু কিছুই নাই, সর্ব্বপ্রধান দেবগণের মধ্যেও এই ক্রম পূজনীয় ॥ ৫৬৩ ॥

এইরূপ সমস্ত শ্রুতির সিদ্ধান্তদ্বারা বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম এবং অন্য দেবগণ অধম এইরূপ ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে, ব্রাহ্মণভাগ বেদের ব্যাখ্যা স্বরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণভাগে উক্তবিষয়ই বেদতাৎপর্য্যরূপে জ্ঞাতব্য ॥ ৫৬৪ ॥

শ্রুতি স্বীয় উক্তির দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য "অগ্নির্বৈ" ইত্যাদি স্থলে"বৈ" শব্দ উল্লেখ করেন। "বৈ" শব্দ বাক্যার্থের সর্ব্ব-প্রমাণ সিদ্ধত্ব জ্ঞাপক ॥৫৬৫

শ্রুতি, স্মৃতি, অনুমান ও যোগিগণের প্রত্যক্ষদ্বারা বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ইহাই শ্রুতি "বৈ" শব্দ দ্বারা বলিয়াছেন ॥ ৫৬৬ ॥

অতএব শত পুরাণকর্ত্তৃকও বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং রুদ্রের একত্ব বলিবার সামর্থ নাই ; শ্রুতিবিরোধ হইলে স্মৃতির অপ্রামাণ্য নির্ণীত হয় ইহাই জৈমিনিও বলিয়াছেন ॥ ৫৬৭ ॥

যত্তালক্ষ্ম্যাদিভূগৎতা দেবা দেব্যশ্চ মধ্যগাঃ ।
তত্তাঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ শক্ত-দেবতোক্ত্যা শ্রুতির্জগৌ ॥ ৫৬৮ ॥
নান্বশ্নুবন্তি তে বিষ্ণোমহিত্বমিতরে ত্বিতি ।
যতঃ শ্রুতিরতোপ্যৈক্যং তেন নান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৫৬৯ ॥
জাতো বা জায়মানো বা বিষ্ণো কশ্চিৎ পুমাংস্তব ।
মহিম্নোঽন্তং পরং নাপেত্যাহ কাচিচ্ছ্রুতিঃ প্রভুং ॥ ৫৭০ ॥
তস্মান্নিত্যোঽস্য মহিমা ন কদাপি নিবর্ত্ততে ।
সত্যঃ সোঽস্য মহিমেত্যুক্তেশ্চ ন নিবর্ত্ততে ॥ ৫৭১ ॥
অতস্ত্বন্নির্গুণত্বন্তু নাস্য স্যাদ্ধি কদাচন ।
তস্মাৎত্রিগুণশূন্যত্বান্নির্গুণোপ্যয়মেব হি ॥ ৫৭২ ॥

অগ্নিব্যতীত অন্য সকল দেবতা দেবী এবং ঋষিবাচক সামান্য দেবতা শব্দদ্বারা সকলের গ্রহণ পূর্ব্বক মধ্যমত্ব নির্ণয়হেতু বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ৫৬৮ ॥

"হে বিষ্ণো ! অন্যে আপনার মহিমা লাভে সমর্থ হয়না এই শ্রুতি-বাক্যে ঐক্য নিরাকরণ-হেতু বিষ্ণুর নিকট হইতে সকলের ভেদই অবগত হওয়া যায় ॥ ৫৬৯ ॥

"হে বিষ্ণো ! ভূত এবং ভবিষ্যৎ কোনপুরুষই তোমার মহিমার পার লাভ করিতে সমর্থ নহে" এই শ্রুতি বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব বলিয়াছেন ॥৫৭০॥

অতএব বিষ্ণুর নিত্য মহিমা কদাপি নিবৃত্ত হয় না, "সত্যঃ সোঽস্য মহিমা" এই শ্রুতিবল-হেতুও বিষ্ণুর মহিমার মিথ্যাত্বপ্রতিপাদন করা যায় না ॥ ৫৭১ ॥

অতএব তুমি যে যাবতীয় গুণাভাবকে নির্গুণত্ব বলিয়াছ তাহা বিষ্ণুর পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না। পরন্তু সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণরাহিত্যবশতঃই শ্রুতিসমূহে বিষ্ণু নির্গুণরূপে কথিত হইয়াছেন ॥ ৫৭২ ॥

ব্রহ্মায়ং গুণপূর্ণত্বাৎ পরমশ্চোত্তম ত্বতঃ ।
তন্নির্গুণঞ্চ পরমং ব্রহ্ম নারায়ণঃ সদা ॥ ৫৭৩ ॥
ন চ তদ্‌গুণমিথ্যাত্বান্নির্গুণাহবসরস্তব ।
নিত্যস্য ব্রহ্মবন্মিথ্যাত্বস্যৈবানুপপত্তিতঃ ॥ ৫৭৪ ॥
সত্যঃ সোহস্য মহিমেত্যাহ তৎ সত্যতাঞ্চ বাক্‌ ।
অতস্ত্বন্নির্গুণোক্তিশ্চ ত্রিগুণানাং বিমোচিকা ॥ ৫৭৫ ॥
নিত্যঃ সত্যশ্চ মহিমা কথং তদ্‌গ্রাসতামিয়াৎ ॥ ৫৭৬ ॥
নঞা পরশুনা ছিন্নে পদে ত্বাং নানুযাতি সা ।
গুণসত্যত্ব-নিত্যত্ব-কারুত্তেজিতমূর্ত্তিনা ॥ ৫৭৭ ॥
এবঞ্চানির্গুণত্বার্থা যত্তে নির্গুণতাং ক্ষিপেৎ ।
অতস্তদ্‌গুণমিথ্যাত্ব সাধকঞ্চ ন কিঞ্চন ॥ ৫৭৮ ॥

অতএব নারায়ণ গুণ-পূর্ণ বলিয়া "ব্রহ্ম" উত্তমত্ব হেতু "পরম" এবং ত্রিগুণ-শূন্য বলিয়া "নির্গুণ" নামে শ্রুতিতে সর্ব্বদা উক্ত হইয়াছেন ॥৫৭৩॥

বিষ্ণুর ন্যায় নিত্যভূত তদীয় গুণসকলেরও মিথ্যাত্ব অসম্ভব বলিয়া তোমার সম্মত নির্গুণত্বের কোথায়ও অবকাশ নাই ॥ ৫৭৪ ॥

যেহেতু শ্রুতি তাঁহার নিত্য মহিমা বর্ণন করিয়াছেন সেই জন্য তোমার নির্গুণবাদ ত্রিগুণ মোচনমাত্রই করিয়া থাকে ॥ ৫৭৫ ॥

নিত্যভূত ও সত্যভূত বিষ্ণুর মহিমা নির্গুণ শ্রুতির গ্রাস-যোগ্য হইতে পারে না ॥ ৫৭৬ ॥

গুণসমূহের সত্যত্ব ও নিত্যস্বরূপ সূত্রধার "নঞ্‌" রূপ খড়্গ দ্বারা "অনির্গুণ" এই পদের ছেদন করিয়া শ্রুতিকে তোমার নিকট হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক গুণমার্গে প্রেরণ করিতেছে ॥ ৫৭৭ ॥

এইরূপে শ্রুতি অনির্গুণত্ব অর্থ প্রতিপাদিকা হইয়া তোমার

তদুক্তগুণসত্যত্বনিত্যত্বে নৌপচারিকে ॥ ৫৭৯ ॥
নেহ নানেত্যাদিবাক্যমপি তস্মান্ন তান্ ক্ষিপেৎ।
নিত্যসত্যং পরংব্রহ্ম কিং শূন্যত্বশ্রুতিঃ ক্ষিপেৎ ॥ ৫৮০ ॥
কিঞ্চ ব্রহ্মণি তদ্বাক্যং নানাভূতং নিষেধতি ॥ ৫৮১ ॥
অভিন্নসুগুণস্তোম মন্বজানাদ্ধি সাস্ফুটং।
ন চেদ্ব্রহ্মণি জীবৈক্যমপি শক্যমপোহিতুং ॥ ৫৮২ ॥
অভিন্নধর্ম্মধর্ম্মিত্বমপি শক্যং তবৈক্যবৎ।
একশেষোঽপি তদ্বন্ন লোকমর্য্যাদয়াপি ন ॥ ৫৮৩ ॥

নিগু´ণত্বের নিরাকরণ করিতেছেন, অতএব গুণসকলের মিথ্যাত্বসাধক প্রমাণ কিছুই নাই ॥ ৫৭৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত গুণগতসত্যত্ব ও নিত্যত্ব ঔপচারিক বলিতে পার না ॥৫৭৯॥

এই রীতি অনুসারে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই বাক্য ও গুণের নিরাকরণে সমর্থ নহে, নিত্য ও সত্য পরম ব্রহ্ম শূন্যপ্রতিপাদক শ্রুতি-দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারেন না ॥ ৫৮০ ॥

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই বাক্য ব্রহ্ম ভিন্ন কোন বস্তু নাই অর্থাৎ তাঁহার সহিত তদীয় জ্ঞান আনন্দ প্রভৃতি গুণ ও বিগ্রহের অভেদ বর্ত্তমান ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ৫৮১ ॥

উক্ত শ্রুতি ব্রহ্মের অভিন্ন সুগুণসমূহের নিষেধ করে নাই, যদি তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম এই শ্রুতিদ্বারা নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে জীবের সহিত তাঁহার ঐক্যরূপ (তোমার অভিমত) ধর্ম্ম ও নিষিদ্ধই হইয়া থাকে ॥ ৫৮২ ॥

ব্রহ্মের সহিত তদীয় গুণসমূহের অভেদ অঙ্গীকার করিলে ধর্ম্ম (গুণসমূহ) এবং ধর্ম্মী (ব্রহ্ম) উভয়ের অভিন্নভাব-হেতু একশেষ দোষ হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না, যেহেতু তোমার মতেও তাহা হইলে জীবের ঐক্য ও ব্রহ্মের অভেদ স্বীকারে একশেষ

পর্য্যায়শব্দাবাচ্যত্বাদজ্ঞাতত্বাদ্বিবাদতঃ।
ঐক্যং ন ব্রহ্মমাত্রং তে গুণাভিন্নগুণস্তথা ॥ ৫৮৪ ॥
তচ্চ ব্রহ্মণি সামর্থ্যবিশেষাদ্‌ঘটতে মম।
তব তূক্তৈক্যবাদেস্মিন্নির্বিশেষমতং গতং ॥ ৫৮৫ ॥

দোষ হইতে পারে, লোকব্যবহার অনুসারেও কোন দোষ হইতে পারে না, যেহেতু—ঘট ও তদীয় রূপের অভেদসত্ত্বেও "ঘট" এবং "ঘটের রূপ" এইরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ দৃষ্ট হইতেছে, (একশেষ দোষ—যদি ব্রহ্ম ও তদীয় গুণ অভিন্নই হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের গুণ এইরূপ পৃথক্ ব্যবহার সঙ্গত হয় না, পরন্তু কেবলমাত্র ব্রহ্ম এইরূপ ব্যবহার অথবা ব্রহ্মগুণ এইরূপ ব্যবহার অর্থাৎ দুইটীর মধ্যে কেবল এক'টীরই সত্তা সম্ভব হয়—এইরূপ আশঙ্কা) ॥ ৫৮৩ ॥

জীবের ঐক্য ব্রহ্মের স্বরূপভূত, পরন্তু ধর্ম্ম নহে—এরূপ বলিতে পার না, যেহেতু ঐক্য ব্রহ্মের স্বরূপভূত হইলে ব্রহ্মের পর্য্যায়বাচক শব্দই হইত, "ঘট কলস" প্রভৃতি পর্য্যায় ব্যবহারের ন্যায় "জীবৈক্য ব্রহ্ম" এইরূপ পর্য্যায় ব্যবহার নাই। জীবৈক্য ও ব্রহ্মের অভেদ হইলে ব্রহ্মের ন্যায় জীবৈক্যও শ্রুতিপ্রভৃতিদ্বারা জানা যাইত, পরন্তু তাদৃশ অবগতিও নাই। বিবাদ-হেতুও তাদৃশ অভেদ সঙ্গত নহে ব্রহ্ম সর্ব্ববাদি-সম্মত, পরন্তু জীবৈক্য সর্ব্বসম্মত নহে। অতএব জীবৈক্যকে ব্রহ্মের অভিন্ন স্বরূপ বা অভিন্ন গুণ বলিতে পার না ॥ ৫৮৪ ॥

আমার মতে ব্রহ্ম ও তদীয় গুণসমূহের অভেদসত্ত্বেও ভিন্ন ব্যবহার সঙ্গত হয়, যেহেতু—অভেদস্থলেও ভেদব্যবহারের জন্য বিশেষ নামক পদার্থ স্বীকার করিয়া থাকি, পরন্তু তোমার নির্ব্বিশেষবাদে বিশেষ পদার্থ স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া জীবৈক্য ব্রহ্মকে অভিন্ন স্বীকার এবং তাহাদের ভেদব্যবহার কোনরূপেই হইতে পারে না ॥ ৫৮৫ ॥

ন বিদ্যতে বিশেষস্তু যস্মাদিত্যখিলেশতাং।
নির্বিশেষশ্রুতিস্তস্মাৎ প্রাহাস্মাকং তবাপি চ ॥ ৫৮৬ ॥
ব্যবহারাদনুগতাৎ সর্ব্বত্রানুগতা সদা।
জাতিশ্চৈকাখিলার্থেষু সত্তাখ্যাবর্ত্ততে কিল ॥ ৫৮৭ ॥
ইতি ব্রবীতি কোঽপ্যজ্ঞঃ স প্রষ্টব্যো বিবেকিভিঃ।
ব্যবহারানুগমনং নাম তস্যৈকতা কিমু ॥ ৫৮৮ ॥
উত তস্যৈক-ধর্ম্মেণাবচ্ছিন্নত্বমুদীর্য্যতে।
একাকারত্বমথবা বক্তব্যং নাপরং হি তৎ ॥ ৫৮৯ ॥
নাদ্যঃ প্রযোজকা সিদ্ধের্ব্বাদিনোরুভয়োরপি।
প্রতিবাদিমতা সিদ্ধের্দ্বিতীয়োঽপি ন শোভতে ॥ ৫৯০ ॥

আমাদের মতে বিশেষপদার্থ স্বীকার সত্বেও "নির্বিশেষোঽক্ষরঃ শুদ্ধ" ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হয় না। যেহেতু আমরা—"বিশেষ নাই যাহা হইতে" এইরূপ বহুব্রীহি সমাসদ্বারা নির্ব্বিশেষশব্দে তাঁহার অপেক্ষা উত্তমের নিষেধই অঙ্গীকার করিয়াছি ॥ ৫৮৬ ॥

তার্কিকগণ বলেন—সমস্তঘটের মধ্যে ঘটত্ব নামে একটী জাতি বর্ত্তমান আছে—পরন্তু ঘট এবং ঐ ঘটত্ব জাতি অভিন্ন নহে, যদি জাতি এবং ঘট এক হয় তাহা হইলে সমস্ত ঘটই এক হইতে পারে, অতএব ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী পৃথক্ বস্তু এক নহে। সম্প্রতি তাহাদের এই মত দূষিত হইতেছে, তার্কিকগণ বলেন যে—"ঘট আছে" এইরূপ একবিধ ব্যবহার সমস্ত ঘটেই হইয়া থাকে বলিয়া সত্তা নামক জাতি সর্ব্বত্রই এক ॥ ৫৮৭ ॥

সম্প্রতি তাদৃশ অজ্ঞগণের নিকট বিবেকিগণের প্রশ্ন এই যে—তুমি যে সর্ব্বত্র একবিধ অস্তিত্ব ব্যবহার বলিতেছ, ঐ অনুগত ধর্ম্মটী অভেদ অথবা একধর্ম্ম বিশিষ্ট অথবা একরূপ আকার বিশিষ্ট, এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশের অতিরিক্ত কিছুই বলিতে পার না ॥ ৫৮৮—৫৮৯ ॥

অপ্রযোজকতাদোষস্তৃতীয়ং পক্ষমাক্ষিপেৎ।
নানাসমান-ব্যবহারেণ ধর্ম্মোঽপি তাদৃশঃ ॥ ৫৯১ ॥
সিদ্ধেৎ পরং তস্য সর্ব্বত্রৈকতা কিং কৃতা বদ।
যক্ষানুরূপো হি বলিঃ প্রাচাং বাচমনুস্মর ॥ ৫৯২ ॥
অখণ্ডজাতেরেকৈকো যত্ত্বংশো ব্যক্তিষূচ্যতে।
ঘটাস্তর্হি ঘটাংশাঃ স্যুর্ঘটস্তু স্যান্ন কশ্চন ॥ ৫৯৩ ॥
সম্পূর্ণপটতাশূন্য পটাংশেষ্বংশধীরিব।
সম্পূর্ণজাত্যনাধারে স্যাদংশত্বপ্রমাপরং ॥ ৫৯৪ ॥
আকাশাংশেষু চাকাশশব্দোক্তিরুপচারতঃ।
অবকাশপ্রদত্বাখ্য-যোগসম্ভবতোপি বা ॥ ৫৯৫ ॥

তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বব্যবহারের অভেদবাদী প্রতিবাদী উভয়েরই অসম্মত, দ্বিতীয় পক্ষ আমাদের মতে সিদ্ধ, তৃতীয় পক্ষ অপ্রয়োজক, একাকার অনেকব্যবহারহেতু একবিধ অনেক ধর্ম্মই সিদ্ধ হয়, একধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। ॥ ৫৯০-৫৯১ ॥

অনেকব্যবহারসিদ্ধধর্ম্মসকলের অনেকত্ব ব্যতীত একত্ব সিদ্ধ হয় না, যক্ষগণের যাদৃশ আকার তদ্রূপযোগী বলি (আহার্য্য উপহার) দানই কর্ত্তব্য ইহাই প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৫৯২ ॥

ঘটত্বরূপ অখণ্ডজাতির এক একটী অংশ এক একটী ঘটে বর্ত্তমান আছে এরূপ অঙ্গীকার করিলে—ঘটত্বরূপ জাতির এক অংশ মাত্র একটী ঘটে থাকায় ঐ ঘটটীও অংশস্বরূপই হইতে পারে, পূর্ণ ঘট হইতে পারে না। ॥ ৫৯৩ ॥

সম্পূর্ণ পটত্বরহিত খণ্ডপটে যেরূপ পটাংশ বুদ্ধি হয় এইরূপ সম্পূর্ণ জাতিরহিতবস্তুতেও অংশবুদ্ধিই হইতে পারে ॥ ৫৯৪ ॥

যদিও আকাশের অংশমাত্রেও আকাশশব্দ ব্যবহার দেখা যায়

অনেকব্যঞ্জকব্যঙ্গ্যা যথৈকা জাতিরুচ্যতে।
তথাঽনেক-ঘটত্বেভ্যো বাগেকৈব প্রবর্ত্ততাং ॥ ৫৯৬ ॥
শব্দৈক্যঞ্চ ন তে পক্ষে ততস্তত্রাপি চৈকতাং।
স্বনিয়ন্তুর্নিয়ম্যোঽসৌ ন সহেতেতি মে মতিঃ ॥ ৫৯৭ ॥
কারণত্বান্যনেকানি তত্র তত্র তবাপি চ।
তদবচ্ছেদকস্যাপি কথং ন স্যাদনেকতা ॥
যো গুরূণাং গুরুস্তস্য গুরুতৈব হি শোভতে ॥ ৫৯৮ ॥
ব্যঞ্জকানুগতোক্তিশ্চ জাতিষ্বনুগতৈকবাক্।
ন কিলৈকেন নিয়তা মধ্যে যন্ত্রে কতাকুতঃ ॥ ৫৯৯ ॥
প্রলয়ে সর্ব্বদেশে চ জাতির্নিত্যাস্তি চেত্তদা।
ব্যক্ত্যা নাযুতসিদ্ধা সা যাবশ্যং নাপরাশ্রয়া ॥ ৬০০ ॥

তাহা হইলেও অবকাশ দানরূপ ধর্ম্মবশতঃ অথবা উপচারমাত্রেই ঐরূপ ব্যবহার হয় ॥ ৫৯৫ ॥

তুমি জাতিব্যঞ্জক অনেক ধর্ম্মদ্বারা একটী মাত্রই জাতি বর্ত্তমান একথা যেরূপ বলিয়া থাক, সেইরূপ অনেক ঘটত্বরূপ নিমিত্ত হইতেও একরূপ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হউক ॥ ৫৯৬ ॥

তুমি জাতির ঐক্য অঙ্গীকার করিয়াও জাতিব্যঙ্গ্য শব্দসকলের একত্ব স্বীকার কর না, এইরূপ নিয়ম্যশব্দ ও নিয়ামিকা জাতির একত্ব সহ্য করিতে পারে না, ইহাই আমার বুদ্ধি ॥ ৫৯৭ ॥

অনেক কার্য্যের কারণ ও বহু বর্ত্তমান, কারণ অনেক হইলে কারণবৃত্তিধর্ম্ম এক হইতে পারে না। লোকে গুরুর গুরু পরমগুরুই হইয়া থাকেন, পরন্তু মূঢ় হ'ন না ॥ ৫৯৮ ॥

জাতিব্যঞ্জক উক্তি অনেক, জাত্যুক্তিও অনেক, উভয়ের অনেকত্ব অবস্থায় জাতির একত্ব কিরূপে হইতে পারে? ৫৯৯ ॥

অভাবেষু ন কিঞ্চিত্তে বিশেষেযু ন কিঞ্চন।
একং নিয়ামকং তস্মাত্ততোঽন্যত্রাপি তদ্বৃথা ॥ ৬০১ ॥
বহুকৃৎবহুতাব্যাপ্তস্তচ্ছূন্যো যাচতে হি তাং।
একঃ কুঠারো যৎকার্য্য লক্ষে ব্যাপারলক্ষবান্ ॥ ৬০২ ॥
তস্মাদনেককার্য্যেষু কস্মাদেকো বিমৃগ্যতে।
তত্তদ্বাক্ত্যন্বয়ী সোঽপি তত্তৎকর্ত্তা যতোঽস্ততঃ ॥ ৬০৩ ॥
অতো ধর্ম্মস্য ধর্ম্মৈক্যং ধর্ম্মিণাঞ্চৈকতা ভবেৎ।
ইত্যাদিদোষৈর্দুষ্যং ন পোষ্যমেবাখিলৈর্বুধৈঃ ॥ ৬০৪ ॥

তার্কিকগণ অযুতসিদ্ধপদার্থদ্বয়ের সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করেন। উক্ত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে একটী নিত্য ও অন্যটী অনিত্য, তন্মধ্যে অনিত্যের নাশ হইলে নিত্য পদার্থটী অন্যত্র অবস্থান করে ইহাই তাহাদের মত। এবিষয়ে বক্তব্য এই যে—প্রলয়কালে যদি সর্ব্বত্র নিত্যা জাতি বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে জাতির আশ্রয় সর্ব্বপদার্থের অভাব-হেতু অপরাশ্রিত জাতিরই অসম্ভব হয় ॥ ৬০০ ॥

"ঘট নাই" "পট নাই" এইরূপ বস্তুর অভাববিষয়ক অনুগত ব্যবহার-সত্ত্বেও অভাবের একত্ব নিয়মের অভাবহেতু জাতিমাত্রেও একত্ব অঙ্গীকার ব্যর্থই হইয়া থাকে ॥ ৬০১ ॥

অনেক পদার্থে অনেক ব্যবহারকারিণী জাতি বহুত্বধর্ম্মব্যাপ্তই হইতে পারে, এক কুঠার লক্ষ কার্য্য সাধন করিলেও তদীয় ব্যাপার লক্ষবিধ বলিয়া বহুত্ববিশিষ্টই হইয়া থাকে ॥ ৬০২ ॥

অতএব অনেক কার্য্যের প্রতি একের কারণতা কিরূপে কল্পনা করা যায়? ভিন্ন ভিন্ন পদার্থসম্বন্ধী জাতিরূপ পদার্থও স্বয়ং অনেক হইয়াই অনেক কার্য্য সাধন করিয়া থাকে ॥ ৬০৩ ॥

এইরূপে সর্ব্বত্র অনুগত একমাত্র জাতির খণ্ডন-হেতু—ধর্ম্মধর্ম্মির

এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যনস্তানেবানুবিধাবতি।
ইতিশ্রুতের্ঘটো নীল ইতিব্যবহৃতেরপি ॥ ৬০৫ ॥
নেক্ষেতোদ্যন্তমিতিবদ্দৃষ্টমাত্রস্য নিষেধনে।
নার্থাসত্ত্বমিতি প্রাহ বিপশ্চিৎ কিল কশ্চন ॥ ৬০৬ ॥
তস্যাপি সূতে যুক্তিস্ত্রী সদুত্তরকুমারকং।
যঃ পরেষাং কণ্ঠমণিং জিঘৃক্ষতি রণাঙ্গনে ॥ ৬০৭ ॥

অভেদে ধর্ম্মিসকলেরও অভেদ হইতে পারে—এইরূপ তার্কিক প্রদত্ত দোষসমূহদ্বারা আমাদের মত দূষিত হইতে পারে না ॥ ৬০৪ ॥

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে—"দুর্গম পর্ব্বতশিখরস্থিত বৃষ্টির জল যেরূপ অধঃপতিত হয় এইরূপ বিষ্ণুর ধর্ম্মসকলকেও বিষ্ণু হইতে পৃথক্ দর্শন করিলে অধঃপতিত হইতে হয়" এই শ্রুতিতে যদিও ভেদদর্শনের নিষেধ করা হইয়াছে তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্রে স্নাতকপ্রকরণস্থ—"উদয় অস্ত বা গ্রাসকালীন সূর্য্য, নগ্না স্ত্রী, স্নানরতা স্ত্রী প্রভৃতি দর্শন করিবেন না" ইত্যাদি বাক্যে যেরূপ স্নাতকের পক্ষে তাদৃশ পদার্থসকলের দর্শনমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে পরন্তু উদয়াদিকালীন সূর্য্যাদিপদার্থের সত্তা নিষিদ্ধ হয় নাই, তদ্রূপ পূর্ব্বস্থলেও বিষ্ণু এবং তদীয় ধর্ম্মসকলের মধ্যে ভেদ দর্শন মাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, ভেদ নিষিদ্ধ হয় নাই, পরন্তু তদুভয়গত ভেদ বস্তুতঃই বর্ত্তমান আছে। "ঘট" এবং "কলস" শব্দ যেরূপ পর্য্যায়বাচী অভিন্ন বলিয়া উভয়ের সহ প্রযুক্ত হয় না সেইরূপ নীলরূপ এবং ঘট এই উভয়ের মধ্যে যদি অভেদ হয় তাহা হইলে "নীল ঘট" এইরূপ প্রয়োগও হইতে পারে না, অতএব-নীলত্ব প্রভৃতি ঘটাদির ধর্ম্ম এবং পৃথক্ পদার্থ, অতএব ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী বস্তুতঃ পৃথক্ বস্তু ॥ ৬০৫-৬০৬ ॥

পূর্ব্বকালে বিরাট-রাজমহিষী সুদেষ্ণাপ্রসূত উত্তর কুমার যেরূপ উত্তর গোগৃহে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত কৌরবগণের কণ্ঠমণি আহরণ করিয়া-

সূর্য্যোদয়োঽপি দিবিজৈর্দিতিজৈঃ স্বেন চেক্ষ্যতে।
দোষাদভীরুভির্দোষমজানদ্ভির্নরৈরপি ॥ ৬০৮ ॥
নগ্নস্ত্রী চ স্বনয়নৈঃ স্বসখীনয়নৈরপি।
রন্তৄণাং রাগকলুষচক্ষুষা চেক্ষ্যতে কিল ॥ ৬০৯ ॥
শ্রুতিশ্চ চক্ষুষৈবৈষাং বীক্ষণং নানুমন্যতে।
ঈক্ষা হি চাক্ষুষং জ্ঞানমনুমানাগমাদিভিঃ।
অন্যমংস্ত চ তজ্‌জ্ঞানমতস্তদ্বাধনং কুতঃ ॥ ৬১০ ॥
দর্শনাযোগ্যধর্ম্মেষু পৃথক্‌ত্বস্য চ দর্শনং।
জ্ঞানরূপং প্রসক্তং স্যাৎ পশ্যার্থং তদ্বদন্তি হি ॥ ৬১১ ॥

ছিল এস্থলেও আমাদের যুক্তি-রমণীপ্রসূত সদুত্তররূপ কুমার বিবাদ-ক্ষেত্রে তাদৃশ বিপক্ষগণের কণ্ঠমণি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৬০৭ ॥

যেরূপ উদয়কালীন সূর্য্য, দেব দৈত্য এবং সূর্য্যের নিজের দৃষ্টিগোচর হয় এইরূপ দোষভয়শূন্য এবং দোষজ্ঞানশূন্য মনুষ্যগণও দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৬০৮ ॥

নগ্নস্ত্রীও নিজে নিজকে দেখিতে পায়, তাহার সখীগণ তাহাকে দেখিতে পায়, এইরূপ রাগকলুষিতদৃষ্টি রমণশীলপুরুষগণও তাহাকে দেখিয়া থাকে ॥ ৬০৯ ॥

সূর্য্যবিষয়ক এবং নগ্নস্ত্রীবিষয়ক শ্রুতি ও চক্ষুমাত্রের দর্শনই নিষেধ করিয়া থাকেন, অনুমান বা আগমদ্বারা তদ্বিষয়কজ্ঞানের নিষেধ করেন নাই, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমপ্রমাণসিদ্ধপদার্থের বাধা কোথাও হয় না ॥ ৬১০ ॥

সূর্য্যাদি পদার্থ চক্ষুর দর্শনের যোগ্য ধর্ম্মবিশিষ্ট, বিষ্ণুর ধর্ম্ম সকল প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে, অতএব তাঁহারও তদীয় ধর্ম্মের ভেদদর্শনের যে নিষেধ

তস্মাত্তস্য নিষেধে স্যাদপ্রামাণিকতৈব হি।
অর্থাভাবা বিনাভূতা নিন্দা সর্ব্বত্র চেদৃশী ॥ ৬১২ ॥
কেশস্য পূর্ণব্রহ্মত্বাদীশোঽপি স্বগতাং ভিদাং।
নান্বমন্যত তেনেয়ং কেন মান্যা মনীষিণা ॥ ৬১৩ ॥
যস্য কালবিশেষে দৃঙ্ নিষেধ্যা-স ন বাধ্যতে।
যস্য দৃক্ তু সদা নেতি সামান্যেনৈব বার্য্যতে ॥
তত্রার্থস্যাপি বাধঃ স্যাদপ্রামাণিকতা হি সা ॥ ৬১৪ ॥
ইদানীং ন ঘটো দৃষ্ট ইত্যুক্তেন ঘটো মৃষা।
নরশৃঙ্গং নৈব দৃষ্টমিত্যুক্তে তু তদৈব ন ॥ ৬১৫ ॥

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, উহা অনুমান বা আগমপ্রমাণসিদ্ধ ভেদজ্ঞান সম্বন্ধেই বলিতে হইবে, অতএব ভেদ দর্শন করিবে না অর্থাৎ ভেদজ্ঞান করিবে না এইরূপ অর্থও তোমার অবশ্য স্বীকার্য্য ॥ ৬১১ ॥

যথায় জ্ঞানের নিষেধ তথায় অর্থেরই অভাব, যথায় অর্থের অভাব তথায় জ্ঞানেরই নিষেধ এইরূপ নিয়মহেতু এস্থলেও বিষ্ণুও তদীয়গুণের ভেদ জ্ঞান করিবে না এইরূপ জ্ঞাননিষেধ-হেতু জ্ঞানের বিষয়ীভূত ভেদেরও নিষেধই হইয়া থাকে ॥ ৬১২ ॥

অতীন্দ্রিয় সর্ব্ববস্তুর প্রত্যক্ষকারী বিষ্ণু নিজের কেশের পর্য্যন্ত পূর্ণ ব্রহ্মত্ব জানিতেছেন, অতএব তিনি স্বগত-ভেদ অঙ্গীকার করেন না, অতএব তোমার কল্পিত ভেদকে অঙ্গীকার কে করিবে ? ৬১৩ ॥

যথায় কালবিশেষে বস্তু নিষেধ তথায় বস্তুর অসত্তা নাই পরন্তু যথায় সর্ব্বদা নিষেধ তথায় বস্তুরই সর্ব্বথা অসত্তা জানিতে হইবে, বস্তুর সর্ব্বথা নিষেধই অপ্রামাণিক বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬১৪ ॥

এবিষয়ে উদাহরণ—ইদানীং ঘট দেখা যাইতেছে না এই বাক্যদ্বারা

অতস্তদুক্তদৃষ্টান্তো বিষমোভূদ্বিচারণে ॥ ৬১৬ ॥
দ্রষ্টব্যো নৈব দোষোস্মিন্নিত্যুক্তে তদদোষতা।
যথাসিদ্ধেস্তথাধর্ম্মপার্থক্যেক্ষণশিক্ষণে ॥
ধর্ম্মাণামপৃথক্‌ত্বঞ্চ সিদ্ধেদেব মম প্রভো ॥ ৬১৭ ॥
দ্বিতীয়াভিনিবেশেন ভয়ং স্যাদিতি চোদিতে।
দ্বিতীয়স্যৈব বাধ্যত্বং কিং নোচুস্তব পূর্ব্বজাঃ ॥ ৬১৮ ॥
ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাং।
ইত্যুক্তিস্তে ভিদাং দ্বেষ্টু‌মৈক্যং পোষ্টু‌ঞ্চ ভূঃ কিল ॥৬১৯॥

ঘটের সর্ব্বতোভাবে অসত্তা সিদ্ধ হয় না, শশশৃঙ্গ দেখা যায় না এইরূপ নিষেধে তাহার সত্তাই নিষিদ্ধ হইতেছে ॥ ৬১৫ ॥

"বিষ্ণু ও তদীয় ধর্ম্মের ভেদ দর্শন করিবেন না "এই শ্রুতিতেই কাল উল্লেখপূর্ব্বক নিষেধ না থাকায় সর্ব্বতোভাবে নিষেধের বিষয়ীভূত ভেদ পদার্থেরই অভাব জানিতে হইবে। সূর্য্যাদি দৃষ্টান্তে উদয়াদিকাল-বিশেষে দর্শননিষেধহেতু বস্তুসত্তার অভাব হয় না, অতএব বিচার করিলে তোমার দৃষ্টান্ত তোমার পক্ষেই বিষম হইয়া থাকে ॥ ৬১৬ ॥

যদি কোন পুরুষের সম্বন্ধে বলা হয় যে—"তাহার প্রতি দোষ দৃষ্টি করা উচিত নহে" তাহা হইলে যেরূপ তাহার দোষেরই অভাব বুঝায়, সেইরূপ বিষ্ণুসম্বন্ধেও ধর্ম্মের ভেদ দর্শন করিবে না এই নিষেধ বাক্যের দ্বারা ধর্ম্মের অভেদই সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৬১৭ ॥

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" এই ভাগবতবাক্যে দ্বিতীয় পদার্থের অভিনিবেশ-হেতু ভয় হয় এরূপ বলায় দ্বিতীয়পদার্থই নাই এ কথা তোমার পূর্ব্বাচার্য্য তোমাকে বলেন নাই কি ? ॥ ৬১৮ ॥

"ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাং" এইরূপ ভাগবতের

সর্ব্বত্র ভেদমিথ্যাত্বং সাধয়ংস্ত্বং দুরাগ্রহী।
কথমন্থাদ্বিতীয়স্মিন্ ভিদামাধাতুমিচ্ছসি ॥ ৬২০ ॥
কিঞ্চেয়ং শ্রুতিরেবাদৌ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
ইত্যাদিনা ভিদামেনাং নিষেধতি পদে পদে ॥ ৬২১ ॥
অতস্তজ্জ্ঞাননিন্দাপি মিথ্যাভূতার্থদৃক্ত্বতঃ।
ইতি মন্যামহে তস্মাদ্ধর্ম্ম্যাধর্ম্ম্যাত্মকাঃ প্রভোঃ ॥ ৬২২ ॥
ধর্ম্মিসত্ত্বেঽপি যন্নশ্যেত্তত্র ভেদোঽপি মৃগ্যতে।
ভেদস্যাসাধারণং হি কার্য্যং নাশাবিনাশনং ॥ ৬২৩ ॥
অনশ্যদ্রিপুহন্তো যন্তিনত্ত্যন্যং বিনাশিনং ॥ ৬২৪ ॥
নাপ্যৈক্যবাক্যবলতো বিরোধিগুণবিপ্লবঃ ॥ ৬২৫ ॥

উক্তি হরি হর ও ব্রহ্মার ভেদ নিষেধ করিবার জন্য এবং ঐক্য প্রতিপাদনের জন্য তোমার মতে প্রমাণ হইয়া থাকে ॥ ৬১৯ ॥

সর্ব্বত্র ভেদের মিথ্যাত্বপ্রতিপাদনই তোমার কার্য্য, অন্য অভিন্ন পদার্থে ভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্য তোমার আগ্রহ কেন ? ৬২০ ॥

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতিবাক্য প্রথমেই ধর্ম্মভেদ নিষেধ করিয়া থাকে ॥ ৬২১ ॥

এই বাক্যবলেও "বিষ্ণুর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ দর্শন করিবে না" ইত্যাদিবাক্য ভেদের অসত্ত্বাহেতুই ভেদদর্শনের নিষেধ করিতেছে এইরূপ মনে হয়, অতএব বিষ্ণুর ধর্ম্ম ধর্ম্মীর স্বরূপই হইয়া থাকে ॥ ৬২২ ॥

যথায় ধর্ম্মী বর্ত্তমানেও ধর্ম্মের নাশ হয় তথায়ই উভয়ের ভেদ হয়। ধর্ম্মনাশেও ধর্ম্মী বস্তুর বিনাশাভাবই ভেদের কার্য্য ॥ ৬২৩ ॥

পুরুষ স্বয়ং জীবিত থাকিয়াই হস্তদ্বারা শত্রু বিনাশ করেন ॥ ৬২৪ ॥

ঐক্যপ্রতিপাদক বাক্যবলবশতঃও ঐক্যবিরোধী বিষ্ণুসম্বন্ধীয় গুণসকল পরিত্যাজ্য ইহা বলিতে পার না ॥ ৬২৫ ॥

বিরোধিগুণসংত্যাগে স্যাদৈক্যং বাক্য-গোচরং।
অবিরুদ্ধো হি বাক্যার্থো যোগ্যতা যদপেক্ষিতা ॥ ৬২৬ ॥
যদি বাক্যোদিতাদ্বৈতাদেব তদ্‌গুণমোচনং।
তদান্যোন্যাশ্রয়ো দোষো বাক্যমর্থান্তরে নয়েৎ ॥ ৬২৭ ॥
কিঞ্চৈকতোক্তির্নাযুক্তা সাদৃশ্যৈক্যস্য সম্ভবাৎ।
সত্য-নিত্যগুণত্যাগঃ সর্ব্বথা নোপপদ্যতে ॥ ৬২৮ ॥
অতঃ কস্য বলাৎকস্য ত্যাগ ইত্যেব চিন্ত্যতাং।
ন চেচ্ছূন্যোক্তিবলতঃ সত্যং ব্রহ্মৈব সংত্যজ ॥ ৬২৯ ॥
ব্যাবহারিকতা সত্তা নিত্যত্বং চিরকালতা।
গুণেষু যদি তর্হি স্যাৎ ব্রহ্মণ্যপি তথৈব তে ॥ ৬৩০ ॥

বিরোধিগুণসকলের অভাবে ঐক্য শাস্ত্র-বোধ্য হইয়া থাকে, ঐক্য অবগত হইলে বিরোধিগুণের নাশ হয় এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। বিরোধিগুণের সত্তাদশায় প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ঐক্য যোগ্যতার অভাবে বাক্য-গোচর হয় না॥ ৬২৬॥

বাক্যপ্রতিপাদিত অভেদ হইতেই গুণত্যাগ অঙ্গীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ স্পষ্টভাবেই হইয়া থাকে, অতএব ঐক্য বাক্যের অর্থান্তর বক্তব্য ॥ ৬২৭ ॥

সাদৃশ্যাদিরূপ গৌণ ঐক্য সম্ভব হইলে স্বরূপগত ঐক্য অঙ্গী-কার্য্য হয় না, শ্রুতিতে উক্ত সত্য নিত্যপ্রভৃতি গুণের ত্যাগ সর্ব্বতোভাবে অনুপপন্ন॥ ৬২৮ ॥

অতএব ঐক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক গুণত্যাগ করা অথবা গুণ অঙ্গীকার-পূর্ব্বক ঐক্য পরিত্যাগ উচিত তাহা চিন্তা করিয়া দেখ, নিষেধরূপ ঐক্য অঙ্গীকার করিয়া বিধিরূপ গুণের ত্যাগ করিলে নিষেধরূপ শূন্য অঙ্গীকার করিয়া বিধিরূপ ব্রহ্মের পরিত্যাগও প্রসঙ্গলব্ধ হইয়া থাকে॥ ৬২৯ ॥

সন্দিগ্ধশ্রুতিপঙ্কস্থনৈগু´ণ্যস্তম্ভলম্বিনঃ।
কথং সত্যতয়া শ্রৌতধর্ম্মাঃ স্যুর্ব্যাবহারিকাঃ ॥ ৬৩১ ॥
তদাপ্যবাধে সত্যাঃ স্যুর্বাধে তু শ্রুত্যমানতা।
অতোভ্যর্থ্যঃ স এবার্থো যত্র বাগ্‌দ্বন্দ্বমানতা ॥ ৬৩২ ॥
কথং স্বরূপস্যাবাধে শক্তিবাধো ভবেদ্বদ।
কিমচ্ছিদ্র ঘটেত্যাজ্যা জলাহরণ-যোগ্যতা ॥ ৬৩৩ ॥
স্বাভাবিকীজ্ঞানবলক্রিয়া চেত্যাহ হি শ্রুতিঃ ॥ ৬৩৪ ॥
পীলুপাকেন পীঠরপাকতো বাগুণক্ষয়ঃ।
একত্র ধর্ম্মিণো নাশোঽন্যত্রধর্ম্মান্তরং কিল ॥ ৬৩৫ ॥

গুণের সম্বন্ধে যে সত্যত্ব শ্রুত হয় উহা ব্যবহারিক এবং নিত্যত্ব অর্থ চিরকাল অবস্থিতি পরন্তু নাশশূন্যতা নহে এইরূপ যদি বল তাহা হইলে তাদৃশ সত্যত্ব এবং নিত্যত্ব ব্রহ্মসম্বন্ধেও হউক। ৬৩০ ॥

সন্দিগ্ধ শ্রুতিবিষয়ক নিগু´ণতা আশ্রয় করিয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-সকলের ব্যবহারিকতা-কল্পনে শক্তি আছে কি? পঙ্কমধ্যে আরূঢ়স্তম্ভের ন্যায় নৈগু´ণ্যশ্রুতির অর্থও চঞ্চলই হইয়া থাকে ॥ ৬৩১ ॥

ব্যবহারিকতা স্বীকার করিলেও তাহাদের (গুণসকলের) বাধ না হওয়ায় সত্যত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে, বাধ অঙ্গীকার করিলে বাধিতার্থ প্রতি-পাদক শ্রুতির অপ্রামাণ্য হয়, অতএব উভয়বাক্যের প্রামাণ্যের অনুকূল অর্থই বক্তব্য ॥ ৬৩২ ॥

ব্রহ্মস্বরূপের নাশাভাবদশায় তাঁহার গুণসকলের নাশ কিরূপে সম্ভবপর, ঘটের ছিদ্র না থাকিলে তদীয় জলাহরণ-যোগ্যতারূপ ধর্ম্মের নাশ কিরূপে হইতে পারে? ॥ ৬৩৩ ॥

"স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ" এই শ্রুতি স্পষ্টভাবে গুণসকলের স্বাভাবিকত্বই বলিতেছেন ॥ ৬৩৪ ॥

সতি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মাণাং ক্বাত্যন্তাভাব ইষ্যতে।
ক্ষণমুৎপন্নমগুণমিত্যপ্যাহাগ্রহাৎ পরং।
তন্তুনা পটনির্ম্মাণে কিংমধ্যে শুক্লতা গতা ॥ ৬৩৬ ॥
ধার্ম্মিণো ধর্ম্মবিকৃতৌ বিকারোস্ত্যেব কশ্চন।
অবিকারী তু যো ধর্ম্মী তদ্ধর্ম্মোঽপি হ্যবিক্রিয়ঃ।
কিমাপ্য-পরমাণূনাং শুক্লতায়াঃ ক্বচিৎ ক্ষয়ঃ ॥ ৬৩৭ ॥

পার্থিব গুণনাশ পীলুপাক বা পীঠরপাকবশতঃ হয় বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। তন্মধ্যে পীলুপাকে ধর্ম্মীরই নাশ এবং পীঠরপাকে পূর্ব্বধর্ম্মনাশদ্বারা ধর্ম্মান্তর উৎপত্তি স্বীকৃত হয়। (পীলুপাক-প্রণালী—ঘট প্রথমতঃ অপক্ক অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ থাকে পশ্চাৎ অগ্নিসংযোগে তাহার ঐ কৃষ্ণগুণের অভাব হইয়া রক্তগুণ উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ অগ্নিসংযোগে পরমাণু পর্য্যন্ত ঘটাবয়ব ভগ্ন হয়, পশ্চাৎ পরমাণুসকলে অগ্নির পাকদ্বারা রক্তরূপের উৎপত্তি এবং রক্ত পরমাণুদ্বারা রক্ত ঘটান্তরের উৎপত্তি হয়, অতএব এই পীলুপাকবাদির মতে পরমাণু পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘট'টাই অগ্নি-সংযোগে নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ ধর্ম্মীরই নাশ হয়। পীঠরপাকমতে—ধর্ম্মী ঘটাবয়ব নষ্ট না হইয়া পাক-বশতঃই রূপান্তরের উৎপত্তি হয়) ॥ ৬৩৫ ॥

উভয়মতেই ধর্ম্মী বিদ্যমান থাকিলে সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মনাশ স্বীকৃত হয় নাই, উৎপন্নদ্রব্য ক্ষণকাল পর্য্যন্ত গুণক্রিয়াশূন্য অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে এইরূপ তার্কিকগণের বচন কেবলমাত্র দুরাগ্রহমূলক, তন্তুদ্বারা পটোৎপত্তি-কালে শুক্লরূপের নাশ ক্ষণকালও দেখা যায় না ॥ ৬৩৬ ॥

ধর্ম্মীর বিকার হইলে ধর্ম্মেরও বিকার হয়, ধর্ম্মী অবিকৃত থাকিলে ধর্ম্মসকলও অবিকৃতই থাকে, জলীয় পরমাণু সকলের শুক্লত্ব নাশ কোথায়ও হয় না ॥ ৬৩৭ ॥

দ্বিপাকপ্রক্রিয়াতোপি পাকাযোগ্যেন বিক্রিয়া।
হরিস্তু দহনান্তঃস্থঃ পীতাগ্নির্ম্মুক্তচেতনঃ ॥ ৬৩৮ ॥
অতস্তদ্রূপ-সৌন্দর্য্যশৌর্য্যধৈর্য্য-পরাক্রমাঃ।
স্বাতন্ত্র্যবশিতেশত্ব পূর্ব্বাঃ সর্ব্বে গুণা ধ্রুবাঃ ॥ ৬৩৯ ॥
যদন্যবরতোঽপ্রাপ্তাস্তেন নৌপাধিকা ইমে।
অনৌপাধিকধর্ম্মাণাং ধর্ম্ম্যনাশেন নাশনং ॥ ৬৪০ ॥
জ্ঞানঞ্চ মানসং ক্ষয্যং সাক্ষিজ্ঞানং ত্বনশ্বরং।
পূর্ব্বনাশে পরং জ্ঞানং ভাবনা বা মনস্যপি ॥ ৬৪১ ॥
মনস্ত্বাণুত্বপূর্ব্বাস্তু ধর্ম্মাস্তত্রাপি ধর্ম্মিবৎ।
সতি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মাণাং সর্ব্বথা কুত্র মুণ্ডনং ॥ ৬৪২ ॥

পূর্ব্বোক্ত দুইপ্রকার পাকদ্বারাও পাকের অযোগ্যবস্তুতে বিকার হইতে পারে না। হরিও অগ্নিমধ্যে অবস্থান করেন অগ্নিকে ভক্ষণ করেন, তথাপি নিত্যমুক্তত্বহেতু তাঁহার বিকার নাই ॥ ৬৩৮ ॥

অতএব বিষ্ণুর নিত্যমুক্ত চেতনত্বনিবন্ধন তদীয় রূপ, সৌন্দর্য্য, শৌর্য্য, ধৈর্য্য, পরাক্রম, স্বাতন্ত্র্য, বশিত্ব এবং ঈশত্ব প্রভৃতি সমস্ত গুণই নিত্য ॥ ৬৩৯ ॥

এই সকল গুণ অন্য কাহারও নিকট হইতে বরপ্রভৃতি কোন উপায়ান্তর দ্বারা লব্ধ নহে, এই সকল নিরুপাধিকগুণের ধর্ম্মীনাশ-পর্য্যন্ত নাশ সম্ভব নহে ॥ ৬৪০ ॥

লোকমধ্যে মানসিকজ্ঞান বিনষ্ট হইতে দেখা যায়, তথাপি অন্য একটী জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, অথবা বিনষ্টজ্ঞানের সংস্কার থাকে, পরন্তু সাক্ষী জ্ঞান নিত্য পদার্থ ॥ ৬৪১ ॥

মনেরও মনস্ত্ব, অণুত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম নিত্য, অতএব ধর্ম্মী বিদ্যমান থাকিতে সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মের সংহার কোথাও দেখা যায় না ॥ ৬৪২ ॥

ধর্ম্ম্যসত্ত্বেঽপি ধর্ম্মঃ সন্ প্রতিযোগিত্ব পূর্ব্ববৎ।
সতি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মাণামসত্ত্বন্তু ন কুত্রচিৎ ॥ ৬৪৩ ॥
রূপ্যবাধে হি রূপ্যত্ববাধো দৃষ্টো ভ্রমেঽপি চ।
অতঃ শ্রৌতাত্মধর্ম্মাণাং বাধোপ্যেষ ন লৌকিকঃ ॥ ৬৪৪ ॥
ঘটাদিধর্ম্মাস্তৎসত্তা সমসত্তা যতোঽখিলা।
অতঃ সত্যাত্মধর্ম্মাশ্চ সত্যাঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥
অদৃষ্টকল্পনা কুর্য্যাদ্দূরদৃষ্টস্য কল্পনাং।
সত্যা নিত্যাস্ততো ধর্ম্মাঃ সত্যে নিত্যে চ ধর্ম্মিণি ॥ ৬৪৬ ॥
ধ্বনিস্তূপাধিতো জাতো নাসৌ স্বাভাবিকো গুণঃ ॥ ৬৪৭ ॥

কুত্রচিৎ ধর্ম্মী নষ্ট হইলেও প্রতিযোগিতাপ্রভৃতি তদীয় ধর্ম্মের নাশ কুত্রাপি দেখা যায় না, অতএব ধর্ম্মী থাকিতে ধর্ম্মনাশ কোথায়ও সম্ভবপর নহে ॥ ৬৪৩ ॥

রজতভ্রমস্থলে ধর্ম্মী রজতের বাধাসত্ত্বেই রজতত্ব-রূপ ধর্ম্মের বাধা দৃষ্ট হয়, অতএব লৌকিক রীতি-অনুসারেও সর্ব্বতোভাবে বিষ্ণুধর্ম্মের বাধা অসম্ভব ॥ ৬৪৪ ॥

ঘটাদিবস্তুগত সকলধর্ম্মই ধর্ম্মিসত্তা সমানকালীন হইয়া থাকে, অতএব বিষ্ণুগত ধর্ম্ম সকলও তদীয় সত্তার সমকালীনই নির্ণীত হয় ॥ ৬৪৫ ॥

শাস্ত্র বা লোকমধ্যে অদৃষ্টবিষয়ককল্পনায় তোমার দূরদৃষ্টই হইয়া থাকে, নিত্যসত্যধর্ম্মীতে ধর্ম্ম ও নিত্যসত্যই হইয়া থাকে ॥ ৬৪৬ ॥

যদিও আকাশের শব্দগুণ অনিত্য তথাপি ভেরী তাড়নাদি উপাধি-জন্যত্ব-হেতু উহা ঔপাধিকগুণ বলিয়াই স্বীকার্য্য পরন্তু আকাশের স্বাভাবিক গুণ নহে ॥ ৬৪৭ ॥

ত্রিক্ষণস্থায়ি যৎ প্রাহুঃ শব্দং বুদ্ধিঞ্চ কর্ম্ম চ।
অতোঽপি ন ধ্বনির্ব্যোম-স্বভাবো নশ্বরো হ্যসৌ ॥ ৬৪৮ ॥
অণুত্বং পরমাণোর্যন্মহত্বং মহতোঽপি চ।
অবকাশপ্রদত্বং যদ্‌গগনস্য কদা ন তৎ ॥
অতঃ স্বাভাবিকা ধর্ম্মা নশ্যেরন্ ধর্ম্মিণঃ ক্ষয়ে ॥ ৬৪৯ ॥
শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ কীর্ত্ত্যন্তে ধর্ম্মাঃ স্বাভাবিকা হরেঃ।
সত্যা নিত্যা স্বভাবাশ্চ যে ধর্ম্মাস্তে ন মায়িকাঃ ॥ ৬৫০ ॥
অবিদ্যয়া কথং বিদ্যাশক্তিস্তেজো বলং ধৃতিঃ।
অমায়িকব্রহ্মবত্তদ্ধর্ম্মাঃ সর্ব্বেপ্যমায়িকাঃ ॥ ৬৫১ ॥
সত্যত্বাচ্চ স্বভাবত্বান্নিত্যত্বাদ্ব্রহ্মবৎ সদা।
অমায়িকা ব্রহ্মধর্ম্মা ইতি স্যাদনুমাপিনঃ ॥ ৬৫২ ॥

যেহেতু নৈয়ায়িক শব্দ, বুদ্ধি এবং কর্ম্মকে ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়া থাকেন, অতএব তদ্দ্বারাও শব্দ আকাশের স্বাভাবিক গুণ নহে ইহা জানা যাইতেছে ॥ ৬৪৮॥

পরমাণুর অণুত্ব, গগনের মহত্ব এবং অবকাশপ্রদত্ব এই সকলই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহারা কখন নষ্ট হয় না, অতএব স্বাভাবিক ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মিবস্তুর নাশকালেই নষ্ট হয় ॥ ৬৪৯ ॥

শ্রুতি স্মৃতিতেও স্বাভাবিকরূপে শ্রুত হরির ধর্ম্মসমূহ সত্য, নিত্য এবং অমায়িক ॥ ৬৫০ ॥

অবিদ্যা ও বিদ্যার মধ্যে বিরোধ-হেতু শ্রীহরির বিদ্যা, শক্তি, তেজঃ, বল প্রভৃতি ধর্ম্ম অবিদ্যারূপ উপাধিযুক্ত হইতে পারে না, বিষ্ণু যেরূপ অমায়িক, তদীয় ধর্ম্ম সকলও সেইরূপ অমায়িকই হইয়া থাকে ॥ ৬৫১ ॥

সত্যত্ব, স্বাভাবিকত্ব এবং নিত্যত্ব-হেতু বিষ্ণুর যাবতীয় ধর্ম্মই

স্বনিষ্ঠধর্ম্মোপাধাতুঃ স্যাদুপাধেরুপাধিতা।
মায়াভিন্নত্বাজড়ত্বসত্ত্বচিত্ত্বাত্মতাদয়ঃ ॥ ৬৫৩ ॥
ব্যাপ্তত্ব-নিত্যশুদ্ধত্ব-মুক্তত্বাদ্যা হরেগু́ণাঃ।
জড়েষ্বসম্ভাবিতাঃ স্যুর্ম্মায়োপাধ্যা হি তাঃ কথং ॥ ৬৫৪ ॥
হন্ত মায়াবদ্ধতাপি ন মায়োপাধিকা ত্বয়ি।
সর্ব্বেশ্বরত্বপূর্ব্বং তৎ কঃ কুর্ব্বীত মহাপ্রভো ॥ ৬৫৫ ॥
নিরীক্ষতো যস্য দৃষ্টির্ম্মায়য়াণ্বপি নাজ্যতে।
ইত্যাহ পঞ্চমস্কন্ধে তদ্দ্রষ্টৃত্বাদয়ঃ প্রভোঃ ॥
স্বাভাবিকা ভবেয়ুর্হি তদভাবঃ কদা বদ ॥ ৬৫৬ ॥

ব্রহ্মের ন্যায় অমায়িক এইরূপ অনুমানও অমায়িকত্ব সাধন করিয়া থাকে ॥ ৬৫২ ॥

জবাকুসুম প্রভৃতি উপাধি নিজগত রক্তধর্ম্মই দর্পণাদিতে প্রতিফলিত করিয়া থাকে, জবাকুসুমে রক্তিমা না থাকিলে দর্পণেও তাহার প্রতিফলন হইতে পারে না, এইরূপ মায়াভিন্নত্ব, অজড়ত্ব, সত্তা, চিন্ময়ত্ব, আত্মত্ব, ব্যাপ্তত্ব, নিত্যশুদ্ধত্ব এবং নিত্যমুক্তত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম জড়ভূত অবিদ্যায় সর্ব্বতোভাবে অসিদ্ধ, অতএব অবিদ্যা নিজ মধ্যে অবিদ্যমান গুণসকল কিরূপে ব্রহ্মবস্তুর উপর আরোপ করিতে পারে এবং সেই ধর্ম্মসকলই বা কিরূপে ঔপাধিক হইতে পারে? ৬৫৩—৬৫৪ ॥

জীবগত-মায়াবন্ধন অবিদ্যারূপ উপাধিবশতঃ নহে যেহেতু অবিদ্যায় উহা নাই, যদি জীবগত মায়াবন্ধনই ঔপাধিক না হয় তাহা হইলে সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি বিষ্ণুধর্ম্মসকল কিরূপে ঔপাধিক হইতে পারে? ॥ ৬৫৫ ॥

ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে "ন যস্য মায়াগুণচিত্তবৃত্তিভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকে সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের দৃষ্টি স্বল্পমাত্রও মায়াদ্বারা সম্বদ্ধ হয় না ইহা জানা যায়। অতএব বিষ্ণুর দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সর্ব্বদা স্বাভাবিক এবং নিত্য ॥ ৬৫৬ ॥

কিঞ্চোপাধির্বিম্বমেব প্রতিবিম্বস্য শোভতে।
স্বধর্ম্মাধায়কত্বেন মায়াদিঃ স্ফটিকাদিবৎ॥
নিমিত্তমাত্রং তৎসঙ্গাত্তন্নাম্না ভণ্যতে পরং॥ ৬৫৭॥
তস্মাদ্ব্রহ্মস্থ সুগুণা এব তৎ প্রতিবিম্বকে।
দৃশ্যেরন্ নান্যতস্তে স্যুঃ সূর্য্যকশ্রীর্হি সূর্য্যতঃ॥ ৬৫৮॥
বিম্বস্থগুণসর্ব্বস্বমনোপাধিকমেব হি।
তন্নাশনাশিতদ্ধ্রৌব্যে ধ্রুবমেবাভবদ্ধি তৎ॥ ৬৫৯॥
প্রতিবিম্বস্য সর্ব্বস্য যদ্বিম্বং ব্রহ্মতদ্ধি মে।
তচ্চ সত্যঞ্চ নিত্যঞ্চ নির্গুণং স্যাৎ কদাচন॥ ৬৬০॥
সগুণপ্রতিবিম্বেস্মিন্ বিম্বত্বাদ্রুদ্রপুষ্পবৎ।
স্বাভাবিকগুণং ব্রহ্ম কিন্তেভূন্নানুমানতঃ॥ ৬৬১॥

জীবগণের প্রতিবিম্বত্ব-হেতু বিম্বভূত বিষ্ণুই তাহাদের উপাধি স্বধর্ম্মারোপিণী মায়া কেবলমাত্র স্ফটিকাদির ন্যায় নিমিত্তই হইয়া থাকে পরন্তু বিম্বরূপ উপাধির সম্বন্ধবশতঃ উপচারবৃত্ত্যনুসারে মায়া ও উপাধি বলিয়া কথিত হয়॥ ৬৫৭॥

অতএব বিম্বভূত বিষ্ণুর গুণসকলই জীবে দৃশ্য হইতে পারে, অন্যের গুণ দৃশ্য হইতে পারে না, যেরূপ সূর্য্য-প্রতিবিম্বগত-প্রভা বিম্বগত সূর্য্য হইতেই হইয়া থাকে॥ ৬৫৮॥

বিম্বভূত-বিষ্ণুর গুণসকল নিরুপাধিক, বিষ্ণুর নাশ হইলে উহাদেরও নাশ সম্ভবপর, বিষ্ণুর নাশ না হইলে উহাদেরও নাশের অভাব হইয়া থাকে॥ ৬৫৯॥

প্রতিবিম্বভূত নিখিলজীবের বিম্বভূত, বিষ্ণু আমাদের সিদ্ধান্তে পরম ব্রহ্ম নামে কথিত, তিনি সত্য ও নিত্য, কখনও নির্গুণ নহেন॥ ৬৬০॥

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেত্যাহ তচ্ছ্রুতিঃ।
যন্মূলং সগুণং তে স্যাৎ স এবাস্মাকমীশ্বরঃ ॥ ৬৬২ ॥
অতঃ সগুণমেবার্থ্যং ত্বয়াপি চ ময়াপি চ।
নির্গুণাশাং ত্যজ ভজ শ্রীশং মে সগুণং প্রভুং ॥ ৬৬৩ ॥
বচসাং গৌরবায়ৈব সগুণদ্বয়কল্পনং।
ন চেৎ স্যাৎ সিদ্ধসগুণভজনে গৌরবং তব ॥ ৬৬৪ ॥
অস্তু মায়াবিনা মায়াদর্শিতং বস্তু মায়িকং।
মায়াবি-দেহেন্দ্রিয়েচ্ছা প্রযত্নাদিষ্বমায়িকং ॥ ৬৬৫ ॥

বিষ্ণু স্বাভাবিক গুণবিশিষ্ট, যেহেতু তিনি সগুণ প্রতিবিম্বভূতজীবের বিম্বস্বরূপ, যেমন জবাকুসুম, এই অনুমান দ্বারা আমি সগুণত্ব সাধন করিতে সমর্থ ॥ ৬৬১ ॥

"স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" এই শ্রুতি যে ব্রহ্মের স্বাভাবিক গুণত্ব বলিয়া থাকেন, তিনিই তোমার মায়া উপাধিযুক্ত (শবল) ব্রহ্মের বিম্বস্বরূপ, তিনিই আমাদের প্রভু ॥ ৬৬২ ॥

বিম্বসম্বন্ধে স্বাভাবিকগুণের নিয়মহেতু তোমার ও আমার পক্ষে সগুণব্রহ্মই গতি, তুমি ও নির্গুণের আশা পরিত্যাগ করিয়া সগুণেরই আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৬৬৩ ॥

স্বাভাবিকগুণবিশিষ্ট বিম্বভূত-সগুণ-ব্রহ্ম এবং ঔপাধিকগুণবিশিষ্ট প্রতিবিম্বভূত সগুণব্রহ্ম এইরূপ ব্রহ্মদ্বয় কল্পনা করিলে গৌরব দোষ ঘটে একটী মাত্র সগুণ ব্রহ্মের স্বীকারেই আবশ্যক সিদ্ধি হয় বলিয়া তাদৃশ স্বীকার করিলেই তুমি লোকে গৌরবভাজন হইতে পার ॥ ৬৬৪ ॥

মায়াবিদ্যা-বিশারদব্যক্তিকর্তৃক মায়াবলে প্রদর্শিত বস্তুসকল মায়িক হইলেও তদীয় দেহ, ইন্দ্রিয়, ইচ্ছা প্রযত্নাদি গুণসকল মায়িক হয় না ॥৬৬৫॥

এবঞ্চামায়িকমভূদ্ধরের্দেহেন্দ্রিয়াদিকং।
শক্তিসৌন্দর্য্যধৈর্য্যাদিভার্য্যাভবনপূর্ব্বকং ॥ ৬৬৬ ॥
গুণিনাং হি গুণস্তুত্যা স্বস্যাপি স্যান্মহাফলং।
যন্মমাবসিতং ভারস্যার্দ্ধং গুণনিরূপণে ॥ ৬৬৭ ॥
বিশ্বান্তঃপাতিনো হ্যুক্তস্যাস্য যৎ সত্যতাপ্যভূৎ।
লোকদৃষ্ট্যৈব ন পুনঃ শ্রুতিস্মৃতিবিচারণাৎ ॥ ৬৬৮ ॥
নিত্যজ্ঞান-বলৈশ্বর্য্য-ভোগোপকরণাচ্যুত।
ইতি তুষ্টাব তৎস্রষ্টা পঞ্চরাত্রে নিজং প্রভুং ॥ ৬৬৯ ॥
'ন যত্র মায়া তত্রাপি' মহিমা স্মর্য্যতেঽস্য তৎ।
উল্লঙ্ঘ্য লোকমর্য্যাদাং ধর্ম্মত্যাগঃ কথং প্রভৌ ॥ ৬৭০ ॥

এইরূপ বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রপঞ্চ মায়িক হইলেও তদীয় দেহ, ইন্দ্রিয়, শক্তি, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, ভার্য্যা এবং ধামপ্রভৃতি বস্তুসকল অমায়িকই হইয়া থাকে ॥ ৬৬৬ ॥

গুণবান্ মহাপুরুষগণের গুণস্তুতি করিলে নিজেরও মহাফল প্রাপ্তি হয়, এবিষয়েই আমরাই উদাহরণ। যেহেতু বিষ্ণুর গুণসকলের সত্যত্ব শ্রুতিপ্রতিপাদনদ্বারা বিশ্বসৌরভে প্রতিপাদ্যমান বিশ্বসত্যত্ব বিষয়ের অর্দ্ধেকভার অবসান হইয়াছে ॥ ৬৬৭ ॥

বিশ্বসৌরভের অন্তঃপাতী ভগবানের গুণসমূহ শ্রুতি ও স্মৃতির বিচার-ব্যতীত কেবলমাত্র লৌকিকবিচারদ্বারাই সত্যরূপে সিদ্ধ হওয়ায় অর্দ্ধেক ভার দূর হইয়াছে ॥ ৬৬৮ ॥

"নিত্যজ্ঞানবলৈশ্বর্য্য-ভোগোপকরণাচ্যুত" পঞ্চরাত্রে ব্রহ্মা এই বচন দ্বারা প্রভু বিষ্ণুকে নিত্যজ্ঞানাদিবিশিষ্টরূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৬৬৯ ॥

"ন যত্র মায়া" এই ভাগবতবাক্যের দ্বারা মায়াস্পর্শশূন্য বৈকুণ্ঠে

অতঃ স্বাভাবিকং সর্ব্বং জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিকং হরেঃ।
কথং তস্য নিবৃত্তিঃ স্যাচ্চেতন্যস্যানিবর্ত্তনে ॥ ৬৭১ ॥
তদ্ধর্ম্মবাধা-যোগেন বাধ্যং স্যাদৈক্যমেব তে।
অর্থাপত্তিস্তবৈবাভূদনর্থাপত্তিকারণং ॥ ৬৭২ ॥
বৃথৈব গুণসংত্যাগে বৈদুষ্যন্তে গমিষ্যতি।
অত্যাগে-মহিম-ধ্রৌব্যান্নির্গুণং স্যাৎ কদা তব ॥ ৬৭৩ ॥
অতো নবসরাদ্দুঃস্থমশ্রৌতঞ্চ পরোদিতং।
ব্রহ্মৈষ নিত্যো মহিমেত্যাদ্যাবাক্ তত্র তত্র হি ॥ ৬৭৪ ॥
একো দাধার বিশ্বানি ভুবনানীতি চাপরা।
তং স্তৌতি সববাধারত্বাৎ পরং ব্রহ্ম স এব হি ॥ ৬৭৫ ॥

বিষ্ণুর মহিমা অবগত হওয়া যায়, এতাদৃশ লোকমর্য্যাদা এবং শ্রুতি স্মৃতি-মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর ধর্ম্মনাশ কিরূপে বলিতে পার? ॥ ৬৭০ ॥

অতএব বিষ্ণুর জ্ঞান ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই স্বাভাবিক, বিষ্ণুর অবিনশ্বরত্ব-হেতু তাহারাও অবিনশ্বর ॥ ৬৭১ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মের বাধরাহিত্য-হেতু তদ্‌বিরুদ্ধ তোমার ঐক্যবাদই বাধ্য হইয়া থাকে। ঐক্যের অন্যথা সঙ্গতি হয় না বলিয়া গুণ পরিত্যাগরূপ অর্থাপত্তিকল্পনা তোমারই অনর্থকারণ হইয়া থাকে ॥ ৬৭২ ॥

কারণব্যতীত গুণ পরিত্যাগ করিলে তোমার পাণ্ডিত্যেরই নাশ হয়, গুণসমূহের অপরিত্যাগে তোমার নির্গুণত্ব সিদ্ধ হয় না ॥ ৬৭৩ ॥

অতএব পরোক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীকার অনাবশ্যক ও অশ্রৌত, "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য" এই শ্রুতি সগুণব্রহ্মেরই প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৬৭৪ ॥

"একো দাধার ভুবনানি বিশ্বা" এই শ্রুতি ও সর্ব্বাধারত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট পরমব্রহ্মেরই স্তব করিতেছেন ॥ ৬৭৫ ॥

সর্ব্ববস্ত্বাধারতা সর্ব্বব্যাপিতা কেশবস্য চেৎ।
অন্যদ্ব্রহ্ম কিমর্থং তে ব্যর্থত্বাদপি তদ্গতং ॥ ৬৭৬ ॥
যো নঃ পিতা বিধাতেতি সৃষ্টিশ্চাশ্রাবি কেশবাৎ।
অতো ভুক্ত্যৈ ন তে ব্রহ্ম মোক্ষমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ ॥৬৭৭॥
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
ইতি স্মৃতের্নাপি মুক্ত্যৈ ব্যর্থমেবাভবত্ততঃ ॥ ৬৭৮ ॥
ব্যাপ্তং চৈতন্যযুগ্মঞ্চেদ্ব্রহ্মণি দ্বৈতকল্পনাৎ।
অনর্থশ্চ ভবেত্তস্মাদ্ব্রহ্মৈকো বিষ্ণুরেব হি ॥ ৬৭৯ ॥
প্রাগুক্তযুক্ত্যা সগুণ-নৈর্গুণ্যং যন্মৃতৌ চ ন।
অতোঽন্যন্নির্গুণং বাচ্যং তদা ব্রহ্ম দ্বিতা ন কিং ॥ ৬৮০ ॥

যেহেতু বিষ্ণুই সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাধাররূপে শ্রুত হইতেছেন সেইজন্য তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যর্থই হইয়া যায় ॥ ৬৭৬ ॥

"যো নঃ পিতা বিধাতা" এই শ্রুতি ও বিষ্ণু জগৎকর্ত্তা এবং মোক্ষদাতা ইহাই বলিতেছেন। এরূপ অবস্থায় তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম কেবলমাত্র ভোগেরই জন্য, পরন্তু কোন কার্য্যকারী নহেন ॥ ৬৭৭ ॥

"এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ" এই ভাগবত-বাক্যে বিষ্ণুরই মোক্ষদান শক্তি অবগত হওয়া যায়। তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম মোক্ষেরও প্রয়োজক নহে ॥ ৬৭৮ ॥

শ্রুতিসিদ্ধ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুরূপী একব্রহ্ম এবং তোমার অভিমত নির্গুণ একব্রহ্ম, এইরূপ ব্রহ্মদ্বয়ের অঙ্গীকারে ব্রহ্মে দ্বৈতকল্পনাদ্বারা তোমার অপসিদ্ধান্তরূপ অনর্থই হইয়া থাকে ॥ ৬৭৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-অনুসারে সগুণব্রহ্মের নির্গুণত্ব কখনও হইতে পারে না, অতএব তোমার পক্ষে অন্য একটী নির্গুণ ব্রহ্ম কল্পনা করিলে ব্রহ্ম-বিষয়ক দ্বৈতভাবাপত্তিদ্বারা তোমার সিদ্ধান্তহানি অবশ্যম্ভাবী ॥ ৬৮০ ॥

এবঞ্চাবসরাভাব-দুঃস্থং ব্যর্থমনর্থদম্।
বিষ্ণোরন্যৎ পরং ব্রহ্ম কো বিদ্বান্ বক্তুমর্হতি ॥ ৬৮১ ॥
নাস্তি নারায়ণসমং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
এতেন সত্যবাক্যেন সর্ব্বার্থান্ সাধয়াম্যহম্ ॥ ৬৮২ ॥
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ৬৮৩ ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ৬৮৪ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৬৮৫ ॥

পূর্ব্বোক্তরীতি অনুসারে অনবসর-হেতু দুঃস্থ, প্রয়োজনশূন্য এবং অনর্থকারী অন্য একটী ব্রহ্ম কোন বিদ্বানই স্বীকার করিতে পারেন না ॥ ৬৮১ ॥

মহাভারতের অনেক বাক্য বিষ্ণুরই পরমব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, তন্মধ্যে যথা—"নারায়ণের সমান-বস্তু ভূত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎকালে অন্য কেহই নাই, এই সত্য প্রতিজ্ঞাদ্বারা সর্ব্ববিষয় সাধন করিব ॥" ৬৮২ ॥

"জগতে ক্ষর এবং অক্ষর, এই দ্বিবিধ পুরুষ বর্ত্তমান, ব্রহ্মা প্রভৃতি নিখিলজীব নশ্বরদেহযুক্ত বলিয়া 'ক্ষর' নামে অভিহিত, লক্ষ্মীদেবী নিত্যদেহবিশিষ্ট-হেতু অক্ষরা বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥" ৬৮৩ ॥

"ক্ষর এবং অক্ষর পুরুষ হইতে ভিন্ন উত্তমপুরুষ বিষ্ণু পরমাত্মা-নামে কথিত, সর্ব্বতোভাবে অবিনশ্বর মহাপ্রভু ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হইয়া পালনকার্য্য সাধন করিতেছেন ॥" ৬৮৪ ॥

"যেহেতু আমি ক্ষর এবং অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম, সেইজন্য পৌরুষেয় গ্রন্থ এবং অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্রে পুরুষোত্তম-নামে প্রসিদ্ধ ॥" ৬৮৫ ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৬৮৬ ॥
সসুরাসুরগন্ধর্ব্বং সযক্ষোরগরাক্ষসম্ ।
জগদ্বশেঽবর্ত্ততেদং কৃষ্ণস্য সচরাচরম্ ॥ ৬৮৭ ॥
রুদ্রং সমাশ্রিতা দেবা রুদ্রো ব্রহ্মাণমাশ্রিতঃ ।
ব্রহ্মা মামাশ্রিতো নিত্যং নাহং কঞ্চিদুপাশ্রিতঃ ॥ ৬৮৮ ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ধৃত্য ভুজমুচ্যতে ।
বেদশাস্ত্রাৎ পরং নাস্তি ন দৈবং কেশবাৎ পরম্ ॥ ৬৮৯ ॥
ইতি ভারতবাক্যানি স্পষ্টীকুর্ব্বন্তি তং প্রভুম্ ॥ ৬৯০ ॥
উপক্রম্যাখিলেশত্বং পুরা নারায়ণস্য যৎ ।
মধ্যেঽভ্যস্তং তদেবান্তেঽপ্যুপসংজহ্রুরঞ্জসা ॥ ৬৯১ ॥

"হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা সর্ব্বোত্তম বস্তু অন্য কিছুই জগতে বর্ত্তমান নাই; মণিগণ যেরূপ সূত্র আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সেইরূপ লোকসকলও আমার আশ্রয়ে অবস্থিত রহিয়াছে॥" ৬৮৬ ॥

"দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সর্প, রাক্ষস প্রভৃতি চরাচরাত্মক সকল জগৎ শ্রীকৃষ্ণের বশীভূতরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে॥" ৬৮৭ ॥

"দেবগণ রুদ্রকে, রুদ্র ব্রহ্মাকে এবং ব্রহ্মা আমাকে আশ্রয় করিয়াছেন, পরন্তু আমি কাহাকেও আশ্রয় করি নাই॥" ৬৮৮ ॥

"বেদশাস্ত্র হইতে উত্তমশাস্ত্রান্তর এবং কেশব অপেক্ষা উত্তম অন্য দেবতা বর্ত্তমান নাই, এই সত্য আমি বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ-সহকারে বলিতেছি॥" ৬৮৯ ॥

এইসকল মহাভারতবাক্য বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রকাশ করিতেছে ॥৬৯০॥

এইসকল বাক্য উপক্রমে নারায়ণের সর্ব্বোত্তমত্ব উল্লেখ করিয়া

তস্মাদ্ভারতবাক্যানাং লক্ষমৈকার্থ্যসিদ্ধয়ে।
বিষ্ণোরত্যুত্তমত্বাখ্যমর্থম্মাহেতি সিধ্যতি ॥ ৬৯২ ॥
নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরা মখাঃ।
নারায়ণপরা যোগা নারায়ণপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৬৯৩ ॥
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণপরো ধর্ম্মো নারায়ণপরা গতিঃ ॥ ৬৯৪ ॥
সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিভৃৎ ॥ ৬৯৫ ॥

মধ্যেও ইহাই বিশদভাবে বর্ণনপূর্ব্বক উপসংহারেও তাহাই প্রকাশ করিয়াছে ॥ ৬৯১ ॥

অতএব লক্ষসংখ্যক মহাভারতবাক্য মহাভারতের এক তাৎপর্য্য-সিদ্ধির জন্য আদি, মধ্য ও অন্ত্যস্থানে বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, ইহা নির্ণীত হইল ॥ ৬৯২ ॥

অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবত-বচনসমূহের দ্বারাও বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব সিদ্ধ হইতেছে। "বেদসকলের নারায়ণই একমাত্র তাৎপর্য্য, যজ্ঞাদি ক্রিয়া নারায়ণেরই প্রীতির হেতু, যোগসকলও নারায়ণের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত, সন্ধ্যাদি নিত্যক্রিয়াও নারায়ণবিষয়কই হইয়া থাকে ॥" ৬৯৩ ॥

"বেদাদিপাঠ-জনিত জ্ঞানসমূহের নারায়ণই বিষয়, তপস্যা নারায়ণেরই প্রীতির সাধক, অহিংসা প্রভৃতি ধর্ম্মও নারায়ণেরই উদ্দেশে সাধিত এবং মোক্ষপ্রভৃতি গতিও নারায়ণ-প্রাপ্তিরূপাই হইয়া থাকে ॥" ৬৯৪ ॥

"আমি বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছি, শিব ও তাঁহার অধীনস্থ হইয়াই জগতের সংহার করেন, এবং সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-শক্তিধারী বিষ্ণু পুরুষরূপে জগতের পালন করিয়া থাকেন ॥" ৬৯৫ ॥

স এব ভগবান্ লিঙ্গৈস্ত্রিভিরেতৈরধোক্ষজঃ।
স্বলক্ষিতগতির্ব্রহ্মান্ সর্ব্বেষাং মম চেশ্বরঃ ॥ ৬৯৬ ॥
তমুপাগতমালক্ষ্য সর্ব্বে সুরগণাদয়ঃ।
প্রণেমুঃ সহসোত্থায় ব্রহ্মেন্দ্রত্র্যক্ষনায়কাঃ ॥ ৬৯৭ ॥
তত্তেজসা হতরুচঃ সন্নজিহ্বাঃ সসাধ্বসাঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যাদ্ধৃতাঞ্জলিপুটা উপতস্থুরধোক্ষজম্ ॥ ৬৯৮ ॥
অপ্যর্ব্বাগ্‌বৃত্তয়ো যস্য মহিম্নে স্বভুবাদয়ঃ।
যথামতি গৃণন্তিস্ম কৃতানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ৬৯৯ ॥
দেবাসুরাণাং মঘবান্ প্রধানস্তস্য শঙ্করঃ।
তস্য ব্রহ্মা প্রভুস্তস্য স্বয়ং নারায়ণঃ কিল।
দ্বিজানাং দেবতানাঞ্চ যো দেবঃ স স্বয়ং কিল ॥ ৭০০ ॥

"মুখ্যভাবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তৃত্বাদি লক্ষণবিশিষ্ট ভগবান্ অতীন্দ্রিয় হইয়া সকলের এবং আমার প্রভুরূপে বর্ত্তমান আছেন ॥" ৬৯৬ ॥

"ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেবতাগণ সকলে দক্ষযজ্ঞে সমাগত বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন ॥" ৬৯৭ ॥

"তৎকালে বিষ্ণুর তেজোদ্বারা দেবগণের তেজ প্রতিহত এবং জিহ্বা ভয়বশতঃ শুষ্ক হইয়াছিল। এতাদৃশ দেবগণ মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন ধারণ-পূর্ব্বক বিষ্ণুর স্তব করিয়াছিলেন ॥" ৬৯৮ ॥

"ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলে বিষ্ণুর মহিমা-বর্ণনে সামর্থ্যশূন্য হইয়াও অনুগ্রহার্থ সমাগত বিষ্ণুকে বুদ্ধির অনুরূপ স্তুতি করিয়াছিলেন ॥" ৬৯৯ ॥

"দেব ও অসুরগণের মধ্যে ইন্দ্র প্রধান, ইন্দ্র অপেক্ষা রুদ্র উত্তম, রুদ্র অপেক্ষা ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মা অপেক্ষা গো-ব্রাহ্মণ-দেবগণ-রক্ষক বিষ্ণু উত্তম হইয়া থাকেন ॥" ৭০০ ॥

নিমিত্তমাত্রমীশস্য বিশ্বসর্গনিরোধয়োঃ।
হিরণ্যগর্ভঃ শর্ব্বশ্চ কালাখ্যারূপিণস্তব ॥ ৭০১ ॥
সরস্বত্যাস্তটে রাজন্নৃষয়ঃ সত্রমাসত।
বিতর্কঃ সমভূত্তেষাং ত্রিষ্বধীশেষু কো মহান্ ॥ ৭০২ ॥
তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ।
ভূয়াংশং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ শান্তির্যতোঽভয়ম্ ॥ ৭০৩ ॥
ইত্যাদ্যনন্তবাক্যানি সন্তি ভাগবতে স্ফুটম্।
সর্ব্বোত্তম-পরব্রহ্মভাবে নারায়ণস্য হি ॥ ৭০৪ ॥
সমস্তধর্ম্মশূন্যং তন্নির্গুণং কুত্র কথ্যতে ॥ ৭০৫ ॥
সত্যং শৌচং দয়া দানং ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্ ॥ ৭০৬ ॥

"হে কৃষ্ণ! আপনিই কালরূপে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার-কর্ত্তা, হিরণ্যগর্ভ এবং রুদ্র আপনার নিমিত্তমাত্র।" ৭০১ ॥

"হে রাজন্! ঋষিগণ সরস্বতী-তীরে যোগ করিতে আরম্ভ করিয়া তৎ-কালে তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে উত্তম, তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥" ৭০২ ॥

"ঋষিগণ সকলে ভৃগুর বচন শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং সংশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীতিহর ও সুখপ্রদ বিষ্ণুকেই সর্ব্বোত্তমরূপে অবধারণ করিয়াছিলেন॥" ৭০৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এইরূপ বহুবাক্য বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব ও পরমব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন ॥ ৭০৪ ॥

যাবতীয় ধর্ম্মশূন্য তোমার অভিলষিত নির্গুণ ব্রহ্ম কোন্ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে? ৭০৫ ॥

জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং তেজো ধৃতিঃ স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তিঃ সৌভগমার্দ্দবং ক্ষমা ॥ ৭০৭ ॥
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ং শীলং সহওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্ম্মানোনহংকৃতিঃ ॥ ৭০৮ ॥
ইমে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন চ যান্তিস্ম কর্হিচিৎ ॥ ৭০৯ ॥
তেনাহং গুণপাত্রেন শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতম্।
শোচামি রহিতং লোকং পাপ্মনা কলিনেক্ষিতম্ ॥ ৭১০ ॥
ইতি ভাগবতে স্পষ্টং ধরা ধর্ম্মকথান্তরে।
গুণানাং নিত্যতাভ্যাসান্নির্গুণং স্যাৎ কদা বদ ॥ ৭১১ ॥
মহাগুণান্ স্থাপয়ন্তী মহীয়সি মহী হরৌ।
জড়তুচ্ছগুণাভাবং নৈর্গুণ্যোক্তের্গতিং দদৌ ॥ ৭১২ ॥

সত্য, শৌচ, দয়া, দান, ত্যাগ, সন্তোষ, আর্জ্জব (সারল্য), শম, দম, তপঃ, সাম্য, সহিষ্ণুতা, উপরতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জ্ঞান, বৈরাগ্য. ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য, নৈপুণ্য, কান্তি, সৌভাগ্য, মৃদুতা, ক্ষমা, প্রগল্‌ভতা, বিনয়, শীল, সহন, ওজঃ, বল, ভগ, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য, কীর্ত্তি, মান, অনহঙ্কার প্রভৃতি অনেক গুণ মহত্ত্বপ্রার্থী জনগণের প্রার্থনীয়, এইসকল গুণ যে ভগবানে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়া কদাচিৎও নষ্ট হয় না, এতাদৃশ গুণাধার শ্রীপতি কৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কলিস্পৃষ্ট এই লোক-দর্শনে আমি শোক করিতেছি ॥ ৭০৬—৭১০ ॥

ভাগবতে ধরিত্রীদেবী ধর্ম্মের সহিত এইরূপ সংবাদ-প্রসঙ্গে গুণ-সকলের নিত্যত্ব পদে পদে প্রকাশ করিয়াছেন। তাদৃশ কৃষ্ণ কিরূপে নির্গুণ হইতে পারেন? ॥ ৭১১ ॥

ময্যনন্তগুণেঽনন্তে গুণতোঽনন্তবিগ্রহে।
যদাসীত্তত এবাদ্যঃ স্বয়ম্ভূঃ সমভূদজঃ ॥ ৭১৩ ॥
ইতি ভাগবতে কৃষ্ণো নিঃসংখ্যান্ স্বগুণানপি।
অনন্তানাহ দেহাংশ্চাপ্যনন্তানবতারগান্ ॥ ৭১৪ ॥
দেশতঃ কালতশ্চৈব গুণতোঽপি হ্যনন্ততা।
অতস্তন্নির্গুণ-ব্রহ্ম কস্মিন্ দেশে কদা ভবেৎ ॥ ৭১৫ ॥
সর্ব্বেভ্যো দেশকালেভ্যঃ প্রায়স্তত্তু বহিষ্কৃতম্।
লজ্জয়া শশশৃঙ্গস্য মধ্যে লীনমভূৎ সদা ॥ ৭১৬ ॥
সমস্তধর্ম্মশূন্যঞ্চ ব্রহ্মান্যৎ কিল বর্ত্ততে।
স্বয়ং তদ্দর্শনাৎ সর্ব্বধর্ম্মশূন্যো ভবেৎ কিল ॥ ৭১৭ ॥

ধরিত্রীদেবী সর্ব্বোত্তম বিষ্ণুর বিষয়ে পূজ্য সদ্‌গুণসমূহ বর্ণন করিয়া জড় হেয়গুণসমূহের অভাবই নির্গুণ-শ্রুতির অর্থরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৭১২ ॥

"আমি অনন্তগুণশালী, আমার এক একটী গুণও অনন্ত, এইরূপ বিগ্রহও অনন্ত, আমার নাভিদেশে সঞ্জাত পদ্ম হইতে চতুর্ম্মুখ উৎপন্ন হইয়াছেন ॥" ৭১৩ ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে নিজের গুণ, দেহ এবং অবতারের অনন্তত্ব বলিয়াছেন ॥ ৭১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দেশ, কাল এবং গুণ-দ্বারা অনন্ত, অতএব তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম কোন্ দেশে কোন্ কালে আত্মলাভ করিতে পারেন ? ৭১৫ ॥

তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম দেশ, কাল ও গুণ হইতে তিরস্কৃত হইয়া লজ্জায় শশকের শৃঙ্গদ্বয়-মধ্যে লীনভাবে অবস্থান করিতেছে ॥ ৭১৬ ॥

নিখিল-ধর্ম্মশূন্য নির্গুণ ব্রহ্ম বস্তুতঃই বর্ত্তমান আছে, তাহার দর্শন মাত্রেই জীবেরও বস্তুতঃই সর্ব্বধর্ম্মবিনাশরূপ মোক্ষ-লাভ হইয়া থাকে ॥৭১৭॥

যদা মানেন তেনেদং সাধ্যতে মোক্ষসিদ্ধয়ে।
দৃশ্যতে চ তদা মানমেয়তা জ্ঞানদৃশ্যতা ॥ ৭১৮ ॥
ইতি ধর্ম্মদ্বয়ং প্রাপ্তং তৎপদেন চ বাচ্যতা।
লক্ষ্যতা বা যতো বশ্যং তেন প্রাপ্তা পদার্থতা ॥ ৭১৯ ॥
ব্যাবৃত্ত্যৈ শশশৃঙ্গস্য বস্তুত্বং সর্ব্বথা তব ॥ ৭২০ ॥
অতস্তৎ সাধয়ন্নেব তদ্রূপমবসাদয়ন্।
সাধকশ্চাসি তস্য ত্বং বাধকশ্চেতি কিং পরৈঃ ॥ ৭২১ ॥
মৃন্ময়স্য হি লিঙ্গস্য মজ্জনং রূপমার্জ্জনম্।
ন চেৎ প্রমাণশূন্যত্বাদ্‌গতমস্নেহদীপবৎ ॥ ৭২২ ॥

যেহেতু নির্গুণবাদী নির্গুণ-ব্রহ্মের মোক্ষসাধকত্ব বলেন, অতএব ধর্ম্ম-শূন্য ঐ ব্রহ্মে প্রমাণগম্যত্ব এবং জ্ঞানবিষয়ত্ব-রূপ ধর্ম্মদ্বয় অবশ্যই লব্ধ হইতেছে ॥ ৭১৮ ॥

এইরূপে প্রমেয় এবং দৃশ্যপদদ্বারা ব্রহ্মের বাচ্যত্ব অঙ্গীকার্য্য, অন্যথা লক্ষ্যত্ব অঙ্গীকার করা উচিৎ, শক্তি বা লক্ষণা-দ্বারা তাহার পদার্থত্ব-লাভ হইতেছে ॥ ৭১৯ ॥

এইরূপ শশশৃঙ্গ প্রভৃতি অসদ্‌বস্তুর নিরাকরণের (ব্যাবৃত্তির) জন্য ব্রহ্মের বস্তুত্বও স্বীকার্য্য ॥ ৭২০ ॥

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসকলের আবশ্যকতা-হেতু নির্গুণ-ব্রহ্মসাধক তুমি স্বয়ংই সধর্ম্মক-ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়া তাহার স্বরূপ নষ্ট করিয়াছ, নির্গুণ-ব্রহ্ম-সাধক তুমিই তাদৃশ ব্রহ্মের বাধকই হইয়াছ, অন্যের তাহার নিরাকরণের আর প্রয়োজন নাই ॥ ৭২১ ॥

মৃন্ময়পদার্থের স্বরূপ জলাদিমগ্ন হইলে তদীয় রূপও মগ্ন হইয়া থাকে, এইরূপ ব্রহ্মনাশ হইলে তাহার ধর্ম্মনাশও অবশ্যম্ভাবী, ব্রহ্ম সধর্ম্মকরূপে

ব্রহ্ম-শব্দেন চাপ্যুক্তা গুণবৃংহিতৈব হি।
অতস্তৎপদয়োশ্চ স্যাৎ পরস্পরবিরুদ্ধতা ॥ ৭২৩ ॥
যদি জ্ঞাপনমাত্রেণ পুনস্তেষাং নিবৃত্ততা।
মানশক্তেঃ পুনঃ প্রাপ্ত্যা নির্গুণং তে কদাপি ন।
তদ্গানাং জ্ঞাপকত্বে তু নোক্তদোষো নিবর্ত্ততে ॥ ৭২৪ ॥
অন্যগানাং জ্ঞাপকত্বে জ্ঞাপ্যস্যাপ্যন্যনিষ্ঠতা।
অসতো জ্ঞাপকত্বে স্যাদ্‌জ্ঞাপ্যমসদেব হি ॥ ৭২৫ ॥
আরোপিতেন ধূমেন সিদ্ধেদারোপিতোঽনলঃ।
শূদ্রাপ্রসূত-পুত্রস্য শূদ্রতা লোকসম্মতা ॥ ৭২৬ ॥

সিদ্ধ হইবেন ভস্মে যদি প্রমাণ না বল, তাহা হইলে তৈলহীন দীপের ন্যায় তাঁহার উত্থানই অসম্ভব ॥ ৭২২ ॥

"বৃহন্তো হ্যস্মিন্ গুণাঃ" এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম-শব্দের 'গুণপূর্ণত্ব' অর্থ সিদ্ধ হয়। তাদৃশ ব্রহ্মের নির্গুণত্ব বলিলে "ব্রহ্ম নির্গুণ" এই পদদ্বয়েরই পূর্ব্বোত্তর বিরোধ হয় ॥ ৭২৩ ॥

প্রমাণসকল ব্রহ্মের স্বরূপ-মাত্র জ্ঞাপন করিয়া যদি নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের ধর্ম্মনাশের জন্য পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত প্রমাণসকল দ্বারা জ্ঞেয়ত্ব-সিদ্ধিই হইয়া থাকে, নির্গুণ-ব্রহ্মাশ্রিত ধর্ম্মসকল ব্রহ্মজ্ঞাপক হইলে ব্রহ্মের ধর্ম্মাশ্রয়ত্বই প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রমাণসকল যদি অন্যনিষ্ঠ ধর্ম্মসমূহের জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে জ্ঞাপনীয় ধর্ম্মসকলও অন্যত্রই হইয়া থাকে, মিথ্যা-ভূত প্রমাণসকল যদি জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে জ্ঞাপনীয় বস্তুও মিথ্যাই হইয়া থাকে ॥ ৭২৪—৭২৫ ॥

আরোপিত ধূমদর্শনে অনুমিত অগ্নিও যেরূপ আরোপিতই হয়, শূদ্রস্ত্রী-প্রসূত কুমারও যেরূপ শূদ্রই হয়, সেইরূপ মিথ্যাভূত প্রমাণ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মও মিথ্যাই হইয়া থাকে ॥ ৭২৬ ॥

ব্যবহারিক-সত্বন্তু রাজাশ্বখুর-তাড়নম্।
সশেষ-বাধাদ্‌যদতিক্রূরং নিঃশেষবাধনম্॥ ১২৭ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানেন বাধো হি সর্ব্ববাধো ভবন্মতে।
ব্রহ্মপ্রমা-বাধ্যতা চ ব্যবহারিক-সত্যতা ॥ ১২৮ ॥
ত্রিকালাসত্ত্ব-সাম্যে তু কিং জ্ঞানান্তরতঃ ফলম্।
পরপ্রতারণেন স্যাদ্দোষোঽধিকতরস্তব ॥ ১২৯ ॥
কিঞ্চ বাধস্য বাধ্যত্বে গুণানাং স্যাদবাধ্যতা।
বাধস্যাবাধ্যতায়ান্তু সদদ্বৈতমতং গতম্॥ ১৩০ ॥

প্রমাণসকলের ব্যবহারিক সত্তা-স্বীকারও দুর্ব্বলাশ্বের খুরাঘাত অপেক্ষা রাজকীয় অশ্বের খুরাঘাতের ন্যায় অধিক ব্যথা-জনক; যেহেতু প্রাতিভাসিক সত্তা-স্বীকারে বিশেষ্যমাত্র ব্যতীত কেবলমাত্র আরোপ্য বস্তুরই বাধা হইয়া থাকে, পরন্তু মিথ্যাত্ব-স্বীকারে সর্ব্বতোভাবে বস্তুসত্তার বাধা-নিবন্ধন মহা অনিষ্টই হইয়া থাকে ॥ ১২৭ ॥

তোমার মতে, ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সমস্ত পদার্থের বাধা হইয়া থাকে, ব্রহ্ম-জ্ঞান-বাধ্যই ব্যবহারিক পদের অর্থ ॥ ১২৮ ॥

প্রাতিভাসিক এবং ব্যবহারিক, এই উভয়ের মধ্যে একটী ধর্ম্ম সমান এই যে, উভয়েই ত্রৈকালিক-সত্তা-শূন্য। ব্রহ্মজ্ঞানেও বিশেষ ফল কিছুই নাই, প্রাতিভাসিক পদার্থের ন্যায় ব্যবহারিক পদার্থও ত্রৈকালিক-সত্তা-শূন্যই হইয়া থাকে, অতএব ব্যবহারিক সত্তা-শব্দে কেবল একটী নামের আড়ম্বর মাত্র ॥ ১২৯ ॥

তুমি যে ব্রহ্মগুণের বাধা বলিয়াছ, ঐ বাধ-পদার্থের বাধ হয় কিনা, বল দেখি? যদি বাধ থাকে, তাহা হইলে গুণসকল অবাধিতই সিদ্ধ হয়; যদি বাধ না থাকে, তাহা হইলে বাধ নিত্যপদার্থ বলিয়া অদ্বৈতবাদের হানিই হয় ॥ ১৩০ ॥

তস্যাপি ব্রহ্মরূপত্বে পুনর্ধর্ম্মিত্বমাপতেৎ।
জড়ত্বং ভাবসাপেক্ষ-প্রতীতিত্বমভাবতা।
ইত্যাদ্যভাবধর্ম্মাণাং ব্রহ্মণ্যেব প্রসক্তিতঃ ॥ ৭৩১ ॥

অভাবধর্ম্মশূন্যত্বে নিষেধত্বঞ্চ তস্য ন।
নিষেধপ্রতিযোগিত্বং গুণানাং নেত্যবাধ্যতা ॥ ৭৩২ ॥

বোধ্যং চেন্নির্গুণত্বং স্যান্নির্গুণত্বং ন সিদ্ধ্যতি।
ন বোধ্যং নির্গুণত্বং চেন্নির্গুণত্বং ন সিদ্ধ্যতি ॥ ৭৩৩ ॥

অতঃ শুভগুণাম্ভোধির্হরিঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।
ততঃ পরতরং নান্যাদিতি সর্ব্বং মনোরমম্ ॥ ৭৩৪ ॥

এষ নিষ্কণ্টকঃ পন্থা যত্র সম্পূজ্যতে হরিঃ।
কুপথং তং বিজানীয়াদ্গোবিন্দরহিতাগমম্ ॥ ৭৩৫ ॥

বাধ পদার্থ ব্রহ্মস্বরূপ বলিলে ব্রহ্ম পুনরায় ধর্ম্মীই হইয়া পড়েন, তাহা হইলে জড়ত্ব, ভাবপ্রতীতি-সাপেক্ষত্ব, অভাবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল ব্রহ্মে উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৭৩১ ॥

অভাবত্বের প্রযোজক ধর্ম্মসকল ব্রহ্মে যদি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার নিষেধরূপত্বও হইতে পারে না, সেইজন্য ব্রহ্মগুণসমূহের নিষেধ হইতে না পারায়, তাহারা অসৎও হয় না ॥ ৭৩২ ॥

নির্গুণত্ব যদি শাস্ত্র-বোধ্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের নির্গুণত্বরূপ ধর্ম্মই প্রাপ্ত হওয়ায়, তিনি নির্গুণ অর্থাৎ ধর্ম্মহীন হইতে পারিলেন না ॥ ৭৩৩ ॥

নির্গুণত্ব যদি শাস্ত্র-বোধ্য না হয়, তাহা হইলে স্বতঃই নির্গুণত্ব সিদ্ধ হইল না, অতএব সদ্গুণসিন্ধু বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম,—এই সিদ্ধান্তই সর্ব্ব-মনোরম ॥ ৭৩৪ ॥

ইতি ভারতবাক্যং হি গোবিন্দরহিতাগমম্।
কুপথং বক্ত্যতোঽপ্যাসীন্নির্ম্মূলং নির্গুণং তব ॥ ৭৩৬ ॥
অবৈষ্ণবপুরাণানামবৈষ্ণবমতস্য চ।
অবৈষ্ণবশ্রুতীনাঞ্চ কুপথত্বমভূদহো ॥ ৭৩৭ ॥
হরের্ভিন্নত্বপূজ্যত্বস্বামিত্ব-প্রতিপাদিকা।
নিষ্কণ্টকা মাধ্ব-শুদ্ধ-পদ্ধতিশ্চেতি সিদ্ধ্যতি ॥ ৭৩৮ ॥
সম্যক্‌ত্বার্থোপসর্গোঽসাবসম্যক্‌ত্বং নিষেধতি।
সত্যোঽভূত্তেন ভেদাদিরস্তং তৎসমপূজনম্ ॥ ৭৩৯ ॥
শৈবং ব্রাহ্মং বৈষ্ণবঞ্চ পুরাণমখিলং যতঃ।
অতস্তেভ্যঃ পুরাণেভ্যো যদ্বহিস্তচ্ছ্রুতের্ব্বহিঃ ॥ ৭৪০ ॥

"যে মার্গ অবলম্বনে ভগবান্ বিষ্ণু আরাধিত হ'ন, উহাই নিষ্কণ্টক মার্গ, বিষ্ণুরহিত মার্গকে কুমার্গ বলিয়া জানিবে ॥ ৭৩৫ ॥

এইরূপ মহাভারত-বাক্য দ্বারা বিষ্ণুবিহীন আগমের কুমার্গত্ব উক্ত হইয়াছে ; অতএব তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম নির্ম্মূলক ॥ ৭৩৬ ॥

এই ভারত-বাক্য দ্বারা অবৈষ্ণব পুরাণ, অবৈষ্ণবমত এবং অবৈষ্ণব শ্রুতিসকলের কুমার্গত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৭৩৭ ॥

বিষ্ণুর পূজ্যতা ও স্বামিত্ব-প্রতিপাদক মাধ্ব পন্থাই নিষ্কণ্টক ও বিশুদ্ধ-রূপে সিদ্ধ হইল ॥ ৭৩৮ ॥

ভারতবাক্যে "সম্পূজ্যতে" এই পদে "সম্" এই উপসর্গদ্বারা নির্গুণত্ব প্রভৃতি অসম্যক্ ভাবের নিষেধ এবং উত্তমত্বরূপে আরাধনা-প্রতিপাদন-হেতু ভেদ সাধিত হইল, সাম্যভাবে পূজাও নিষিদ্ধ হইল ॥ ৭৩৯ ॥

পুরাণসকলের মধ্যে শৈব পুরাণ—শিববিষয়ক, ব্রাহ্ম পুরাণ—ব্রহ্ম-বিষয়ক, এবং বৈষ্ণব পুরাণ—বিষ্ণুবিষয়ক। ত্রিবিধ পুরাণ ত্রিবিধ দেবতার

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেভ্যোঽপি হ্যন্যদ্‌ব্রহ্মমতং তব।
ন হি লোকস্য সম্মত্যা পুরাণং তত্র কিঞ্চন ॥ ৭৪১ ॥
ষট্‌কং ষট্‌কং পুরাণানাং রাজসং তামসং কিল।
ষট্‌কন্তু বিষ্ণুবিষয়ং সাত্ত্বিকং মোক্ষদং কিল ॥ ৭৪২ ॥
পাদ্মস্য পূর্ব্বকাণ্ডস্তু পূর্ব্বপক্ষো ভবেদ্‌ধ্রুবম্‌।
যতঃ পঞ্চপুরাণেভ্যঃ সাত্ত্বিকেভ্যো বহিষ্কৃতঃ ॥ ৭৪৩ ॥
বিস্তরোঽস্য প্রমেয়স্য হ্যুত্তরত্র ভবিষ্যতি।
তৎ সাত্ত্বিকপুরাণোক্তো বিষ্ণুর্ব্রহ্ম স্মৃতের্ব্বলাৎ ॥ ৭৪৪ ॥
ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রচলিষ্যতি ॥ ৭৪৫ ॥

বিষয়ক বলিয়া নির্গুণত্ব-প্রতিপাদক পুরাণ নাই; পুরাণসকল শ্রুতির অর্থস্বরূপ বলিয়া উহাদের বাক্য শ্রুতিবাক্যই হইয়া থাকে ॥ ৭৪০ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব অপেক্ষা অতিরিক্ত তোমার নির্গুণ-ব্রহ্ম লোক বা পুরাণ-সম্মত নহে ॥ ৭৪১ ॥

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে শৈব ছয়টী—তামস, ব্রাহ্ম ছয়টী—রাজস এবং বৈষ্ণব ছয়টী—সাত্ত্বিক ও মোক্ষপ্রদ ॥ ৭৪২ ॥

সাত্ত্বিকরূপে পরিগণিত পুরাণসকলের মধ্যে পদ্মপুরাণে পূর্ব্বকাণ্ড পূর্ব্ব-পক্ষরূপ বলিয়া কিঞ্চিৎ তামস-ভাবযুক্ত, সেই হেতু ঐকান্ত—সাত্ত্বিক অবশিষ্ট পঞ্চ পুরাণপংক্তি হইতে বহিষ্কৃত ॥ ৭৪৩ ॥

এই প্রমেয় বিষয়ের বিস্তার পরবর্ত্তী গ্রন্থভাগে করা হইবে। এই সাত্ত্বিক পুরাণসকলও বিষ্ণুরই পরম-ব্রহ্মত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৭৪৪ ॥

ইতিহাস এবং পুরাণানুসারেই বেদার্থের বিস্তার করিবে। অল্পজ্ঞ লোকের নিকট বেদ সর্ব্বদাই আত্মবিনাশ-ভয়গ্রস্ত ॥ ৭৪৫ ॥

ইতি স্মৃতেঃ সৎপুরাণ-ভারতোক্ত-প্রকারতঃ।
যচ্ছ্রুতের্যোজনা তস্মাদ্বিষ্ণুর্ব্রহ্ম শ্রুতের্ব্বলাৎ ॥ ৭৪৬ ॥
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥ ৭৪৭ ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যোঽপোহ্য ইত্যহম্।
ইত্যস্য হৃদয়ং সাক্ষান্নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈর্বেদ্যোঽহমেবেত্যবদধার হি ॥ ৭৪৮ ॥
পূর্ব্বাদ্ভারতবাক্যাচ্চ পরাদ্ভাগবতোদিতাৎ।
স্পষ্টগীতোক্তিতঃ সর্ব্ব-বেদার্থো বিষ্ণুরেব হি ॥ ৭৪৯ ॥

এই স্মৃতিবাক্য-অনুসারে পুরাণ ও মহাভারতাদির অনুসরণেই বেদার্থ বিচার করিলে শ্রুতিতেও বিষ্ণুই ব্রহ্মরূপে সিদ্ধ হন ॥ ৭৪৬ ॥

বেদ, মূলরামায়ণ এবং মহাভারতে আদি, অন্ত্য ও মধ্যভাগে সর্ব্বত্র বিষ্ণুই কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ৭৪৭ ॥

"জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি কর্ম্মবিধায়ক শ্রুতিবচন আমার উদ্দেশ্যেই কর্ম্ম বিধান করিয়াছেন, ইন্দ্র ও রুদ্রপ্রভৃতি শ্রুতিবচনও ইন্দ্রাদি যাবতীয় নামে আমারই অভিধান করিতেছেন, "চত্বারি শৃঙ্গানি" ইত্যাদি বাক্যসকল আমাকেই নানাকৃতিবিশিষ্টরূপে বিকল্প করিতেছে, "মা হিংস্যাৎ" নিষেধ-বচনও আমাকে উদ্দেশ করিয়াই হিংসা নিষেধ করিতেছে। এইসকল বাক্যের অর্থ এক আমিই অবগত ; অন্য কেহই জানিতে পারেনা, সর্ব্ববেদে একমাত্র আমিই জ্ঞেয়বস্তু" শ্রীকৃষ্ণ এইসকল বচনদ্বারা নিজের উত্তমত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৭৪৮ ॥

পূর্ব্বোদাহৃত মহাভারতীয় বচনসমূহ মধ্যভাগে উদাহৃত ভাগবতীয় বচনসমূহ এবং অন্তে উদাহৃত গীতা-বচনসমূহ হইতে বিষ্ণুই সর্ব্ববেদের বিষয়রূপে নিশ্চিত সিদ্ধ হইলেন ॥ ৭৪৯ ॥

বেদমধ্যগতা নির্গুণোক্তিরপ্যাহ তং প্রভুম্।
নির্গুণো নিষ্কলোঽনন্তোঽভয়োঽচিন্ত্যোঽচলোঽচ্যুতঃ ॥
ইতি বিষ্ণোর্দিব্যনামসহস্রে পঠনাদপি ॥ ৭৫০ ॥
শ্রুত্যাখ্য-রাজকন্যা যৎ সর্ব্বা স্মৃতিসখীবশা।
অতস্তদুক্তমার্গেন সা ব্রজেন্ন ত্বদুক্তিতঃ ॥ ৭৫১ ॥
কিঞ্চাখণ্ডার্থবাদং তে স্মর বাক্যং পদানি চ।
যত্র স্বার্থবিশিষ্টার্থপরং নৈব হি কিঞ্চন ॥ ৭৫২ ॥
যস্মাত্ত্বদুক্তবাক্যার্থস্ত্বয়ৈব ত্যাজিতোঽখিলঃ।
তস্মাদৈক্যং নৈব সিদ্ধেন্নির্গুণত্বাদিকঞ্চ তে ॥ ৭৫৩ ॥
ইত্থং হ্যনশনেনৈব শ্রুতীস্ত্বন্তু জিঘাংসসি।
সত্যং কদশনেনাপি নিত্যা সা বাগ্‌জিজীবিষেৎ ॥ ৭৫৪ ॥

বেদমধ্যগত নির্গুণ উক্তিও বিষ্ণুকেই প্রভুরূপে কীর্ত্তন করিতেছে; "নির্গুণো নিষ্কলোঽনন্তোঽভয়োঽচিন্ত্যোঽচলোঽচ্যুতঃ" ইত্যাদি বিষ্ণুর সহস্রনাম-মধ্যে তদীয় অনেক গুণসমূহের অন্তর্গত নির্গুণত্ব বলা হইয়াছে ॥

শ্রুতিরূপিণী রাজনন্দিনী স্মৃতিরূপিণী সখীর বশীভূতা হইয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট মার্গেই গমন করেন, পরন্তু তোমার নির্দ্দিষ্ট পথে কখনও ভ্রমণ করেন না ॥ ৭৫১ ॥

তুমিও সকল-বৈদিকপদের ও বাক্যের অখণ্ডার্থ-ব্রহ্মস্বরূপ-পরত্ব বলিয়া থাক; এইরূপে গুণাভাবাদি-বিশিষ্টার্থপরত্ব তুমিও স্বয়ং স্বীকার কর না ॥ ৭৫২ ॥

ইদানীং নির্গুণপদের গুণাভাববিশিষ্টার্থপরত্বের অঙ্গীকার-হেতু তোমারই অপসিদ্ধান্ত হয়, এইরূপে তোমার ঐক্য বা নির্গুণত্ব কুত্রাপি সিদ্ধ হয় না ॥ ৭৫৩ ॥

এইরূপে শ্রুতিসমূহের স্বার্থপ্রতিপাদনরূপ আহার লুপ্ত করিয়া

সর্ব্বথার্থপরিত্যাগাৎ সঙ্কোচং কো ন মানয়েৎ।
অতো নির্গুণবাগ্ বব্রে হরিং ত্রিগুণবর্জ্জিতম্॥ ৭৫৫ ॥
বিমতঃ পরমো মুক্তঃ পরমাত্মা ঘটাদিবৎ।
মুক্তত্বাদ্ভাবধর্ম্মাণামপি ধর্ম্মীত্যবাধিতা।
অনুমা সগুণব্রহ্মসাধিকা বাধিকা তব ॥ ৭৫৬ ॥
বন্ধাভাবাধিকরণো মুক্তো হ্যত্র বিবক্ষিতঃ।
বন্ধশ্চ চেতনস্যৈব ন ঘটেনাপি মোচিতে ॥ ৭৫৭ ।
অভাবদ্বৈতবাদে তে কথং নাভাব-ধর্ম্মিতা।
অব্যাহতমতির্মুক্তে বন্ধাভাবং ন কো বদেৎ ॥ ৭৫৮ ॥

তুমি তাহাদের বধ সাধনই করিতেছ। আমরা জড়গুণাভাব-প্রতিপাদনরূপ কুভোজ্য প্রদান করিয়াও কথঞ্চিৎ তাহাদিগকে জীবন দান করিতেছি ॥ ৭৫৪ ॥

সর্ব্বতোভাবে অর্থনাশ অপেক্ষা অর্থের কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ,—এইরূপ চিন্তা করিয়া নির্গুণবাক্য সমস্তগুণকে পরিত্যাগ না করিয়া প্রাকৃত গুণত্রয়েরই পরিত্যাগ করিতেছেন ॥ ৭৫৫ ॥

ঘট যেরূপ মুক্ত বলিয়া ভাবধর্ম্মসকলের আশ্রয়, সেইরূপ পরমাত্মাও মুক্ত বলিয়াই ভাবধর্ম্মসকলের আশ্রয়—এইরূপ অনুমান ব্রহ্মের সগুণত্বই সাধন করিয়া থাকে ॥ ৭৫৬ ॥

অনুমানের হেতুভূত মুক্তত্বপদের অর্থ কেবলমাত্র বন্ধ-নাশাধিকরণত্বই জানিবে। বস্তুতঃ বন্ধ চেতনেরই সম্ভব, অতএব ঘটে ও মুক্তপুরুষে তাদৃশ বন্ধাভাব বর্ত্তমান ॥ ৭৫৭ ॥

অভাবরূপ ধর্ম্ম অদ্বৈতবাধক হয় না,—এইরূপ তোমার মতেও বন্ধাভাবরূপ মুক্তত্ব ব্রহ্মে বর্ত্তমানই আছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মুক্তপুরুষে বন্ধাভাব অবশ্যই স্বীকার করেন ॥ ৭৫৮ ॥

মুক্তত্বং নাস্তি চেত্তর্হি বদ্ধত্বে নৈব ধর্ম্মবান্ ।
বদ্ধপুরুষবৎস্যাদ্ধি ব্যাহতিস্তু তবাধিকা ॥ ৭৫৯ ॥
পরাঙ্গীকারসিদ্ধেন হেতুনাপরদূষণম্ ।
ভক্তেষু করুণাবন্ধবদ্ধস্তু স্যান্মমাপি হি ॥ ৭৬০ ॥
নোভয়ং চেদ্দয়াভাবাদ্ভাবধর্ম্মী ঘটাদিবৎ ।
বন্ধো বন্ধধ্বংসরূপমুক্তত্বঞ্চ ন যৎপরে ॥
নিত্যমুক্তে নাপি ঘটে ততঃ কা মে ক্ষতির্বদ ॥ ৭৬১ ॥
অভাবাধারত্বতো বাভাবধর্ম্মীকপালবৎ ।
সমস্ত ধর্ম্মাভাবেঽপি হ্যভাবাধারতা দৃঢ়া ॥ ৭৬২ ॥

ব্রহ্মে যদি মুক্তত্বরূপ ধর্ম্ম না থাকে তাহা হইলে বদ্ধপুরুষের ন্যায় বদ্ধত্বধর্ম্মপ্রাপ্তিবশতঃ মহা অনিষ্টই উপস্থিত হয় ॥ ৭৫৯ ॥

আমার মতে ব্রহ্মের বদ্ধত্ব নাই, তথাপি পরসম্মত হেতুদ্বারা কেবল মাত্র পরপক্ষকে দোষ দেওয়াই হইল, অথবা ভক্তগণের ভক্তিপাশবদ্ধত্ব এবং ভক্তবিষয়ক করুণাবদ্ধত্ব ভগবানে বর্ত্তমান আছে ॥ ৭৬০ ॥

যদি ব্রহ্মে বদ্ধত্ব বা মুক্তত্ব কিছুই নাই বল তাহা হইলে উভয়ধর্ম্মের অভাব-হেতু তিনি ঘটতুল্যভাবধর্ম্মেরই আশ্রয় হইয়া পড়েন, আমার মতে নিত্যমুক্ত বিষ্ণু এবং ঘটমধ্যে বন্ধ অথবা বন্ধধ্বংসরূপ মুক্তত্ব বর্ত্তমান নাই ॥ ৭৬১ ॥

কপাল (ঘটের অংশ বিশেষ) ঘটাভাবের অর্থাৎ ঘটভগ্ন হইলে অবশিষ্ট অংশ যেরূপ ঘটের অভাবের আধার বলিয়া অভাবধর্ম্ম বিশিষ্ট সেইরূপ সমস্ত বস্তুর অভাবের আধারস্বরূপ তোমার ব্রহ্মও অভাবধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে দৃঢ়ভাবে নির্ণীত হইলেন ॥ ৭৬২ ॥

যতশ্চাভাবরূপোঽসৌ বিনা সাধ্যং ন গচ্ছতি।
অতো নাসিদ্ধিশঙ্কাস্ত নানৈকান্ত্যঞ্চ কুত্রচিৎ ॥ ৭৬৩ ॥
গচ্ছন্ স্বাভাবদো যস্মাত্তিষ্ঠংশ্চ স্বাশ্রয়ত্বকৃৎ।
গান্ধর্ব্বোদ্বাহশীলস্য কুত্রস্যাদ্ব্যভিচারিতা ॥ ৭৬৪ ॥
মুক্তত্বং ভাবধর্ম্মো যত্তৎসত্ত্বে ধর্ম্মবান্ন কিম্ ॥ ৭৬৫ ॥
অভাবাধারতাত্মায়মর্দ্ধনারীশ্বরো যতঃ।
তৎস্বাধারে স্থলে মূর্দ্ধভূষাং যোষাং ন কিং দিশেৎ ॥ ৭৬৬
নিত্যত্বং ধর্ম্মশূন্যত্বং সরূপত্বমবাধ্যতাম্।
ব্রহ্মণ্যানন্দরূপত্বমনানন্দবিরোধিতাম্ ॥
জ্ঞানরূপত্বমজ্ঞানশূন্যতাং নিত্যশুদ্ধতাম্ ॥ ৭৬৭ ॥

সর্ব্বধর্ম্মের অভাব হইলেও অভাবের আধারত্বরূপধর্ম্ম তাহাতে বর্ত্তমানই থাকে। অতএব এই হেতু কখনও সাধ্যব্যভিচারী বা অসিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৭৬৩ ॥

এতাদৃশ হেতু যদি পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করে তাহা হইলে ভাবধর্ম্মেরই সাধন করিয়া থাকে। যদি পক্ষেই অবস্থান করে তাহা হইলে স্বাশ্রয়ত্বরূপ ভাবধর্ম্মস্থাপন করিয়া থাকে, অতএব এতাদৃশ যুক্তি অনুসারে কোন স্ত্রীসমাগমেই ব্যভিচার দোষ হয় না, যেহেতু সকলেই গান্ধর্ব্বরীতিতে নিজের পরিণীতাই হইয়া থাকে ॥ ৭৬৪ ॥

মুক্তত্ব ভাবধর্ম্ম বলিয়া তৎসত্তাবশতঃ ভগবান্ ধর্ম্মী হ'ন না কি ? ৭৬৫ ॥

এতাদৃশ অভাবাধারত্বরূপ হেতু অর্দ্ধনারীশ্বরতুল্য প্রথমভাগে অভাব-রূপ ও অন্ত্যভাগে ভাবরূপ; অতএব স্বাশ্রয়স্থলে শিরোভূষণ ভাবধর্ম্মই নিক্ষেপ করিয়া থাকে ॥ ৭৬৬ ॥

ধর্ম্মানেতান্ বিমুক্তানামপ্যবশ্যমপেক্ষিতান্।
কো বা নিবারয়েদ্বাদী শূন্যত্বস্য নিবারকান্ ॥ ৭৬৮ ॥
ব্যবহারিকমস্তীতি ব্যাহতের্মূলভূরিয়ম্।
ত্রিকালনাস্তিতা সেতি হ্যস্তিতা নাস্তিতাপ্যভূৎ ॥ ৭৬৯ ॥
মুক্তত্ব ব্যাহতিশ্চ স্যাদ্ব্যবহারিকসঙ্গমে।
মুক্তাদিঃ স্যান্মুক্ততাদির্নেতি চ ব্যাহতের্গৃহম্ ॥৭৭০ ॥
কিং ব্যাহতি পুরন্ধ্রীণাং পাণিগ্রহণমস্তি তে ॥ ৭৭১ ॥
বিপ্রস্যাদ্বিপ্রতানৈব গোমান্ স্যাদ্গোর্ন কাচন।
ধনীনৈব ধনং চেতি কো নুমত্তো বদেদ্বদ ॥ ৭৭২ ॥

সমস্ত মুক্তগণেরও অভীষ্ট নিত্যত্ব, ধর্ম্মশূন্যত্ব, স্বরূপত্ব, অবাধ্যত্ব, আনন্দরূপত্ব, দুঃখবিরোধিত্ব, জ্ঞানরূপিত্ব, অজ্ঞানশূন্যত্ব এবং নিত্যশুদ্ধত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলকে কেহই বিষ্ণু হইতে নিবারণ করিতে পারে না, যদি এই সকল ধর্ম্মের অঙ্গীকার করা না যায় তাহা হইলে ব্রহ্মের শূন্যত্ব নিরাকরণে কেহই সমর্থ নহেন ॥ ৭৬৭-৭৬৮ ॥

ব্রহ্মে ব্যবহারিক ধর্ম্ম আছে তোমার এবম্বিধ বচনও ব্যাহত, ত্রিকালসত্তাশূন্যত্বই ব্যবহারিকপদের অর্থ। অতএব "ত্রৈকালিক অবর্ত্ত-মান বস্তু আছে" এই কথা বলিলে বাক্য ব্যাঘাত হয় না কি? ৭৬৯॥

ব্যবহারিক পদার্থ সম্বন্ধে মুক্তত্ব ব্যাহত হইল অতএব ব্রহ্ম মুক্ত পরন্তু তাহাতে মুক্তত্ব ধর্ম্ম নাই এইরূপ বলিলে পুনরায় ব্যাঘাত দোষ ঘটিয়া থাকে ॥ ৭৭০ ॥

এইরূপ বহুবিধ ব্যাঘাত দোষ হেতু ব্যাহতি স্ত্রীসকলের তোমাদের মতে পাণিগ্রহণ আছে কি? ॥ ৭৭১ ॥

"এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ পরন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণত্ব নাই এই ব্যক্তি গোসম্পদ্ বিশিষ্ট পরন্তু ইহার গো নাই, এই ব্যক্তি ধনী পরন্তু ইহার ধন নাই,

তস্মান্নির্গুণতাবাণী ব্যাহতিস্বৈরিণীগৃহম্ ।
ইদং নৈব বিশেৎ সাধ্বী ত্বৎসঙ্গাৎ প্রবিশেদ্ যদি ॥ ৭৭৩ ॥
স্বৈরিণী সঙ্গদোষেণ স্বয়ঞ্চ ব্যাহতা ভবেৎ ।
যৎ স্বোক্তনির্গুণত্বাখ্যগুণেনৈব ব্যরুধ্যত ॥ ৭৭৪ ॥
যদি ব্রহ্মণি নৈর্গুণ্যং ধর্ম্মং স্বার্থং সমর্পয়েৎ ।
অনুমানুগ্রাহকং সা মানং তর্হি ভবিষ্যতি ॥
ন স্থাপয়েচ্চ নৈব স্যাৎ সাধিকা বাধিকা মম ॥ ৭৭৫ ॥
ন হি চ্ছত্রিপদং রাজভৃত্যে চ্ছত্রমনাদধৎ ।
ধর্ম্মং নির্ম্মূলয়েত্তস্য চ্ছত্রচ্ছায়াবিরোধিনম্ ॥ ৭৭৬ ॥
নহীয়ং পূতনা-বাণী যা শব্দে নৈব ভীষয়েৎ ॥ ৭৭৭ ॥

ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় ব্রহ্ম মুক্ত, সত্য, জ্ঞানময়, আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহাতে মুক্তত্ব, সত্যত্ব, জ্ঞানময়ত্ব, আনন্দস্বরূপত্ব বর্ত্তমান নাই এরূপ কথা কোন্ উন্মত্ত বলিয়া থাকে ? ৭৭২ ॥

অতএব নির্গুণ বাণী ব্যাহতিরূপা স্বৈরিণীর গৃহে প্রবেশই করেন না। যদি তোমার দুঃসঙ্গবশে প্রবেশ করেন তাহা হইলে স্বৈরিণী সঙ্গদোষে নির্গুণাখ্যধর্ম্মপ্রতিপাদনহেতু ব্যাহতা হইয়া দুষ্টা হয় ॥ ৭৭৩-৭৪ ॥

যদি নির্গুণবাণী ব্রহ্মে নির্গুণত্বরূপধর্ম্ম সন্নিবেশ করে তাহা হইলে আমার অনুমানের সাধিকাই হইবে। যদি তাহার সন্নিবেশ না করে তাহা হইলে সাধিকা কিম্বা বাধিকা কিছুই হয় না ॥ ৭৭৫ ॥

ছত্রধারী রাজপুরুষে ছত্রব্যতীত ছত্রছায়ার বিরোধী সূর্য্যতাপের নিবারণ সম্ভব হয় না, এইরূপ নির্গুণ পদদ্বারা নির্গুণত্বরূপ ধর্ম্মের আরোপ ব্যতীত গুণাভাববিরোধিগুণের নিবারণ করিতে সামর্থ্য নাই ॥ ৭৭৬ ॥

পূতনা রাক্ষসী যেরূপ শব্দ উচ্চারণমাত্রেই সকলকে ভীত করিয়াছিল

অতো নিষ্কারণং ব্রহ্ম ধর্ম্মানেতান্মনোরমান্।
নিষেধতো গতিঃ সা স্যাদ্ যা ধর্ম্মৈর্নৈব সাধ্যতে ॥ ৭৭৮ ॥
সুখরূপমিতীয়ং বাক্ সুখরূপত্ববাদিনী।
তদ্‌যোগাদ্রূপমপ্যাহ ন সা হি স্বাগ্রহানুগা ॥ ৭৭৯ ॥
বিপ্ররূপত্বশূন্যো হি ন শূদ্রো বিপ্ররূপকঃ।
সুখরূপত্বশূন্যং যৎ সুখরূপঞ্চ নৈব তৎ ॥ ৭৮০ ॥
সুখরূপার্থসদ্ভাবে কথং তচ্ছব্দলক্ষণা।
জলপ্রবাহরূপেঽর্থে কিং গঙ্গা পদলক্ষ্যতা ॥ ৭৮১ ॥
অতো মুক্তিরমুক্তিঃ স্যাদিয়ং তার্কিকমুক্তিবৎ।
মুক্তত্বহেতোরুচ্ছিত্তিঃ সাধ্যাভাবে ততো ধ্রুবা ॥ ৭৮২ ॥

সেইরূপ এই নির্গুণ শ্রুতি রাক্ষসী নহে যে শব্দমাত্রেই লোকভীতি উৎপন্ন করিবে ॥ ৭৭৭ ॥

অতএব কারণ ব্যতীত রমণীয় ব্রহ্মধর্ম্মের নিষেধহেতু তোমার অধর্ম্ম-জনিত অধোগতিই সম্ভবপর। ৭৭৮ ॥

আনন্দরূপমমৃতম্ ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মবস্তুর সুখ এবং রূপ কীর্ত্তন করিতেছেন। ব্রহ্মের সুখরূপত্ব না থাকিলে উক্তশ্রুতি সঙ্গত হয় না ॥৭৭৯॥

যেরূপ ব্রাহ্মণরূপত্বশূন্য শূদ্র ব্রাহ্মণরূপ হয়না সেইরূপ সুখরূপত্বশূন্য ব্রহ্ম সুখরূপও হইতে পারে না ॥ ৭৮০ ॥

মায়াবাদিগণ সুখজ্ঞানপ্রভৃতি পদসকলকে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মপর বলিয়া থাকেন। পরন্তু যদি ব্রহ্মে সুখজ্ঞানাদিধর্ম্ম না থাকে তাহা হইলে তিনি ও সুখজ্ঞানাদি রূপ হইতে পারেন না, ব্রহ্মে সুখ জ্ঞানাদির সত্তা স্বীকার করিলে গঙ্গাপদের প্রবাহে লক্ষণা অঙ্গীকার যেরূপ ব্যর্থ সেইরূপ সুখজ্ঞানাদিরও ব্রহ্মে লক্ষণা স্বীকার ব্যর্থই হইয়া থাকে ॥ ৭৮১ ॥

মোক্ষে সুখরূপত্ব অস্বীকার করিলে তার্কিকগণের মুক্তির ন্যায় গৌণ-

এবঞ্চ নিগু'ণং ব্রহ্ম নিগু'ণাদিশ্রুতেরপি।
উক্তরীত্যা বহিভূ'তমশ্রৌতমভবদ্ধ্রুবম্ ॥ ৭৮৩ ॥
শ্রুতি স্ত্রীসঙ্গশূন্যং তদ্‌ব্রহ্মাভিক্ষুরভূত্তব ॥ ৭৮৪ ॥
অন্যাপোহেন তৎসঙ্গে ছদ্মস্ত্রীসঙ্গ-দোষতঃ।
ভ্রষ্ট স্বধর্ম্মমিত্যার্য্যৈস্ত্যক্তং বাহ্যানুপাশ্রয়ৎ ॥ ৭৮৫ ॥
অস্মদ্‌ব্রহ্মাপ্রতিদ্বন্দ্বং সর্ব্বমানমনোরমম্।
অনন্তসুগুণস্তোমমুখেন পরিতো দিশম্।
অপারোপনিষন্নারী মুখান্যাচুম্ব্য জৃম্ভতে ॥ ৭৮৬ ॥
অতোঽনুকূলতর্কাখ্যমন্ত্রিণা সর্ব্বতো দিশং।
পালিতামেঽনুমানাখ্য রাজাজ্ঞা রাজতেতরাম্ ॥ ৭৮৭ ॥

মুক্তিই হইয়া থাকে এবং সুখাদিরূপ ভাবধর্ম্ম সকলের অনঙ্গীকারে মুক্তত্বের অসিদ্ধি হয় ॥ ৭৮২ ॥

এইরূপে নিগুণ ব্রহ্ম নিগু'ণ শ্রুতি হইতেও বহিভূ'ত হইলেন। অতএব সগুণ নিগু'ণ উভয় শ্রুতিবাহ্য বলিয়া উহা অশ্রৌতই নির্ণীত হইল ॥৭৮৩॥

শ্রুতিনাম্নী স্ত্রীর সঙ্গ রহিত তোমার নিগু'ণ ব্রহ্ম সদ্‌গুণাদি বিষয়ে দরিদ্র হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করুক্ ॥ ৭৮৪ ॥

লক্ষণাবৃত্তি প্রভৃতি দুষ্টমার্গাবলম্বনে শ্রুতি স্ত্রীসঙ্গ ভোগ করিয়া সত্যত্বাদি ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় ধর্ম্মহীনশূন্যবাদীর সঙ্গ লাভ করিয়াছে ॥৭৮৫॥

আমাদের বিষ্ণুসংজ্ঞক ব্রহ্ম অসমান, বহুপ্রমাণ সিদ্ধ এবং অনন্তগুণ রঞ্জিত। তিনি নিখিল বেদাভিমানিনী লক্ষ্মীর সঙ্গ হইতেই সর্ব্বেশ্বররূপে প্রকাশিত হইতেছেন ॥ ৭৮৬ ॥

অতএব অনুকূল তর্কনামক মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক পরিপালিত মদীয় অনুমান রূপ রাজশাসন সর্ব্বত্র বিরাজিত ॥ ৭৮৭ ॥

অতঃ শ্রুতিপুরাণস্থ নির্গুণাখ্যা হরিং প্রভুম্।
নির্গুণব্রহ্মমদ্দাসী সঙ্গেবাসৌন্ন মৎপ্রিয়ম্॥ ৭৮৮ ॥
অহং-পতিব্রতৈবাসং তত্রোপক্রমবাগিয়ম্।
উপসংহারবাক্যেয়ং সদা ত্বৎপক্ষপাতিনী ॥
সাক্ষিণীতি নিগদ্যাত্মমনঃ শৌদ্ধ্যং প্রবোধ্য চ ॥ ৭৮৯ ॥
অন্যার্থশূন্যা মান্যার্থমুক্ত্বা শরণমীয়ুষী।
স্বস্বামিনো গুণান্ হিত্বা জগ্রাস প্রাকৃতান্ গুণান্ ॥ ৭৯০ ॥
নৈর্গুণ্যেনৈব গুণিতা নৈর্গুণ্যঞ্চ নঞ্চেন্নঞৌ।
সগুণত্বং স্থিরীকৃত্য বিরুদ্ধার্থত্বকারকৌ ॥ ৭৯১ ॥

অতএব শ্রুতি ও পুরাণস্থিত নির্গুণ পদ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকেই বুঝাইয়া থাকে। নির্গুণ ব্রহ্ম আপাতপ্রতীতি ও ভ্রান্তি নাম্নী মদীয় দাসীযুগলের সঙ্গী বলিয়া আমার প্রিয় নহে ॥ ৭৮৮ ॥

একো দেব এই উপক্রম বাণী একমাত্র বিষ্ণুকেই পতিরূপে বরণ করিয়া পতিব্রতার ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, স সর্ব্বদৃক্ এই উপসংহার বাণী বিষ্ণুর প্রতিই নিজের পক্ষপাত জ্ঞাপন সহকারে সর্ব্বসাক্ষী বিষ্ণুতে স্বীয় অন্তঃকরণের শুদ্ধভাব প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৭৮৯ ॥

নিজপতির সর্ব্বার্থনাশরূপ নির্গুণত্ব প্রকাশ না করিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদি গৌরব প্রকটন পূর্ব্বক তাঁহার গুণসকলই প্রকাশ করিয়াছেন এবং তদীয় অযোগ্য প্রাকৃতগুণসকল দূরীভূত করিয়াছেন ॥ ৭৯০ ॥

তোমার প্রতিপাদিত নৈর্গুণ্যদ্বারাই বিষ্ণুর ধর্ম্ম সিদ্ধ হইল। নৈর্গুণ্য নাই এইরূপ বলিলে নৈর্গুণ্য নাই এই বাক্য স্থিত নঞ্ দ্বয় প্রকৃতার্থভূত গুণসকলের নির্ণয় পূর্ব্বক গুণাভাবের অতিশয় নিবারণ করিতেছে ॥৭৯১॥

বদ্ধসেতুনিরুদ্ধাম্ভঃ সেতুভঙ্গে প্রবেদ্ধ্রুবম্ ।
যথা হি নির্গুণত্বস্য চ্ছেদে সর্ব্বগুণাগমঃ ।
ঘটাভাব ক্ষয়ো নাম ঘটস্যাগতিরেব হি ॥ ৭৯২ ॥
সঙ্কোচে পরসঙ্কোচ-শ্রেয়ান্ মুখ্যার্থলাভতঃ ॥ ৭৯৩ ॥
কপিঞ্জলাধিকরণ ন্যায়ানুসরণাদপি ।
অনন্তসৃগুণচ্ছেদাস্ত্রিগুণচ্ছেদনং বরম্ ॥ ৭৯৪ ॥
কিঞ্চ নির্গুণতাং স্বার্থং ক্ষিপন্তীং সগুণশ্রুতিঃ ।
অবাধ্য স্বার্থবর্গেণ কপোলে তাড়য়িষ্যতি ॥ ৯৫ ॥

জলপূর্ণ নদীর মধ্যস্থিত সেতু ভঙ্গ হইলে জল যেরূপ অতিবেগে প্রবাহিত হয় সেইরূপ নৈর্গুণ্য সেতু নঞ্ প্রত্যয় দ্বারা ভগ্ন হওয়ায় গুণ সমূহ প্রবাহরূপে উপস্থিত হইতেছে। ঘটের অভাবের অভাব যেরূপ ঘটস্বরূপ সেইরূপ নৈর্গুণ্যের অভাবও গুণস্বরূপই হইয়া থাকে ॥ ৭৯২ ॥

নির্গুণ শ্রুতির গুণসামান্যের অভাবরূপ অর্থ হইলেও যদি ভাবগুণের অভাব মাত্র অর্থদ্বারা সঙ্কোচ কর তাহা হইলে আমরা নিখিল শ্রৌতধর্ম্ম-রক্ষণার্থে প্রাকৃত গুণমাত্রে সঙ্কোচ করিব ॥ ৭৯৩ ॥

মীমাংসকগণ কপিঞ্জলান্ আলভেত এই শ্রুতি স্থিত বহু বচনান্ত কপিঞ্জল পদদ্বারা বহু কপিঞ্জল পক্ষীর বধরূপ অর্থলাভসত্ত্বেও বহুপক্ষিবধজনিত পাপাশঙ্কায় যেরূপ যজ্ঞে তিনটী মাত্র পক্ষিবধ করিয়াই বহুবচনের মর্য্যাদা রক্ষা করেন সেইরূপ কপিঞ্জলন্যায়ানুসারে শ্রুতিস্থিত অনন্ত গুণসমূহের নাশরূপ পাপাশঙ্কায় আমাদের পক্ষে কেবলমাত্র প্রাকৃত গুণত্রয়ের বিনাশ করাই সঙ্গত হয় ॥ ৭৯৪ ॥

আরও দেখ নির্গুণ শ্রুতি যদি নির্গুণত্বরূপ স্বকীয় মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করে তাহা হইলে বাধশূন্যা সগুণশ্রুতি মুখ্যার্থত্বনিবন্ধন প্রবলা হইয়া

যদ্যভাবোঽস্তি ভাবস্যাপ্যভাবাভাবতা ন কিম্।
সর্ব্বং নাস্তীতি বদতা কিমভাবোঽপি রক্ষ্যতে॥ ৭৯৬ ॥
নেহ নানেতি বাক্যার্থ রূপত্বাচ্চেত্ততোঽপি কিম্।
অর্থত্যাগে শ্রুতেরপ্রামাণ্যং স্যাদিতি ধীর্যদি।
গুণশ্রুতীনাং বহ্বীনাং নাপ্রামাণ্যাদ্বিভেষি কিম্॥ ৭৯৭ ॥
এবং সগুণবাদ্যুক্তযুক্তিত্যাগো ন মে গুণঃ।
ইতি মত্বা নির্গুণাখ্যা ভেজে হরিপদাম্বুজম্॥ ৭৯৮ ॥
কিঞ্চ নির্গুণশব্দেন লক্ষ্যঞ্চেন্নির্গুণং কথং।
মুখ্যার্থবাধমূলৈব লক্ষণেতি সতাং মতম্॥ ৭৯৯ ॥

নির্গুণ শ্রুতির গণ্ডদোষে চপেটাঘাত পূর্ব্বক গুণত্রয় সংজ্ঞক দন্তত্রয়েরই নিপাত করিয়া থাকে॥ ৭৯৫ ॥

অভাবধর্ম্মের নিষেধ অস্বীকার করিলে গুণসকলও গুণাভাবের অভাবরূপ বলিয়া তাহাদেরও নিষেধ হয় না, ব্রহ্মাতিরিক্ত সকলের অভাব স্বীকার করিলে অভাবরূপ দ্বিতীয় পদার্থ তোমা কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃতই হইল, সর্ব্বপদদ্বারা অভাবেরও নিষেধ বলিলে পুনরায় সমস্ত পদার্থের সত্তাই উপস্থিত হয়॥ ৭৯৬ ॥

"নেহ নানা" ইত্যাদি শ্রুতির অপ্রামাণ্যভয়ে সর্ব্বার্থত্যাগস্বীকার করিলে গুণবাচক বহুশ্রুতির অপ্রামাণ্যরূপ ভয়ই বা দেখ না কেন? ৭৯৭ ॥

নির্গুণ শ্রুতি সগুণবাদী কর্ত্তৃক উক্ত যুক্তিসমূহদর্শনে তদীয় মার্গাবলম্বনে হরিপদাশ্রয়ই করিয়াছেন॥ ৭৯৮ ॥

তুমি নির্গুণশ্রুতির লক্ষণা স্বীকার কর, যে স্থলে মুখ্য অর্থের বাধা হয় তথায়ই লক্ষণা স্বীকার্য্য, সর্ব্বগুণাভাবই নির্গুণ পদের মুখ্যার্থ। তাদৃশ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষণা স্বীকারহেতু সর্ব্বগুণাভাবরূপ অর্থ তোমা কর্ত্তৃকই স্বীকৃত হইতেছে না॥ ৭৯৯॥

বাচ্যত্বং ন পরো বক্তি তেন স্যাম্মে গতির্বৃথা ।
ইত্যাদ্যালোচ্য সা বাণী প্রাণেশমতমন্বগাৎ ॥ ৮০০ ॥
বাচ্যত্বে নৈব গুণিতা বাচ্যত্বে নির্গুণোক্তিতঃ ।
লক্ষ্যত্বে নৈব গুণিতা লক্ষ্যত্বে নির্গুণোক্তিতঃ ।
নোভয়ং চেদশাব্দত্বধর্ম্মেণ স্যাদ্ধি ধর্ম্মিতা ॥ ৮০১ ॥
ব্যবহারিকতায়াঞ্চ বাধাদ্ধর্ম্মো ন সোঽর্থকৃৎ ।
গুঞ্জাপুঞ্জাগ্নিনা কুঞ্জে কিং জায়েত হিমৌষধম্ ॥ ৮০২ ॥
ইতি সর্ব্বং সমালোচ্য শ্রুতিঃ সাব্যাহতের্ভয়াৎ ।
অব্যাহতগতিংবিষ্ণুমব্যাজস্নেহতোভজৎ ॥ ৮০৩ ॥

"মায়াবাদী পদসমূহের বাচকত্ব অঙ্গীকার করেন না, বাচ্যার্থের অভাবে শ্রুতি ব্যর্থা হন" বেদবাণী এইরূপ আলোচনা করিয়া অনন্তবেদেরই বাচকত্বরূপে সার্থকতা কীর্ত্তনকারী প্রাণেশ (মুখ্য প্রাণ) মধ্বাচার্য্যের মত অনুসরণ করিয়াছেন ॥ ৮০০ ॥

যদি ব্রহ্ম নির্গুণ উক্তির বাচ্য হ'ন তাহাহইলে বাচ্যত্ব নিবন্ধন তাঁহার ধর্ম্মিত্ব লাভ হয়, পক্ষান্তরে যদি নির্গুণ উক্তি লক্ষ্য হ'ন তাহা হইলে লক্ষ্যত্ব নিবন্ধন ও ধর্ম্মিত্ব লাভ হইয়া থাকে ; আর যদি বাচ্যত্ব বা লক্ষ্যত্ব একটীও না হয় তাহা হইলেও অশাব্দত্ব ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৮০১ ॥

উক্ত ধর্ম্মসকল ব্যবহারিক হইলে তাহাদের বাধনিবন্ধন তাহারা অর্থক্রিয়া রূপ প্রয়োজন সাধক হইতে পারে না। কুঞ্জস্থিত গুঞ্জাপুঞ্জকে (অগ্নিবর্ণ কুচ্ ফল সকলকে) অগ্নিরূপে কল্পনা করিলেও তদ্দ্বারা শীত নিবৃত্তি হয় না ॥ ৮০২ ॥

নির্গুণ শ্রুতি এই সমস্ত বিষয় আলোচনা পূর্ব্বক বিবিধ ব্যাঘাত দোষ-ভয়ে ভীতা হইয়া অব্যাহতগুণসম্পন্ন বিষ্ণুকেই অকপট অনুরাগ সহকারে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৮০৩ ॥

মৃষা চেন্নির্গুণত্বং স্যাৎ সগুণত্বশ্রুতের্ব্বলাৎ।
সত্যা সগুণতা তর্হি সিদ্ধোদদ্বৈতবত্তব ॥ ৮০৪ ॥
অতত্ত্বাবেদকং বাক্যং ন হি তত্ত্বস্য বাধকম্।
অতত্ত্বতত্ত্বয়োশ্চৈব ন বিরোধোঽস্তি কশ্চন ॥ ৮০৫ ॥
ন মৃষা নির্গুণত্বঞ্চেন্নির্গুণত্ব শ্রুতির্গতা।
তেনৈব সগুণত্বাপ্তের্ভাবমাত্র নিষেধনে ॥
অন্যোন্যাভাবভেদস্ত পট্টবন্ধো ভবিষ্যতি ॥ ৮০৬ ॥
বন্ধধ্বংসসদাভাবৌ বিরুদ্ধৌ যৎসদাতনৌ।
মন্ত্রিণৌ মন্ত্রশক্ত্যা তং সদা বোধয়তো নৃপম্ ॥ ৮০৭ ॥
ভটৌ চাগ্রে সরৌতস্য রিপুসেনা মুখাগতৌ।
অল্পজ্ঞত্ব বহুজ্ঞত্বাভাবৌ চোভয়পার্শ্বগৌ ॥ ৮০৮ ॥

তোমার মতে ভেদের মিথ্যাত্বনিবন্ধন যেরূপ অদ্বৈত সিদ্ধ হয়, সেইরূপ নির্গুণত্বও যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে গুণশ্রুতি বলে সগুণত্ব সত্যরূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৮০৪ ॥

নির্গুণ প্রতিপাদকবাক্য অতত্ত্বজ্ঞাপক বলিয়া তত্ত্বের বাধক হয় না। যেরূপ আরোপিত রজত সত্যরজতের বাধক হয় না সেইরূপ আরোপিত নির্গুণত্ব অনারোপিত গুণের বাধক হইতে পারে না ॥ ৮০৫ ॥

নির্গুণত্ব যদি মিথ্যা না হয় তাহা হইলে নির্গুণত্ব রূপ গুণের প্রাপ্তি-নিবন্ধন নিজেরই ব্যাঘাত হয়, পক্ষান্তরে ভাবমাত্রের নিষেধ অঙ্গীকার করিলে অন্যোন্যাভাবরূপ ভেদের সত্যত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৮০৬ ॥

বন্ধধ্বংস এবং বন্ধের অত্যন্তাভাবরূপ মন্ত্রিদ্বয় মন্ত্রশক্তিদ্বারা সর্ব্বদা ভেদ-রূপ রাজার অস্তিত্বই জ্ঞাপন করিতেছে ॥ ৮০৭ ॥

অল্পজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্বের অভাবরূপ দূতদ্বয়ও শত্রুশিবির হইতে সমাগত হইয়া ভেদরূপ রাজার উভয় পার্শ্বে বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ৮০৮ ॥

পৃথকৃত্বস্তু গুণং ভাব ভেদং হন্তৈক্যবাক্ তব।
অভাবধর্ম্মবদ্ভেদোপ্যভাবাত্মাঽস্তু নির্ভয়ঃ ॥ ৮০৯ ॥
অন্যোন্যাভাবাতিরিক্তং পৃথকৃত্বং তত্ত্ববাদিনা।
নিষেদ্ধুং শক্যতে জীবে বিভাগাখ্যা ভিদা তথা ॥ ৮১০ ॥
তয়োরন্য ইতিপ্রোক্তস্ত্বন্যোন্যাভাব ইষ্যতে।
শ্রুতিপ্রামাণ্যরক্ষায়ৈ নৈর্গুণ্যে ত্বদ্বিবেকবৎ ॥ ৮১১ ॥
আত্মহত্যেব যল্লোকে পরহত্যাপি দূষণম্।
অতঃ স্বব্যাহতেভীতৌ ভয়ং ভেদশ্রুতের্ন কিম্ ॥ ৮১২ ॥
জ্ঞাতত্বাভাবধর্ম্মিত্ব পূর্ব্ববাৎ সা ন বিভেতি কিম্ ॥ ৮১৩ ॥

তোমার অভেদবাক্য ভাবরূপের পার্থক্য অথবা ভাবরূপের ভেদ বিনষ্ট করুক্ অভাবাত্মক ধর্ম্ম যেরূপ নির্ভয় সেইরূপ ভেদ ও নির্ভয় হউক ॥ ৮০৯ ॥

তত্ত্ববাদিগণ ও অন্যোন্যাভাবের অতিরিক্ত পার্থক্য এবং জীবমধ্যে স্বরূপ বিভাগরূপ ভেদকে নিরাকরণ করিয়া থাকেন ॥ ৮১০ ॥

" ঘট হইতে পট ভিন্ন, পট হইতে ঘট ভিন্ন " এইরূপ অন্যোন্যাভাব তত্ত্ববাদিগণের স্বীকৃত। তুমি যেরূপ শ্রুতির প্রামাণ্য রক্ষার জন্য নৈর্গুণ্য শ্রুতির ভাবমাত্র নিষেধেই তাৎপর্য্য নির্ণয় কর সেইরূপ অন্যোন্যাভাবাতিরিক্ত পৃথকৃত্বের নিষেধ বিষয়েও আমাদের বুদ্ধি জানিবে ॥ ৮১১ ॥

লোকে আত্মহত্যার ন্যায় পরহত্যাও দূষণীয়, এইরূপ নির্গুণশ্রুতিরও স্বব্যাঘাত দোষের ন্যায় পরকীয় ব্যাঘাতের ভয় ও বর্ত্তমান আছে ॥ ৮১২ ॥

অভাবধর্ম্মের অঙ্গীকারেও যদি ব্রহ্মের জ্ঞাতত্ব প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অঙ্গীকৃত না হয় তাহা হইলে ব্রহ্মের শূন্যতাপ্রাপ্তিরূপ দোষভয় অবশ্যই শ্রুতিতে বর্ত্তমান আছে ॥ ৮১৩ ॥

ব্যবস্থিতাদিয়ং তত্ত্বং পদার্থত্বাচ্চ তে শ্রুতিঃ।
কথং ন ভীতা ভেদং বা বিশেষং বা বিনা বদ ॥
বিশেষো নাস্তিভাবস্তে ভেদোঽভাবো গতির্ধ্রুবা ॥ ৮১৪ ॥
ব্যবহারিক-ভেদাচ্চ নাত্র তত্ত্বং পদার্থতা ॥
যৎসত্যয়োরৈক্যযোগ্য চিতোরেব কথা তব ॥ ৮১৫ ॥
যদ্বা ব্রহ্মস্থিতৈক্যস্য ভাবরূপস্য তদ্রিপোঃ।
নির্গুণোক্তি শিরশ্ছিন্দ্যাত্তেনৈবাস্যাঃ পরাভবে ॥ ৮১৬ ॥
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিত্বশ্রুতিরর্থ বলোজ্জিতা।
পটুং বধ্নাতি ভেদস্য হন্তি চাস্য বিরোধিনম্ ॥ ৮১৭ ॥

"তত্ত্বমসি" এই শ্রুতি ব্রহ্মমাত্র নিষ্ঠ "তৎ" পদ দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞাপন করিয়া জীবনিষ্ঠ "ত্বং" পদদ্বারা জীবের ব্যপদেশ করিতেছে, "তৎ" এবং "ত্বং" পদদ্বয়ের অর্থভূত সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্বাবিশিষ্ট ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ বা বিশেষ ব্যতীত শ্রুতির সঙ্গতি হয়না, তোমার মতে বিশেষ পদার্থের অস্বীকার হেতু ভেদই একমাত্র গতি ॥ ৮১৪ ॥

যে হেতু উক্ত শ্রুতিকর্ত্তৃক তোমার মতে সত্যভূত চিৎপদার্থদ্বয়ের ঐক্যকথা প্রবৃত্ত হইয়াছে সেই হেতু তৎপ্রসঙ্গে ব্যবহারিকভেদ অবলম্বনে জীব ও ঈশ্বরের "তৎ" ও "ত্বং" এই ভিন্ন পদ দ্বারা গ্রহণ বলিতে পার না ॥ ৮১৫ ॥

অথবা নির্গুণ শ্রুতি ব্রহ্মনিষ্ঠ ঐক্যরূপ ভাব ধর্ম্ম নিজ বিরোধী বলিয়া নিরাকরণ করিতে পারে এইরূপে নির্গুণ শ্রুতিদ্বারা ঐক্যরূপ বিরোধী পরাভূত হইলে সর্ব্বশক্তিত্ব প্রভৃতি শ্রুতি প্রবলা হইয়া ভেদকে রাজপদে স্থাপন এবং অভেদসংজ্ঞক তদীয় শত্রুকে বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৮১৬-৮১৭ ॥

কিঞ্চ সঙ্কোচমার্গেণ পলায়নপরাং শ্রুতিম্।
প্রবলানন্তসগুণশ্রুতিঃ কোণে ক্বচিৎ ক্ষিপেৎ ॥ ৮১৮ ॥
ব্যবহারিকতা চাত্মধর্ম্মাণাং স্যাত্তদৈব হি।
যদ্যহং প্রতিষেধামি নো চেত্তেস্যুরবাধিতাঃ ॥ ৮১৯ ॥
অহঞ্চ মুখ্যতঃ স্বার্থ পরৈবান্যবিরোধিনী।
ন হি গঙ্গাপদং লক্ষ্যে তীরে স্বার্থবিরোধ্যপি ॥
তীরত্ব ঘোষাবাসত্ব পার্থিবত্বাদিকং ক্ষিপেৎ ॥ ৮২০ ॥
অতঃ শাব্দত্বাদিধর্ম্ম বলাদন্যনিষেধিকা।
কথং তানেব বাধেঽহং হসিষ্যতি সহোদরী ॥
কৃতঘ্নং দূষয়ন্তী বাগুপজীব্য বিরোধিনীম্ ॥ ৮২১ ॥

বিশেষতঃ বলবতী অনন্তা সগুণাশ্রুতি ভাবমাত্র নিষেধরূপ সঙ্কোচমার্গে পলায়নপর নির্গুণ শ্রুতিকে গুণত্রয় নিষেধরূপ কোণে নিক্ষেপ করিয়া থাকে ॥ ৮১৮ ॥

নির্গুণ শ্রুতির এইরূপ চিন্তা যে—যদি আমি গুণসকলকে মুখ্যভাবে নিষেধ করি তাহা হইলে উহারা ব্যবহারিক হইবে, অন্যথা উহারা অবাধনীয়ই হইয়া থাকে ॥ ৮১৯ ॥

আমিও যদি মুখ্যভাবে স্বার্থপরা হই তাহা হইলেই গুণনিষেধ করিতে পারিব, যেরূপ গঙ্গা পদ স্বার্থবিরোধী লক্ষ্য তীরে বর্ত্তমান হইয়াও তীরত্ব পার্থিবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের নিরাকরণ করে না, সেইরূপ আমিও নির্গুণ বাদী নির্দ্দিষ্ট উক্তি অনুসারে ব্রহ্মস্বরূপ মাত্র প্রতিপাদিকা হইয়াও মুখ্যার্থ নৈর্গুণ্যবিরোধীভূত ভগবানের গুণসকলের নিষেধে সমর্থা নহি ॥ ৮২০ ॥

অতএব আমি শব্দাভিধেয়ত্ব, শব্দবোধ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা অন্যের ষধনিপরায়ণা হইয়া নিজ সহায়ভূত ধর্ম্ম সকলকে কিরূপে নিষেধ করিতে

বাধ্যস্য চোপজীব্যত্বমবাধ্যঞ্চোপজীবকম্।
ন শ্রুতং ন হি সৎসর্পো রজ্জুসর্পোপজীবকঃ ॥ ৮২২ ॥
ততোঽপি নির্গুণত্বং ন স্বোপজীব্যস্য বাধকম্ ॥ ৮২৩ ॥
তস্মাচ্ছাব্দত্ববোধ্যত্ব-ধর্ম্মিত্বাদিগুণানুগা।
একত্রচ্ছিন্নধারেণ কুঠারেণাপরং বনে ॥ ৮২৪ ॥
তজ্জাতীয়ং কথং ছিন্দ্যাং মন্দাশঙ্কিতদুর্গুণান্।
ছিনদ্মি মন্দধারাপাত্যগান্নির্গুণবাগ্ বহিঃ ॥ ৮২৫ ॥
উপজীব্য সজাতীয়াঃ সর্ব্বেপি হ্যুপজীব্যবৎ।
ভর্ত্তুঃ সহোদরাঃ সর্ব্বে কিং ন পোষ্যাঃ স্বভর্ত্তৃবৎ ॥ ৮২৬ ॥

প্যার, আমার সহিত ভগবানের নিকট হইতে প্রকাশিতা মদীয়া সহোদরা "কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ" এই বাণী কৃতঘ্নতা দোষকারিণী উপজীব্য-বিরোধিনী আমাকে পরিহাস করিবে ॥ ৮২১ ॥

ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণভূত সগুণ বাক্যসকল নির্গুণশ্রুতির উপজীব্য, নির্গুণ শ্রুতি স্বয়ং উপজীবক, লোকমধ্যে সর্পারোপের উপজীব্যভূত সত্যসর্প বাধিত হয় না, পরন্তু উপজীবক আরোপিত সর্পই বাধিত হইয়া থাকে, এইরূপ উপজীবক নির্গুণ শ্রুতিদ্বারা উপজীব্য গুণশ্রুতির বাধা হইলে লোকানুভব বিরোধ ঘটিয়া থাকে ॥ ৮২২ ॥

অতএব নির্গুণত্ব উপজীব্য গুণবাধক হইতে পারে না ॥ ৮২৩ ॥

সেই হেতু শাব্দত্ব বোধ্যত্ব ধর্ম্মিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের নিষেধে অশক্ত নঞ্-রূপ কুঠারদ্বারা তজ্জাতীয় শুভ গুণসকলকে কিরূপে ছেদন করিব, অতএব কুণ্ঠিতধারবিশিষ্ট নঞ্রূপ কুঠারদ্বারা মন্দজনাশঙ্কিত দুর্গুণ সকলেরই ছেদন করিব এইরূপ চিন্তা করিয়া নির্গুণ শ্রুতি দূরে চলিয়া গেল ॥ ৮২৪—৮২৫ ॥

শাব্দত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সকলের উপজীব্যত্ব হইলেও গুণসকলের উপ-

কিঞ্চ সর্ব্বজ্ঞত্ব পূর্ব্বা পূর্ব্ব সর্ব্বগুণাহরৌ।
তত্তচ্ছ্রুতিপ্রসক্তাশ্চেন্নিষেধ্যাঃ স্যু র্ন চান্যথা ॥ ৮২৭ ॥
তত্তৎ শ্রৌতপদান্যেষাং প্রসক্ত্যৈ স্যুস্তদৈব হি।
যদি মুখ্যতয়ৈবৈতানভিদধ্যুর্গুণানপি ॥ ৮২৮ ॥
মুখ্যাবৃত্তিশ্চ গুণিনি তত্তৎ সত্তামপেক্ষতে।
কথং তত্রৈব তদ্ধর্ম্মসত্তাপেক্ষাবতী পুনঃ ॥ ৮২৯ ॥
তাংস্তত্রৈব নিষেধামি যাহং তদুপজীবিনী।
যদা যত্র ঘটস্তত্র তদা কিং তন্নিষেধনম্ ॥ ৮৩০ ॥
ইত্থং প্রসঙ্গকং বাক্যং যস্মাদাসীৎ প্রসাধকম্।
অতোঽপি সা শ্রুতিঃ সর্ব্বা বহ্বুপজীব্যৈব মে ভবৎ ॥ ৮৩১ ॥

জাব্যত্ব না থাকায় শ্রুতির অন্য গুণবিরোধ হয়না, এইরূপ বলিলেও গুণ সকলের ভাবত্ব রূপ সজাতীয়তা নিবন্ধন স্বামীর ন্যায় তদীয় সহোদরগণও যেরূপ পোষ্য, সেইরূপ অন্য গুণসকলও পোষ্য হইয়া থাকে ॥ ৮২৬ ॥

আরও দেখ—সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি অপূর্ব্ব সর্ব্ব গুণসমূহের তত্তৎ শ্রুতি অনুসারে প্রসক্তি হইলেই নিষেধ হইতে পারে, অন্যথা সম্ভব হয় না ॥৮২৭॥

শ্রৌতপদসকল যদি মুখ্যত্বরূপে গুণসকলের কীর্ত্তন করে, তাহা হইলেই উহারা গুণপ্রসক্তিকারক হইতে পারে ॥ ৮২৮ ॥

গুণবিশিষ্টে গুণ থাকিলেই শব্দের মুখ্যবৃত্তির সম্ভব হয়, এইরূপ নিষেধের জন্য ধর্ম্মীতে গুণসত্তাপেক্ষিনী শ্রুতি স্বয়ং উপজীবিণী হইয়া ঘটবিশিষ্ট ভূতলে ঘটের নিষেধের ন্যায় গুণবিশিষ্টপদার্থে কিরূপে গুণ নিষেধ করিতে পারে ॥ ৮২৯—৮৩০ ॥

এইরূপ নিষেধের জন্য প্রসক্তিজনক বাক্য গুণপ্রসাধকই হইয়াছে, অতএব সকল শ্রুতিই নির্গুণ শ্রুতির উপজীব্য ॥ ৮৩১ ॥

বিভেমি তদ্বিরোধায় ত্রিগুণাস্তু জড়াত্মকাঃ।
জীবেষু প্রমিতা ভ্রান্ত্যা প্রাপ্তা ব্রহ্মণি নির্ম্মলে।
নিরবদ্যশ্রুতিস্থেম্নে নিষেধ্যা ইত্যগাদ্বহিঃ ॥ ৮৩২ ॥
অভাবশেষে যাপ্যাশা স্বগুণদ্রোহিণাং হরেঃ।
তস্যাশ্চোক্তাত্মধর্ম্মাণাং পক্ষপাতো ভয়ঙ্করঃ ॥ ৮৩৩ ॥
অভাবে গৌরবং প্রাদুর্ভাবে চ লঘুতাং বুধাঃ।
চিত্রং শ্রুত্যঙ্গনা ধত্তে শিলাং ন কিল মালিকাম্ ॥ ৮৩৪ ॥
ভাবো হি যোষিতাং ভূষা ভাবো বাচাঞ্চ ভূষণম্।
তং ভাবং বাগ্বধূরেষা দূষয়েৎ কেন হেতুনা ॥ ৮৩৫ ॥

নির্গুণশ্রুতি উপজীব্যভূত সর্ব্বগুণনিষেধে ভীতা হইয়া জীবলোকে প্রসিদ্ধ এবং নির্ম্মল ব্রহ্মবিষয়ে ভ্রান্তিপ্রতীত সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণসমূহকে "নিরনিষ্টো নিরবদ্যঃ" এই শ্রুতির বাক্যের দৃঢ়তার জন্য নিষেধ করিতে বহির্গমন করিয়াছে। ৮৩২ ॥

সর্পের পক্ষে গরুড়ের পক্ষাঘাত যেরূপ ভয়ঙ্কর, সেইরূপ শ্রীহরির গুণ-দ্রোহিগণের অভীষ্ট অভাব-ধর্ম্মের উপর শ্রৌত আত্মধর্ম্ম স্থাপনও ভয়ঙ্কর হয় ॥ ৮৩৩ ॥

স্ত্রী যেরূপ মস্তকে মাল্যই ধারণ করে, পরন্তু শিলা ধারণ করে না, সেইরূপ শ্রুতিও গৌরবদোষগ্রস্ত অভাব-ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া লঘুভূত ভাবধর্ম্মই গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৮৩৪ ॥

স্ত্রীগণের পক্ষে ভাব (বিলাস বিশেষ) ভূষণস্বরূপ, বচন সকলেরও ভাব (অভিপ্রায়) ভূষণ হইয়া থাকে, অতএব শ্রুতিরমণী তাদৃশ ভাব-ধর্ম্মকে কি জন্য দূষিত করিবেন ? ৮৩৫ ॥

কিঞ্চ কিঞ্চন-শব্দস্য ভাবং যো বেত্তি কঞ্চন ।
অভাবশেষং স কথং দোষং ন মনুতে বুধঃ ॥ ৮৩৬ ॥
স্বব্যাহতিভয়াৎ স্বার্থং নাভাবং যর্হি বারয়েৎ ।
ন মারয়েত্তর্হি নিত্যাং স্বাঞ্চ ভাবস্বভাবিনীম্ ॥ ৮৩৭ ॥
মানত্বধর্ম্মনাশঃ স্যাদভাবপ্রতিষেধনে ।
ধর্ম্মিনাশো ভবেদ্ধন্ত ভাবার্থপ্রতিষেধনে ॥ ৮৩৮ ॥
সতি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মস্য চিন্তামাহুর্বিপশ্চিতঃ ।
ধর্ম্মিনাশাদ্ভয়ং নোচেদ্ধর্ম্মনাশেন কিং ভয়ম্ ॥ ৮৩৯ ॥
যদি তত্ত্বজ্ঞানতায়ৈ ন বোধ্যস্য নিষেধনম্ ।
তদর্থমেব তর্হ্যজ্ঞ বোধকং ন চ বাধ্যতাম্ ॥ ৮৪০ ॥

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিতে "কিঞ্চন" শব্দের অর্থজ্ঞ পুরুষ অভাবধর্ম্মত্যাগকে কি জন্য দোষ মনে করিবেন না ॥ ৮৩৬ ॥

শ্রুতি স্বব্যাঘাতভয়ে যদি স্বকীয় অর্থ অভাবকে নিবারণ না করে, তাহা হইলে স্বকীয়রূপ ব্যাঘাতভয়ে ভাবধর্ম্মকেও নিবারণ করিতে পারে না ॥ ৮৩৭ ॥

অভাব-ধর্ম্মের নিষেধ করিলে প্রামাণ্যসংজ্ঞক ধর্ম্মের নাশ হয়, পক্ষান্তরে ভাবধর্ম্ম নিষেধ করিলে স্বরূপেরই নাশ হইয়া থাকে ॥ ৮৩৮ ॥

লোকমধ্যে পণ্ডিত ব্যক্তি ধর্ম্মী থাকিলে 'ধর্ম্ম চিন্তনীয়'—এইরূপ বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মিনাশ হইতে ভয় না থাকিলে ধর্ম্মনাশ হইতে ভয় কি ? ৮৩৯ ॥

যদি প্রামাণ্যজ্ঞানের জন্য বোধ্য অভাব পদার্থের নিষেধ হয় না বল, তাহা হইলে প্রামাণ্যজ্ঞানের জন্যই গুণবোধক বাক্যসকলও গুণসমূহকে বাধা দিতে পারে না ॥ ৮৪০ ॥

বক্তৃত্বগুণবাধে হি শ্রুতের্ব্বাধে ন বোধকম্।
নেহনানেতি বাক্যে তু সাক্ষাদ্বাধান্ন বোধকম্ ॥ ৮৪১ ॥

সতোপি দোষতো দোষঃ স্বাসত্ত্বে কিং ন দুষ্টতা ॥ ৮৪২ ॥

ধর্ম্মী সত্ত্বাত্মনা রক্ষ্যো ন চেদ্ব্রহ্মৈব শাম্যতি।
তদিহেতি পদাৎ সচ্চেত্তৎ পদং চাতএব সৎ ॥ ৮৪৩ ॥

ব্যাবহারিকসত্ত্বেন বোধকং যদি বোধকম্ ॥
ব্যাবহারিকসত্ত্বেন বোধ্যস্যাপ্যস্তু:বোধ্যতা ॥ ৮৪৪ ॥

যদ্যপি ভাবরূপ গুণের বাধা হইলেও শ্রুতির স্বরূপ বাধ হয় না, তথাপি ভগবানের বক্তৃত্ব প্রভৃতি গুণের বাধা হইলে বোধকের অভাববশতঃ শ্রুতির স্বরূপের অসিদ্ধিবশতঃই বাধা হইয়া থাকে, "নেহ নানা" ইত্যাদি বাক্যে ভগবদতিরিক্ত সমস্তের নিষেধ হেতু শ্রুতির স্বরূপ বাধা সাক্ষাৎই হইয়া থাকে ॥ ৮৪১ ॥

যেরূপ নেত্রাদির বিদ্যমান দশায় ও কাচাদিদোষগ্রস্তত্ব নিবন্ধন দোষ হয়, সেইরূপ নেত্রাদির স্বরূপ অভাবেও দোষ হয় না কি ? ৮৪২ ॥

সর্ব্বতোভাবে ভাবধর্ম্মের নিষেধ করিলেও সত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপ ধর্ম্ম সকলের নিষেধ সম্ভবপর নহে, যদি তাহাদেরও নিষেধ করা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মেরও নাশ হইয়া থাকে, "নেহ নানা" ইত্যাদি শ্রুতি বচনে "ইহ" এই পদ দ্বারাই যদি ব্রহ্ম-সিদ্ধি বল, তাহা হইলে "ইহ" এই পদও ব্রহ্মস্থাপকত্বরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ৮৪৩ ॥

যদি ব্যবহারিক সত্ত্ববলে "ইহ" পদ ব্রহ্মবোধক বল, তাহা হইলে ব্যবহারিকসত্ত্ববিশিষ্ট পদবোধ্য ব্রহ্মও ব্যবহারিক হইয়া পড়েন, পরমার্থ সত্য হইতে পারেন না ॥ ৮৪৪ ॥

ঘটধীরিব তদ্ধীশ্চ স্যাদবিদ্যানিবর্ত্তিকা ॥ ৮৪৫ ॥
এবঞ্চ যদি বোধ্যস্য তত্ত্বতায়াং ভরো মম ।
বোধকস্যাপি তদ্ভাবে ভরোবশ্যমপেক্ষিতঃ ॥ ৮৪৬ ॥
ন হি বন্ধ্যা সুতং সূতে নাপ্যাত্মানং জিঘাংসতি ।
অতো ভাবাভাবতয়া ন বিভাগো মমোচিতঃ ॥ ৮৪৭ ॥
যদ্ যত্র নাস্তি তত্তত্র নিষেধামীতি বাগিয়ম্ ।
ত্রৈগুণ্যবর্জ্জিতে বিষ্ণৌ গুণত্রয়মদূষয়ৎ ॥ ৮৪৮ ॥
হ্রীমত্যা মম সঙ্কোচগমনং নৈব দূষণম্ ।
গুণিনাং গুণনিন্দা তু মহাদোষপ্রদা কিল ॥ ৮৪৯ ॥

যেরূপ ব্যবহারিক ঘটবুদ্ধি ঘটবিষয়ক অজ্ঞান নিবর্ত্তন করে, সেইরূপ ব্যবহারিক ব্রহ্মজ্ঞানও ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান নিবারণে সমর্থ ॥ ৮৪৫ ॥

যেরূপ তোমার মতে বোধ্যব্রহ্মের যাথার্থ্যে নির্ভর আছে, এইরূপ আমারও বোধকবাক্যসকলের যাথার্থ্যবিষয়ে অতিশয় নির্ভর রহিয়াছে ॥৮৪

বন্ধ্যা যেরূপ পুত্র প্রসবে অসমর্থা, অথচ তন্নিবন্ধন আত্মহত্যাও করিতে পারে না, সেইরূপ ব্যবহারিকী বেদবাণী পারমার্থিক ব্রহ্মবোধে, অথচ নিজস্বরূপনাশে সমর্থ নহে, অতএব ভাব এবং অভাব এইরূপ বৈষম্য কল্পনাযুক্ত নহে ॥ ৮৪৭ ॥

যেখানে যাহার সত্তা নাই, তথায়ই তাহার নিষেধ করিব—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বেদবাণী ত্রৈগুণ্যবর্জ্জিত বিষ্ণুসম্বন্ধে গুণত্রয়ের নিষেধ করিয়াছেন ॥ ৮৪৮ ॥

যেরূপ লজ্জাবতী স্ত্রীগণের পক্ষে সঙ্কোচিতমার্গে গমন দূষণীয় হয় না, সেইরূপ বেদবাণীরও সঙ্কোচিত অর্থ কখনও দূষণীয় নহে, পরন্তু গুণবানের গুণ-নিন্দা করিলে মহাদোষ হইয়া থাকে ॥ ৮৪৯ ॥

ইতি নির্গুণবাগ্ ধর্ম্মবশীকৃতমতিঃ প্রভোঃ।
ধর্ম্মনির্ম্মূলনং ধর্ম্মং ন মেন ইতি মে মতিঃ ॥ ৮৫০ ॥
অপি চৈকত্বধর্ম্মস্য সত্ত্বে ভাবগুণাঽস্তি তে।
তদভাবে গতং শাস্ত্রমৈক্যমেকত্বমেব যৎ ॥ ৮৫১ ॥
সুন্দোপসুন্দন্যায়েন নির্গুণৈক্যশ্রুতী মথঃ।
বিরোধেন হতে কুর্য্যান্মায়ামতিতিলোত্তমা ॥ ৮৫২ ॥
ইত্যাদ্যালোচ্য নৈর্গুণ্যশ্রুতিরৈক্যশ্রুতিং সখীম্।
আদায় ভারতীপ্রাণনাথং শরণমীয়ুষী ॥
স্বমিথ্যাত্বভয়াভাবাত্তদুক্তার্থেষ্ববর্ত্তত ॥ ৮৫৩ ॥

নির্গুণাবাণীও বিষ্ণুর উত্তম গুণসকল দর্শন করিয়া তদাকৃষ্টা হইয়া তদীয় ধর্ম্মনাশ সঙ্গত মনে করে নাই ॥ ৮৫০ ॥

ব্রহ্মে একত্ব-ধর্ম্ম স্বীকার করিলে ভাবগুণ প্রাপ্তি, একত্ব ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে তোমার অভিমত ঐক্যের অসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৮৫১ ॥

তিলোত্তমা যেরূপ সুন্দ উপসুন্দ উভয়ের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন পূর্ব্বক উহাদের বিনাশ সাধন করিয়াছিল, সেইরূপ মায়াবাদিগণের মতও নির্গুণ-শ্রুতি এবং ঐক্যশ্রুতির পরস্পর বিরোধ জন্মাইয়া উহাদের বিনাশই করিয়াছে ॥ ৮৫২ ॥

নির্গুণশ্রুতি এই সকল বিরোধ চিন্তা করিয়া সখীভূতা ঐক্যশ্রুতিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার সহিত মুখ্যপ্রাণের শরণাগত হইয়া তদীয় নির্দ্দিষ্ট পথেরই অনুসরণ এবং স্বরূপ ও স্বার্থের নাশভয় পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ৮৫৩ ॥

বিদ্বৎপ্রয়োগবাহুল্যাচ্ছব্দস্যার্থোঽভিধীয়তে।
পদলভ্যস্ত্বতো নৈব যদ্বা তদ্বা নিগদ্যতে ॥ ৮৫৪ ॥
ন হি পঙ্কজশব্দেন ভেকং লোকোঽনুমন্যতে।
কিংবা সুবর্ণশব্দেন বহ্নিঃ কেনাপি কথ্যতে॥ ৮৫৫ ॥
অশব্দে তে প্রয়োগো ন প্রয়োগবহুতা কুতঃ ॥ ৮৫৬ ॥
শ্রৌতস্মার্ত্তপ্রয়োগশ্চ হরাবেব প্রদর্শিতঃ।
বলাত্ত্বয়া স নীতশ্চেৎ কূর্ম্মরোম্ন্যপরো নয়েৎ ॥ ৮৫৭ ॥

বিদ্বদ্‌গণের প্রয়োগানুসারেই শব্দের অর্থ বর্ণন করা উচিত, কেবল মাত্র পদসংযোগাদিদ্বারা যে কোন অর্থ কল্পনা করা উচিত নহে ॥ ৮৫৪ ॥

'পঙ্কজ' শব্দের ভেক এবং পদ্ম এই উভয়েই যৌগিকশক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও কোন ব্যক্তিই উক্ত শব্দে পদ্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভেক ব্যবহার করে না, এইরূপ 'সুবর্ণ' শব্দের যৌগিকশক্তি সু অর্থাৎ উত্তম বর্ণবিশিষ্ট এবং স্বর্ণ এই উভয়ে তুল্যরূপে বিদ্যমান থাকিলেও স্বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া কেহই উত্তমবর্ণ অগ্নির ব্যবহার করে না ॥ ৮৫৫ ॥

তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য বলিয়া তদ্‌বিষয়ে বিদ্বাদ্বগণের শব্দপ্রয়োগ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না ॥ ৮৫৬ ॥

"একো দেবঃ" এই শ্রুতিতে এবং "হরিস্তু নির্গুণঃ" এই স্মৃতিবাক্যে দেবত্ব প্রভৃতি অনেক ভাবধর্ম্মবিশিষ্ট বিষ্ণু-বিষয়েই নির্গুণ শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে ; নাই গুণসকল যাহাতে—এইরূপ যোগার্থবলে যদি ব্রহ্মে তাদৃশার্থক নির্গুণ শব্দের প্রয়োগ কর, তাহা হইলে আমরাও যোগার্থবলে কূর্ম্মরোমে তাদৃশ নির্গুণ শব্দ প্রয়োগ করিতে সমর্থ, যেহেতু কূর্ম্মরোম অসৎপদার্থ বলিয়া উহাতে কোন গুণ না থাকায় তাদৃশ শব্দে উহাকেই নির্দ্দেশ করা যায় ॥ ৮৫৭ ॥

তত্তৎপদার্থসামর্থ্যানুপমর্দ্দেন শব্দতঃ।
অর্থো বোধ্যো ন শব্দস্য সত্ত্বাদর্থোপমর্দ্দনম্ ॥ ৮৫৮ ॥
গুরৌ গুরুপদং হি স্যাদুপদেশাদিকৈর্গুণৈঃ।
ভারেণ তু শিলায়াং স্যাৎ কল্পনায়াং বহুত্বতঃ ॥ ৮৫৯ ॥
কন্যকাঽনুদরেত্যুক্তে কাষ্ঠং সংযোজয়ন্তি কিম্ ॥ ৮৬০ ॥
অশোভনগুণৈঃ পূর্ণে প্রযুক্তা নির্গুণাভিধা।
সুশোভনগুণানেব নিষেধতি ন তান্ গুণান্ ॥ ৮৬১ ॥
সুশোভনগুণৈঃ পূর্ণে প্রযুক্তং তৎ পদং হরৌ।
অশোভনগুণানেব নিষেধতি ন শোভনান্ ॥ ৮৬২ ॥

বস্তুর স্বভাব অনুসরণ পূর্ব্বকই শব্দের অর্থ কল্পনা করা উচিত, পরন্তু শব্দার্থবলে বস্তুর অন্যথা বর্ণন সঙ্গত নহে ॥ ৮৫৮ ॥

এক 'গুরু' শব্দই জ্ঞানোপদেশরূপ ধর্ম্মবশতঃ আচার্য্য বিষয়ে, ভার-বিশিষ্ট বলিয়া শিলা বিষয়ে এবং কল্পনা বাহুল্য হেতু শাস্ত্র বিষয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৮৫৯ ॥

সুলক্ষণা ক্ষীণোদরী কন্যাবিষয়ে 'অনুদরা' শব্দ প্রয়োগ করিলে ঐ প্রয়োগবলেই ক্ষীণত্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উদরের অভাবরূপ অর্থ কল্পনা পূর্ব্বক, যেহেতু তাহার উদর নাই, অতএব উক্ত কন্যা মৃতা,—এইরূপ নির্দ্ধারণ সহকারে তাহার দাহের জন্য কেহ কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করে কি ?৮৬০॥

যে পুরুষ হীনগুণপূর্ণ, তাহাতে 'নির্গুণ' শব্দ প্রযুক্ত হইলে উহা তদীয় শুভগুণের অভাবই জ্ঞাপন করে, পরন্তু তদীয় হীনগুণ সকলের বারণ করে না ॥ ৮৬১ ॥

এইরূপ উত্তম গুণপূর্ণ শ্রীহরির প্রতি প্রযুক্ত 'নির্গুণ'শব্দ অশুভ গুণেরই নিষেধক, শুভগুণের নিষেধক নহে ॥ ৮৬২ ॥

যস্মাত্তৎপুরুষঃ শ্রেষ্ঠস্তস্মাদগুণসংজ্ঞয়া ।
গুণোঽপ্রধানো নেতীশে প্রোক্তা সর্ব্বপ্রধানতা ।। ৮৬৩ ।।
অপ্রধানং জগদিদং সৃষ্টৌ যস্মাদ্বিনির্গতম্ ।
স নির্গুণো হরিঃ সর্ব্বস্রষ্টৃত্বাখ্যমহাগুণঃ ॥ ৮৬৪ ।।
শিবঃশক্তিযুতঃ শশ্বত্ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ৮৬৫ ।।
ততো বিকারা অভবন্ ষোড়শামীষু বর্ত্মসু ।
উপধাবন্ বিভূতীনাং সর্ব্বাসামশ্নুতে গতিম্ ।। ৮৬৬ ।।
হরিস্তু নির্গুণঃ সাক্ষাৎপুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৮৬৭ ॥

বিশেষতঃ—"নাই গুণ যাহাতে" এইরূপ বহুব্রীহি সমাস অপেক্ষা নির্গুণ-পদে "গুণ নহেন" (গুণ অর্থাৎ গৌণ নহেন পরন্তু মুখ্য) এইরূপ তৎপুরুষ সমাস কল্পনা করিলে ভগবানের প্রাধান্যই রক্ষিত হয় ॥ ৮৬৩ ॥

অথবা, নির্গুণ-পদে—"নিঃ" অর্থাৎ নির্গত হইয়াছে "গুণ" অর্থাৎ এই গৌণ জগৎ যাহা হইতে—এইরূপ অর্থকল্পনা দ্বারা ভগবানের জগৎ-সৃষ্টিরূপ গুণেরই সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৮৬৪ ॥

"শিব সংহারশক্তিযুক্ত এবং ত্রিলিঙ্গ। অহঙ্কারই বৈকারিক, তৈজস ও রাজস ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া তদভিমানী শিবও ত্রিলিঙ্গপদবাচ্য হইয়া থাকেন" ॥ ৮৬৫ ॥

"অহঙ্কার হইতে ষোড়শ বিকার পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, বক্ষ্যমাণ মার্গাবলম্বী পুরুষ সর্ব্ববিধ বিভূতি লাভ করেন" ॥ ৮৬৬ ॥

"পরম পুরুষ, প্রকৃতিবিলক্ষণ শ্রীহরি নির্গুণ, সর্ব্বজ্ঞানী ও সর্ব্বসাক্ষী-পদে কথিত হইয়া থাকেন; তদীয় সেবকপুরুষ নির্গুণ হইয়া থাকেন" ॥ ৮৬৭ ॥

ইতি ভাগবতে প্রোক্তো হরিরেব হি নিগু'ণঃ।
সমস্তগুণসম্পূর্ণঃ শ্রুত্যা স্মৃতিসমার্থয়া ॥
কেবলো নিগু'ণশ্চেতি ব্যাপী দেবঃ স কথ্যতে ॥ ৮৬৮ ॥
অতস্ত্রিগুণশূন্যত্বাদ্ গুণসর্ব্বস্ববৃংহিতঃ।
স এব নিগু'ণং ব্রহ্ম শুদ্ধং ব্রহ্ম স এব নঃ ॥ ৮৬৯ ॥
নৈগু'ণ্যাখ্যো মহামোক্ষো যৎপাদভজনাদ্ভবেৎ।
শবলং ব্রহ্ম স কিল গঙ্গা যৎপদসঙ্গতঃ ॥
সদ্যঃ শুদ্ধিকরী নৃণাং সোঽশুদ্ধঃ কিল দুর্দ্ধিয়াম্ ॥ ৮৭০ ॥
মোক্ষস্য নিগু'ণত্বঞ্চ ত্রৈগুণ্যোজ্ঝিততৈব হি।
সমস্তধর্ম্মশূন্যত্বে মোক্ষায় প্রযতেত কঃ ॥ ৮৭১ ॥

উপরি উক্ত ভাগবতস্থ শ্লোকসমূহে সর্ব্বসাক্ষিত্ব প্রভৃতি গুণপূর্ণ বিষ্ণু বিষয়ে 'নিগু'ণ' শব্দ শ্রুত হইতেছে, অতএব "কেবলো নিগু'ণশ্চ" এই শ্রুতি ও ভাগবতানুসারে একত্বাদিগুণবিশিষ্ট বিষ্ণুকেই প্রাকৃত গুণত্রয়-শূন্যত্ব নিবন্ধন 'নিগু'ণ' বলিয়াছেন ॥ ৮৬৮ ॥

শ্রুতি ও স্মৃতির একার্থতা বশতঃ অনিন্দ্য বিবিধ গুণপরিপূর্ণ বিষ্ণুই নিগু'ণ ব্রহ্ম' ও 'শুদ্ধ ব্রহ্ম' বলিয়া কথিত ॥ ৮৬৯ ॥

যে বিষ্ণুর আরাধনা হইতে গুণত্রয় বিয়োগরূপ নৈগু'ণ্য সংজ্ঞক মোক্ষ লাভ হয়, তিনি কিরূপে তোমার মতে শবল (গৌণ) ব্রহ্ম হইতে পারেন? যদীয় পাদসলিলভূতা গঙ্গা সদ্যই লোকশুদ্ধিজনক, তিনি স্বয়ং কিরূপে অশুদ্ধ হইতে পারেন? ৮৭০ ॥

"তং ভজন্ নিগু'ণো ভবেৎ"—এই স্মৃতিবাক্যপ্রোক্ত মোক্ষও গুণত্রয়-শূন্যত্বরূপই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মোক্ষ সর্ব্বধর্ম্মশূন্য হইলে তাহার জন্য কেহই যত্ন করিত না ॥ ৮৭১ ॥

ধর্ম্মায় যশসেঽর্থায় জ্ঞানায় যততে জনঃ।
লুপ্ত্যৈ সমস্তভাগ্যানাং কো নুন্মত্তঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৮৭২ ॥
সগুণপ্রীতিলভ্যস্য নৈর্গুণ্যং তদ্বদেব হি।
যথোপাস্তে তথৈবাসৌ ভবতীতি হি বেদবাক্ ॥ ৮৭৩ ॥
ন হি নির্গুণশব্দোঽয়ং চিন্মাত্রস্য বিবক্ষয়া।
ভাবি-নৈর্গুণ্যদৃষ্ট্যা বা শিবস্যাপি প্রসক্তিতঃ ॥ ৮৭৪ ॥
অতো নির্গুণশব্দোঽয়ং হরৌ ত্রিগুণবর্জ্জনাৎ।
মুক্তোঽপি তেন তচ্ছব্দো গুণবদ্ধাঃ শিবাদয়ঃ ॥ ৮৭৫ ॥

সকল লোকই ধর্ম্ম, যশঃ, অর্থ এবং জ্ঞানের জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকেন, পরন্তু সর্ব্ববিধ ভাগ্য নাশের জন্য উন্মত্ত ব্যক্তিও প্রযত্ন করিতে পারে না ॥ ৮৭২ ॥

সগুণ প্রীতিলভ্য নৈর্গুণ্যও ত্রিগুণশূন্যত্বরূপেই সিদ্ধ হয়। "তং যথোপাসতে তথৈব ভবতি" এই শ্রুতি সগুণ উপাসনায় সগুণ প্রাপ্তিরই উল্লেখ করিতেছেন ॥ ৮৭৩ ॥

"হরিস্তু নির্গুণঃ" এই স্মৃতিস্থ নির্গুণশব্দ বিশেষণাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র চিন্মাত্রগ্রহণে তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইতে পারে না। সেইরূপ ভবিষ্যৎকালীন নৈর্গুণ্য অপেক্ষা করিযাও প্রযুক্ত হইতে পারে না, নির্গুণবাদীর মতানুসারে এই উভয়ধর্ম্ম শিবমধ্যেও বর্ত্তমান, অতএব তাঁহাকে সগুণ প্রতিপাদন করিয়া শ্রীহরিকে কেবলমাত্র তাদৃশ নির্গুণ বলা যায় না ॥ ৮৭৪ ॥

অতএব এই নির্গুণ শব্দ গুণত্রয়রাহিত্যবশতঃই শ্রীহরি এবং মুক্ত-পুরুষের প্রতি প্রযুক্ত হয়। শিব প্রভৃতি মুক্তির পূর্ব্বে গুণবদ্ধ বলিয়া সগুণ-শব্দবাচ্যই হইয়া থাকেন ॥ ৮৭৫ ॥

প্রকৃতেঃ পারগত্বোক্ত্যা নির্গুণোঽতদ্‌গুণো হরিঃ।
প্রাকৃতাহংকৃতেরুক্ত্যা সগুণস্তদ্‌গুণঃ শিবঃ॥ ৮৭৬॥
ইত্যেব সর্ব্বথা বাচ্যং ন চেদ্ব্যর্থে বিশেষণে।
গুণসম্বরণং চোক্তং ভবেদাবরণৈর্গুণৈঃ॥ ৮৭৭॥
সম্পত্তেঃ প্রাকৃতত্বেন তদ্বদ্ধোপাসনেন সা।
তদ্ধীনা তু ন সেত্যাহ যা বাক্‌ সা বক্তি মন্মতম্‌॥ ৮৭৮॥
উপক্রমানুগুণ্যার্থমর্থোঽত্রাবশ্যকো হ্যয়ম্‌।
ন চেৎ প্রক্রমবোধেন বাক্যং স্যান্মত্তভাষিতম্‌॥ ৮৭৯॥
কিঞ্চাপ্রাকৃতপুংসোঽস্য চিন্মাত্রাকারতা ধ্রুবা।
স চ সার্বজ্ঞ্যাদিধর্ম্মা সর্ব্বধর্ম্মচ্যুতিঃ কদা॥ ৮৮০॥

বিষ্ণু সম্বন্ধে প্রকৃতির অতীতত্ব কীর্ত্তনহেতুও ত্রিগুণশূন্য বলিয়াই তাহাকে নির্গুণ বলা হয়। শিব প্রাকৃত অহঙ্কারাদিযুক্ত বলিয়া সগুণ রূপে কথিত হন॥ ৮৭৬॥

এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে স্মৃতিস্থ "ত্রিলিঙ্গঃ" এবং "প্রকৃতেঃ পরঃ" এই বিশেষণদ্বয় ব্যর্থ হয়। গুণপূর্ণত্ব উক্তিও মহাদেবের প্রতি আবরণ গুণপূর্ণ এইরূপ লাক্ষণিক অর্থযুক্ত হইয়া পড়ে॥ ৮৭৭॥

"সম্পদ্‌সকল প্রাকৃত বলিয়া প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষের উপাসনায় সম্পদাদি লাভ হইয়া থাকে, অপ্রাকৃত উপাসনায় তাহার লাভ হয় না" ইত্যাদি বচন মদীয় মতেরই সমর্থন করিতেছে"॥ ৮৭৮॥

উপক্রম অনুসারে এইরূপ অর্থই বর্ণনা করা উচিত, উপক্রমের বিরোধ হইলে ভাগবত বাক্য উন্মত্তবচনের ন্যায় অপ্রমাণিত হয়॥ ৮৭৯॥

অপ্রাকৃত পুরুষপ্রবর বিষ্ণু স্বস্বরূপদর্শী—এই উক্তি দ্বারা চিন্মাত্রাকার কথিত হইতেছে এবং উপদ্রষ্টা এই পদে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, অতএব সর্ব্বধর্ম্মচ্যুতি কখনও হইতে পারে না॥ ৮৮০॥

স সর্ব্বদৃগিতি প্রোক্তো বাক্যেস্মিন্নেব সদ্গুণঃ।
একঃ সাক্ষী দেব ইতি শ্রুতিবাক্যেঽপি সদ্গুণঃ।
অতস্তদর্থকথনে স্ববিরুদ্ধৈব বাগ্ভবেৎ ॥ ৮৮১ ॥
নিষেদ্ধুমনুবাদশ্চেৎ সিদ্ধং মম সমীহিতম্।
অনূদ্যতে নির্গুণত্বমেক ইত্যাদিকোক্তিতঃ।
নিষেদ্ধুমিতি যচ্ছক্যং বক্তুং তদস্ময়াপি হি ॥ ৮৮২ ॥
অভাবস্য নিষেধাত্মা ভাবোপি হি বিদাংমতে।
বহুত্বান্নিষেধানাং প্রবলত্বঞ্চ বিদ্যতে ॥ ৮৮৩ ॥
সমুচ্চিনোতি কিং শ্রৌতশ্চ শব্দোঽন্যনিষেধনে।
যদ্যেকতা-পক্ষপাতী মধ্যস্থাতিক্রমস্তদা ॥ ৮৮৪ ॥

"স সর্ব্বদৃক্" এই স্মৃতিবাক্য এবং "একো দেবঃ" এই শ্রুতি বাক্যে সর্ব্বদর্শিত্ব, সাক্ষিত্ব প্রভৃতি গুণ বিশিষ্টরূপে বিষ্ণুর কীর্ত্তন করা হইয়াছে। তোমার অভিপ্রেত সর্ব্বগুণাভাবরূপ অর্থ বলিলে শ্রুতি ও স্মৃতির পূর্ব্বাপর বিরোধবশতঃ ব্যাঘাতদোষ ঘটিয়া থাকে ॥ ৮৮১ ॥

যদি বল গুণসকলের স্বরূপতঃ নিষেধের জন্যই প্রথমতঃ তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইলেও আমার অভীষ্টই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে হেতু আমিও তাদৃশ যুক্তি অবলম্বনে বলিব যে—"একঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তোমার নির্গুণত্ব নিষেধের জন্যই প্রথমতঃ নির্গুণত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৮৮২ ॥

ভাবপদার্থ ও অভাবের অভাবস্বরূপ বলিয়া অভাবের নিষেধক এতাদৃশ নিষেধরূপ ভাবের বহুত্ববশতঃ প্রাবল্যও রহিয়াছে, 'নির্গুণ' এই পদকেই যদি নিষেধক বলা হয়; তাহা হইলে "নির্গুণশ্চ" এই শ্রুতিস্থ সমুচ্চয়ার্থক "চ" শব্দের উল্লেখ ব্যর্থ হয়। যদি বল একত্বধর্ম্মের সমুচ্চয়ের জন্য "চ"

সংখ্যারূপো গুণঃ সা হি ধর্ম্মমাত্রগুণাঃ পরে।
প্রবলেন কৃতস্নেহো দুর্ব্বলান্ন স গচ্ছতি।
স্থানভ্রংশং স্বার্থনাশং সহতে ন হি সোঽব্যয়ঃ॥ ৮৮৫॥
একত্বরূপমৈক্যঞ্চ নিষেধ্যং স্যাৎ কথং তব।
একপাত্রস্থপক্কান্নে পাকশ্চৈকাবিধো ভুবি॥
অতস্তত্তদ্গুণৌঘেষু ত্যাগোঽত্যাগশ্চ নেষ্যতে॥ ৮৮৬॥
আদিরন্ত্যেন সহিতস্তন্মধ্যপতিতান্ গুণান্।
সংগৃহ্ণাত্যন্ততো নাস্ত্যঃ প্রত্যাহারমনুস্মর॥ ৮৮৭॥

শব্দ উল্লিখিত হইলে মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য গুণসকলের অতিক্রম অর্থাৎ অসমুচ্চয়নিবন্ধন দোষই ঘটিয়াছে॥ ৮৮৩—৮৮৪॥

শ্রুতিস্থ "এক" পদটী সংখ্যাবাচক বলিয়া সাক্ষাদ্ভাবে (নৈয়ায়িক প্রোক্ত চতুর্ব্বিংশতি) গুণের অন্তর্গত, তদ্ভিন্ন "সাক্ষী" "চেতাঃ" ইত্যাদি পদগুলি সাক্ষাৎ গুণ না হইলেও সাক্ষিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া গৌণভাবে গুণরূপে উল্লিখিত হইতেছে। এ অবস্থায় "একস্তৈব" সমুচ্চয় করিয়া অন্যান্য দুর্ব্বলধর্ম্মকে নষ্ট করিবার জন্য "চ" শব্দ প্রবৃত্ত হইতে পারে না, অব্যয় "চ" শব্দের স্থানভ্রংশ বা স্বার্থনাশ যুক্ত নহে॥ ৮৮৫॥

ব্রহ্মস্বরূপাতিরিক্ত সকলের নিষেধে ঐক্যেরও নিষেধ উপস্থিত হয়, যেরূপ একভাণ্ডস্থিত অন্নসমূহের মধ্যে একটীর পরিপক্কতা ও অন্যটীর অপক্কতা ঘটিলে দোষ হয়, সেইরূপ একশ্রুতিস্থ ধর্ম্ম সকলের মধ্যে একত্ব ধর্ম্মের স্থিতি এবং অন্য ধর্ম্মের নাশ বলিলে উহাও দোষ হইয়া থাকে॥ ৮৮৬॥

বৈয়াকরণগণ—"আদিরন্ত্যেন সহেতা" এই সূত্রে প্রত্যাহারসমূহের মধ্যে আদ্য অক্ষর অন্ত্য অক্ষরের সহিত মধ্য অক্ষর সকলের জ্ঞাপক এবং অন্তিমস্থ "ইৎ" সংজ্ঞক বলিয়া লুপ্ত হয় বলিয়া থাকেন। তদনুসারে

দূরস্থমর্ত্ত্যপানীয়পানার্থং সেতুভেদনে।
তৃষিতানেকমধ্যস্থতৃপ্তেঃ পশ্চাৎ স তৃপ্যতি ॥ ৮৮৮ ॥
তব প্রিয়ৈক্যরক্ষার্থং সঙ্কোচে তু নঞঃ কৃতে।
মম প্রিয়গুণৌঘস্য রক্ষা পূর্ব্বং ভবিষ্যতি ॥ ৮৮৯ ॥
ইয়ং রাজবধূঃ কামচারা বারাঙ্গনা ন তে।
স্বেচ্ছানুসারসঞ্চারো মানচ্ছেদায় তে ভবেৎ ॥ ৮৯০ ॥
ব্যাসঃ শ্রৌতগুণাম্ভোধৌ নৈকত্যাগঞ্চ মন্যতে।
সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চেত্যাহ যৎ স্বয়মঞ্জসা ॥ ৮৯১ ॥
বেদ-বেদার্থমখিলং বেদব্যাসঃ সতাং পতিঃ।
স হি শ্রুতিসতীকণ্ঠসূত্রসূত্রকৃদীশ্বরঃ ॥ ৮৯২ ॥

এই স্থলেও "এক" হইতে "নির্গুণ পর্য্যন্ত সমস্তের গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তিমস্থ "নির্গুণ" এই পদেরই লোপ করা ন্যায্য হইয়া থাকে ॥ ৮৮৭ ॥

যেরূপ সেতুবন্ধের দূরবর্ত্তী পুরুষগণের জলপানের জন্য সেতু ভগ্ন করিলে মধ্যস্থ তৃষিত বহু পুরুষগণের তৃপ্তি সাধিত হইয়া অবশেষে দূরবর্ত্তী পুরুষগণের তৃপ্তি সাধিত হয় সেইরূপ তোমার অভীষ্ট ঐক্য রক্ষার জন্য দূরস্থ "নঞ্" পদের সঙ্কোচ করিলে প্রথমতঃ মদীয় অভিলষিত ধর্ম্মসকলের রক্ষার পরই তোমার ঐক্য রক্ষিত হইতে পারে ॥ ৮৮৮-৮৮৯ ॥

রাজবধূ সদৃশী এই শ্রুতি বারাঙ্গনার ন্যায় কামচারিণী হইতে পারেন না। স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচারে যেরূপ মান নাশ হয় সেইরূপ শ্রুতিরও স্বেচ্ছাকল্পিত অর্থবর্ণনে উহা প্রমাণ বিরুদ্ধ হয় ॥ ৮৯০।

বেদব্যাস শ্রুতিপ্রসিদ্ধ লোকবিরুদ্ধ বা লোকে অবিরুদ্ধ গুণসকলের মধ্যে যে কোনটীরই ত্যাগ না করিয়া "সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ" এইসূত্রে ভগবদ্‌বিষয়ে সর্ব্বধর্ম্মেরই উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৮৯১ ॥

সজ্জনপ্রভু বেদব্যাসই অখিল বেদরহস্য সম্যক্ অবগত আছেন।

নঞো বিভজ্য যোগে তু শ্রৌতং তত্তন্নিষেধনম্।
সমস্তনঞ্ বিভাগস্যাযোগাদার্থং নিষেধনম্ ॥ ৮৯৩ ॥
অতস্তবার্থিকাদস্মান্নিষেধান্মে বিধিঃ শ্রুতঃ।
বলীয়াংস্তন্নিষেধায় দুর্ব্বলোঽসৌ ন শক্যতে ॥ ৮৯৪ ॥
এক ইত্যাদিশব্দানাং নঞ্ যোগাদর্শনাচ্ছ্রুতৌ।
সম্ভাবিতক্রিয়াযোগাদ্ ভবতীত্যেব যোজনা ॥ ৮৯৫ ॥
ন চেদ্বাক্যমপূর্ণং স্যাৎ সমস্তপদসংস্থিতঃ।
নিষেধার্থো যতঃ শব্দো বুধৈশ্ছেত্তুং ন শক্যতে ॥ ৮৯৬ ॥
পুনস্তেষামেব বাধে বাক্যং স্যান্মত্তভাষিতম্।
অতস্ত্রিগুণশূন্যত্বান্নির্গুণত্বং বলাদ্ভবেৎ ॥ ৮৯৭ ॥

তিনিই ভ্রাতরমণীর কণ্ঠদেশে মঙ্গলসূত্রতুল্য ব্রহ্মসূত্রপাশ বন্ধন করিয়াছেন ॥ ৮৯২ ॥

নির্গুণপদের গুণসামান্যাভাবরূপ অর্থকল্পনায় একত্বেরও নাশ হইবে এই ভয়ে প্রতিধর্ম্মের সহিত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নঞের সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া কেবলমাত্র অর্থাধীন অন্যান্য ধর্ম্মের নিষেধ এইরূপ তোমায় স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৮৯৩ ॥

পরন্তু আর্থিক নিষেধ অপেক্ষা শ্রৌতবিধি প্রবল, অতএব দুর্ব্বল আর্থিক নিষেধ প্রবল শ্রৌতবিধিকে নিবারিত করিতে পারে না ॥ ৮৯৪ ॥

"এক" ইত্যাদি শব্দের নঞ্ সম্বন্ধ অদর্শনহেতু "ভবতি" এই ক্রিয়ার সম্বন্ধ অধ্যাহার পূর্ব্বক "একো ভবতি" অর্থাৎ তিনি এক হইয়া থাকেন এইরূপ অর্থ করিতে হইবে ॥ ৮৯৫ ॥

ক্রিয়ার অধ্যাহারব্যতীত বাক্যের অপূর্ণতা হয়, পরন্তু সমাসবদ্ধ নিষেধার্থক নঞ্ শব্দকে কোনরূপেই পৃথক্ করা যায় না ॥ ৮৯৬ ॥

"একো দেবঃ" ইত্যাদিস্থলে প্রথমতঃ ধর্ম্মসকলের বিধান করিয়া

অনুবাদকলিঙ্গঞ্চ যত্তদিত্যাদিকং ন হি।
ভিন্নবাক্যতয়া যত্র নিষেধস্তত্র তদ্ ধ্রুবম্ ॥
একবাক্যে নিষেধে তু নঞ্ লিঙ্গমিতরত্র তৎ ॥ ৮৯৮ ॥
মানসিদ্ধান্তবাদে তু তেনৈবস্যুর্গুণা হরেঃ।
নিষেধশ্চ ন তে মানামানতাদূষণং শৃণু ॥ ৮৯৯ ॥
নির্গুণত্বে স্থিরে তেন মানানাং স্যাদমানতা।
তৎসত্ত্বে চাবিরুদ্ধং তে নির্গুণত্বং স্থিরং ভবেৎ ॥ ৯০০ ॥
নির্গুণোক্তৌ গুণোক্ত্যৈব নিষেধ্যস্যানুবাদনাৎ।
একত্বাত্মনুবাদত্বকথা চেয়ং বৃথা তব ॥ ৯০১ ॥

পুনরায় তাহাদের নিষেধ করিলে তাদৃশ বাক্য উন্মত্ত প্রলাপ হইয়া থাকে। বিহিত গুণসকলের নিষেধ অসম্ভব বলিয়া নির্গুণশব্দের সুতরাংই ত্রিগুণ শূন্যস্বরূপ অর্থ বক্তব্য ॥ ৮৯৭ ॥

উত্তরত্র গুণসকলের নিষেধের জন্য প্রথমে তাহাদের অনুবাদ হইয়াছে এরূপ উক্তির কোনও প্রমাণ নাই, যেহেতু অনুবাদ হইলে শ্রুতিতে অনুবাদসূচক "যৎ" ও "তৎ" পদের উল্লেখ থাকিত যেহেতু যেখানে ভিন্ন বাক্যস্থ বিষয়ের নিষেধ তথায়ই "যৎ ও তৎ" পদের নিয়ম আছে পরন্তু এক বাক্যস্থ বিষয়ের নিষেধে নঞ্ই অনুবাদসূচক হইয়া থাকে ॥ ৮৯৮ ॥

নিষেধ্য গুণসকল প্রমাণসিদ্ধ হইলে তাদৃশ গুণের নিষেধ সঙ্গত হয়না, অপ্রমাণসিদ্ধ গুণের নিষেধ বলিলে পরবর্ত্তী দোষ হইয়া থাকে ॥৮৯৯

নির্গুণত্ব সিদ্ধ হইলে গুণের অনুবাদক প্রমাণ সকলের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, এবং প্রমাণসকল অপ্রমাণরূপে সিদ্ধ হইলেই নির্গুণত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয় ॥ ৯০০ ॥

"নির্গুণ" এই পদে প্রথমতঃ "গুণ" পদদ্বারা অনুবাদপূর্ব্বক পশ্চাৎ

বেদৈকপ্রাপ্তসার্ব্বজ্ঞ-পূর্ব্বসর্ব্বগুণা হরেঃ।
অমানত্বার্হ বেদান্যমানপ্রাপ্তো ন কশ্চন ॥ ৯০২ ॥
বাক্যার্থে তেঽপ্যসন্দেহাৎ সময়প্রাপ্ততাপি ন।
কথমিত্থমপূর্ব্বার্থা গুণোক্তিরনুবাদিকা ॥ ৯০৩ ॥
শ্রুতিপ্রাপ্তস্য চ শ্রুত্যা নিষেধে মানতা হতা।
এতদ্বাধে সাবকাশে নির্গুণৈক্যাগমে তব।
বিশ্বাসঃ স্যাৎ কথং নৃণাং গজে মগ্নে ক্ব গর্দ্দভঃ ॥ ৯০৪ ॥
হিমস্য ভেষজং হ্যগ্নিরিতি শ্রুত্যাপ্যনূদিতে।
কিমেকা মানতা বহ্নেঃ শীততা বা ভবেদ্বদ ॥ ৯০৫ ॥

"নিঃ" এই পদ দ্বারাই তাহার নিষেধ সম্ভব হইলে "এক" ইত্যাদি বাক্যের অনুবাদত্ব কল্পনা ব্যর্থ ॥ ৯০১ ॥

নিগমমাত্রৈকবেদ্য শ্রীহরির সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণ অপ্রমাণকল্প ইতর প্রমাণ সকলের দ্বারা নিষিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৯০২ ॥

যে স্থলে শ্রুতির অর্থ সম্বন্ধে সংশয় থাকে, তথায়ই নিষেধ্য বিষয়ের পরসিদ্ধান্ত প্রাপ্তিরূপ গতি কল্পনা করা যায়। পরন্তু এস্থলে শ্রুতির অর্থে সন্দেহ না থাকায় পরসিদ্ধান্তপ্রাপ্তবিষয়সকলের নিষেধ হইতেছে এ কথা বলা যায় না। যে হেতু এই সকল নিষেধ্য ধর্ম্ম স্পষ্টরূপে শ্রৌত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ৯০৩ ॥

শ্রুতিপ্রাপ্তবিষয় শ্রুতি কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইলে শ্রুতির প্রামাণ্যই নষ্ট হইয়া যায়, নিরবকাশ সগুণ শ্রুতিরই যদি অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সাবকাশ নির্গুণ শ্রুতির প্রামাণ্যে লোকের কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে? হস্তীই যদি পঙ্কনিমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ গর্দ্দভের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা কি? ৯০৪ ॥

শ্রুতিকে অনুবাদক বলিলেই বা দোষ কি? "অগ্নিহিমস্য ভেষজম্"

অতোঽনুবাদমাত্রেণ নার্থস্য স্যাদ্ধি দূষণম্ ।
বহুপ্রমাণসংবাদাদ্দার্ঢ্যমেব ভবিষ্যতি ॥ ৯০৬ ॥
নিষেদ্ধুমনুবাদশ্চ মানসিদ্ধস্য নেষ্যতে ।
নিষেধ এবান্যগামী স্যাদহিংসা শ্রুতৌ যথা ॥ ৯০৭ ॥
দৃঢ়প্রত্যক্ষসিদ্ধৌষ্ণ্যং যানুবক্তি শ্রুতিঃ সতী ।
ন মুঞ্চতি নিষেদ্ধুং সা যথা যাগবিয়োগভীঃ ॥ ৯০৮ ॥
এবং হরের্হি সার্ব্বজ্ঞং সা শ্রৌতং ন নিষেধতি ।
দিব্যেন্দ্রিয়শরীরত্বং দিব্যেচ্ছাঞ্চ কৃপালুতাম্ ।
নিত্যত্বং ব্রহ্মগুরুতাং নিত্যানন্দত্বমেব চ ॥ ৯০৯ ॥

এই শ্রুতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বহ্নিরই অনুবাদ করিতেছে, পরন্তু তথায় শ্রুতির অপ্রামাণ্য বা বহ্নির শীতত্ব ঘটে নাই ॥ ৯০৫ ॥

অতএব অনুবাদমাত্রেই অর্থদোষ বলা উচিত নহে, পরন্তু বহু প্রমাণ সংবাদিত বলিয়া তদ্দ্বারা অর্থের দৃঢ়ত্বই সাধিত হয় ॥ ৯০৬ ॥

প্রমাণসিদ্ধ-বিষয়ের অনুবাদ নিষিদ্ধ হইতে পারে না, যেরূপ "ন হিংস্যাৎ" ইত্যাদি শ্রুতি শ্রুতিবিহিত হিংসা ব্যতীত অন্যান্য হিংসারই নিষেধক হয়, সেইরূপ শ্রৌতনিষেধও শ্রৌতধর্ম্ম ব্যতীত ইতর ধর্ম্মেরই নিষেধক হইয়া থাকে ॥ ৯০৭ ॥

দৃঢ় প্রত্যক্ষসিদ্ধ বহ্নির উষ্ণতার অনুবাদিনী শ্রুতি অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞসকলের নাশভয়ে ভীতা হইয়া ধর্ম্ম সকলের নিষেধেও সমর্থ হ'ন না ॥ ৯০৮ ॥

এইরূপ শ্রৌতসার্ব্বজ্ঞ্য, দিব্যেন্দ্রিয় শরীরত্ব, দিব্য ইচ্ছা, কৃপালুত্ব, নিত্যত্ব, ব্রহ্মত্ব, গুরুত্ব এবং নিত্যানন্দত্ব প্রভৃতি গুণের নিষেধ করিতে পারেন না ॥ ৯০৯ ॥

বংশস্থ যদ্দশার্দ্ধং তৎ স্বাত্মনোঽপি ভবেদিতি।
শ্রৌতস্থাস্থ ত্যাগসাম্যাৎ স্বার্থত্যাগপ্রসক্তিতঃ॥ ৯১০॥
উপদেষ্টুরভাবেন স্বাপ্রচারাচ্চ শঙ্কিতা।
জগৎকর্ত্তুরভাবেন চাধ্যেতৃণামভাবভীঃ॥ ৯১১॥
সর্ব্বশক্তেরভাবে চ দৈত্যোপদ্রবশঙ্কিতা।
সর্ব্বেশ্বরত্বাভাবে চ ব্রহ্মা সাধ্যাকৃতের্ভয়াৎ॥ ৯১২॥
ইত্থং শ্রৌতগুণেভ্যো য শ্রুত্যা এব প্রয়োজনম্।
অত এষামভাবং সা স্বাভাবং মনুতে সতী॥ ৯১৩॥
প্রাক্‌সৃষ্টেশ্চ সতস্তস্য সেহে নাজ্ঞানকার্য্যতাম্।
বাধাং ন সেহে নিত্যাং স্বাং নিত্যং ধর্ত্তুং যদীপ্সিতম্॥ ৯১৪॥

সমগ্র পরিবারের পক্ষে যে ইষ্টানিষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা যেরূপ নিজের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট ভগবদ্‌গুণসকলের বিনাশে স্ববাচ্যার্থ নিগু‘ণত্বেরও ত্যাগভয় অবশ্যই বর্ত্তমান আছে॥ ৯১০॥

বিষ্ণুর উপদেষ্টৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মাভাবে সৃষ্টির আদিতে শ্রুতির নিজের অপ্রচার-ভয় উপস্থিত হইতে পারে। জগৎকর্ত্তৃত্ব না থাকিলে পঠনশীল পুরুষের অভাবেও উক্ত ভয় হইয়া থাকে॥ ৯১১॥

সর্ব্বশক্তির অভাবে বেদাপহারী মধুকৈটভ প্রভৃতি দৈত্যগণের ভয়, সর্ব্বেশ্বরত্ব না থাকিলে অরাজক-রাজ্যের বিনাশভয় এবং বিচিত্রশক্তির অভাবে অন্যের অযোগ্য কার্য্যের অনুৎপত্তি-ভয় হইতে পারে॥ ৯১২॥

এইরূপ শ্রুতিনির্ণীত ভগবানের যাবতীয় গুণদ্বারা শ্রুতিরই স্বার্থ বর্ত্তমান থাকায় তাহাদের অভাবে শ্রুতির নিজের স্বরূপেরই অভাবচিন্তা উপস্থিত হয়॥ ৯১৩॥

সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান তাদৃশ গুণসকলের কারণ অজ্ঞান হইতে

অমুখ্য নিত্যতায়াঞ্চ ব্রহ্ম তে স্যাত্তথৈব হি।
বিষ্ঠিতং ব্রহ্ম যাবত্তে তাবদ্বাক্কিল বিষ্ঠিতা ॥৯১৫ ॥
উপসর্গস্তয়োঃ সর্গো নোৎসর্গশ্চেতি শংসতি।
তস্মাৎ শ্রুতের্হি বিচ্ছেদে বধিরং ব্রহ্ম তে ভবেৎ ॥ ৯১৬
বধিরঞ্চ ন তজ্জীবেৎ সলজ্জমিতি মে মতিঃ॥ ৯১৭ ॥
অতঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বফলদাতৃত্বপূর্ব্বকাৎ।
শ্রুত্যুক্তসর্ব্বসর্ব্বস্বাদন্যৎ কিঞ্চিন্নিষেধতি ॥ ৯১৮ ॥
স্বয়ং সঙ্কুচিতান্নোঽপি মানী জ্ঞাতিস্বখং দিশেৎ।
অনেকশ্রুতিরক্ষার্থং পদমল্পনিষেধি তৎ ॥ ৯১৯ ॥

পারে না, অতএব বাধাও সম্ভব নহে এবং গুণ সকল অনিত্য হইলে নিত্যভূত বেদধারণও ভগবানের সম্ভব হয় না ॥ ৯১৪ ॥

গুণসকল গৌণ-নিত্য হইলে ব্রহ্মও গৌণ-নিত্য হইতে পারেন, "যাবদ্-ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্" এই শ্রুতি ব্রহ্ম ও বেদের সমানভাবে সত্যত্ব বলিতেছেন ॥ ৯১৫ ॥

"বিষ্ঠিতং" পদে "বি" উপসর্গ ব্রহ্ম ও বেদের সৃষ্টি ও বিনাশ নিষেধ করিতেছে। শ্রুতির নাশ হইলে ব্রহ্ম বধিরতুল্য হইতে পারেন ॥ ৯১৬ ॥

ব্রহ্ম শ্রুতিশূন্য হইলে লজ্জায় জীবিত থাকিতে পারেন না ॥ ৯১৭ ॥

অতএব কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব এবং ফলদাতৃত্ব প্রভৃতি গুণ ব্যতীত অন্য কোন নিকৃষ্ট গুণকেই নির্গুণশ্রুতি নিষেধ করিয়াছে ॥ ৯১৮ ॥

যেরূপ মানী পুরুষ স্বয়ং অল্প অন্ন ভোজন করিয়াও বন্ধুগণকে অন্ন প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ নির্গুণশ্রুতিও স্বয়ং অল্প বিষয়েরই নিষেধ করিয়া অন্য শ্রুতি সকলকে বহু অর্থ দান করিয়া থাকেন ॥ ৯১৯ ॥

নিষেধবলবত্ত্বে তু ভেদবাগ্‌বাধিকা তব।
তাদাত্ম্যপ্রতিষেধত্বং ভেদস্যাখিলসম্মতম্‌ ॥ ৯২০ ॥
অন্ধানাং নাস্তিতা বাক্যৈর্ব্বাধ্যং স্যাদস্তিতা বচঃ।
শূন্যোক্তির্ব্রহ্মসত্ত্বোক্তের্ব্বাধিতেঽত্যতিসঙ্কটম্‌ ॥ ৯২১ ॥
বিরুদ্ধার্থমতো বাধ্যমবিরুদ্ধং ন বাধ্যতে।
অহেঃ পুচ্ছং হি কশ্চিচ্ছন্দ্যান্মুখং ছিন্দতি সর্ব্বশঃ ॥ ৯২২ ॥
সর্ব্বধর্ম্মেশ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বস্যেশান ইত্যপি।
শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়ো গায়ন্‌ গুণা নিত্যাদয়ো ন কিম্‌ ॥ ৯২৩ ॥
ময্যনন্তগুণেঽনন্তে গুণতোঽনন্তবিগ্রহে ॥ ৯২৪ ॥

যদি নিষেধবাক্যকে প্রবল বল, তাহা হইলে তাদাত্ম্যরূপ ঐক্যের বিরোধী তাদাত্ম্য-প্রতিষেধরূপ ভেদ ঐক্যবাধক হয় ॥ ৯২০ ॥

এইরূপ একজন চক্ষুষ্মান্‌ ব্যক্তির কথিত অস্তিত্ববিষয়ক বাক্যকেও বহু অন্ধের নাস্তিত্ব-বিষয়ক-বাক্য নিষেধ করিতে পাবে এবং "সর্ব্বং শূন্যম্‌" এইরূপ বৌদ্ধবাক্যও তোমার "ব্রহ্ম সৎ" এইরূপ বাক্যের নিষেধক হইতে পারে ॥ ৯২১ ॥

অতএব বিরুদ্ধার্থযুক্ত বাক্যই বাধ্য হয়, অবিরুদ্ধ-অর্থযুক্ত-বাক্য বাধ্য হয় না, যেরূপ সর্পশরীরের বিষপূর্ণ মুখই দণ্ডাদি-প্রহার দ্বারা বাধ্য হয়, পরন্তু পুচ্ছাদিতে দণ্ড-প্রহার-বাধা কেহই প্রদান করে না, সেইরূপ "একো দেবঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতেও বিষপূর্ণ সর্পমুখতুল্য নির্গুণ-পদই বাধার যোগ্য ॥ ৯২২ ॥

"এষ সর্ব্বধর্ম্মঃ" "এষ সর্ব্বজ্ঞঃ" "সর্ব্বস্যেশানঃ" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি সকল বিষ্ণুর গুণ সকলের গান করিতেছে ॥ ৯২৩ ॥

"অনন্তগুণ, অনন্তরূপ এবং এক একটী অনন্তগুণধারী আমার মধ্যে

জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ।
ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি ॥ ৯২৫ ॥
ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যং শ্লোক্যং স হি ভুজঙ্গজিৎ ॥ ৯২৬ ॥
কিঞ্চানির্গুণ ইত্যেব পদচ্ছেদে লসৎপদম্।
বাক্যং স্যান্নাঙ্গবিচ্ছেদস্তস্যেত্যতিসমঞ্জসম্ ॥ ৯২৭ ॥
সময়প্রাপ্তনৈর্গুণ্যত্যাজনঞ্চ ফলং ভবেৎ ॥ ৯২৮ ॥
শ্রুতিঃ স্বোক্তগুণস্থেম্নে নৈর্গুণ্যং প্রতিষেধতি।
ইতি সঙ্গতিরপ্যস্তি বাক্যস্যাপ্যেকবাক্যতা ॥ ৯২৯ ॥

যে পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতেই পদ্মযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে ॥" ৯২৪ ॥

"হে উদ্ধব! আমার অনেক অবতার, অনেক কর্ম্ম এবং অনেক নাম বিদ্যমান আছে, সে সমস্তই অনন্ত, কেহই তাহার গণনায় সমর্থ নহে ॥" ৯২৫॥

বিষপূর্ণ কালীয়দমন এবং বিষপূর্ণ অনন্তসর্পে শয়ান শ্রীকৃষ্ণের এই সকল বাক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৯২৬ ॥

অথবা—"কেবলো নির্গুণঃ" এইস্থলে "কেবলঃ অনির্গুণঃ" "এই রূপ পদচ্ছেদ করিলে অবিরুদ্ধ শ্রৌতপদসকল যাবতীয় শ্রৌতধর্ম্মের এক রীতি অনুসারেই বর্ণন করিতে পারেন ॥ ৯২৭ ॥

মায়াবাদিসিদ্ধান্তপ্রাপ্ত নৈর্গুণ্য-নিষেধরূপ ফলও তাহা হইলে সিদ্ধ হয় বলিয়া সর্ব্ব-সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৯২৮ ॥

শ্রুতি স্বপ্রতিপাদ্য গুণসকলের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য নৈর্গুণ্য নিষেধ করিতেছেন,—এইরূপ সঙ্গতিও হইয়া থাকে, তাহা হইলে সকল বাক্যের একবাক্যতাও সম্পাদিত হয় ॥ ৯২৯ ॥

কিঞ্চ নির্গুণতা বাক্ তে গুণমাত্রনিষেধনে।
জ্ঞানানন্দাদ্যভিমতগুণানাং স্যান্নিষেধিকা ॥ ৯৩০ ॥
যদ্যভিন্নং সুখং জ্ঞানং গুণাঃ সর্ব্বেহপ্যভেদিনঃ।
সন্তু নেহেতি বাক্যস্য ভয়াদ্ গর্ভগতা হরেঃ ॥ ৯৩১ ॥
অনয়ৈব গুণাদীনামভেদোক্ত্যাস্ত্বভিন্নতা।
গুণত্বোক্তিশতৈশ্চোক্তৈর্গুণতাপ্যস্তু কা ক্ষতিঃ ॥ ৯৩২ ॥
নির্গুণোক্তিশ্চ ভিন্নানাং গুণানামস্তু বাধিকা ॥ ৯৩৩ ॥
ভেদাভেদপ্রমাণাভ্যাং ভেদাভেদৌ যথা তব।
ঘটাদৌ গুণকর্ম্মাদেস্তথাত্রস্তাং গুণৈক তে।
নামুখ্যা তত্র গুণতা যথাত্রাপি তথৈব ন ॥ ৯৩৪ ॥

যদি নির্গুণ বাক্য গুণসামান্যের নিষেধক হয়, তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি গুণেরও নিষেধই হইয়া থাকে ॥ ৯৩০ ॥

সুখ ও জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া উহাদের নিষেধ হইতে পারে না,—এইরূপ বলিলে "নেহ নানা" ইত্যাদি বাক্যের ভয়ে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলও ব্রহ্মের স্বরূপভূত হউক ॥ ৯৩১ ॥

"নেহ নানা" ইত্যাদি শ্রুতিতেই গুণ সকলের অভেদ কীর্ত্তনহেতু উহাদের অভিন্নত্ব এবং গুণত্ব-প্রতিপাদক বহু বাক্যবলে গুণত্বও সিদ্ধ হউক ॥ ৯৩২ ॥

নির্গুণোক্তিও বিষ্ণুর গুণ সকলের ভেদই নিষেধ করুক ॥ ৯৩৩ ॥

ঘট ও তদ্গত রূপাদির ভেদ ও অভেদ উভয়পক্ষেই প্রমাণ থাকায় তুমি যেরূপ উহাদের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার কর, সেইরূপ বিষ্ণুর গুণ সকলেরও অভেদ ও গুণত্ব বিষয়ে প্রমাণসত্তা-নিবন্ধন অভেদ ও গুণত্ব সিদ্ধ হউক, ঘট এবং তদ্গত রূপমধ্যে ভেদাভেদ-দশায় যেরূপ উভয়েরই মুখ্যত্ব স্বীকৃত হয়, সেইরূপ গুণ সকলের অভেদ এবং গুণত্ব উভয়ই মুখ্য ॥ ৯৩৪ ॥

নেহ নানেতি ভেদস্য সাক্ষদত্রনিষেধনাৎ।
গুণত্বঘটকং চাস্তৎ কল্প্যমঙ্কুরকর্তৃবৎ ॥ ৯৩৫ ॥
ন হ্যবাধিতকার্য্যস্য দৃষ্টহেতোরভাবতঃ।
অভাবং মন্যতে লোকঃ কিং ত্বন্যমনুমন্যতে ॥ ৯৩৬ ॥
ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি।
ইতীরয়ন্ গুণাদীনামানন্ত্যং স্বগুণাদিষু।
গুণাদিত্বঞ্চ কিং তত্ত্বমুৎসিসৃক্ষতি স প্রভুঃ ॥ ৯৩৭ ॥
পক্ষীকৃত্য গুণান্ হেতূ কৃত্যানন্তত্বমঞ্জসা।
অনন্তজীবসংস্থাত্মতনুবৎ সংখ্যয়োজ্ঝিতিম্ ॥ ৯৩৮ ॥

অঙ্কুরাদি কার্য্যের কর্তৃরূপে কেহ প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও অনুমান দ্বারা যেরূপ একজন কর্ত্তা নির্দ্ধারিত হন, সেইরূপ "নেহ নানা" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গুণ সকলের নিষেধহেতু অভিন্ন পদার্থদ্বয়ের মধ্যে গুণ-গুণিভাব ব্যবহারের জন্য কোন নিয়ামক পদার্থের কল্পনা করা উচিত ॥ ৯৩৫ ॥

যদি অবাধিত কোন কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ-স্বরূপ কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ না হইলেও কারণের অভাব কল্পনা করা যায় না, তাদৃশ স্থলে লোককে অন্য কোন একটী কারণের কল্পনা করিতেই দেখা যায় ॥ ৯৩৬ ॥

"ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুম্"—ভাগবতস্থ এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণগুণসমূহের অনন্তত্বনিবন্ধন গণনার অসামর্থ্য কীর্ত্তন করিয়া ঐ সকল স্বরূপভূত পদার্থেরও গুণত্বই স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৯৩৭ ॥

প্রতিবিম্বভূত জীব সকলের অনন্তত্ব-নিবন্ধন বিম্বভূত বিষ্ণুর স্বরূপ যেরূপ অসংখ্য, সেইরূপ ভগবানের গুণ সকলও অনন্ত বলিয়া তাহারা অসংখ্য হইয়া থাকে ॥ ৯৩৮ ॥

প্রসাধয়ন্ প্রভুঃ পক্ষাসিদ্ধিং হেতোরসিদ্ধতাম্ ।
যতো ন সহতে তস্মাদনন্তত্বং গুণাশ্চ তে ॥ ৯৩৯ ॥
নোপচারাদিতঃ সিদ্ধাস্তৎ সর্ব্বঞ্চ স সর্ব্বদা ।
আত্মশক্তিবিশেষেণ সর্ব্বথা নির্ব্বহেৎ পরম্ ॥ ৯৪০ ॥
যতঃ সূত্রকৃদপ্যাহ বিচিত্রাং শক্তিমাত্মনি ।
ধনী বক্তি ধনানন্ত্যমনুবক্ত্যনুযায্যপি ॥ ৯৪১ ॥
প্রতিবক্তি কথং যস্তৌ ন শৃণোতি ন পশ্যতি ।
অতো বিষ্ণুর্গুণানন্ত্যমভূৎ সর্ব্বমনোরমম্ ॥ ৯৪২ ॥

এইরূপ অনুমানস্থলে বিষ্ণুর গুণাভাবহেতু পক্ষাসিদ্ধি দোষ ভগবানের অনভিমত, সেইরূপ হেতুর অসিদ্ধিদোষও অনভিমত, অতএব গুণসকল অনন্তরূপে সিদ্ধ হইল ॥ ৯৩৯ ॥

এই সকল গুণ ঔপচারিক বা ভ্রান্তিকল্পিত নহে। তাহাদের গুণ-গুণিভাবও বিষ্ণুর শক্তিবশতঃই কল্পিত হয় ॥ ৯৪০ ॥

"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি"—এই ব্রহ্মসূত্রে বেদব্যাস অভেদস্থলেও পদার্থসকলের গুণগুণিভাব এবং আশ্রয়াশ্রয়িভাব প্রভৃতির নির্ব্বাহের জন্য বিষ্ণুর বিচিত্র শক্তির কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'ধনী এবং তদীয় ভৃত্য উভয়ের ধন আছে',—এইরূপ বলিলে যেরূপ উক্ত ধনীর ধনের সিদ্ধি হয়, সেইরূপ গুণবান্ বিষ্ণু এবং তদনুসারিণী শ্রুতি কর্ত্তৃক গুণসকলের সত্তা কীর্ত্তিত হওয়ায় তাহার অসত্তা হইতে পারে না ॥ ৯৪১ ॥

ধনী এবং তদীয় ভৃত্য ধনের সত্তা স্বীকার করিলে যে ব্যক্তি ঐ ধনের বিষয় শ্রবণ করে নাই বা উহা দর্শন করে নাই, তাদৃশ ব্যক্তির নিষেধ-বচনে যেরূপ ধনের অসিদ্ধি হয় না, সেইরূপ বিষ্ণুর গুণ যে ব্যক্তি শ্রবণ বা দর্শন করে নাই, তাহার কথায় ঐ সমস্ত গুণের নিষেধ হইতে পারে না ॥ ৯৪২ ॥

মিথ্যোপাধিকসার্ব্বজ্ঞমিথ্যাত্বান্নৈকতেতি চেৎ।
সত্য বিশ্বস্য সামর্থ্যাদিতি তস্যোত্তরং বদেৎ ॥ ৯৪৩ ॥
সত্যত্বে যদি সন্দেহো মিথ্যাত্বে কস্য নিশ্চয়ঃ।
কলহেন বিরুদ্ধেঽস্মিংস্তৎ সত্যত্বে ন বাধকম্ ॥ ৯৩৪ ॥
ঘটোপাধিকবৃত্তেশ্চ মনোরূপত্বমিষ্যতে।
ঘটস্তু ন মনোরূপো বাহ্যোঽসাবান্তরং মনঃ ॥ ৯৩৫ ॥
অতঃ সার্ব্বজ্ঞৈকতায়াং সর্ব্বৈশ্যৈক্যঞ্চ নোচ্যতে।
মিথ্যারজতদৃষ্টেশ্চ সাক্ষিণঃ সত্যতা তব ॥ ৯৪৬ ॥

মিথ্যাভূত অবিদ্যা ও উপাধিগ্রস্ত সার্ব্বজ্ঞ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব-নিবন্ধন ব্রহ্মের সহিত উহাদের অভেদ অস্বীকার করিলে উত্তর-স্বরূপ বক্তব্য এই যে,—উহাদের সত্যত্বনিবন্ধনই ব্রহ্মের সহিত অভেদ সঙ্গত হইয়া থাকে ॥ ৯৪৩ ॥

যদি উহাদের সত্যতা-বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে মিথ্যাত্ব-বিষয়েও সন্দেহ আছে। মিথ্যাত্ব বিবাদগ্রস্ত হইলে শ্রুতিসিদ্ধ ধর্ম্মসকলের সত্যত্বই নিরাপদ হইয়া থাকে ॥ ৯৪৪ ॥

ধর্ম্ম সকল অবিদ্যা-উপাধিগ্রস্ত হইলেও অবিদ্যার ন্যায় মিথ্যা হইবে, এরূপ নিয়ম নাই, ঘটরূপ উপাধিগ্রস্ত মনোবৃত্তিরূপ জ্ঞান অন্তঃকরণেই উৎপন্ন, পরন্তু উপাধিভূত ঘটপদার্থ বাহ্য; এই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ বর্ত্তমান, ঘট নষ্ট হইলেও তদুপাধিগ্রস্ত জ্ঞানের নাশ হয় না ॥ ৯৪৫ ॥

এ যুক্তি অনুসারে সার্ব্বজ্ঞ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের অভেদ হইলে সর্ব্বপদার্থের ঐক্য হইতে পারে, এইরূপ দোষাশঙ্কা নিবৃত্ত হইল, তোমার মতেও মিথ্যাভূত রজতজ্ঞানস্বরূপ সাক্ষীপদার্থের সত্যত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে, পরন্তু উপাধিভূত রজতের সত্যত্ব নাই ॥ ৯৪৬ ॥

মিথ্যাভূতার্থসম্বন্ধান্মিথ্যাজ্ঞানং যদীষ্যতে।
সত্যেশজ্ঞানসম্বন্ধাদর্থাঃ সত্যাঃ কথং ন তে ॥ ৯৪৭ ॥
তৎপাদসঙ্গিসলিলাদশুদ্ধস্য হি শুদ্ধতা ॥ ৯৪৮ ॥
নির্দ্দোষেশ্বরচিদ্‌যোগাৎ সত্যতা লোকসম্মতা।
অবাধিতার্থসম্বন্ধাদ্বাধ্যতাশা বৃথা তব ॥ ৯৪৯ ॥
যদি সোপাধিকত্বং তে মিশ্রণং ক্ষীরনীরবৎ।
তদা সর্ব্বজ্ঞযোগীন্দ্রহৃদয়ে স্যাদ্বিদারণম্ ॥ ৯৫০ ॥
শব্দাচ্চ শশশৃঙ্গস্য জ্ঞানে শৃঙ্গী ভবান্ ভবেৎ।
অত্যন্তাসচ্চ তে জ্ঞানং স্যাত্তে ন হৃতিসঙ্কটম্ ॥ ৯৫১ ॥

মিথ্যাভূত পদার্থের সম্বন্ধহেতু জ্ঞানেরও মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে আমরাও সত্যভূত ঐশ্বরজ্ঞান সম্বন্ধহেতুই সকল পদার্থকে সত্য বলিব ॥৯৪৭॥

বিষ্ণুপদসঙ্গিনী গঙ্গাদেবীর জলস্পর্শে যেরূপ অশুদ্ধ পদার্থেরও শুদ্ধি সাধিত হয়, সেইরূপ নির্দ্দোষ ঈশ্বরজ্ঞান-সম্বন্ধহেতু সর্ব্বপদার্থেরই সত্যত্ব সাধিত হইয়া থাকে, অবাধিত জ্ঞানসম্বন্ধযুক্ত পদার্থ সকলের বাধাশঙ্কা ব্যর্থই হইয়া থাকে ॥ ৯৪৮-৯৪৯ ॥

সর্ব্বজ্ঞত্বের সহিত জগতের সম্বন্ধ যদি দুগ্ধ ও জলের মিশ্রণ-তুল্য বল, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ যোগীন্দ্রগণের জ্ঞানসকল জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে তাদৃশ জ্ঞানের অবকাশ অসম্ভবহেতু হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে পারে ॥ ৯৫০ ॥

‘শশশৃঙ্গ’ এই উক্তি হইতে শশশৃঙ্গবিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞানমিশ্র শশশৃঙ্গ তোমার হৃদয়ে উৎপন্ন হউক, অথবা তাদৃশ জ্ঞানই অসৎ হউক ॥ ৯৫১ ॥

জ্ঞানেনান্তঃস্থিতেনৈব বহিঃস্থ জগতো যদি।
সম্বন্ধঃ কশ্চিদেবস্যাত্তদৈক্যে কিং নু বাধকম্।
সৌরালোকো জগদ্ব্যাপী মণ্ডলাভিন্ন এব হি ॥ ৯৫২ ॥
কিঞ্চ নানাপদার্থানাং ভ্রমোঽপি ব্রহ্মচিত্তব।
মিথ্যার্থজ্ঞানরূপং তে ব্রহ্ম কিং নাভবত্তদা ॥ ৯৫৩ ॥
সত্যার্থজ্ঞানরূপোঽসৌ কথং মিথ্যা মম প্রভুঃ।
মিথ্যার্থজ্ঞানরূপত্বাত্তদ্ব্রহ্মৈবাভবন্মৃষা ॥ ৯৫৪ ॥
অতস্তদ্বিষচূর্ণেন তবৈবাভূদ্ধি সঙ্কটম্ ॥ ৯৫৫ ॥
অতো ভগবতো ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে সর্ব্বেশ্বরাত্মকাঃ।
তচ্ছক্ত্যা ধর্ম্মধর্ম্মিত্বমেকতাঽনেকতাদি চ ॥ ৯৫৬ ॥

পক্ষান্তরে যদি অন্তঃস্থ জ্ঞানের সহিত বহির্জগতের কেবলমাত্র বিষয়-বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধই স্বীকার কর, তাহা হইলে তাদৃশ জ্ঞানের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য-স্বীকারে আপত্তি কি? সূর্য্যের আলোক বহির্জগতে ব্যাপ্ত হইলেও উহা সূর্য্যমণ্ডলের সহিত অভিন্নই হইয়া থাকে ॥ ৯৫২ ॥

তোমার মতেও বিবিধ পদার্থের ভ্রম ব্রহ্মের জ্ঞানরূপেই অঙ্গীকৃত হয়, এইরূপ স্বীকারে মিথ্যাপদার্থের ভ্রমরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানও মিথ্যা হউক,—এইরূপ বলিলে এ বিষয়ের কিরূপে পরিহার হইতে পারে? ৯৫৩ ॥

আমার মতে পদার্থ-সকলের সত্যত্ব-নিবন্ধন তাহাদের জ্ঞানের সহিত অভিন্ন ব্রহ্মও সত্য। মিথ্যা পদার্থের জ্ঞানরূপ তোমার ব্রহ্মই মিথ্যা হইয়া থাকে, অতএব তোমার স্বকল্পিত বিষচূর্ণ তোমারই অনিষ্টজনক হইয়া থাকে ॥ ৯৫৪-৯৫৫ ॥

অতএব ভগবানের যাবতীয় ধর্ম্মই ভগবানের সহিত অভিন্ন, ভগবানের ধর্ম্মিত্ব ও একত্ব এবং ধর্ম্মসমূহের ধর্ম্মত্ব ও অনেকত্ব বিষ্ণুর শক্তিবিশেষ হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৯৫৬ ॥

তস্মাদ্‌গুণানৃতত্বাশা নারীগর্ভস্রবোঽপ্যভূৎ।
নেহ নানেতি বাক্যেন ভিন্নস্যৈব নিষেধনাৎ ॥ ৯৫৭ ॥
অতোঽস্মদুক্তসদ্‌যুক্তিশৃঙ্খলাভিঃ পদে পদে।
বদ্ধায়া ব্রহ্মস্বগুণসর্ব্বস্বদ্রোহদোষতঃ ॥ ৯৫৮ ॥
কারাগৃহনিবিষ্টায়া নির্গুণোক্তের্ন মোচকঃ।
বিনা ত্রিগুণশূন্যত্বরূপার্থস্য প্রদানতঃ।
নাপরঃ কোঽপ্যুপায়ঃ স্যাদিতি সর্ব্বস্য সম্মতম্‌ ॥ ৯৫৯ ॥
অভিন্নগুণসত্যত্ব ধ্রৌব্যাদ্‌ব্রহ্মসুখাদিবৎ ॥ ৯৬০ ॥
অভেদেপ্যন্যঽশেষো ন যথা তব তথা মম।
অন্যথা তার্কিকো জীয়ান্মোক্ষঃ স্যাদপ্রয়োজকঃ ॥ ৯৬১ ॥

সুতরাং "নেহ নানা" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গুণের ভেদ-নিষেধ-হেতু গুণমিথ্যাত্বাভিলাষিণী আশা-রমণার গর্ভস্রাবই হইয়া থাকে ॥ ৯৫৭ ॥

যেরূপ রাজদ্রোহনিবন্ধন কারাগৃহে শৃঙ্খলাবদ্ধ পুরুষ রাজকীয় শুল্ক প্রদান ব্যতীত মুক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ ভগবানের গুণদ্রোহ-দোষে মদীয় সদ্‌যুক্তিরূপ শৃঙ্খল দ্বারা দুর্ব্বাদিগণের হৃদয়ে প্রতিপদে আবদ্ধ নির্গুণশ্রুতিও ত্রিগুণশূন্যত্বরূপ অর্থদান ব্যতীত মুক্তিলাভ করিতে পারে না, ইহা সর্ব্বসম্মত যুক্তি জানিবে ॥ ৯৫৮-৯৫৯ ॥

গুণসকলের অভিন্নত্ব ও সত্যত্ব ব্রহ্মের স্বরূপভূত সুখাদির ন্যায় সিদ্ধ হইল ॥ ৯৬০ ॥

তোমার মতে যেরূপ সুখাদির সহিত ব্রহ্মের অভেদসত্ত্বেও একশেষ নাই, সেইরূপ আমার মতেও একশেষ নাই, যদি একশেষ অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে দুঃখাভাবের অতিরিক্ত সুখ নামে কোন পদার্থ নাই। এবম্বিধ মতাবলম্বী তার্কিকগণেরই জয় হইয়া থাকে, মোক্ষও নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে ॥ ৯৬১ ॥

যথা সুখাভাববাদাস্তিন্নস্তপ্রাতিবাহ্যভূঃ।
তথা নির্গুণতাবাদাদ্‌গুণবাদী ভবাম্যহম্‌ ॥ ৯৬২ ॥
গুণতা-গুণিতা চ স্যাৎ সুখতা-সুখিতা যথা।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বানিত্যপ্যাহ শ্রুতিঃ স্ফুটম্‌ ॥ ৯৬৩ ॥
ষষ্ঠ্যমুখ্যোপচারত্বং জিতং তার্কিকবালকৈঃ।
দুঃখাভাবপরত্বং হি শ্রুতীনাং বক্ত্যসৌ খলঃ ॥ ৯৬৪ ॥
অতো গুণ্যাত্মকা এতে গুণগ্রাহ্যা যথা শ্রুতম্‌।
পর্য্যায়শব্দাবাচ্যত্বং তবাপি চ মমাপি চ ॥ ৯৬৫ ॥
অতস্তন্মাত্রতৈতেষাং ন বাচ্যা শব্দকোবিদৈঃ।
প্রভোঃ শক্তিবিশেষেণ সর্ব্বং তদ্ধি সমঞ্জসম্‌ ॥ ৯৬৬ ॥

ব্রহ্মের সুখরূপত্বাঙ্গীকারী তোমার সহিত সুখাভাববাদী তার্কিকের যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তোমার সহিত আমারও তাদৃশ বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৯৬২ ॥

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌" এই শ্রুতি "ব্রহ্মণঃ" এই ষষ্ঠী বিভক্তি অভিন্নস্বরূপ ব্রহ্ম ও আনন্দের আশ্রয়াশ্রয়িভাব প্রকাশ করিতেছে। অতএব গুণগুণিত্ব প্রভৃতি ব্যবহার বিশেষপদার্থবলেই অঙ্গীকর্ত্তব্য ॥৯৬৩॥

যদি ষষ্ঠীর ঔপচারিক অর্থ (গৌণার্থ) কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে আনন্দ প্রভৃতি পদসমূহের দুঃখাভাবমাত্র অর্থকল্পনাকারী তার্কিকের জয় হউক ॥ ৯৬৪ ॥

অতএব শ্রৌত যাবতীয়গুণই গুণিস্বরূপভূত হইয়া থাকে। অভেদ স্বীকারে ব্রহ্ম ও গুণ সকলের পর্য্যায়ত্ব-আপত্তিদোষ আমাদের উভয়েরই মতে সমান ॥ ৯৬৫ ॥

অতএব আনন্দাদি গুণ সকলকে নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ অঙ্গীকার করা

নগুর্ণত্বশ্রুতিস্তস্মান্নৈবং সদ্‌গুণবাধিকা।
অধর্ম্মধর্ম্মদুঃখের্য্যা দ্বেষাদীন্ প্রতিষেধতি ॥ ৯৬৭ ॥
যস্য যস্মিন্মনো দ্বেষস্তদ্‌গুণস্তেন নেক্ষ্যতে।
ন চেদ্ব্রহ্মানন্তগুণং কথং নিগুর্ণমব্রবীৎ ॥ ৯৬৮ ॥
যত্নঃ কৃৎস্নোঽপি বিজ্ঞানশক্ত্যাদ্যর্থং হি যোগিনাম্।
সার্ব্বজ্ঞশৌর্য্যসৌন্দর্য্যপূর্ব্বৈশ্বর্য্যাণি কস্ত্যজেৎ ॥ ৯৬৯ ॥
গুণোঽণুরপি সংপোষ্যো দোষো দূষ্যো বুভূষুভিঃ।
গুণাংস্ত্যজেৎ কথং দোষান্ ভজেদ্বা তৎপরঃ প্রভুঃ ॥ ৯৭০ ॥

অনুচিত, প্রভুর শক্তিবিশেষবলেই এই সমস্ত সামঞ্জস্য সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৯৬৬ ॥

নির্গুণ শ্রুতি সগুণ শ্রুতির বাধক নহে, পরন্তু তার্কিক কর্ত্তৃক গুণত্ব-রূপে ব্যবহৃত অধর্ম্ম, দুঃখ, ঈর্ষা এবং দ্বেষাদিরই নিষেধ করিয়া থাকে ॥ ৯৬৭ ॥

যাহার প্রতি যে ব্যক্তির বিদ্বেষ থাকে, সেই ব্যক্তি তদীয় গুণ সকল দেখিতে পায় না, মায়াবাদীও ব্রহ্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বলিয়াই তদীয় অনন্ত গুণ প্রত্যক্ষ করিতেছে না ॥ ৯৬৮ ॥

যোগিগণ বিজ্ঞান শক্তি ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকেন, অতএব যোগীশ্বর ভগবান্ কিরূপে সার্ব্বজ্ঞ্য, শৌর্য্য, সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যরহিত হইবেন ! ৯৬৯ ॥

মহাপুরুষগণ পরের অনুমাত্র গুণেরই পুষ্টিসাধন পূর্ব্বক তদীয় বহু-দোষ বর্জ্জন করিয়া থাকেন, অতএব ভগবান্ কিরূপে অনন্ত গুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজ্ঞানাদি দোষের গ্রহণ করিবেন ? ৯৭০ ॥

সর্ব্বং হরতু সর্ব্বস্বং বিদ্যাং কো বিদুষো হরেৎ।
কিং গুণাংস্ত্যাজয়ন্ বিষ্ণোর্নিগুর্ণত্বং গুণং ত্যজেৎ ॥ ৯৭১ ॥
জ্যোতিষ্টে নহি চন্দ্রস্য স্বরূপজ্ঞানবান্ পুনঃ।
চন্দ্রত্বে নৈব তং জ্ঞাতুং কশ্চন্দ্র ইতি পৃচ্ছতি ॥ ৯৭২ ॥
অতঃ কশ্চন্দ্র ইত্যেষ প্রশ্নঃ প্রশ্নবিদাংমতে।
কিং লক্ষণক ইত্যেব স্বার্থমর্থাতুরো ভজেৎ ॥ ৯৭৩ ॥
চন্দ্রত্ববান্ ক ইত্যেব বাক্যস্যার্থো যতঃ স্ফুটঃ।
স্বরূপমাত্রপ্রশ্নত্বং স্বরূপাসিদ্ধমেব্যতে ॥ ৯৭৪ ॥

চোর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলেও বিদ্যা অপহরণ করিতে পারে না, এইরূপ মায়াবাদীও যদ্যপি বিষ্ণুর অনন্ত গুণ অপহরণ করিয়াছে, তথাপি নিগুর্ণত্বরূপ গুণের অপহরণ করিতে পারে নাই ॥ ৯৭১ ॥

মায়াবাদিগণ বলেন,—"আকাশে বহু জ্যোতিষ্ক বর্ত্তমান থাকায় তন্মধ্যে কোন্‌টী চন্দ্র, তাহা জানিতে না পারিয়া কোন ব্যক্তি "চন্দ্র কোন্‌টী",—এইরূপ প্রশ্ন করিলে অপর ব্যক্তি চন্দ্র নির্দ্দেশ পূর্ব্বক "এইটা চন্দ্র" এইরূপ বলিলে যেরূপ চন্দ্রের স্বরূপ জ্ঞান জন্মে, সেইরূপ শব্দসকলও অখণ্ডার্থ ব্রহ্মের স্বরূপমাত্র জ্ঞাপন করিয়া থাকে।" এ বিষয়ে উত্তর এই যে, পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপে পূর্ব্বে চন্দ্রকে জানিয়াও কেবলমাত্র লক্ষণ-জ্ঞানের জন্য তাদৃশ প্রশ্ন করিয়া থাকে ॥ ৯৭২ ॥

অতএব "চন্দ্র কোন্‌টী—"এই প্রশ্ন-বাক্যে "চন্দ্র কীদৃশ লক্ষণযুক্ত"—এইরূপ অর্থই জ্ঞাতব্য ॥ ৯৭৩ ॥

"চন্দ্র কোন্‌টী"—এই বাক্যের বাক্যার্থ "চন্দ্রত্ব বিশিষ্ট কে ?' তাহাই স্পষ্টরূপেই প্রতীত হয়। অতএব প্রশ্ন স্বরূপবিষয়ক না হইয়া লক্ষণ-বিষয়কই হইয়া থাকে ॥ ৯৭৪ ॥

এবং লক্ষণবাক্যঞ্চ লক্ষণং বক্তি নাপরম্ ।
অপৃষ্টোত্তরমেবস্যাদ্রূপমাত্রনিরূপণে ॥ ৯৭৫ ॥
অতো লক্ষণবাক্যত্বং বিরুদ্ধো হেতুরেব তে ॥ ৯৭৬ ॥
সত্যজ্ঞানাদিবাক্যং তদ্বিশিষ্টব্রহ্ম তৎপরম্ ।
লক্ষণপ্রশ্নবাক্যত্বাচ্চন্দ্রলক্ষণবাক্যবৎ ॥ ৯৭৭ ॥
স্বরূপমাত্রজ্ঞানস্য পদেনৈকেন সম্ভবাৎ ।
ব্যর্থং পদান্তরং চ স্যাজ্‌জ্ঞাতস্য জ্ঞাপনেন কিম্॥ ৯৭৮ ॥
যদি সত্যাদিপদতো লক্ষ্যে ব্রহ্মণি কেবলম্ ।
ব্যাবৃত্তিঃ স্যাদসত্যাদেস্তে ন সার্থক্যমিষ্যতে ॥ ৯৭৯ ॥
তর্হি গঙ্গাপদাল্লক্ষ্যে তীরেঽপি ন্যায়সাম্যতঃ ।
ব্যাবৃত্তিঃ স্যাদগঙ্গায়াস্তীরে স্যান্মজ্জনং সদা ॥ ৯৮০ ॥

এইরূপ "প্রকৃষ্ট প্রকাশযুক্ত পদার্থই—চন্দ্র" এই উত্তর-বাক্যেও লক্ষণই কথিত হয়। লক্ষণজিজ্ঞাসু পুরুষের নিকট কেবলমাত্র স্বরূপ বলিলে উহা অজিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তরই হইয়া থাকে ॥ ৯৭৫ ॥

অতএব শব্দসমূহের স্বরূপমাত্র-পরত্ব-বিষয়ে লক্ষণ-বাক্যত্ব বিরুদ্ধ-হেতুই হইয়া থাকে ॥ ৯৭৬ ॥

"প্রকৃষ্ট প্রকাশযুক্ত পদার্থই—চন্দ্র",—এই লক্ষণবাক্য যেরূপ লক্ষণ-বিষয়ক প্রশ্নবাক্যের উত্তরস্বরূপ বলিয়া লক্ষণবিশিষ্ট বস্তুবিষয়ক, সেইরূপ সত্য-জ্ঞানাদি-বাক্যও বিশিষ্ট-বস্তুবিষয়কই হইয়া থাকে ॥ ৯৭৭ ॥

স্বরূপমাত্র-পরত্বপক্ষে এক পদদ্বারাই স্বরূপজ্ঞান সম্ভবপর বলিয়া অন্যপদ সকল ব্যর্থ হইয়া থাকে, জ্ঞাত-বিষয়ের পুনরায় জ্ঞাপনে কোন প্রয়োজনও নাই ॥ ৯৭৮ ॥

যদি ব্রহ্মবিষয়ে অসত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিষেধের জন্য সত্যাদি পদের প্রয়োগ স্বীকার কর, তাহা হইলে এই যুক্তি অনুসারেই

অন্যব্যাবৃত্তিরূপ হি তদা স্যাদ্ যদি তৎ পদম্।
স্বার্থং সমর্পয়েত্তর্হি সাপ্যর্থাল্লভ্যতে পরম্ ॥ ৯৮১ ॥
সাক্ষাদন্যাপোহ এব ন হ্যর্থো ভবতো মতে।
অতঃ সত্যত্ব পূর্ব্বার্থং যদি ব্রহ্মণি নার্পয়েৎ।
কথং ব্যাবর্ত্তয়েদ্‌ব্রহ্ম বিপক্ষে তূক্তমেব হি ॥ ৯৮২
কিঞ্চ মুখ্যার্থবোধে হি লক্ষণা তেন সত্যতা।
জ্ঞানতানন্ততা চৈব ভবেদ্‌ব্রহ্মণি বোধিতা ॥ ৯৮৩
সত্যত্বরহিতং ব্রহ্ম মিথ্যেব স্যাদ্‌ঘটাদিবৎ।
সদ্রূপমপি তন্নস্যাত্তদ্বত্তেনৈব হেতুনা ॥ ৯৮৪ ॥

"গঙ্গায়াং ঘোষঃ" (গঙ্গায় গোপপল্লী) এই বাক্যেও গঙ্গাপদ হইতে গঙ্গা ভিন্ন সকলের ব্যাবৃত্তি বশতঃ গঙ্গাপদলক্ষ্য তীরেও লোক জলমগ্ন হইতে পারে ॥ ৯৭৯-৯৮০ ॥

পদ যদি নিজ বাচ্যবিষয়ের বোধক হয়, তাহা হইলে অন্য বিষয়ের ব্যাবৃত্তি অর্থাধীনই লব্ধ হইয়া থাকে ॥ ৯৮১ ॥

তোমার মতেও অন্যব্যাবৃত্তি পদের সাক্ষাৎ অর্থ নহে, কিন্তু স্বরূপই সাক্ষাৎ অর্থ, অতএব সত্যাদি পদ যদি ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্ম্মের অর্পণ না করে, তাহা হইলে অন্যব্যাবর্ত্তকও হইতে পারে না ॥ ৯৮২ ॥

পদসকলের মুখ্যার্থের বাধা থাকিলেই লক্ষণা দ্বারা অর্থ কল্পনা করিতে হয়, আবার লক্ষণা স্বীকার করিলে ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্ম্মের বাধা বলিতে হয়। অতএব অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটিয়া থাকে ॥ ৯৮৩ ॥

ঘটে সত্যত্ব না থাকায় যেরূপ সদ্রূপত্বও নাই, সেইরূপ ব্রহ্মেও সত্যত্ব না থাকিলে সদ্রূপত্বেরও অভাব হইয়া থাকে ॥ ৯৮৪ ॥

ন চেচ্ছশবিষাণঞ্চ সদ্রূপং ব্রহ্মবদ্ভবেৎ।
কেবলান্বয়িধর্ম্মত্বাৎ সত্ত্বে সত্ত্বঞ্চ বর্ত্ততে ॥ ৯৮৫ ॥
অতঃ সত্যত্বরহিতং মিথ্যৈব স্যান্ন সংশয়ঃ।
শিরসো মুণ্ডনেং তস্মাচ্ছিখামুণ্ডনমপ্যভূৎ ॥ ৯৮৬ ॥
যদি সত্যপদেনাপি ব্রহ্মলক্ষ্যং ভবেত্তব।
তর্হি তৎপদবাচ্যং মে জগৎ সত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৯৮৭ ॥
গঙ্গাপদেন যা বাচ্যা সৈব গঙ্গা যতো নৃণাম্।
অতস্ত্বল্লক্ষণাসর্ব্বজগতো রক্ষণায় মে ॥ ৯৮৮ ॥

যদি সত্যত্বের অভাবেও সদ্রূপত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইল শশশৃঙ্গও সদ্রূপবিশিষ্ট হইতে পারে। যদি বল, সত্যধর্ম্মে আত্মাশ্রয়-দোষভয়ে সত্য অস্বীকার করিয়াও যেরূপ সদ্রূপত্ব স্বীকৃত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম সত্যধর্ম্মশূন্য হইয়াও সদ্রূপ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উত্তর এই যে, সত্য কেবলান্বয়ী-ধর্ম্ম বলিয়া সত্যেও বর্ত্তমান থাকিতে পারে, অতএব তোমার এই দৃষ্টান্তই প্রকৃত বিষয়ে বিরুদ্ধ ॥ ৯৮৫ ॥

অতএব সত্যত্বরহিত ব্রহ্ম মিথ্যাই হইয়া থাকেন। সত্যত্বনাশে তোমার প্রযত্ন দ্বারা ব্রহ্মই নাশপ্রাপ্ত হওয়ায় শিখা মুণ্ডন করিতে যাইয়া মস্তক-ছেদনই উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৯৮৬ ॥

যদি সত্যপদে ব্রহ্ম লক্ষিতই হন, তাহা হইলে সত্য-পদবাচ্য জগৎই মুখ্য সত্য হইতে পারে ॥ ৯৮৭ ॥

যেরূপ গঙ্গাপদবাচ্য প্রবাহই—মুখ্যতঃ গঙ্গা, সেইরূপ সত্যপদবাচ্য জগৎই সত্য হইয়া পড়ে, অতএব তোমার লক্ষণা দ্বারা সত্যত্বরূপে আমার অভীষ্ট জগতের রক্ষাই হইল ॥ ৯৮৮ ॥

ব্রহ্মৈক্যবাক্যমপি তে স্বরূপপরমেব হি।
এবঞ্চেদ্‌গতমদ্বৈতমমানত্বান্ন্‌ শৃঙ্গবৎ।
ভেদশ্চ শ্রুতিমুখ্যার্থঃ সুস্থিরোঽভূদিতি স্থিতম্‌॥ ৯৮৯॥
দুর্জ্জনঃ সজ্জনস্যার্থমুজ্জিহীর্ষেচ্ছনৈঃ শনৈঃ।
কিং নোচুর্ব্বেদবাক্যস্য স্বপদৈরপ্যবাচ্যতাম্‌।
অন্ধসান্ধ্যং হি সংদধ্যুরপদে পদসম্পদঃ॥ ৯৯০॥
অলক্ষণং কিলার্থোঽর্থো লক্ষণোক্তের্ন লক্ষণম্‌।
স্বয়ং ভূত্বা স্বমাতৈব বন্ধ্যেত্যতিখলো বদেৎ।
ব্যাবর্ত্তকোক্তির্ব্যাবৃত্ত্যৈ ন ব্যাবর্ত্তকবাক্‌ কিল॥ ৯৯১॥
নাসাং ছিত্বাপি দুষ্টঃ স্বামন্যস্যাশকুনং চরেৎ।
সত্যাদিপদমুখ্যার্থঃ সত্যাদন্যৎ কিলানৃতম্‌॥ ৯৯২॥

তোমার মতে ব্রহ্মৈক্যপ্রতিপাদক মহাবাক্য সকলও যদি স্বরূপমাত্র-পর হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবিষয়ে প্রমাণের অভাব হেতু একত্ব শশশৃঙ্গের ন্যায় অসৎই হইয়া থাকে, সুতরাং শ্রুতির মুখ্যার্থ-ভেদ সুস্থিরই হইল॥৯৮৯॥

দুর্জ্জনগণ যেরূপ সজ্জনের অর্থ অল্পে অল্পে অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে বেদের অবাচ্যরূপে বলিয়া অবশেষে ব্রহ্ম-স্বরূপবাচক সত্যত্বাদি পদেরও অবাচ্যত্ব বলিতে উপক্রম করিয়া থাকে, অন্ধপুরুষ স্বকীয় অন্ধত্ব গোপন করিলেও অযোগ্যস্থলে পাদপ্রক্ষেপহেতুই তাহার অন্ধত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে॥ ৯৯০॥

লক্ষণ-প্রতিপাদক বাক্যসকলের লক্ষণই অর্থ নহে, পরন্তু স্বরূপই অর্থ হইয়া থাকে, এরূপ মনে করিলে মূর্খ যেরূপ নিজ গর্ভধারিণীকে বন্ধ্যা বলে, সেইরূপ অন্য ব্যাবৃত্তির জন্য লক্ষণবাক্য সকলের প্রয়োগ করিয়া তাহাকে স্বরূপমাত্রপর-কথন তুল্যই হইয়া থাকে॥ ৯৯১॥

দুষ্ট যেরূপ অপরের গমনকালে অশুভ দর্শন ঘটাইবার জন্য নিজ

ইচ্ছতা বৃদ্ধিমল্পস্য মূলং নষ্টং ভবেদ্ধ্রুবম্‌।
সত্ত্বাদিমুগুনে কিং ন লক্ষ্যত্বাদ্যৈঃ সখণ্ডতা ॥ ৯৯৩ ॥
শান্তিকর্ম্মণি বেতালোত্থানং স্যাদবুধস্য হি।
অখণ্ডত্বাদ্যভাবে তু সৈবায়াদ্ধি সখণ্ডতা ॥ ৯৯৪ ॥
পরায়ুধৈঃ পরং ছিন্দ্যাচ্ছস্ত্রশিক্ষাবিচক্ষণঃ।
অবাচ্যপদলক্ষ্যত্বে মুখ্যার্থা বাচ্যতাক্ষতেঃ ॥ ৯৯৫ ॥
বিরুদ্ধয়োঃ সতোর্যোগঃ সমূলাঘাতিনোর্ভবেৎ ॥ ৯৯৬ ॥

নাসিকা ছেদন করিয়া তাহার যন্ত্রণাও সহ্য করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ মিথ্যাভূত জগৎকে সত্য-পদবাচ্য বলিয়াও ব্রহ্মের সত্যত্ব নাশ করা হইয়া থাকে ॥ ৯৯২ ॥

যেরূপ নিজের অযোগ্যতা বৃদ্ধিলাভ করিতে যাইয়া পুরুষ সমূলে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অখণ্ড ব্রহ্মরূপ বিষয়ে সত্যত্ব প্রভৃতি নাশের জন্য প্রযত্ন করায় লক্ষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা সখণ্ডত্বই লব্ধ হওয়ায় মূলহানিই উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৯৯৩ ॥

মন্ত্রবিষয়ে অনভিজ্ঞ পুরুষ বেতাল-উচ্চাটন-কর্ম্ম করিতে যাইয়া যেরূপ বেতাল হইতে স্বয়ংই অনিষ্ট প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের ধর্ম্মনাশের জন্য অখণ্ডার্থপরত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া মায়াবাদী অখণ্ডার্থরূপ ধর্ম্মেরও নিরাকরণ করিয়া অর্থাধীন সখণ্ডত্বরূপ অনিষ্টই প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৯৯৪ ॥

বীর যেরূপ পরের অস্ত্র দ্বারাই পরকে নিহত করে, সেইরূপ আমরাও অবাচ্য পদদ্বারা বাদীমুখেই ব্রহ্মের লক্ষ্যত্ব উচ্চারণ করাইয়া অর্থাধীন উপস্থিত বাচ্যত্বেরই সাধন করিয়াছি ॥ ৯৯৫ ॥

শক্তিবিশেষের বলে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়েরও একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে ॥ ৯৯৬ ॥

মুনেঃ শক্ত্যা কিং ন বনে বৈরিণঃ সহ শেরতে।
তচ্ছক্ত্যাপি ন বৈরাগ্যং কামেন সহ তদ্ধৃদি।
বহির্ব্বা তপসোবিঘ্নকারিণঃ সন্তি রাক্ষসাঃ ॥ ৯৯৭ ॥
অণুত্বঞ্চ মহত্বঞ্চ তথৈব ঘটয়েৎ শ্রুতম্।
স্বৈশ্বর্য্যস্য বিরোধীনি ঘটয়েন্নাত্মনি প্রভুঃ ॥ ৯৯৮ ॥
অণিমা-মহিমা চৈব গরিমা-লঘিমা তথা।
যদৈশ্বর্য্যমতঃ শক্ত্যা ঘটয়েদিদমাত্মনি ॥ ৯৯৯ ॥
অনন্তসুগুণস্তোমমনন্তাকারসৌভগম্।
তথাপ্যনন্যতাং তেষু সর্ব্বৈশ্বৈশ্বর্য্যসিদ্ধিতঃ।
নিজৈশ্বর্য্যাভিবৃদ্ধ্যর্থং ঘটয়েচ্ছক্তিতঃ প্রভুঃ ॥ ১০০০ ॥

ঋষিগণের তপোবলে আশ্রমমধ্যে গো ব্যাঘ্র প্রভৃতি একত্রই অবস্থান করে, এইরূপ তপস্যাবলে ঋষিগণের হৃদয়ে কামনা এবং বৈরাগ্যও একত্র অবস্থান করিয়া থাকে। তপস্যার বিঘ্নকারী রাক্ষসগণ এবং তপস্বিগণও তপোবনে একত্র মিলিত হইতে দেখা যায় ॥ ৯৯৭ ॥

ভগবান্‌ও সেইরূপ নিজ ঐশ্বর্য্যশক্তিবলে নিজের মধ্যে অণুত্ব ও মহত্ত্ব এই উভয় ধর্ম্মেরই সমাবেশ করিয়া থাকেন, পরন্তু স্বকীয় ঐশ্বর্য্যবিরোধী দুঃখ, অজ্ঞান প্রভৃতির সমাবেশ করেন না ॥ ৯৯৮ ॥

অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা প্রভৃতি ধর্ম্মসকল ভগবানের ঐশ্বর্য্য-স্বরূপ, ঐসমস্ত তদীয় শক্তিবলেই সাধিত হয় ॥ ৯৯৯ ॥

ভগবান্ নিজের মধ্যে অনন্ত গুণসমূহ, অনন্ত বিগ্রহ, সৌন্দর্য্য এবং স্বরূপের সহিত উহাদের অভিন্নত্ব নিজ ঐশ্বর্য্যের অভিবৃদ্ধির জন্য শক্তিবলেই সংঘটিত করিয়া থাকেন ॥ ১০০০ ॥

বলজ্ঞানক্রিয়াদীনাং সিসৃক্ষা সংজিহীর্ষয়োঃ।
নিত্যত্বে মহিমোন্নত্যা শক্তিব্যক্ত্যাত্মনা স্থিতিম্।
স্বসামর্থ্যবিশেষেণ ঘটয়েৎ সর্ব্বমীদৃশম্ ॥ ১০০১ ॥
ভেদহীনেঽপি ভেদস্য কার্য্যং যো ঘটয়েৎ শ্রুতম্।
সসামর্থ্যবিশেষো হি বিশেষ ইতি গীয়তে ॥ ১০০২ ॥
পরপ্রকাশকো দীপো ন কিং স্বস্য প্রকাশকঃ।
বিশেষোঽন্যত্র নির্ব্বাহী স্বনির্ব্বাহী কথং ন সঃ ॥ ১০০৩ ॥
বন্ধং মোক্ষং সুখং দুঃখং ভিন্নাভিন্নত্বমন্যতঃ।
জন্মনিত্যত্বমিত্যাদি মহাপাপফলং নৃণাম্।
অতি নৈচ্যকরং স্বস্য ঘটয়েৎ কথমাত্মনি ॥ ১০০৪ ॥
শক্তঃ স্বদোষং প্রদহেদ্‌গৃহ্ণীয়াচ্চেত্ত্বশক্ততা।
নৃহরের্খরক্রৌর্য্যং কিং স্বোদরবিদারণম্ ॥ ১০০৫ ॥

ভগবানের বল, জ্ঞান, ক্রিয়া, সৃষ্টিবাসনা এবং সংহার বাঞ্ছা নিত্য হইলেও তিনি স্বীয় সামর্থ্যবিশেষ-হেতু কখনও উহাদের শক্তিরূপে অবস্থান, কখনও বা প্রকট করিয়া থাকেন ॥ ১০০১ ॥

অভিন্ন বস্তুসমুদয়ের মধ্যে যে ভেদকার্য্য লক্ষিত হয়, উক্ত ভেদকার্য্যের নির্ব্বাহক শক্তিবিশেষই 'বিশেষ-পদার্থ' নামে কথিত হয় ॥ ১০০২ ॥

পরপ্রকাশক দীপ যেরূপ নিজেরও প্রকাশক হয়, সেইরূপ বিশেষও পরনির্ব্বাহক এবং স্বনির্ব্বাহক হইয়া থাকে ॥ ১০০৩ ॥

ভগবান্ বন্ধ, মোক্ষ, সুখ, দুঃখ, ভেদ, অভেদ, জন্ম, নাশ প্রভৃতি মহাপাপফলকে স্বরূপের হীনতাজনক বলিয়া নিজের বিষয়ে সংঘটিত করেন না ॥ ১০০৪ ॥

ভগবান্ যদি সমর্থ-পুরুষ হন, তাহা হইলে পাপফল গ্রহণ করেন না, পক্ষান্তরে যদি পাপফল গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অসমর্থপুরুষই

অশন্যয়ো যোগহেতোরদৃষ্টো ন হ্যয়ো ন তৎ ॥
কিং মৃষা ঘটকাদৃষ্টৈর্বহুশ্রুত্যুক্তসদ্‌গুণঃ ॥ ১০০৬ ॥
অন্নং দদদ্ধি পুরুষো দর্বীং কাঞ্চিৎ প্রকল্পয়েৎ।
অভিন্নধর্ম্মতাং বেদো যথা তচ্ছক্তিকল্পকঃ ॥ ১০০৭ ॥
মূলাভেদেঽপি কৃষ্ণাদ্যা নানন্তাঃ কিং ন সন্তি কিম্।
যথানন্তশ্চ সন্তশ্চ ন ভিন্না মূলসদ্‌গুণাঃ ॥ ১০০৮ ॥

হইয়া পড়েন। নৃসিংহদেব যেরূপ স্বীয় তীক্ষ্ণনখ দ্বারা শত্রুরই বিদারণ করেন, নিজের বিদারণ করেন না, সেইরূপ ভগবান্ স্বশক্তিবলে পরেরই দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন, নিজের দুঃখ সংঘটন করেন না ॥ ১০০৫ ॥

বর্ষাকালে বজ্রপাত দৃষ্ট হয়, ভূগর্ভে উৎপন্ন লৌহও দৃষ্ট হয়, পরন্তু উহাদের কর্ত্তৃরূপে কাহারও উপলব্ধি না হইলেও কার্য্যদর্শনে যেরূপ তাহাদের একজন অদৃষ্ট-কর্ত্তা অবগত হইয়া থাকে, সেইরূপ অভিন্ন বস্তুর মধ্যে ভেদ দর্শন করিয়া উক্ত ভেদের কারণরূপে বিশেষ-নামক পদার্থের কল্পনা করিতে হয় ॥ ১০০৬ ॥

যিনি বহু লোককে অন্নদান করেন, তিনি যেরূপ ঐ অন্নের পরিবেশনের জন্য একটা দর্ব্বী (হাতা) সংগ্রহ করিতেও অবশ্য সমর্থ, সেইরূপ বিষ্ণুর অনন্ত-গুণ-প্রতিপাদক বেদও তাহাদের সংঘটন-হেতু বিশেষ পদার্থ কল্পনায় সমর্থ ॥ ১০০৭ ॥

যেরূপ রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অনন্ত অবতার রূপসমূহের নানাবিধ আকার এবং বহুত্বসত্ত্বেও মূলগত এক রূপের সহিত অভেদ রহিয়াছে, সেইরূপ গুণসকল অনেক হইলেও ব্রহ্মের সহিত তাহাদের অভেদ রহিয়াছে ॥ ১০০৮ ॥

অন্যার্থশূন্যা বাক্ চেৎ স্যাদযুক্তার্থাঽর্থিকার্থবাক্।
যথেশাভিন্নগুণবাগর্থাচ্ছক্তিবিশেষবাক্ ॥ ১০০৯ ॥
গুণত্বস্য গুণিত্বস্য তদভেদস্য চেশ্বরে।
প্রামাণিকস্য ঘটনাশক্ত্যৈব স্যাৎ সুখাদিবৎ ॥ ১০১০ ॥
যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥ ১০১১ ॥
ইতিশ্রুতির্যতোধর্ম্ম বাহুল্যপ্রতিপাদিকা।
নিষেধতি পৃথগ্ভাবমাত্রং সৈব বিশেষবাক্ ॥ ১০১২ ॥
আপাতানুপপন্নার্থা সোপপাদকবাক্ন চেৎ।
অমানং স্যান্নতদ্যুক্তমতস্তঞ্চ বলাৎ স্পৃশেৎ ॥ ১০১৩ ॥

বেদবাক্য আপাততঃ বিরুদ্ধার্থরূপে প্রতীয়মান হইলেও তাৎপর্য্যবলে বিশেষ-অর্থই কল্পনা করিয়া থাকে। বিষ্ণুর গুণসকলের অভেদ প্রতিপাদিকা শ্রুতিও অর্থাধীন বিশেষ-অর্থই কল্পনা করিয়া থাকে ॥১০০৯॥

সুখ যেরূপ ভগবান্ হইতে অভিন্ন হইয়াও গুণরূপে কল্পিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের গুণসকলের গুণত্ব এবং অভেদও প্রামাণিক হেতু শক্তিবলেই সংঘটনীয় ॥ ১০১০ ॥

"পর্ব্বত-শিখরস্থ বৃষ্টিজল যেরূপ অধোগামী হয়, সেইরূপ বিষ্ণুর ধর্ম্ম-সকলও বিষ্ণু হইতে পৃথগ্রূপে দর্শন করিলে জীব অধোগামী হইয়া থাকে ॥ ১০১১ ॥

এই শ্রুতি বিষ্ণুধর্ম্মের অনেকত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাঁহাদের পৃথক্ ভাব নিষেধ করিতেছে, অতএব এই শ্রুতি হইতেই অর্থাধীন বিশেষ-পদার্থ সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১০১২ ॥

এই শ্রুতির আপাততঃ বিচারে অভিন্ন ধর্ম্ম সকলের ধর্ম্মত্বের অনুপপত্তিই বোধ হইয়া থাকে, পরন্তু আপাততঃ অর্থসঙ্গতি না হইলেও

ত্রিক্ষণস্থায়িযাগাখ্য কর্ম্মণঃ স্বর্গহেতুতাম্ ।
কালক্ষেপেঽপি শংসন্তী যথার্থী সৈব পুণ্যবাক্ ॥ ১০১৪ ॥
ন সহেত গুণশ্লোকান্ দোষশ্লোকান্ খলোর্জ্জয়েৎ ।
ত্যক্তানেকগুণোক্তীনাং কিং ন বৈগুণ্যবাগ্ ভরঃ ॥ ১০১৫ ॥
নিষ্ফলং জন্মিনাং জন্ম পরলোকফলং ন চেৎ ।
যথা ত্রিগুণশূন্যত্বাদ্গুণপূর্ণোঽপি নির্গুণঃ ॥ ১০১৬ ॥
জ্ঞানাদিগুণশূন্যত্বং চেতনস্য ন হি ক্বচিৎ ।
অতো নির্গুণবাক্যার্থো ন সর্ব্বগুণশূন্যতা ॥ ১০১৭ ॥

উহার অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না, অতএব প্রামাণ্য সংস্থাপনের জন্য বিশেষ পদার্থই স্বীকার্য্য ॥ ১০১৩ ॥

যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়া তাহাদের স্বর্গফলজননে সাক্ষাৎ সামর্থ্য না থাকায় কালান্তরে স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের জন্য যেরূপ 'অদৃষ্ট' নামক পদার্থ কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ গুণগুণিভাবও বিশেষ পদার্থবলেই কল্পনীয় ॥ ১০১৪ ॥

দুষ্টজন যেরূপ গুণ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দোষই গ্রহণ করে, সেইরূপ নৈর্গুণ্যবাদী গুণবচন পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ বচনই গ্রহণ করিয়াছে ॥ ১০১৫ ॥

পারলৌকিক ফল না থাকিলে জীবের জন্মগ্রহণই নিরর্থক, বিষ্ণু গুণপূর্ণ হইলেও প্রাকৃত গুণত্রয়শূন্য বলিয়া নির্গুণরূপে উক্ত হইয়াছেন ॥ ১০১৬ ॥

সর্ব্বগুণ পরিত্যাগ করিলেও চেতন পদার্থের জ্ঞান প্রভৃতি গুণ পরিত্যাগ করা যায় না, অতএব নির্গুণবাক্যে সর্ব্বগুণ-শূন্যস্বরূপ অর্থ বলা যায় না ॥ ১০১৭ ॥

তস্মাদ্বিষ্ণোর্গুণাঃ সর্ব্বে নিত্যাঃ সত্যাশ্চ সর্ব্বদা।
অনন্তাঃ শ্রুতিসদ্যুক্তিসিদ্ধাশ্চেত্যতিমঙ্গলম্ ॥ ১০১৮ ॥
বাদিরাজাখ্য-যতিনা সাধিতা যুক্তিমল্লিকা।
গুণসৌরভসর্ব্বস্বং মুদে বিষ্ণোর্খ্যবেদয়ৎ ॥ ১০১৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমদ্বাদিরাজপূজ্যচরণ-বিরচিতায়াং যুক্তিমল্লিকায়াং গুণসৌরভং সম্পূর্ণম্ ॥

ওঁ তৎসৎ

বিষ্ণুর সগুণত্ব-বিষয়ে সাধক-প্রমাণ সদ্ভাব ও বাধকাভাব-হেতু এবং নির্গুণত্ব-বিষয়ে সাধক-প্রমাণের অসদ্ভাব ও বাধক-প্রমাণের সদ্ভা-বশতঃ বিষ্ণুর সকলগুণই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নিত্য, সত্য, অনন্ত, শ্রুতিসিদ্ধ এবং যুক্তিসিদ্ধ, অতএব পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয় নির্ব্বিঘ্ন সিদ্ধ হইল ॥১০১৮॥

বাদিরাজ নামক যতিবরের প্রণীত যুক্তিমল্লিকা স্বকীয় গুণসৌরভরূপ পরিচ্ছেদ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য সমর্পণ করিতেছে ॥ ১০১৯ ॥

ইতি শ্রীযুক্তিমল্লিকাগ্রন্থে গুণসৌরভ পরিচ্ছেদানুবাদ

সমাপ্ত

---:০:---